Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/70	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1292b.s. (1885)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Gopalchandra Mukhopadhyay; printed by Kedarnath Ray from 101 Masjidbari Street.
Author/ Editor:	Bankimchandra Chattopadhyay (ed.) Iswarchandra Gupta (Au.)	Size:	10x15.5cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Kabitasangraha	Remarks:	A short biography of Ishwarchandra Gupta and selection of verses from the *Sangbad Prabhakar*.

কবিতাসংগ্রহ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

কবিতাবলী।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

No 467 — Price [illegible]

কলিকাতা।

১০১ নং মসজিদবাটী ষ্ট্রীটে সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রালয়ে

শ্রীকেদারনাথ রা[illegible] [illegible]রা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

মূল্য ২ দুই টাকা [illegible]

TORN PAGE(S)
BRITTLE PAGES.
INSECT DAMAGE

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকীয়তায়, উত্তরসাধকতায় এবং তত্ত্বাবধানে কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লুপ্তপ্রায় কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন সূত্রে যদি ভাষার কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে, জাতির কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহা হইলে, সেই উপকার এবং গৌরব, বঙ্কিম বাবুর দ্বারা সাধিত হইল জানিয়া, জাতি, তাঁহার নিকট যে নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ, তাহার উপর এই আর একটী ঋণ বাড়িল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা—বঙ্কিম বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিতাম কি না সন্দেহ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষার শিরে আর একটী সুরভিপূর্ণ কুসুম অর্পণ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা বিষয়ে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হইল মাত্র। যদি এখানি আদরের সহিত গৃহীত হয়; তাহা হইলে, অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে পারিব, এমত আশা করি।

এতৎ প্রচারের লভ্যাংশ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হইবেন, অনুষ্ঠানপত্রেই তাহা প্রচার হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

কলিকাতা।
আহিরীটোলা
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১লা আশ্বিন, ১২৯২সাল।

সূচীপত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ।

প্রথম খণ্ড।

নৈতিক এবং পরমার্থিক।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
সব্ হ্যায় ফাক	...	...	
সর্বভরপুর	...	...	৩
কিছু কিছু নয়	...	...	৫
ঈশ্বরের করুণা	...	...	[illegible]
সাম্য	...	...	[illegible]
মায়া	...	...	২২
কাল	...	...	২৬
শরীর অনিত্য	...	...	২৮
রোজসই	...	...	[illegible]
তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই	...	...	৩১
পরমার্থ	...	...	৩৭
সংগীত	...	...	৪০

	পৃষ্ঠা।
…বর	৪৩
…প্রণাম তোমায়	৪৬
…ব	৫১
…ল ও নিন্দুক	৫৩
…মিশনরি	৫৫
বিষয়ে সুখ নাই	৫৯
নির্গুণ ঈশ্বর	৬৬
শ্রীমদ্ভাগবত	

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক

ইংরাজী নববর্ষ	৬৯
পৌষ-পার্ব্বণ	৭৪
ছদ্ম মিশনরি	৮১
পাঁঠা	৮৩
বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্তি	৮৯
বড়-দিন	৯১
নীলকর (৫ টী গীত)	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা।
দুর্ভিক্ষ (দুইটী গীত)	১২[illegible]
আচার ভ্রংশ	১৩২
বাবাজান বুড়া শিবের স্তোত্র	১৩৪

তৃতীয় খণ্ড।

ঋতুবর্ণন।

গ্রীষ্ম	১৫০
বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব	১৫৩
বর্ষার বিক্রম বিস্তার	১৬৪
বর্ষার ধূমধাম	১৬৬
সুবৃষ্টি	১৬৭
বর্ষার আবির্ভাব	১৭০
বর্ষার অভিষেক	১৭২
বর্ষায় লোকের অবস্থা	১৭৩
বর্ষার ঝড় বৃষ্টি	১৭৬
শরদ্বর্ণন	১৭৭

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
১২৫৫ সালে শরদের আগমনে.		
লোকের অবস্থা বর্ণন	... ...	১৯৯
শারদীয় প্রভাত	... ...	২০৪
শীত	... ...	২১০
বসন্ত কর্ত্তৃক শীতের পরাভ এবং		
বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ...	...	২১৪
বসন্ত বিরহ	... ...	২২০

চতুর্থ খণ্ড।

যুদ্ধবিষয়ক।

…ীক সংগ্রাম	.. ..	২২১
যুদ্ধের জয়	.. ..	২২৩
দ্বিতীয় যুদ্ধ	.. ..	২২৭
মুদকির যুদ্ধ	.. ..	২২৯
যুদ্ধ	.. ....	২৩০
যুদ্ধের জয়	... ...	২৩২

বিষয়		পৃষ্ঠা।
কাবুলের যুদ্ধ	.. ...	২৩৮
ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম	.. ...	২৪২

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিষয়ক।

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা	... ...	২৪৭
ভাব ও চিন্তা	.. ...	২৫১
হাস্য	... ...	২৫৩
কালকন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ	... ...	২৫৬
গিরিরাজের প্রতি মেনকা	... ..	২৫৯
বর্ষার নদী	... ..	২৬৩
দ্বারকানাথ * * * মৃত্যু	.. ..	২৬৩
প্রেমনৈরাশ্য	.. ..	২৬৮
প্রেম	.. ..	২৬৯
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন	... ...	২৭০
প্রণয়	... ..	২৭৩
প্রণয়ের আশা	.. ..	২৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা।
টৌরি ও হুইগ	২৭৮
প্রভাতের পদ্ম	২৮১
কবি	২৮২
মাতৃভাষা	২৮৪
স্বদেশ	২৮৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত

ও

কবিত্ব

বিষয়ক

প্রবন্ধ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত

ও

কবিত্ব।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা

বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে এ "কেলা কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, যে এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগিরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগিরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেই রূপ আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে

যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশ শুদ্ধ জোনস্, গম্মিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষ গুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ, ও পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতক গুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজে

সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোট গুলি এরূপ পরিপাটী, যে আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোট গুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথা গুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্য ও শিক্ষা।

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্রমধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যে খানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্ব পারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমার হট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।*

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ।

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটী টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম; আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটী পুত্র জন্মে, (১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ, এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরষে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫ এ ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈত্রিক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে

এই একান্নভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ মধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট সেয়ালদহের কুটিতে মাসিক ৮্ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবং হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমবস্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"কেরে?—কে যায়?"

"আমি—ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস?"

"ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে।"

দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগলকুঁড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা!

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নব বধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতা গুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে,

বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কুলা গাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কীরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘয়ে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাক হস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বচরন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালা-বিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয় যা হৌক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ

স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বর চন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—

"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখ্‌ছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্‌বেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে ঈশ্বর চন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে

সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনা শক্তি ছিল। বীজ গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈচরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যে টুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শুনায়, অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্ত্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই

বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বান্দরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম?
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেঁউলেপড়া শুঁড়ী, মতিশীলের গল্প শুনিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড় মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড়

পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটী পারস্য শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়া-

ছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চন-পল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদীদল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।”

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্ত-ব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটী অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎ সমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।”

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র

সহবাস থাকাতে আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।”

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটিতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবি সৌভাগ্যের এবং যশকীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুর বাটীতে মহেশ চন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে "মহেশা পাগলা" বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুর বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার সেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ তন্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romance ও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটী পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের

বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসার ধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটী বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি আধুনিক বর কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃ মাতৃগণ এ কথটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ পোষণ করিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুণ তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের

সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিগে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন।

পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম।

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন; নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গর্দ্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠি-

সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিগে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন।

পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্ম।

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন; নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গর্দ্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠি-

তেন না। এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন—সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটী কিছু নাই; অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়ে অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহার পূর্ব্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) "বাঙ্গালা গেজেট"—১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) "সমাচার দর্পণ"—১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে "সংবাদ-কৌমুদী" প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে "সমাচার

চন্দ্রিকা", (৫) "সংবাদ তিমিরনাশক" এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশ হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্র মোহনের সাহায্যে উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারারম্ভ করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১ লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "৺ বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১ লা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

" শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুর, ৺ বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺ বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, ৺ বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺ হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন, শ্রীযুক্ত জয় গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৺ কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় * অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য

---

* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ
সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ॥
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু
কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোচ্ছ্বিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাদক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেকস্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বরগুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেক গুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ

লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গালাল বন্দোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনা গুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া একতকালীন সাহস এবং অনুরাগ-শূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি

লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, ১২০৯ সালের ১০ই শ্রাবণে "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বর চন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন; "বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে "সংবাদ রত্নাবলী" আবির্ভূত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নাম-ধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামমোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে

"কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।"

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িক রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি; আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাই লাল ঠাকুর, এবং তদনুজ বাবু গোপাল লাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটী করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়ীত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।"

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্যপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম;—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপাল কৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দ চন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু কানাই লাল ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক।"

"সীতানাথ ঘোষ, গণেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, যাদব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপাল চন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ইহাঁরা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।"

"শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইহাঁদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে এখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহাঁর সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহাঁর অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইহাঁর মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাল লাল ঠাকুর, ৺ চন্দ্রকুমার ঠাকুর ৺ নন্দলাল ঠাকুর; বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাঁদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।"

"এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশ চন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশী প্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠ নাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের

পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।”

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদ পত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ডপীড়ন” নামে এক খানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরের সংবাদ পত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, “১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত

হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।”

সম্বাদ ভাস্কর-সম্পাদক গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, “সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।”

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, “ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।”

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড পীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি একসংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়া ছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্য ভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটী ভ্রম। তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে

গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে রুগ্নশয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল,—

"প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। একমাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের

জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪ এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহা ছাত্রমণ্ডলির কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্পবয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী—জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী--খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে

বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে!

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিগে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন্ পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখেরদল সমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটী নূতন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটী মহতী সভা সমাহূত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং

কবিতা পাঠ করিয়া, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্তলোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১ লা তারিখ হইতে এক এক খানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ

অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ পর্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংশাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, মফস্বলের ধনবান জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে

নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অবিভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ক্রুটী করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান পর্য্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত “ কালীকীর্ত্তন ” ও “ কৃষ্ণকীর্ত্তন ” প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ

করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক-লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে “ প্রবোধ প্রভাকর ” নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়নকালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে “ প্রবোধপ্রভাকর ” স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে “ হিতপ্রভাকর ” এবং “ বোধেন্দুবিকাশ ” প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে “ হিতপ্রভাকর ” ও “ বোধেন্দুবিকাশের ” প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিন খানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা “ নীতিহার ” নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করি-

য়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টীই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয় ;—

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমারদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্দ্বারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা

এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তঃকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পর দিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপর দিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

"সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুইপ্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ ভাগিরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই

পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্ত-গঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রাম-চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমাদিগের মাসিক ৪০৲ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।" শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করি-তেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার

অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাব পত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লই-তেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকা-গুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুইবেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং

স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন; বয়োবৃদ্ধিসহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন, মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত কবিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।—

এক(১)দুই(২)তিন(৩)চারি(৪)ছেড়ে দেহ ছয়(৬)।
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥

(১) কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ (৬) মাৎসর্য্য (৫) মদ। "রিপু রিপু নয়" অর্থাৎ "মদ" শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি।
বাবুসেজে পাটির উপরে রাখি পাটি॥
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এ জন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক স্কুলের ছাত্র; কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দীভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাষের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে; দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়া ছিলেন। দ্বারকাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান।

তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছে—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজ সজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠখানায় একখানি সামান্য গালিছা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কবিত্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি?

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই "কবি।" ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ" এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুইদল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি।"

আবার আজ কাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজ কাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না, যে এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ, বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে, যে তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা

উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, করির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এই খানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ

তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়েনা কো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটী কাব্য রস বাহির করেন;—

বধূর মধুর খনি, মুখশতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল.ছল।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য রস পান, তপ্‌সেমাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটায় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এদেশ, এসমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি—তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া

দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবন্তী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কষিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, "ধন্য স্বামীপুত্রসেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শ্বাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময়

লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গ-কুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নকসা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে এই জিদ। কবির লড়াই, ঐরকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা—

যখন আস্‌বে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে বুট্ পায়ে দিয়ে
চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?

এক কথায়, সাহেবদের নৃত্যগীত—

গুড়্ গুড়্ গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

সখের বাবু, বিনা সম্বলে,—

তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপ্‌সেমাছ লইয়া আনন্দ—

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

অথবা আনারসে—

লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥

অথবা পাঁটা—

সাধ্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে ছুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড়্যাঙ্গ ছ্যাড়্যাঙ্গ॥
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, "নস্যলোসা দধি চোসার" দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্‌সের উপর রাগ। যথা স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন।

কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন রূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারিনা। ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলে ও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর, বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর

গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরুষে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচরজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না।

কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন রূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারিনা। ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলে ও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর, বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর

গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—সুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরূষে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচরজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না।

জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এই রূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফআকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত

সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটু খানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য-সমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে

আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতি রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃ স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নাই। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা

কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া. ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহ-ধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার

পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্ত্বাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়া দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অতি-প্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটা কে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা,—পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান * সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

---

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারত-বর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটী স্মরণ করিতে বলি—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সে গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সে গুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেক গুলির মধ্যে ঐ কয়টী বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয়, যে পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান্ ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাসী নামাবলীধারিতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান পিতা

বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মূর্ত্তিমান ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত। *

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান্॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হলে কালা॥

---

* এই সংগ্রহের ৫৯ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর।

মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমদাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবে, এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এতদূর সংস্থিত, যে তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুইজন সাধক, আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহাঁরা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ—আর ও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

যাঁর এই ঈশ্বরভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী, হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাসী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ, বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে,

উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ;—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ
স্নিগ্ধারস্যাস্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

স্থূলকথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাসী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে, এবং তপ-

সের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ী। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ী। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না

ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন্ বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য এমত কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনদিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি।

এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম;—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কেঁরে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগণে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥ ২
কেরে, ললিতরসনা, বিকটদশনা;
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কেরে বামা, ষোড়শী রূপসী
সুরেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস।

দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেলরে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস ॥ ১
কেরে, করালি-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস। ২
কেরে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ। ৩
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল থর্ব্ব, গেলরে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ। ৪
দেখি, নিকট মরণ, কররে স্মরণ,
মরণহরণ, অভয় চরণ
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। ৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়; এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন

বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গলা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘূরপাক খাইতেছি। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্বিবাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিগে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষার জান, ইবোলিউশন,

ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছ সলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর-গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর একগুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী", "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বরগুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম

অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথায় যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও

চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। ২৮৪ পৃষ্ঠায় মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। “মাতৃ সম মাতৃ ভাষা,” সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? “বাঙ্গালা বুঝিতে পারি,” এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃ ভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে. এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তথনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত পদ্যে পদ্যে তাহা

বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন্ বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্ব্বাচন কালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এজন্য, কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগুলি না

তুলিয়া, সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি। অর্থাৎ কবির যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর," "বোধেন্দুবিকাশ," "প্রবোধপ্রভাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেননা সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য, যে অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

সমাপ্ত।

কবিতাসংগ্রহ।

সংবাদ-প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত

কবিতাবলী।

প্রথম খণ্ড।

নৈতিক এবং পরমার্থিক।

সব হ্যায় ফাঁক।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হ্যায় ফাক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক॥
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাঁক্।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দেও পাক্।
পোসাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, শোভা করে নাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরাপাত্র,
আহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক্ লাক্।
রাখিয়াছে বাপদাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা,
সারি সারি তোড়া বাঁধা, শোভে থাকে থাক।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক্।
তুমি কেবা, কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল, শমনের চাক্।
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

সব ভরপূর।

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর, বাবা সব ভরপূর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ, চল সুরপুর।
যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার,

করহ ওঁকার সার গর্ব্ব হবে চূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ,
কাঁদিবে জনম শোধ, আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন পদ্ম, মন মধুকর সদ্য,
কৈবল্য কমল সদ্ম, পাইবে মধুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অনুগতচয়
শীলতায় বশ হয়, শুন হে চতুর।
বিধাতার সুনির্ম্মাণ, সুখদ সম্ভোগ ভাগ,
ভোগ যোগে রাখ মান, দুঃখ হবে দূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন-উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর।
তাহে প্রজা বৃদ্ধি হয়; প্রজাপতি-প্রথা রয়,
পিতৃ নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয় ভূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা, সব ভরপূর॥

পরিজন-স্নেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি,

এত নহে মন্দ বিধি, সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব,
মনোগত এই ভাব, আদেশ মনুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম্ম হয় মশোযোগ,
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর।
সুখের এ কর্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে ঊর্মি,
এ সব ত্যেজিয়া তুমি, হইবে ফতুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

কুম্ভধারী নট মত, হর কাল অবিরত,
গৃহ কার্য্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর।
চরম সময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হয়ে ভবার্ণব, যাবে শান্তিপুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥

কিছু কিছু নয়।

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়, বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়, বাবা অন্ধকারময়॥
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,

পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয়।
কারে আমি বলি আমি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি, আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয়।
কার বস্তু কেবা হরে, কার বস্তু কার করে,
কেবা কারে দান করে, কেবা দান লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে মাত্র কর্ম্মভোগ,
তবু পাপ আশা রোগ, সাম্য নাহি হয়।
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে,
বিষম বিষয় বিষে, কিসে সুখোদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কি হেতু সংসার-সূত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র,
কোথা ছিলে, যাবে কুত্র, বল মহাশয়।
না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল,
বৃথা সুখে হর কাল, নাহি কাল-ভয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কারিগুরি বহুতর, দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ যারে কয়।
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

রমণী-বচন মদ, পান মাত্রে গদগদ,
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ, প্রফুল্লহৃদয়।
অবশেষ বোধশূন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য, পাপে হয় লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কারে বল সুচতুর, তুমি বটে বাহাদুর,
যত দেখ ভরপুর, ভর পুর নয়।
সুখ লাভ করিবার, বস্তু নয় পরিবার,
দুখে কাল হরিবার, হেতু সমুদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,
সহজেই যায় বোঝা, ভার বোঝা নয়।
ভব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়॥

ছুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
ময়ন মুদিলে সব অন্ধকারময় ॥

ঈশ্বরের করুণা।

অখিল সংসার, রচনা যাহার,
সেজন কি গুণ ধরে।
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন,
নিয়মে নিধন করে ॥
এ ভব বিষয়, সব শিবময়,
শিবের সাগর ভব।
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব,
অশিব কি আছে তব ॥
অনাদি কারণ, সুখের কারণ,
বিধান করেন কত।
নীতিমত যোগে, রহ সুখ ভোগে,
মনের বাসনা যত ॥
কুরীতি কলাপ, কুসহ আলাপ,
বিষম বিলাপ হর।
করি অবধান, হোয়ে সাবধান
বিধান পালন কর ॥

ভোগের কারণ, যাহা চায় মন,
সকলি রোয়েছে কাছে।
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব,
কিসের অভাব আছে?
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে,
ভবের ভাণ্ডার ভরা।
নানা ফুল ফল, সুশীতল জল,
ধারণ করেছে ধরা ॥
আহার বিহার, অশেষ প্রকার,
সকলি বিধির বিধি।
অবিধি হরিয়া, সুবিধি ধরিয়া,
পাইবে পরম নিধি ॥
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম,
অনিয়ম হোলে পরে।
শরীর রতন, অকালে পতন,
যতন কেহ না করে।
হইলে অতীত, তখনি পতিত,
কথিত নিগূঢ় কথা।
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে,
সুখী যেই যথা তথা ॥
অভিমত মত, কাযে হোয়ে রত,
অবিরত চাল দেহ।

অভাব রবে না, অশিব হবে না,
কুকথা কবে না কেহ॥
সাপের গরল, নাম হলাহল,
ব্যাভারে অমৃত হয়।
ব্যবহার দোষে, সকলেই রোষে,
সুধা হয় বিষময়॥
কর পরিহার, অহিত আচার,
বিহিত বিচার ধর।
করিতে স্ব হিত, সুজন সহিত,
সতত সুপথে চর॥
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়,
হয় তব দুখ হেতু।
সার কথা এই, দুখ নয় সেই,
সমূহ সুখের সেতু॥
ভবে ভগবান, করুণানিধান,
বিধান করেন যাহা।
সেই সমুদয়, অতি সুখময়,
কুশলপূরিত তাহা॥
শরীর ধারণে, সুখের কারণে,
যদি ঘটে কিছু দুখ।
তাহে রহে সুখে, এক গুণ দুখে,
কোটি গুণে পাবে সুখ॥

যদি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রমে,
অসুখ-সাগরে পশি।
ওরে মূঢ়মতি, জগতের পতি,
তাহে কভু নন দোষী॥
এই ধরাতলে, নিজ কর্ম্ম ফলে,
সকলে করিছে ভোগ।
স্বকর্ম্ম ভুলিয়া, ঈশ্বরে দুষিয়া,
মিছা করে অভিযোগ॥
আঁখিহীন নর, প্রভাকর-কর,
দেখিতে কভু না পায়।
নিজ তাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে,
অথচ অযশ গায়॥
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে,
ভুবন প্রকাশে যেই।
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে,
মনে বড় খেদ এই॥
এসে এই ভবে, জ্ঞানহীন সবে,
ভ্রমপথে সদা ভ্রমে।
দুখ পায় যত, দ্বেষ করে তত,
নাহি বুঝে কোন ক্রমে॥
হায় হায় হায়, একি ঘোর দায়,
একথা বুঝাব কারে।

যিনি নিরঞ্জন, অখিলরঞ্জন,
গঞ্জন করিছে তাঁরে ॥
সুখের সময়, মোহিত হৃদয়,
নাহি করে তাঁর নাম।
মনে কত ভূর, কহে কোরে সুর;
বড়া বাহাদুর হাম ॥
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা।
রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে,
আমার সমান কেবা ॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন্ কুটুম্ব কত ॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখনো করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ ॥
বটে বাপ্ দাদা, ছিল নামজাদা,
ভূষিত ভুবন ধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হোয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাদের নাম ॥

কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত ছলে আনি চাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি।
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে?
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে?
সকলেই বস, ভবভরা যশ,
দশ দিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজির নাজির,
বাদসার কাটি মাথা ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
ড্যাম্ ড্যাম্ সব, মুখে নাই রব,
ভয়েতে আসে না কাছে ॥
"হুট" বোলে উঠি, "বুট" পায়ে ছুটি,
কেমন আমার ভাব।
কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গোরুর জাব ॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।

কোথায় ঈশ্বর, নহে সুখকর,
তাঁরে আমি নাহি মানি ॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হোতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিগে দড়,
কিসে হব পরাভব ?
টলে যদি রতি, মদনের রতি,
আনি এইখানে বোসে।
আমার প্রতাপে, ত্রিভুবন কাঁপে,
রবি শশী পড়ে খোসে ॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধপূরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।
দেখ দিয়া কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা ॥

গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥
এই দেখ নাম, এই দেখ থাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখ্‌মলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা ॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ,
এই দেখ জামাজোড়া ॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপমোড়া।
এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ,
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া ॥
দেখনা কেমন, চিকন বসন,
জাহাজে এসেছে সবে।

রাজা আমি যাই, তাই সিন্ পাই,
আর কি এমন হবে ?
কেমন বিছানা, এ কথা মিছা না,
এসেছে বিলাত থেকে।
দোষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে,
আমার এ ঝাড় দেখে ॥
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা ?
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার,
কত অহঙ্কার করে।
নাহি পায় হিত, হিতে বিপরীত,
পাপানলে পুড়ে মরে ॥
শুনরে পামর, বোধহীন নর,
সকলি ভোজের রাজী।
মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন,
মন যদি হয় পাজী ॥
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী,
মিছে তোর গাড়ি ঘোড়া।
কোরোনা অমন, হইবে দমন,
শমন মারিবে কোড়া ॥

তোর টাকা কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি,
তোর গদি আল্‌বোলা।
মাতি আছ মদে, উঠিয়াছ পদে,
বাড়িয়াছে বোল্‌বোলা ॥
কি বাজা বাজাবে, কি বাড়ী সাজাবে,
দেখিয়া ভবের সজ্জা।
কি কব অধিক, ধিক্ ধিক্ ধিক্,
মনে কি হয়না লজ্জা ?
বাড়াইয়া ভূর, সাজাইয়া পুর,
কাহারে দেখাবে শোভা ?
বিমোদ ভুবন, দেখেছে যে জন,
সে জন হোয়েছে বোবা ॥
এই তোর রূপ, হইবে বিরূপ,
ধূলায় পড়িবে দেহ।
মুদিয়া নয়ন, করিলে শয়ন,
সুধাবেনা আর কেহ ॥
তোমার যে ঘর, এই কলেবর,
যেতে হবে তাহা ছাড়ি।
আপন ভুলিয়া, বাড়ি ঘর নিয়া,
এত কেন বাড়াবাড়ি ?
এই মন প্রাণ, যে কোরেছে দান,
কর দেখি তাঁর ধ্যান।

যদি চাহ মান, রাখ পরিমাণ,
এত অভিমান কেন ?
মিছে বার বার, আমার আমার,
আমার আমার কহে।
সার হোলে ভূমি, তুমি নও, তুমি,
কিছুই তোমার নহে।
ভবে যত দিন, রবে তত দিন,
দীন হোয়ে দিন কাটো।
কুদিকে চেওনা, কুপথে যেওনা,
সুপথ দেখিয়া হাঁটো ॥
কভু হয় সুখ, কভু হয় দুখ,
জগতের এই রীতি।
যখন যেমন, তখন তেমন,
প্রভু প্রতি রেখো প্রীতি ॥
তাঁরে মন প্রাণ, যদি কর দান,
কভু না অশুভ ঘটে।
যাবে সব ভয়, সদা শিবময়,
বিরাজ করিবে ঘটে ॥
প্রকাশিতে খেদ, দেহ হয় ভেদ,
সার কথা কই কারে।
সুখ যতক্ষণ, কেহ ততক্ষণ,
মনেতে করে না তাঁরে ॥

একি পাপ রোগ, হোলে দুখ ভোগ,
অনুযোগ করে কত।
বলে " হায় হায় ,, ঈশ্বর আমায়,
সারিলে জনম মত ॥
না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে,
উঠানের দেয় দোষ।
অস্ত্রে কাটি হাত, করি রক্তপাত,
কামারের প্রতি রোষ ॥
অবোধ যে জন, বিষম ভীষণ,
তাহার চরণে গড়।
অধিক খাইয়া; উদর ফাঁপিয়া,
জননীরে মারে চড় ॥
না জানে সাঁতার, না পায় পাথার,
হাঁফ লেগে প্রাণে মরে।
না করি বিচার; সরোবর যার,
তারে তিরস্কার করে ॥
শুন হে চেতন, হও হে চেতন,
অচেতন কত রবে ?
জয় দাতারাম, পরমেশ নাম,
আর কবে ভাই কবে ?
পিতা মাতা তব, দেখালেন ভব,
করহ তাঁদের সেবা।

বাপ মার পর, আছে এক পর,
হিতকর আর কেবা ?
আর আর কত, পরিবার যত,
বিচরে ভারতভূমি।
যে জন যেমন, তাহারে তেমন,
ব্যবহার কর তুমি ॥
সাধ্য যে প্রকার, পর উপকার,
যত পার তত কর।
অপরাধী জনে, ক্ষমা করি মনে,
তার অপরাধ হর ॥
পেয়েছ শ্রবণ, কর রে শ্রবণ,
পীযূষ-পূরিত কথা।
পেয়েছ চরণ, কর রে চরণ,
সাধুজন আছে যথা ॥
পেয়েছ নয়ন, কর দরশন,
ভবের ব্যাপার সব।
পেয়েছ রসনা, পূরাও বাসনা,
কর হরি হরি রব ॥
পেয়েছ যে নাশা, সুবাসের বাসা,
করহ তাহার হিত।
পেয়েছ যে কর, বিরচন কর,
পরম প্রভুর গীত ॥

পেয়েছ জীবন, নহে চির-ধন,
কমলের দলনীর।
এখন তখন, কি হয় কখন,
কিছু নাই তার স্থির ॥
তাই বলি শেষ, লহ উপদেশ,
হৃষীকেশ বলে যাঁরে।
হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে,
পূজা কর তুমি তাঁরে ॥
এ দিকে তোমার, দিন নাই আর,
বৃথা কেন দিন হর ?
অভয় চরণ করিয়া স্মরণ,
জনম সফল কর ॥

সাম্য।

সকলেরে জ্ঞান কর, আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম ॥
পরিমাণ করি মান, মান রাখ মানে।
স্বমানে সমানে সব, তবে লোক মানে ॥
নিজ মান চাই সুধু, কারে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব মানী ?
সরলতা কর যদি, সবার সহিত।
তবেই সন্তোষ লাভ, সহজে স্বহিত ॥

লইতেছ পর ধন, বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না কর॥
আগে জান অহং কার, অহঙ্কার পরে।
পরে পরে পর জ্ঞান, না চলিলে পরে॥

মায়া।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র, হোয়ে সূত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত॥
ছয় কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লোয়ে।
বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে॥
শিশুকালে একরূপ, সহজে সরল
অখল অপূর্ব্ব ভাব, অবল অচল॥

সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত॥
ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥
আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ।
যুবক সূর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ॥
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ॥
আছে চক্ষু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায়॥
আছে কর, কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার॥
পলিত কুন্তলজাল, গলিত দশন।
ললিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন॥
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল॥
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ॥

কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥
ভাল কোরে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে।
এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গা যাত্রা হোলে ॥

স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্র.জাল ॥
ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা ॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব ॥
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ ॥
কবে ভূত ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত, কবে ভূত হবে ॥
ভূতের বাসায় থাকো, দেখোনাকো চেয়ে।
দিবানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে ॥
ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার।

অথচ জাননা কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥
কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার সৃজন ॥
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত।
হলিঘোষ্ট ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত ॥
ভূতনাথ ভগবান, ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যাঁর ॥
ভূত হবে কলেবর, ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন ॥

আসিয়াছ জগতের মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥
কিন্তু এক উপদেশ কর অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান ॥
দেখো যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল।
কোরোনা কাচের সহ, কনকের তুল ॥
তাঁরে দেখ একবার, যাঁর এই মেলা।
মেলার আমোদে মেতে, দেখোনাক মেলা ॥

———

কাল ।

অপরূপ এক পক্ষী. জীবের না হয় পক্ষী,
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার।
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি-পদে,
লোকে বলে পদ নাই তার ॥
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব ।
এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই,
এই এই নেই নেই রব ॥
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খায়,
শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ ।
দেখা যায়, ওই যায়. আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হোলো মেষ ॥
এই ভেড়া হোয়ে ষাঁড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়,
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ ।
মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ ॥
দেখে তার মন্দ মত, দন্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন ।
করী অরি নাম ধরি, দশরথে করে করি,
উদরেতে করিছে গ্রহণ ॥

পরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রসূতা-সুতা,
সিংহ-প্রাণ করিল হরণ ।
একজন দস্যু আসি, মারিয়া তুলার রাশি,
বধিবেক কন্যার জীবন ॥
তার দর্প হবে মিছা; দংশন করিবে বিছা,
বিছা যাবে ধনুকের হাতে ।
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,
মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে ॥
কুম্ভ জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন,
এই দিন হবে পুনর্ব্বার ।
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা,
এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥
প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্য মত,
এই ভাব এইরূপ সব ॥
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,
রব কিম্বা রবে এক রব ॥
তাই বলি অদ্য নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা,
অস্থির হয়েছে মম মন ।
এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,
আর কি পাইব দরশন ?
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,
রবি সহ এলে পরে অহ ।

অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই,
স্থির ভাবে রহ রহ রহ ॥

শরীর অনিত্য।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥
পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল,
শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয়।
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা,
যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার,
যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয়।
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম,
পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার ভয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার,
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয়।

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,
দৃশ্য বটে মনোহর, পঞ্চভূতময়।
যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,
সুখদল হতবল, দুঃখের উদয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়।
ভ্রম-নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধর,
রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়।
যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞান-নেত্রে দেখ মায়া,
ত্যজিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
আমি মুখে আমি কই ফলিতার্থ আমি কই,
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।
দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,
মোহযুক্ত এ সংসার, ফক্কিকারময়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,

সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।
রসনারে কর বশ, বিভুগুণামৃত রস,
পান করি লভো যশ, হবে কাল জয়॥
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার,
গলে পর চারুহার, বিশেষ বিনয়।
মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন,
স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার,
আত্মারূপে সবাকার, হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয় বিত্ত, মিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত: নিত্য নিরাময়।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়॥

রোজসই॥

অহরহ, অহরহ, কত গত হয়।
এই অহ, এই রহ, লোকে এই কয়॥
রাত্রি দিন যুক্ত, ভুক্ত, কাল সমুদয়।
দিন রাত্রি আছি আমি, মুখে পরিচয়॥

দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট।
সুখ দুখ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট॥
প্রপঞ্চ শরীর পেয়ে, যত দিন রই।
এই কাল এই আমি এই মাত্র কই॥
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই।
কভু ভাবি, আমি আমি, কভু আমি নই॥
বই করি স্থিতিকাল, খুলে দেহ বই।
ভবের খাতায় শুধু, করি ঢেরা সই॥
বাজিল ছুটীর ঘড়ি, হলো রোজসই।
আর কেন ওহে ভাই, কর হই হই?
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই।
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই॥
আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই।
দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই॥
কুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
ডুবিলে মায়ার হ্রদে, পাবেনাকো থই॥

তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই।

সাংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগ।
মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ॥
সুখের বাসনা যত, করি পরিহার।
নিরাহারে কভু থাকে, কভু নীরাহার॥

ইচ্ছাধীন আহার না, চাহ কারো ঠাঁই।
এরূপ সাধনা করি, কোন ফল নাই ॥
জলদের মুখ চেয়ে, গগণেতে থাকে।
শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে ॥
প্রাণান্ত মহীর নীর, কভু নাহি লয়।
চাতক চাতকী তবে, যোগী কেন নয়?

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়, বাসনাবিহীন।
লোকের সমাজে তুমি, সাজিয়াছ দীন ॥
ত্যজিয়াছ বসন, ভূষণ চারু বেশ।
উলঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে, ভ্রম দেশ দেশ ॥
পরিচ্ছদ পরিহারে, প্রাজ্ঞ হলে পর।
উদ্ধার হইত কত, খেচর ভূচর ॥
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন, যথা তথা ভ্রমে।
সুখ ভোগ আতিশয্য, নাহি কোন ক্রমে ॥
লজ্জাহীন দিগম্বর, নিজ ভাবে রয়।
বনের গর্দ্দভ তবে, যোগী কেন নয়?

স্বেচ্ছাচারী হয়ে তুমি, স্বেচ্ছাচার ধর।
খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহি, বিবেচনা কর ॥
ঘৃণা হত. সুখে রত, স্বমত প্রচার।
কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার ॥

যাহা ইচ্ছা সুখে তাহা, করিছ ভক্ষণ।
ভক্ষণ কখন নয়, যোগের লক্ষণ ॥
আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘুরিয়া।
যাহা পায়, তাহা খায়, উদর পূরিয়া ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারেতে, ঘৃণা নাহি হয়।
শূকর শূকরী তবে, যোগী কেন নয়?

শরীরের সমুদয়, লোমকূপ ঢেকে।
দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভস্ম মেখে ॥
বড় ছটা ঘোর ঘটা, ভজনার জাঁক।
মাঝে মাঝে উচ্চ রবে, ছাড়িতেছ ডাক ॥
ভ্রম হেতু যোগতত্ত্বে, হারায়েছ দিশে।
ডেকে ডেকে ছাই মেখে, যোগী হবে কিসে?
ভস্মমাখা কলেবর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
ভয়ে কাঁপে থর থর দেখে যত নর ॥
থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভস্ম মাঝে রয়।
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয়?

শীত গ্রীষ্ম সহ্য কর, নিজ দেহ বলে।
দুখ বোধ নাহি মাত্র, রৌদ্র আর জলে ॥
জল আর তৃণফল, করিয়া আহার।
তপস্যায় চিরকাল, করিছ বিহার ॥

সমভাবে সহ্য কর, সকল সময়।
তপস্বীর এই যদি, সত্যধর্ম্ম হয়॥
তৃণ জল খায় শুধু, কাননে বসতি।
হিংসামাত্র নাহি করে, সদা শুদ্ধমতি॥
শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র জল, সহ্য সমুদয়।
বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয়?

শিবদুর্গা তারা রাম, বলিতেছ সুখে।
সদা কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ মুখে॥
দেবদেবী নাম সব, মনে পড়ে যত।
উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ, কর তুমি তত॥
লোক মাঝে জ্ঞানী হও, স্তব পাঠ করি।
দেবদেবী নাম নহে, ভবসিন্ধু-তরী॥
কৃষ্ণ রাম মুখে বলি, মুক্ত হলে পর।
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হতো, বিহঙ্গ খেচর॥
রাধাকৃষ্ণ শিবদুর্গা সদা মুখে কয়।
শুক আর শারী তবে, যোগী কেন নয়?

মঠধারী হও তুমি, লইয়াছ ভেক।
দুটী ভাই প্রভুপ্রেম সুখে অভিষেক॥
সঙ্গতের সঙ্গগুণে, পঙ্গতে বসিয়া।
অধর-অমৃত খাও, রসিয়া রসিয়া॥

পত্রে পত্রে এক করি, প্রভুপ্রেম যাচ।
উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাচ॥
আহার দেখিলে পরে, সন্তোষিত থাকে।
লাঙ্গূল বিস্তার করি, মেও মেও ডাকে॥
পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, মনে তুষ্ট রয়।
গৃহীর বিড়াল তবে, যোগী কেন নয়?

রঙ্গ দিয়া অঙ্গরাগ, অঙ্গ সুশোভিত।
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত॥
শিষ্টবেশ হতকেশ, অপরূপ ভাব।
সমুদয় শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব॥
নাসিকায় চিত্র করা, তাহে রসকলি।
গলায় ত্রিকণ্ঠি বান্ধা, গায়ে নামাবলী॥
ছাব মেরে ভাব জারি, তাহে কিবা ফল।
তিলক কুতলি নহে, মুক্তির সম্বল॥
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয়।
ময়ূর ময়ূরী তবে, যোগী কেন নয়?

পূজা, হোম, যজ্ঞ, যাগ নানারূপ ক্রিয়া।
গঙ্গাতীরে ধুমধাম, কোষাকুষি নিয়া॥
ফুল তুলি স্নান করি, পূজায় নিবেশ।
মালীর মালঞ্চ সব, করিয়াছ শেষ॥

পিতলের গোপালের, পরম আদর।
নির্ম্মাণ করহ শিব, কাটিয়া পাথর॥
লইয়া পিত্তল-খণ্ড, মাখাও চন্দন।
মনে মনে ভাব তায়, নন্দের নন্দন॥
ঘাঁটিয়া প্রস্তর কাঁসা, যোগী যদি হয়।
কাঁসারি ভাস্কর তবে, যোগী কেন নয়?

সুখ দুখ কিছু মাত্র, বোধ নাই মনে।
সমভাবে একা তুমি, বাস কর বনে॥
দিবানিশি ধরাসনে, মুদিয়া নয়ন।
কণ্টক তৃণের পৃষ্ঠে, সুখেতে শয়ন॥
গোপনে নিবিড় স্থানে, আছ মাত্র একা।
মানুষের সঙ্গে আর, নাহি হয় দেখা॥
এরূপ বিরল ভাবে, বাস করি বনে।
সিদ্ধ হয়ে বিভু পায়, ভ্রম মাত্র মনে॥
নিয়ত নির্জ্জন হয়ে, বনবাসে রয়।
ভল্লুক শার্দ্দূল তবে, যোগী কেন নয়?

শরীরে বিশেষ চিহ্ন, করিয়া প্রকাশ।
বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্ম্মের আভাস॥
বাধ্য করি নিজ মতে, বদ্ধ করি দল।
বিস্তার করিছ ক্রমে, যত যুক্তি বল॥

ধর্ম্মের সূচনা করি, নাম হলো জারি।
নানারূপ গীত বাদ্য, আড়ম্বর ভারি॥
সাধনায় সাধুভাব, স্বভাবে সরল।
ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল॥
ঢোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞানী যদি হয়।
নটী নট, যাত্রাকর, যোগী কেন নয়?

পরমার্থ।

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি॥
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে।
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার-গুণে॥
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ।
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ॥
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই।
জগদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই॥

প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে॥

দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা ॥
লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে।
একবার আহা, উহু, করেনাকো মুখে ॥
সহজে কি প্রেম কোরে তারে পাবি বোকা।
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোয়ে খোকা ॥
জ্ঞানাগুণে ঝাঁপ দেরে, দূরে যাক্ ধোঁকা।
এখনি পুড়িয়া মর, হোয়ে প্রেম-পোকা ॥

ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লোয়ে ॥
পেট নিয়া, দ্বারে দ্বারে, যদি শুণ হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোমা, ফল কিরে বাপু ?
ঘর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয় ॥
বোসে থাকো এক ঠাঁই, নীরব হইয়া।
চেঁচাওনা কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া ॥

কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাঁচিবে ?
এ ভাবে কদিন আর, জীবন যাপিবে ?
কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল ?
কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল ?

কদিন ইন্দ্রিয়গণ, রবে আর বশ ?
কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস ?
জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি হয় ॥
শত বর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার।
রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার ॥
বাল্য, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল।
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল ॥
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা।
কলহ, দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা ॥
তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকি যাহা রয়।
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষয় ॥
অহরহ পাপপথে, চালে দেহ রথ।
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থ-পথ ॥
গতকাল পুন কিছু আসিবে না আর।
আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার ?
বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়।
করিতে উচিত যাহা, কর এ সময় ॥

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায় ?
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায় ॥
আর কত ঘূরিবে হে, মেলায় মেলায় ?

এই বেলা পথ দেখ; বেলায় বেলায় ॥
ভূতে করে হাড় গুঁড়া, ঢেলায় ঢেলায়।
জাননা কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়?

মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, কেনা বেচা করে ॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাহি কাণ ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ ॥
অবিনাশী আত্মা এক, স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয়?

—*—

সংগীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কি হবে, কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে।
কত দিনে পাব আমি প্রবোধ কুমার হে?
ভূতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,

সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে ॥
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানসমন্দিরে মম, করহ বিহার হে।
সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে ॥
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে ॥
কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি যতরূপ,
তাবতেই তবরূপ, রোয়েছে প্রচার হে ॥
দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে ॥
অচল সচলচয়, রূপ শোভা যত হয়,
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে ॥
তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,
একে একে সমুদয়, হয় অন্ধকার হে ॥
কেমন মনের ভুল, জীব সব বুঝে স্থূল,
ভব-মূল, তব মূল, বোধ আছে কার হে?
না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চায়,
সাঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভাব ধরিলাম,

কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে ॥
ভয় করি পর-ক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ,
জনমের পরিশোধ, হইল এবার হে ॥
আমি দ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি,
এ অরুচি, এই রুচি, দেশ-ব্যবহার হে ॥
মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত,
এখনো রাখিব কত, পাপ দেশাচার হে ॥
কেবা বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচি, কেবা শুচি,
দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে ॥
বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার কৃপার ক্রম,
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে ॥
অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর,
কেবল করিছে সোর, চোর অহঙ্কার হে ॥
যতদিন শত্রু সবে, প্রবল হইয়া রবে,
ততদিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে ॥
বপুবাসে রিপুদল, প্রকাশ করিছে বল,
ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তার হে।
থাকিতে সরল সোজা, না হইল সার বোঝা,
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে ॥
আমায় দেখিয়া দীন, এখন সুদিন, দিন,
তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে ॥
গত যত হয় ভাবী, ততই ভাবেতে ভাকি

সেরূপ ভাবের ভাবী, কবে হব আর হে ॥
গুপ্ত কথা নাহি কোয়ে, হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,
আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, ভুগি কারাগার হে ॥
দিয়েছ ঈশ্বর নাম, না দিলে ঈশ্বর-ধাম,
ঈশ্বর তোমার নাম করিয়াছি সার হে ॥
কি করিব নাম নিয়া, তুষিলেনা ধাম দিয়া,
নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে ॥
বিবেচনা সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে ॥

প্রণাম তোমায়।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব ॥
তরুণ তপন হরে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর কর কর হন, দিবাকর ॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।

দিন যত গত, তত, দীন দিনপতি ॥
পরিশেষ পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি. এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে ॥
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ু ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস ॥
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্যভরা হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ ॥
মাজে মাজে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে।
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া ॥
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?

এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥
আর বার দেখি তার, নাহি সেইরূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ ॥
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি।
তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাসি ॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এই রূপ, এই রস, এই আছে রব ॥

এই হস্ত; এই পদ, এই আছে সব।
এই এই, আর নেই, পরে এই শব ॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র; এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার ॥
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা; এই শক্তি; এই বুদ্ধি মন ॥
এই মেধা, এই যত্ন; এই অনুমান।
এই তুমি, এই আমি; এই অভিমান।
ক্ষণপরে আমি কোথা; কেবা আর কার?
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন কর্ম্ম, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥

তত্ত্ব।

কলেবর কুটীরেতে ইন্দ্রিয় তস্কর।
ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরন্তর ॥
পরমার্থ পুরুষার্থ, করিছে হরণ।
একবার কেহ নাহি, করে দরশন ॥

কেমন অজ্ঞান হোয়ে, আছে সব জীব।
কখনো করে না মনে, আপনার শিব ॥
নিজ ঘরে চুরি তার, শাসন না হয়।
হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয় ॥

নিজ জ্ঞান আছে যার, মানুষ সে হয়।
জ্ঞানহীন যত জীব, পশু সমুদয় ॥
প্রাতে করে মল মূত্র, সবে পরিহার।
দিবা দ্বিপ্রহরে করে, সবাই আহার ॥
নিশিতে * * * পরে নিদ্রাযোগ।
পশুতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ ॥
নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে।
পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে?

আপনার দেহ আর, আপনার দারা।
অনায়াসে রক্ষা করে, পশু পক্ষী যারা ॥
সে বড় বিষম নহে, কঠিন তো নয়।
স্বভাবের ধর্ম্মে তাহা, সহজেই হয় ॥
ক্রিয়াপাশে বদ্ধ সব, যে দিকেতে চাই।
পরতত্ত্বপরায়ণ, দেখিতে না পাই ॥
জ্ঞানীরে মানুষ বোধে নমস্কার করি।
মাথায় মুকুতা-হার, সেই করী করী ॥

ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত।
নানারূপ বেশ ধরে, দাম্ভিকের মত ॥
কভু দুর্গা, কভু শিব; কভু বলে হরি।
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি ॥
বাক্‌সিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, ছলেতে জানায়।
কাগী, বগী, ভস্ম করে, কথায় কথায় ॥
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিমানে।
অথচ সে আপনারে, কভু নাহি জানে ॥

সদাই আসক্ত মন, সংসারের সুখে।
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় দুখে ॥
সংসারের যত ধর্ম্ম, সকলি সে ধরে।
কিছু নাহি বাকি রাখে; সকলি সে করে ॥
অথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয়।
আমি হই ব্রহ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয় ॥
জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন।
কর্ম্ম আর ব্রহ্ম তার, উভয় পতন ॥

শ্রুতিদোষে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে।
দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে?
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কূপে।
উঠিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে ॥

একেতো অধীর অন্ধ, তাহাতে বধির।
কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির ॥
করিয়া পরমপথে, কণ্টক প্রদান।
শব্দ নিয়া করে শুধু, অর্থের সন্ধান ॥

বদ্ধ করি বাক্যব্যূহ, কাব্য অলঙ্কারে।
পুরাণাদি শাস্ত্র শস্ত্র, রাখে ধারে ধারে ॥
পরস্পর মত্ত সবে, বিচার-সমরে।
কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে ॥
বচনের সূত্র তুলে, ব্যাকুল চিন্তায়।
পরম ভাবের ভাবে, অভাব ঘটায় ॥
কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতরের সার।
শাস্ত্রের সদ্ভাব ভেঙে, একে করে আর ॥

বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে, মর্ম্ম নাহি লয়।
মিছে পোড়ে কি হইবে, নাহি ফলোদয় ॥
বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন।
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ ॥
বুদ্ধিমানে শাস্ত্র পড়ে, তত্ত্ব লয় তার।
অবোধে কি পাবে তত্ত্ব, তত্ত্ব কোথা তার?
শব্দবোধে শুধু হয়, বিদ্যার প্রকাশ।
সংসারের মোহ তায়, নাহি হয় নাশ ॥

ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত।
নানারূপ বেশ ধরে, দাম্ভিকের মত॥
কভু দুর্গা, কভু শিব; কভু বলে হরি।
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি॥
বাক্‌সিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, ছলেতে জানায়।
কাগী, বগী, ভস্ম করে, কথায় কথায়॥
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিমানে।
অথচ সে আপনারে, কভু নাহি জানে॥

সদাই আসক্ত মন, সংসারের সুখে।
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় দুখে॥
সংসারের যত ধর্ম্ম, সকলি সে ধরে।
কিছু নাহি বাকি রাখে; সকলি সে করে॥
অথচ লোকের কাছে, আর রূপ হয়।
আমি হই ব্রহ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয়॥
জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন।
কর্ম্ম আর ব্রহ্ম তার, উভয় পতন॥

শ্রুতিদোষে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে।
দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে?
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কূপে।
উঠিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে॥

একেতো অধীর অন্ধ, তাহাতে বধির।
কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির॥
করিয়া পরমপথে, কণ্টক প্রদান।
শব্দ নিয়া করে শুধু, অর্থের সন্ধান॥

বদ্ধ করি বাক্যব্যূহ, কাব্য অলঙ্কারে।
পুরাণাদি শাস্ত্র শস্ত্র, রাখে ধারে ধারে॥
পরস্পর মত্ত সবে, বিচার-সমরে।
কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে॥
বচনের সূত্র তুলে, ব্যাকুল চিন্তায়।
পরম ভাবের ভাবে, অভাব ঘটায়॥
কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতরের সার।
শাস্ত্রের সদ্ভাব ভেঙে, একে করে আর॥

বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে, মর্ম্ম নাহি লয়।
মিছে পোড়ে কি হইবে, নাহি ফলোদয়॥
বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন।
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ॥
বুদ্ধিমানে শাস্ত্র পড়ে, তত্ত্ব লয় তার।
অবোধে কি পাবে তত্ত্ব, তত্ত্ব কোথা তার?
শব্দবোধে শুধু হয়, বিদ্যার প্রকাশ।
সংসারের মোহ তায়, নাহি হয় নাশ॥

কোন নর কোটি বর্ষ; বেঁচে যদি রয়।
তথাপিও শাস্ত্রে পোড়ে, শেষ নাহি হয়॥
কত গুণ সম্ভাবনা, হয় একাধারে।
শাস্ত্ররূপ সিন্ধুপারে, কে যাইতে পারে?
কর কর যত পার, শাস্ত্রের আলাপ।
কিন্তু তায় মন যেন, না দেখে প্রলাপ॥
দেখিবে প্রত্যক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই।
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই॥

আয়ুহর বিঘ্নকর, শাস্ত্র সমুদয়।
সমুদয় শাস্ত্র পোড়ে, জ্ঞান কার হয়?
শাস্ত্র পাঠে নাহি হয়, মালিন্য মোচন।
কখনই শাস্ত্র নয়, মোক্ষের কারণ॥
বিদ্যা কিছু অন্তরের আঁধার না হরে।
মুক্তি আর জ্ঞানপথে, বিড়ম্বনা করে॥
শাস্ত্র পোড়ে বিদ্যা শিখে, ঘোচে না বন্ধন।
মুক্তির কারণ শুধু, একমাত্র মন॥

বেছে বেছে সার লও, শাস্ত্রালাপ করি।
হংস যথা ক্ষীর খায়, নীর পরিহরি॥
অমৃত ভোজন করি, তৃপ্তি লাভ যার।
আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার॥

সহজেতে সমুদয়, দৃষ্টি যেই করে।
বৃদ্ধ হোলে সে কখন "চসমা" না ধরে॥
হেঁটে না হোঁচোট খায়, চলে যেই তেজে।
সে কি কভু যষ্টি ধরে, যষ্ঠীবুড়ী সেজে?

প্রেম আর ভক্তি হয়, সর্ব্বমূলাধার।
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মেনে সার॥
ভক্তিভরে প্রভু পদে, যে সঁপেছে মন।
সে কি আর করে কভু, শাস্ত্র আলাপন?
বিচার, বিতর্ক তার, মনে নাহি লয়।
কোনমতে বাহ্য তার, গ্রাহ্য আর নয়॥
শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন॥

খল ও নিন্দুক।

মহৎ যে হয় তার, সাধুব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয়, সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই, মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর, কোন খানে নাই॥
শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে।
যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে॥
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে, সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

মিশনরি।

যথার্থ যে মূলধর্ম্ম, স্বতন্ত্র তাহার মর্ম্ম,
কর্ম্ম হেতু নাহি যায় জানা।
নানা জাতি নানা মত, উদ্ধারের নানা পথ,
জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ নানা॥
পরমেশ কৃপাময়, এক ভিন্ন দুই নয়,
সবার উপাস্য হন যিনি।
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী যত বর্ণ,
সকলের ত্রাণকর্ত্তা তিনি॥
এই যে অখিল বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
সুপ্রকাশ্য শোভা অপরূপ।
প্রকাশিয়া অনুরাগ, বহু খণ্ডে করি ভাগ,
সৃজিল মনুষ্য বহুরূপ॥
যত দেখ ছিন্ন ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-চিহ্ন,
তাঁর সেই ইচ্ছা সমুদয়।
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা,
কিন্তু তাহে নিজে ভিন্ন নয়॥
বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্থূল,
শুন ভাই মিশনরি মন।

শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা হর্ষে,
দ্বেষাদ্বেষে নাহি প্রয়োজন ॥
আপনার মত যাহা, স্বজাতি সমীপে তাহা,
ব্যক্ত কর ঈশুগুণ গেয়ে।
বার বার এ প্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর,
হিঁদুদের পরকাল খেয়ে ?
জুসজাতি সুনিপুণ, তারা জানে ঈশু-গুণ,
কোরাণে যবন নাশে খেদ।
তোমাদের বাইবেলে, তোমাদেরি সুখ মেলে,
আমাদের শিরোধার্য্য বেদ ॥
শাস্ত্রবল বাহুবল, উপদেশ যত বল,
যুক্তিবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে।
সকল জীবের ভাব, এক ভাবে আবির্ভাব,
সেই নিত্য নিয়ন্তা নিকটে ॥

—*—

বিষয়ে সুখ নাই।

জন্মিলে মানুষ একা, সঙ্গী নাই কেহ।
কেবল আপন প্রতি, আপনার স্নেহ ॥
একের ভাবনা মাত্র, একরূপ বলে।
মানুষের স্বভাবেতে, দুই পদে চলে ॥
দ্বেষ-রাগশূন্য মন, ক্ষুণ্ণ কভু নয়।
আপনার সম দেখে, জীব সমুদয় ॥
সুখেতে ভ্রমণ করে, সন্তোষের বনে।
সহজে সহজ ভাব, লাভ হয় মনে ॥
বিবাহ হইলে শেষ, ভাসে ক্লেশনীরে।
দ্বিতীয় দেহের ভার, পড়ে এসে শিরে ॥
মনে হয় সার বোধ, অসার সংসার।
হিতাহিত বিবেচনা, নাহি থাকে আর ॥
রমণী-রঞ্জন হেতু, কামনার ফাঁদ।
সংসার-সাগরে বাঁধে, বিষয়ের বাঁধ ॥
পূর্ণশশী সম শোভা, যুবতীর মুখে।
ঘোর ক্ষুধা সুধা ভ্রমে, বিষ খায় সুখে ॥
" স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়করী " শাস্ত্রে এই বলে।
চতুষ্পদ পশু প্রায়, চারি পায় চলে ॥
অর্থের কারণ হয়, উপার্জ্জনে মন।
নানা ছল প্রতারণা, করে অন্বেষণ ॥

বোধহীন সদা ক্ষীণ, না বুঝে বিশেষ।
দারুণ দুঃখের দশা, প্রাপ্ত হয় শেষ॥
জন্মিলে সন্তান হয়, অন্য প্রকরণ।
তৃতীয় দেহের চিন্তা, উদয় তখন॥
লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল।
অকূল চিন্তা-অর্ণবে, নাহি পায় কুল॥
চতুষ্পদ নাহি থাকে, ছয় পদ হয়।
পশু ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেষ রয়॥
ভ্রমময় মায়াসূত্রে, যুক্ত একেকালে।
উর্ণনাভি* বদ্ধ যথা, আপনার জালে॥
এইরূপে ক্রমে যত, বাড়ে পরিবার।
মস্তকে ততই পড়ে, সংসারের ভার॥
তখন অনেক ধনে, প্রয়োজন হয়।
কোনরূপে নাহি রহে, কোনরূপ ভয়॥
সমুদ্র লঙ্ঘন করি, অভয় অন্তরে।
অনাসে ভ্রমণ করে, দেশ দেশান্তরে॥
বহুকষ্টে যদি কিছু, উপার্জ্জন হয়।
নানারূপ বিড়ম্বনা, ভোগের সময়॥
রোগের প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস।
নতুবা শমন করে, জীবন বিনাশ॥

* উর্ণনাভি—মাকড়সা।

যদ্যপি জীবিত ভাই, থাকে সেই জন।
সুখের আস্বাদ নাহি, পায় তার মন॥
পরিবার মধ্যে নহে, সকল সমান।
পরস্পর মনে মনে, মহা অভিমান॥
যখন যাহার মনে, তুষ্টি নাহি হয়।
তখনি অমনি তার, মলিনহৃদয়॥
এইরূপে জর জর, বিষয়ের বিষে!
বিষয়ী পুরুষ তবে, সুখী হবে কিসে?
সম্পদ রক্ষণে বহু, বিপদ সঞ্চার।
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অগ্নিভয় আর॥
চোর-ভয়ে, রাজ-ভয়ে, ভীত প্রতিক্ষণ।
কিরূপে মানব পায়, সুখের আসন?
বিষয় বিবাদ কত, ক্রোধের নিধান।
দ্বেষ, হিংসা সমুদয়, হয় বলবান॥
জ্ঞাতিদ্বন্দ্বে অর্থনাশ, রাজার সদনে।
কদাচ না দেখে মুখ, দয়ার দর্পণে॥
চিরকাল রব আমি, এই ভ্রম ধরে।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না করে॥
সংসারী জীবের এক, স্বতন্ত্র বিধান।
আনন্দ অন্তরে তার, নাহি পায় স্থান॥
পরিজন কেহ হোলে, কুকার্য্যেতে রত।
তখনি লজ্জায় তার, হয় মুখ নত॥

হইলে পুত্রের পীড়া, কতই জঞ্জাল।
প্রতিদিন প্রাতে উঠে, পাঁচনের জ্বাল॥
ঔষধ পথ্যের তরে, চিন্তায় মোহিত।
ক্ষণে ক্ষণে পরামর্শ, বৈদ্যের সহিত॥
মরিলে সন্তান হয়, পাগলের প্রায়।
শোকে সব বল বুদ্ধি, লোপ পেয়ে যায়॥
মায়ামদে মত্ত হোয়ে, মনে শোক আনে।
কার পুত্র, কেবা আমি, কিছু নাহি জানে॥
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা, দুঃখে হরে কাল।
মোহকূপে মগ্ন হোয়ে, যায় পরকাল॥
হে বিভো করুণাময়! দূর কর খেদ।
মহামায়াজালপাশ, সব কর ছেদ॥
বিবেক, বৈরাগ্য দুই, এ ঘোর সঙ্কটে।
নিয়ত নিযুক্ত থাক, মনের নিকটে॥
দয়া, ধর্ম্ম, সত্য আদি, সেনাগণ যত।
করুক্ বিপক্ষদলে, সংগ্রামেতে হত॥
মিথ্যা, রাগ, প্রতারণা, শত্রুকুল যারা।
খরতর জ্ঞান-অস্ত্রে, সব হবে সারা॥
জগতে কেবল হয়, সত্যের প্রচার।
মিথ্যার বাতাস যেন, নাহি বহে আর॥
ভবের ভৌতিক খেলা, মিছে সমুদয়।
একমাত্র সত্য তুমি, বোধ যেন হয়॥

তুমি সত্য নিত্যরূপ, এই জানি সার।
আত্মারূপে বিরাজিত, হৃদয়ে আমার।
যেমন তেমন তুমি, বিফল বিচার।
মনোময়রূপে লহ, প্রণাম আমার॥

—*—

নির্গুণ ঈশ্বর।

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার, তাহে তুমি, নাহি দাও কাণ্॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্ব লোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে কালা!
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হোলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥
সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় যেটা।
কাণ্ বুজে কান্ কর, ভাল নয় সেটা॥
কার কাছে দুঃখ আর, করিব প্রকাশ।
কে আর শুনিবে সব, মনের আর্দ্দাস?
রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ।

কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ ॥
শ্রুতির হইলে দোষ, স্মৃতি কোথা রয় ?
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয় ॥

আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে ?
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন।
অন্ধ হোয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন ॥
চারিদিকে আপনার, পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা ॥
তুমি যদি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে ?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তরে, কে করে হরণ ॥
ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর।
কে আছে কাহার কাছে দাঁড়াইব আর ?
উঠ উঠ, মিছে কেন, বলি বারে বারে।
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে ?
অনুভবে বুঝিলাম, কাণা তুমি বটে।
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে ?
দর্শনেতে এত যদি না হইত দোষ।
নিয়ত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ ॥

আবার কি সর্ব্বনাশ হোয়েছ অচল।
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল ॥
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ।
এমন পদের পতি, হারালেন পদ !

চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর ?
বিপদ হইলে তুমি, বিপদ আমার ॥
আপনিই যদি তুমি, পোড়েছ বিপদে।
তবে আর সন্তানেরে, কে রাখিবে পদে ?
পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়।
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয় ?

গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ।
তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ ?
পিতা হোয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ।
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥
তোমার যে পদ তাহা, আমারিতো পদ।
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ ?
পদ-দান ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ।
তবে কেন বোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ ॥
কিন্তু পিতা যে সময়ে, ঘটিবে বিপদ।
সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ ॥

শুনিলাম আর এক, কথা ভয়ঙ্কর ।
নিজে তুমি ভব-কর, কিন্তু নাই কর ॥
এই বিশ্ব, যার করে, বিশ্ব করে যেই ।
বিশ্বকর বিভু হোয়ে, করহীন সেই ॥
যে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কব ।
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব ?
বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর ।
অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর ॥
দিবাকর নিশাকর, দুই করকর ।
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর ?
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে ।
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ॥
যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর ।
তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর ॥
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে ।
নিষ্কর হইয়া কেন, নিষ্কর না দিলে ?
পাটা নিয়া, যে ভূমি, দিয়াছ তুমি নাথ ।
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত ॥
তাহাতে অসার মাটি, কাঁটা বনময় ।
কেমনে সুশস্য হবে, উর্ব্বরাতো নয় ॥
কেবল বাড়িছে বন, চাষ হবে কিসে ।
অঙ্কুরিত হোলে তরু, কাটে কাম- কীশে ॥

সুবিচার নাহি কর, হোয়ে তুমি রাজা ।
কিরূপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকো হাজা ॥
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয় ।
প্রতি কাল, এসে কাল, করে কর লয় ॥
কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাকি ।
জমা জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি ॥
করি বা কি, তার বাকি, রাখি কোন্ ভাবে ।
আঁখির নিমিষে ধোরে, বেঁধে নিয়ে যাবে ॥
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ তার ।
না হলো সুখের যোগ, কর্ম্মভোগ-সার ॥
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যার ।
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার ॥
পোড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর ।
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর ॥
দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর ।
কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥
না কর উপুড়হস্ত, গুটাইয়া রাকো ।
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো ॥
আমায় দিয়াছ কর, কর তার লও ।
করে লিখি তব গুণ, অনুকূল হও ।
প্রেম তূলি, তুলি তাহে, ভক্তি রঙ্গ দিয়া ।
হৃদিপটে তব রূপ রাখিব লিখিয়া ॥

মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ।
তূলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ॥
মনে, হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভাস।
অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ॥

শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব।
সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব॥
গন্ধবহে, গন্ধ বহে, কাছে অহরহ।
তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ॥

তোমার শরীর নাকি, এমনি অবশ।
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবস॥
অবশের দণ্ড খাও, অবস হইয়া।
বায়ুর যাতনা সদা, রোয়েছ সহিয়া॥
ক্ষরী ধরি, বজ্র কারি, করিছে প্রহার।
শিশির নিয়ত মারে, নিশ্বির নীহার॥
সহজে কোমলকায়, সয় সমুদয়।
এ সকল যাতনায়, যাতনা না হয়॥
পরম মঙ্গলময়, তুমি নিজে শিব।
শিবের অশিব শুনে, কাঁদে যত জীব॥
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হোলে কাঁদি।
দেখিয়া তোমার নাট, হাসি আর কাঁদি॥

অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ॥
মুখ হোয়ে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ
মূক হোয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা।
নাহি বুঝি মাথামুণ্ড, কি বোলেছে তারা॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্ গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে, আমার বাবা, "হাবা আত্মারাম"॥
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন?
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥
তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হওনা বিমুখ॥
চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময়ে একবার, চেও মুখ তুলে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হোয়ে, গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর॥

পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধোরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বোসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন, গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে।
গুপ্ত সুতে, গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে॥
আছি গুপ্ত, পরিশেষ গুপ্ত হব ভবে।
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে?
গুপ্ত হোয়ে যখন, মুদিব, আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত সুতে, কিসে দিবে ফাঁকি?

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রথম স্কন্ধ।

প্রথমাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

"প্রকাশিত পরিদৃশ্য, বিশ্ব চরাচর।"
সমভাবে সদা কাল, সর্ব্বস্থগোচর॥
এই জগতের, "সৃষ্টি", "স্থিতি", আর "ক্ষয়"।
নিরূপিত নিয়মিত, যাঁহা হোতে হয়॥

সৃজিত পদার্থ সবে, "তিনি" বর্ত্তমান।
সৎ-রূপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ॥
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস।
"অসৎ জগৎ", কভু, হোতো না প্রকাশ॥
"অবস্তুতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার।
কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার?
"বন্ধ্যার সন্তান" আর, "আকাশের ফুল"।
কেবল অলীক মাত্র, নাহি তার মূল॥
জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র যিনি।
"সিদ্ধজ্ঞান" স্বতঃ "সত্য" "সর্ব্বগত" তিনি॥
তিনিই "সর্ব্বস্বধন", সর্ব্বমূলাধার।
"নিরাধার" "নিরঞ্জন" "নিত্য" "নির্ব্বিকার"॥
বিমোহিত যে "বেদে", বিবিধ বুধগণ।
যে "বেদের" মহিমা না, হয় নিরূপণ॥
"আদি কবি" "বিধাতার" হৃদয় আকাশে।
যাঁহার করুণাবলে, সে "বেদ" প্রকাশে॥
"তেজ" "জল" "কাচ" এই তিনে পরস্পরে।
"অসত্যে" সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে॥
"বিকার বিশিষ্ট বোধে" "জলভ্রম" হয়।
বাস্তবিক "অসত্য" সে, "সত্য" নয় নয়॥
"ত্রিগুণের" সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার॥
"সত্যরূপে" বোধ হয়, অখিল সংসার॥

ফলত "অলীক" এই, মিথ্যা সমুদয়।
একমাত্র "তিনি" বিনা, "সত্য" কিছু নয়॥
"যিনি" হন, আপনার প্রভাবে প্রচার।
"যাঁতে" নাই, কোনোরূপ, উপাধি সঞ্চার॥
সেই "সত্য" "স্বরূপ" বিকার নাই "যাঁর"।
"পরম পুরুষ" তিনি, ধ্যান করি "তাঁর"॥ *

—*—

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।)

* কবি ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকার মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটী এই:—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

অতি বাহুল্যভয়ে টীকা দেওয়া গেল না।

দ্বিতীয় খণ্ড॥

সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক।

ইংরাজী নববর্ষ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার।
বিনিময়ে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার॥ *
এই অবনীর কত্রি, কত হিতাহিত।
একান্ন একান্নে ছিল, সবার সহিত॥
নিরন্ন বায়ন্ন দেব, ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীর শকে আসি, করিল আশ্রম॥
খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর॥

* চাঁদ ১ বাণ ৫, পক্ষ ২। ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ সালের নববর্ষ।

চারু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর॥
মানমদে বিকি সব, হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস্. ফুটিকাটা ড্রেস্॥
শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তায় মাথা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে. গলদেশ ঢাকা॥
চিকন্ চিরুণি চারু, চিকুরের জালে।
ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে॥
বিডালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য, মৃদুহাস্যভরা।
অধরে অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুধাহরা॥
গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক্॥
মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি।
রিবিণ্ উড়িছে কত, ফর্ ফর্ করি॥
ঢল ঢল টল টল, বাঁকা ভাব ধোরে।
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব, ধন্য তুই মাচি।
তোর মত গুটি দুই, পাখা পেলে বাঁচি॥
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি, দম্পতী হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়া॥

উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি, বগির উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে॥
খানার টেবিলে বসি, করি খুব তুল।
এঁটো কল্লা সেরির, গেলাসে দিই হুল॥
কথনো গাউনে বসি, কভু বসি মুখে।
মাজে মাজে ভিজে গায়, পাখা নাড়ী সুখে॥
নববর্ষ মহাহর্ষ, ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন, আয় আয় আয়॥
শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী, কোথা স্বর্গপুর॥
সাহেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খানা॥
বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥
কট্ কট্ কটাকট্, টক্ টক্ টক্।
ঠুনো ঠুনো ঠুন্ ঠুন্, ঢক্ ঢক ঢক্॥
চুপু চুপু চুপ চুপ, চপ্ চপ্ চপ্।
সুপু সুপু সুপ সুপ, সপ্ সপ্ সপ্॥
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্, ফস্ ফস্ ফস্।
কস্ কস্ টস্ টস্, ঘস্ ঘস্ ঘস্॥
হিপ হিপ হোরে হোরে, ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিস গ্লাস॥

সুখের সখের খানা, হোলে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা, সুমধুর গান॥
গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্, লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা, লালা লালা লাল॥
আয় লোভ চল যাই, হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চপে॥
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক।
যত পার কোসে খাও, টেক টেক টেক॥
সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি, ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরা॥
করি ডিম আলুফিস, ডিসপোরা কাছে।
পেট পূরে খাও লোভ, যত সাদ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম।
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী, ড্যাম ড্যাম ড্যাম।
পিঁড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম।
মিস্‌সে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম?
সাড়ীপরা এলোচুল, আমাদের মেম।
বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম!
সিন্দূরের বিন্দু সহ, কপালেতে উল্কি।
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুল্কি॥

ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাদুখ।
কখনো দেখে না পর পুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুরামা, শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো, অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডি, বলি শুন সবে!
পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে?
ধন্যরে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত, বেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভোরে, খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাবনা ভাত, গোটুহেল কালো।
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো॥
পূরিবে সকল আশা, ভেবোনারে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে, রাখিব না ক্ষোভ॥*

* এই কবিতার এবং পরবর্ত্তী কবিতার অনেকগুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পৌষ-পার্ব্বণ।

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ।
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্॥
সারানিশি জাগিয়াছি, দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি।
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাঁধাবাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক, যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে, করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদেয় নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার॥
তুক্ তাক্ মন্ত্রতন্ত্র, কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিচে খ্যাল্, খ্যাল্ খ্যাল্ খ্যাল্॥
খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয়, ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে, কাঁহুনি কাঁদিয়া॥

চেয়ে দেখ সংসারেতে, কতগুলি ছেলে!
বল দেখি কি হইবে, নয় রেখ চেলে?
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি, কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব, তুমি হোলে ঢেঁকি।
আড় করি পার্ দিতে, সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয়, আদ্ পোয়া গড়ে॥
ছাঁই ক্রোরে রাখিলাম, অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেঁটে॥
ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে, নহে এক মন।
বাড়ীর লোকের তাহে, নহে এক মণ॥
একমনে খায় যদি, আদ মণে সারি।
একমনে না খাইলে, দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গামণে পূরোমণ, মন যদি খোলে।
পূরোমণে কি হইবে, ভাঙ্গামন হোলে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে, কত মণ তোলা।
জাননা কি ঘরে আছে, কত মন তোলা?
কারে বা কহিব আর, বোঝা হলো দায়।
খুলে দিলে, মন কিহে, তুলে রাখা যায়?
বিষম দুরন্ত ওটা, মেজোবোর ব্যাটা।
কোনমতে শুনেনাকো, ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা॥

না দিলে, ধমক্ দেয়, তুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটি বাটি হাঁড়ি কুঁড়ি, সব ফ্যালে ভেঙ্গে॥
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব, মিছে দেই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল, পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল, সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি, চল কোন্ চেলে॥
ও বাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ, আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায়, অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপ্ মায়, কেন দিলে বিয়ে।
এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্না নিয়ে॥
কোন দিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে।
দিবেনিশি ফেরো শুধু, গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুই গাছা, খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা, মেয়েটির ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল, কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই, মলেই খালাস॥
রাত্রিদিন খেটে মরি, এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি, আমি যাই মেয়ে॥

এইরূপ প্রতি ঘরে, দৃশ্য মনোহর।
গিন্নির কাঁদুনী হয়, কর্ত্তার উপর॥
মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধূম॥
সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে।
ডাল্ ঝোল্ মাচ ভাত, রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
বধূর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে।
শ্বাশুড়ী ননদ কত, কথা কয় বেঁকে॥
হ্যাঁলো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে;
এই রান্না শিখেছিস, মায়ের নিকটে?
সাতজন্ম ভাত বিনা, যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার, বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু, মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব, ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটিতে পা, নাহি পড়ে তাঁর॥
হাসি হাসি মুখ খানি, অপরূপ আভা।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী, দিয়ে নথ নাড়া॥

হ্যাগা দিদী এই শাক, রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্তি বল, ভাল লাগে খেতে॥
দিব্বি দিস কেন কোন, হেন কথা কোয়ে?
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক, জন্মএয়ো হোয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে॥
এইরূপ ধূমধাম, প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মত অনুষ্ঠান, আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাখে, কেহ কাই গোলে।

* * *

আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে, শয়নের ঘরে।
স্বামির খাবার দ্রব্য, আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া, আসনের কাছে॥
মাথা খাও, খাও বলি, পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকামুখে, পিটে দেয় পিটে॥

আকুলি বিকুলি কত, চুকুলির লাগি।
চুকুলি গড়িয়া হন্, চুকুলির ভাগী॥
প্রাণে আর নাহি সয়, ননদের জ্বালা।
বিষমাখা বাক্যবাণে, কাণ হলো কালা॥
মেজো বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড়।
কুমারের পোনে যেন, পোড়ে পোড়ে পোড়॥
মনোদুখে প্রাতে আজ, কুটি নাই থোড়।
এখনো রয়েছে তাই, কোন্দলের তোড়॥
শ্বাশুড়ী আলাদা রেখে, ছাঁই তিন হাঁড়ী।
চুপি চুপি পাঠালেন, কন্যাটির বাড়ী॥
ঠাকুর্ঝির ছেলে গুলো, খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে॥
মরি মরি ষাট্ ষাট্, কেঁদেছিল রেতে।
বাছা মোর পেটপূরে, নাহি পায় খেতে॥
শক্তিভক্তিপরায়ণ, হন যেই নর।
তখনি এসব বাক্যে, ভেঙ্গে দেন ঘর॥
উপাদেয় দ্রব্য সব, গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম্ম শেষ, গোটা দুই খেলে॥
কামিনী-কুহকে পড়ি, খায় যেই ভাবা।
নিজে সেই হাবা নয়, হাবা তার বাবা॥
বুকে পিটে গুড়পিটে, গুড় পিটে গড়ে।
হিঁদুর দেবতা সম, ঠাট্ তার ধড়ে॥

ভিতরে পূরিয়া ছাঁই, আলু দেয় ঢাকা।

*　　*　　*

লোভ নাহি থেমে থাকে, খাই তাই চোটে
পিটে পুলি পেটে যেন, ছিঁটে গুলি ফোটে॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুসি।
গৃহিণীর অনুরাগে, শুদ্ধ তাই চুষি॥
যুবো সব স্থবো প্রায়, থুবো নাহি নড়ে।
কাছে বোসে খায় কোসে, রোসে নাহি পড়ে॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত, পোষড়ার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে, বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক॥
কর্ত্তাদের গালগল্প, গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন, মধ্যে বুড়া বোসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোসে॥
তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে, কৌশল কৌতুক।
মাজে মাজে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক॥

ছদ্ম মিশনরি।

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে, তারে কিবা ভয়?
মণি মন্ত্র মহৌষধে, প্রতীকার হয়॥
মিশনরি রাঙ্গা নাগ, দংশে ভাই যারে।
একেবারে বিষদাঁতে, সেরে ফ্যালে তারে॥
ব্যাঘ্র-ভয়ে ব্যগ্র হই, যদি পায় বাগে।
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি, ভয় করি বাঘে?
হেদো বনে* কেঁদো বাঘ, রাঙ্গামুখ যার।
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে, নাম শুনে তার॥
বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা, নখে ফ্যালে চিরে॥
ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে।
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে॥
কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায়।
মিশনরি ছেলেধরা, ছেলে ধরে খায়॥
মাতৃমুখে জুজু কথা, আছি অবগত।

* হেদুয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ, এই অর্থ।

এই বুঝি সেই জুজু, রাঙ্গামুখ যত ॥
চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান।
কাণকাটা * * * কেটে নেবে কাণ ॥
ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে।
বাটা ভরে পান দেব, গালভরে খাবে ॥
চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিব গুড়পিটে।
বাপধন বাছা মোর, ছেড়নারে ভিটে ॥
কি জানি কি ঘটে পাছে, বুদ্ধি তোর কাঁচা।
ওখানে জুজুর ভয়, যেওনারে বাছা ॥
মূর্খ হয়ে ঘরে থাক, ধর্ম্মপথ ধরে।
কাজ নাই ইস্কুলেতে, লেখা পড়া করে ॥
হ্যাদেহে ছেলের বাপ, মন্দ বড় কাল।
আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল ॥
মিষ্টভাষী শুভ্রাকার, মিশনরি যত।
আমাদের পক্ষে তাঁরা দয়া-ধর্ম্মহত ॥
পিতার সুখের নিধি, তনয় রতন।
কিছু নাহি বুঝে তার, মনের মতন ॥
শূন্য করি জননীর, হৃদয়ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয়, সাধের কুমার ॥
বাক্যের কুহক যোগে, ঈশুমন্ত্র ছেড়ে।
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥
কামিনীর কোলশূন্য ক্ষুণ্ণ মন তার।

এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায় ॥
বিদ্যাদান ছল করি, মিশনারি ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক, বিধর্ম্মের টব ॥
মধুর বচন ঝাড়ে, জানাইয়া লব্।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা, জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পোড়ে, ডুব দেয় টবে ॥

—*—

পাঁটা।*

রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল ॥
স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার ॥

* কবি ভ্রমণকালে আহার সম্বন্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া, পরে একটী পাঁটা পাইয়া, তৃপ্তির সহিত ভোজন পূর্ব্বক এই প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এই বুঝি সেই জুজু, রাঙ্গামুখ যত ॥
চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান ।
কাণকাটা * * * কেটে নেবে কাণ ॥
ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে ।
বাটা ভরে পান দেব, গালভরে খাবে ॥
চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিব গুড়পিটে ।
বাপধন বাছা মোর, ছেড়নারে ভিটে ॥
কি জানি কি ঘটে পাছে, বুদ্ধি তোর কাঁচা ।
ওখানে জুজুর ভয়. যেওনারে বাছা ॥
মূর্খ হয়ে ঘরে থাক, ধর্ম্মপথ ধরে ।
কাজ নাই ইস্কুলেতে, লেখা পড়া করে ॥
হ্যাদেহে ছেলের বাপ, মন্দ বড় কাল ।
আপন আপন ছেলে, সামাল সামাল ॥
মিষ্টভাষী শুভ্রাকার, মিশনরি যত ।
আমাদের পক্ষে তাঁরা দয়া-ধর্ম্মহত ॥
পিতার সুখের নিধি, তনয় রতন ।
কিছু নাহি বুঝে তার, মনের মতন ॥
শূন্য করি জননীর, হৃদয়ভাণ্ডার ।
হরণ করিয়া লয়, সাধের কুমার ॥
বাক্যের কুহক যোগে, ঈশুমন্ত্র ছেড়ে ।
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥
কামিনীর কোলশূন্য ক্ষুণ্ণ মন তার ।

এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায় ॥
বিদ্যাদান ছল করি, মিশনরি ডব ।
পাতিয়াছে ভাল এক, বিধর্ম্মের টব ॥
মধুর বচন ঝাড়ে, জানাইয়া লব ।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা, জ্ঞান করে ডবে ।
বিপরীত লবে পোড়ে, ডুব দেয় টবে ॥

—*—

পাঁটা ।*

রসভরা রসময়, রসের ছাগল ।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল ॥
স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা, জননী তোমার ।
উদরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার ॥

---

* কবি ভ্রমণকালে আহার সম্বন্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া, পরে একটী পাঁটা পাইয়া, তৃপ্তির সহিত ভোজন পূর্ব্বক এই প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাঁপেদাড়ি, গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ॥
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কয় বোবা॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা।
দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোরে তোর গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যায় পেট ভোরে, পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকো বাঁধা॥
শাদা কালো কটারূপ, বলিহারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিষাদ॥
জ্বাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লোয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হোয়ে॥

মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস॥
গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদনহত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত॥
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মোরে যেন ছাগী-গর্ব্ভে জন্ম লয় তারা॥
দেখিয়া ছাগের গুণ কোরে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান॥
তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান॥
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হ্যাম্।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্॥
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লোয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কূর্ম্ম মীন হোয়ে॥
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে?
মাচে কিছু আছে মান বাঙ্গালির কাছে॥
কিন্তু মাচ পাঁটার নিকটে কোথা রয়?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয়॥
এক দুই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়।
পাঁচেরে করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি॥

পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি।
ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি কোরে চাটি ॥
টুকি টাকি টুক্ টুক্ মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু ॥
সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে নিছু নাই মজা ॥
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাসি খেয়ে ॥
মহতের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হোতো আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে ॥
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ তাঁড়ে মা ভবানী ॥
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে ॥
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লোয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাতা. বিশ্বমাতা হোয়ে ॥
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হোয়ে।
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রোয়ে ॥

প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা * * ঘরে ॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলীর দেবল হোয়ে কালী-গুণ গায় ॥
প্রণমামি * * তোমার চরণে।
পেটভোরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে ॥
প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী ॥
প্রণমামি কলীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি ॥
ধন্য ধন্য কর্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া ॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা।
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা ॥
নামাবলী বহির্ব্বাস নিয়া করতলে।
ভালকোরে ছোপাইব রুধিরের জলে ॥
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব।
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশু-ভাব ॥
ফের যদি করে দ্বেষ হোয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামি রোগ দিয়া ছাগনাদী ॥

অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি।
পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥
তাহাতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার॥
হায় একি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা॥
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুখে চিত্র করি॥
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষ্মরেখা।
দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা॥
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগুণ বাজে তালে তালে॥
ঢাক কাড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।
তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল॥
এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল॥
কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকরে খঞ্জনী বাজিয়ে॥
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥

ছাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধোরে ছুটী ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যেজন॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বোলে।
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যায় চোলে॥

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্তি।

যেখানেতে বালকের, বিপরীত মতি।
সেখানেই মিশনরি, বলবান অতি॥
পাতিয়া কুহকী ফাঁদ, ফেলিয়াছে পেড়ে।
এমন মুখের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে?
গাচপাকা মর্ত্তমান, বর্ত্তমান চোকে।
বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোকে?

তুমি ত সুবোধ চণ্ডী, বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর, মাল্সাভোগ ফেলে?
হিন্দু হয়ে কেন চল, সাহেবের চেলে?
উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ খেলে॥
ক্ষীর সর ননী খেয়ে, বৃদ্ধি কর কায়া।
বিধর্ম্ম-ডোবার জল, খেয়োনা হে ভায়া॥
যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয়।
আয় ভাই ঘরে আয়, কিছু নাই ভয়॥
কত কারখানা করে, খেতে দিব খানা।
গোটুহেল ডোণ্ট ক্যার, কে করিবে মানা?
সরপোটে বোসে খাব, খুসি মেরা খুসি।
যদি কেহ কিছু বলে, ধরে দেগা ঘুসি॥
আহার বিহারে ভাই, ভয় কার কাছে?
ধর্ম্মসভা নাহি লয়, ব্রহ্মসভা আছে॥
আপন বিক্রমে হব, রুসীয়ার কিং।
টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিয়া রিং॥
গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে।
পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে॥
জ্ঞান অস্ত্রে কেটে দেহ, মায়া রূপ গণ্ডী।
ভ্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে, কেন হও দণ্ডী?
পূর্ব্ববৎ হিন্দু হও, যিশুমত খণ্ডী।
হাড়িঝী চণ্ডীর আজ্ঞা, ঘরে আয় চণ্ডী॥

বড়দিন।

(দ্বিতীয়)

খ্রীষ্টের জনমদিন, বড় দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম॥
কেরাণী, দেয়ান আদি, বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট॥
ভেট্কি কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে, সুখী অতিশয়।
বাঙ্গালির বিদিতার্থে, লিখি সমুদয়॥
"কেথলিক" দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে॥
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা॥
স্বপ্নযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে॥
ও গড্ ও গড্ গড্, লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরষের ছেলে?

এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে!
নিজের বীজের ফল, ঈশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয়॥
দিশী কৃষ্ণ, রিসি কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে, বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার যাদু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাদু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা, ভাবে ঢোলে ঢোলে।
কব তার সব গুণ, অবতার-বোলে॥
কুমারীর গর্ভে শিশু, হোয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে।
ভুলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে॥
ধর্ম্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগি জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে॥
নাম জারি করিলেক, চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোঁসাই॥
পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান।
ক্রুশের ক্রুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ॥

তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব।
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব॥
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী দল॥
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি।
আহারে অহ্লাদ পান, যত মিশনরি॥
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ।
মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ!
ভুবন করেছে বদ্ধ, কুহকের ডোরে।
হায় রে "কুমারীপুত্র" বলিহারি তোরে॥
যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব্ব প্রকরণ।
কেথলিক চর্চ্চে গিয়া, দেখে এসো মন॥
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে॥
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট, গোল্ড তায় বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা॥
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট, বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খল খল॥
মিলিটরি, সিবিল, বণিক আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটী, আস্ফালন কত॥
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী, শ্রীমতীর সনে॥

বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেষ্টমেণ্ট ধরি ॥
ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম্ হুট ॥
আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নানা ॥
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে ॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ ॥
রঁসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব লাভে।
হোয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥
রণবেশী মিলিটরি, যত সব গোরা।
মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোরা ॥
হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিবির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া ॥
চোট পাট জোট পাট আয়োজন কোরে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধোরে ॥
বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে ॥

ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে।
কুক্ হোয়ে মুখ খানি, লুক্ করি সুখে ॥
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্।
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্ ॥
সাজিয়া কউচ্ ম্যান, উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া ॥
আন্দ্রুস্, পিন্দ্রুস্ আদি, ডিক্রুস্, মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা, গমিস ॥
জেস্থু, নেস্থু, কেস্থু আর, টেঁসুগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত ॥
পোরে ড্রেস, হন ফ্রেস্, দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে ॥
পুঁইখাড়া চিংড়িড়ির, কোরে ভুষ্টিনাশ।
ম্যাম্ সঙ্গে, নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ ॥
চুণাগলি অধিবাস, খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥
ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি।
লিছু যাও কেলাম্যান্, নেটিব বেঙালি ॥
জুঁতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই।
রূপি বিনা রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই ॥
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥

তেঁতুলে বাগদী যেন, ফিরিঙ্গির ঝাঁক।
বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো জাক॥
আনাক্যাণ্ঠ কন্‌বর্ট, গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, হুলু, হিরু।
গনু, থনু, হনু, তনু, হারু, আর ছিরু॥
এদিকে দুঃখের দায়, মনে ঝোলে ফাঁসি।
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ুকীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ, তাহার নাই হাতা।
তাই পোরে বাবু হন, থালি কোরে মাতা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া।
ঈশু-ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাসন্।
বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেব ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের পঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার॥
বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি, বহুরূপী, লুকাচুরি খ্যালা॥
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা॥

ফ্লেস্-ভিস্-ভরা ডিস্, মধ্যে ভাতে ভাত।
সে পাত সুপাত নয়, নিপাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া সুখে, করে জলসেবা।
যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কেবা?
উরি মধ্যে দুঃখিতর, বঙ্গি সব ভেয়ে।
তত্ত্বহত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে॥
তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে॥
কোনোরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা, ডেস্কের উপরে॥
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি॥
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে॥
ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয়।
বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয়॥
সাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে "বোটরেস" সেলর সকলে॥
হায় রে সুখের দিন, শোভা কব কায়?
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায়॥

৯

প্রতি গেটে গাঁদা-হার, কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারু, দেবদারু-পাতে ॥
হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানি, রাখিব না আর ॥
জেতে আর কাজ নাই, ঈশু-গুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই ॥
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানি ছেড়ে ॥
ছেড়োনা ছেড়োনা আর, বিপরীত বাণী।
থাকো থাকো থাকো বাপু, রাখো হিঁদুয়ানি ॥
এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে ?
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে ?
কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ।
করিবে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ ॥

নীলকর।

প্রথম গীত।

(কবির সুর।)

মহড়া।

কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখো আর্ নাহি পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে।
এমন্ স্বোণার্ বর্ষে, খাসের্ বর্ষে,
কেবল মর্ষে যাতনা।
"আসিয়া" আসিয়া মাগো করুণাময়ী,
করুণাচক্ষে দেখনা ॥
নামেত্বে নীলের্ কুটি, হতেছে কুটি কুটি,
দুখীলোক্ প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্‌ধপে বাইরে শাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়।

ওমা একে মন্সার ফোঁসফুঁসুনি,
ধুনোর গন্ধ তায়।
হোলে চোরের কাছে ধর্ম্ম-কথা,
মর্ম্ম কভু বোঝে না॥

চিতেন।

হোলো নীলকরের্‌দের অনররি
মেজেষ্টরি ভার্‌।
কুইন মা, মা, মাগো।
হোলো নীলকরের্‌দের অনররি
মেজেষ্টরি ভার্‌।
পড়েছে সব পাতর্‌ বক্ষে, অভাগা প্রজার্‌ পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইকো আর্‌।
নীলকরের্‌ হদ্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্ব্বনাশ।
কুটিয়াল বিচারকারী, লাটিয়াল সহকারী,
বানরের্‌ হাতে হোলো কালের খোন্তা,
লোন্তাজলে চাষ।
হোলো ডাইনের্‌ কোলে ছেলে সোপা,
চীলের বাসায় মাচ্‌।
হবে বাঘের্‌ হাতে ছাগের রক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না॥

অন্তরা।

প্রজা ধোচ্ছে আর সাচ্ছে তারা এককালে,
পিটেতে যাচ্ছে খুব কোড়া।
কাটাঘায়ে লুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোড়া॥

চিতেন।

হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা, ঘটে সর্ব্বনাশ।
কাল সাপ কি কোনকালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস॥
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস্‌॥
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

অন্তরা।

জমি চুনচে, দিন গুণচে, কেবল বুনচে বীজ,
দোহাই না শুনচে একটী বার।
নীলের দাদন্, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁদন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার॥

চিতেন।

তোমার, সাধের বাঙলা, হোলো কাংলা,
সয়না অত্যাচার।
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার্ পড়ে মারা,
লাটের্ দিন খাজনা হয় না আর।
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত,
জানিনে মন্দ আচরণ।
পূজি তোমার্ শ্রীচরণ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক্ সিঁদূরে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা॥

দ্বিতীয় গীত।

(কবির সুর।)

মহড়া।

ভাল কার্য্যটী ধার্য্য করে যদি গো,
এই রাজ্যটী করেছ মা খাস।
এসে এদেশেতে বসৎ কর, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের্ চাষ।
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী,
সন্তানের পূরাও অভিলাষ॥
হল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি,
উদরে অন্ন কারো নাই।
দোহাই, মা, তোমার দোহাই।
কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে,
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগো মা,
তবেই রক্ষা পাই।
নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা,
জালায় নাইক জল।

আবার পোড়া ভাগ্‌গি, সকল মাগ্‌গী,
উপবাসে উপবাস॥

চিতেন।

তুমি বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে।
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,
শুভদিন দিন মা ভারতে॥
কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে,
কে বুঝে তোমার লীলে?
নিলে মা এই ভারতের ভার।
পেয়ে শুভ সমাচার।
মা তোমার হবে ভাল, আশাতে দিলেন আলো,
সুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো,
ভেদ রবেনা আর॥
যত নীলের শাদা, মূলুকচাঁদা, শাদা কেহ নয়,
কোরে নীলের কর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,
মনে কালী হয় প্রকাশ॥

অন্তরা।

না বুনলে নীল, মেরে কিল,
"কিল" করে, নীলকরে!

দেশের ছোটকর্ত্তা, দিলেন্ তাদের,
হর্ত্তা কর্ত্তা কোরে।
জোরে বেঁধে আনে ধোরে॥

চিতেন।

যেমন কাজীরে সুধালে পরে, হিঁদুর পরব নাই,
তেম্‌নি সব নীলকরের্ আচার্, বিষম বিচার,
গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই।
একেতো মাগ্‌গি গণ্ডা, লুটেল তায় কুটেল ষণ্ডা,
তারাতো ঠাণ্ডা কেহ নয়।
লুঠে এণ্ডা বাচ্ছা লয়।
গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা,
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে,
এথন্ মা, প্রাণ নিয়ে সংশয়।
গেল গরু জরু, তৃণ তরু; কিছু নাহি আর।
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট,
সমান কষ্ট বারমাস॥

তৃতীয় গীত।

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

"বেঁচে থাকুক্ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—সুর।

ওমা কুইন্ তোমার, ইণ্ডিয়া ধাম্,
রুইন কোরোনাকো।
যদি স্বোণার ভারত, খাস্ কোরেছ,
বাস্ কোরে, মা, থাকো থাকো।
শাস্ত্রে বলে পরামর্শে,
আপন চক্ষে স্বোণা বর্ষে,
তুমি এলে ভারতবর্ষে,
হর্ষে রবে সব।
চারিদিকে উঠচে শুধু, জয় জয় জয় রব॥
প্রজাগণে কোলে টেনে,
ছেলে বলে ডাকে ডাকো॥
বঙ্গবাসী আমরা যত,
অনুরত অনুগত,
অবিরত করি কত,
শুভ বাসনা।

জয় জয় জয় বিক্টোরিয়া, মুখে ঘোষণা।
"চোরে খেকো দোঁয়া গরু"
এমন্ কোথাও পার্বেনাকো॥
অন্নবিনে ঘরে ঘরে,
অনাহারে প্রাণে মরে,
পরস্পরে উচ্চস্বরে,
করে হাহাকার।
দিনান্তরে উদরপূরে অন্ন মেলা ভার।
দুখী যারা, পড়ে মারা,
প্রাণে কেহ বাঁচেনাকো॥
যে আগুণ লেগেছে চেলে,
চলেনা কেউ নিজ চেলে,
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে,
ভাস্য়ে দিচ্ছে চাল।
কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট,
কারে দিব গাল?
কিছু দিন মা! দয়া করি,
রপ্তানিটি বন্দ রাখো॥
বঙ্গবাসী শত শত,
বিদ্রোহেতে হোলো হত,
পরিবার ছিল যত,
ধনেপ্রাণে হল কাঙালী,

ভাত বিনে বাঁচিনে, আম্‌রা ভেতো বাঙ্গালী।
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে,
চেলের জাহাজ চেলোনাকো॥
নূতন চেলে হবে শস্তা,
ঘটিল তার কি অবস্থা,
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের,
কাঁটা হয়না রোধ।
চার মণের দাম্ এক মণে লয়,
মণের মনে ক্রোধ।
মনের চেলে মন ভেঙেছে,
ভাঙা মন আর গড়েনাকো।
পেয়ে নব রাজাদেশ,
নীলকরেতে শাসে দেশ,
নাহি মানে উপদেশ,
না করে উদ্দেশ।
বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদা দ্বেষ।
কালো বলে বাঙালীদের,
ভাল দেখতে পারেনাকো॥
যেখানেতে বাঘের ভয়,
সেই খানেতেই সন্ধ্যা হয়,
নীলকরের করেতে হোলো,
মাজিষ্টরি ভার।

এর্ বাড়া মা, প্রজা লোকের, বিপদ নাইকো আর।
খেদাইনে তোর্ উঠান চসি,
বাস্তবৃক্ষ রাখেনাকো॥
কতক নীলের কর্ম্মকার,
কাজে যেন চর্ম্মকার,
নাহি ধারে ধর্ম্মধার,
মর্ম্ম বোঝা ভার।
ঠিক ধর্ম্মহীন ধর্ম্মতলার, ধর্ম্ম-অবতার।
কটু কথার কল্পতরু, বামুন গরু, বাছেনাকো॥
চাষার হাতে খোলা দিলে,
নীলে সকল জমি নিলে,
জমিদার সব কাচা ঢিলে,
চীলের মুখে মাচ।
ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন্, কাচেন্ কাপের কাচ।
সাপের কাছে কেঁচো যেন,
সাত চড়ে 'রা' ফোটেনাকো॥
তুমি সর্ব্বশুভকরী,
বিলাত—ভারতেশ্বরী,
বিপদে শ্রীপদে ধরি,
কর করুণা।
রয়না দিন প্রজার তোমার, সয়না যাতনা।
কৃপাকরী, কৃপা করি, শ্রীচরণে রাখো রাখো॥

কি পাপেতে এমন্ হোলো,
অকালে আকালে মোলো,
বৃষ্টি বিনে, সৃষ্টি পুড়ে,
গেল ছারেখার।
বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর ?
এ দেশের দুর্দ্দশা এমন্,
হয়নিকো আর হবেনাকো ॥
কুটিয়ালের মেজেষ্টরি,
লাঠীয়ালের রেজেষ্টরি,
এ আইন হয়েছে জারি,
মার্ত্তে আমাদের।
আইনকর্ত্তার পেটের বার্ত্তা, পেয়েছি মা টের,
যাতে অবিচারে প্রজা মরে,
এমন্ আইন রেখোনাকো ॥

—*—

চতুর্থ গীত।

মহড়া।

চার্ টাকা মণ দর্ উঠেছে, নূতন চেলে।
কত আর চল্‌বো নূতন চেলে ?
যাদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা,
বাড়ীর পাটা বেচে, খেটে খেলে ॥

অন্তরা।

ওমা বিক্টোরিয়া, "আসিয়া" আসিয়া,
দেখ মা ! বসিয়া, নয়ন মেলে।
বল কে করে পালন, কে করে শাসন,
একেবারে সব্, মোরে গেলে ॥
দুঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার,
করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে।
ঘরে গিন্নী পাড়ে গাল্, ফুরাইলে চাল্,
কিসে রাখি চাল, চেলে চেলে ?
যারা খেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল,
সিদ্ধ পুক কোরে, আড়ে গেলে।

আম্‌রা খাই শুধু মোটা, নাহি ঘর কোটা,
বেঁচে যাই মোটা, খেতে পেলে ॥
শুধু চাল বলে নয়, দ্রব্য সমুদয়,
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে।
দর্ বেড়েছে চার্ গুণ, বিধাতা বিগুণ,
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জ্বেলে ॥
তেল, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি,
শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে।
যত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি,
কিনে খাই টাকা হাতে এলে ॥
শুনে জিনিষের দর, গায়ে আসে জ্বর,
ছুটে যাই ঘর বাড়ী ফেলে।
ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হোয়ে রই,
কাটের মুকুন্দ বনি হাটে গেলে ॥
ঘরে না থাকিলে কাট, করি কাট কাট,
নিজে হই কাট, চক্ষু তুলে।
ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়,
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে ॥
যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে,
হোতো না যাতনা, একলা হোলে।
দেখে দুখের বাড়াবাড়ী, ফিরি বাড়ী বাড়ী,
মাথায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে ॥

দরে হোলো গঙ্গাজল, জলন্ত অনল,
দুপয়সাতে ভার নাহি মেলে।
কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া,
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে ॥
যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হোলো হজুর,
চলে যায় পথে পায়ে ঠেলে।
যত ঘাটের দাঁড়ী মাজি, কামে নহে রাজি,
কাজির্ মেজাজ ধরে, ধ্বজী ঠেলে।
থেকে নদী নদে, ঝিল বিল হ্রদে,
মাচ ধরে খায়, মালা, জেলে।
তাদের কাছে গেলে পর, কাঁপে কলেবর,
দুনো দরে বেচে, চুণো বেলে ॥
হোক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবানা খানা,
ধরি প্রাণ শুধু চেলে ড়েলে ॥
শুনে চেলের বুকে কাঁটা, বুকে বেঁধে কাঁটা,
জাহাজেতে চাল, দিচ্ছে ঢেলে।
ওমা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি!
পালাইনেকো কেউ রাজ্য ফেলে।
হোলো গোড়ার সর্ব্বনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস,
কেমনেতে বাঁচে, ঢোঁড়া হেলে?
যত নীলের কর্ম্মকার, করে অত্যাচার,
মেজেষ্টরি-ভার, তারাই পেলে।

বাঘের গোবধে কি ভয়? প্রজা নাহি রয়,
তারা খেলে খেলে সব, ধোরে খেলে ॥
শুন ওগো কৃপাময়ই, মনের দুখ কই,
ওমা, আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে ॥
জপি দিবস রজনী, জননী জননী,
ঠেলো না চরণে, কেলে বোলে ॥
মাগো, করি সুবিচার, সুত সবাকার,
ঘুচাও হাহাকার, কোয়ে বোলে।
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল,
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥

পঞ্চম গীত।

(রামপ্রসাদী সুর।)

সেথা, ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
আছে আছে গো, সেই বিলাতে, মা!
ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
হেথা আস্‌বিনি কি তাদের ফেলে?
এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার,
দেখ্‌তে হয় মা নয়ন মেলে।

অন্তরা।

থাকো থাকো থাকো তুমি,
রাঙা ছেলে কোরে কোলে।
ওমা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি,
কালামুখো কাঙাল বোলে?
কালো ছেলে যত আছে,
"কেলেসোণা" তোমার কাছে, মা গো!
এই কালোর ভিতর আলো আছে,
ভালো কোরে দেখ জ্বেলে ॥
দেহ কালো, কালো নই,
ভিতরেতে কালো কই?—মাগো!
যারা কালোমনের মানুষ, তারা,
হিংসে কোরে কালো বলে।
কুপুত্র যদ্যপি হই,
তোমা ছাড়া কারো নই, মা গো!
তবু দয়া করি দয়াময়ই,
রাখ্‌তে হবে চরণতলে।
কুপুত্র অনেকে হয়,
কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো!
তুমি জগতের মা, আমাদের মা,
ডাক্‌বো জগদম্বা বোলে।

" ইণ্ডিয়া " কোরেছ খাস,
পূরাও গো মা অভিলাষ, মা গো !
ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ,
রক্ষা কর ভাতে জলে।
অন্নপূর্ণা নাম ধর,
অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো,
যেন আকালেতে অকালে মা !
কাল্-কুটিরে যাইনে চলে।
যাতনা সহেনা আর,
ঘুচাও প্রজার্ হাহাকার, মা গো,
যেন নামের নৌকা ডোবে না মা !
কলঙ্ক-সাগরের জলে।
ভারতের কর্ত্তা ব্যাস,
ভারত ছাড়া নাহি চলে,
তোমার এই ভারতেয় এমন্ দশা,
ভারতে না খুঁজে মেলে।
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
দিয়ে উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে,
বাঙালীকে কাট্‌তে বলে !
রাজভক্ত অনুরক্ত,
তোমার সব বাঙালী ছেলে,
এরা ধর্ম্ম-পথে সদাই রত,

অধর্ম্ম করে না মোলে।
বাজে সাহেব দ্বেষী যারা,
কত কটু কহে তারা মা গো !
কেবল তোমার চরণ, কোরে স্মরণ,
ভাস্‌তে থাকি নয়নজলে।
বলে যত গো-বানর,
গবর্ণরে গবানর, মা গো !
ওমা " কেনিং " কভু " কনিং " নন্,
বলী তিনি ধর্ম্মবলে।
" হ্যালিডে " আর, " বিডন " আদি,
ধর্ম্মবাদী সত্যবাদী, মা গো !
ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি,
এরা দেশে আছে বোলে।
দয়াদানে বাঁচয়েছেন সব,
পাপের কথা পায়ে ঠেলে।
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে,
কোথায় যেতেম রসাতলে।
এঁদের গুণে আছে রাজ্য,
এঁদের গুণে চল্‌ছে কার্য্য, মা গো !
এখন এমন্ বিধি কর ধার্য্য,
রাজ্যে যেন স্বোণা ফলে।
সম্প্রতি এক বিষম বিধি,

পাশ হয়েছে ছলে কলে,
এক কল্‌সী দুধে ঘোলের ছিটে,
নীলকরে রাজত্ব পেলে!
মরে প্রজা, মরে চাষা,
বেজির গর্ত্তে সাপের বাসা, মা গো!
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে
বাদ্ করে মা! কদিন চলে?
বলে যারা জবরদস্ত,
তাদের ঘরে লাভের গস্ত, মা গো!
যেন মস্তপদের মানুষ হয়ে,
হেলিডের পদ নাহি টলে।
বাঙলা দেশের কর্ত্তা যিনি,
কুটি কুটি ফেরেন তিনি, মা গো!
তাই দেখে শুনে ভয় পেয়ে মা!
কত লোকে কত বলে।
কেহ বলে অংশধারী,
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো!
নিতে অত্যাচারের গূঢ়তত্ত্ব,
চক্র কোরে বেড়ান্ ছলে।
যার মনে যা উদয় হয়,
সেই কথাটী সেই তো কয় মা গো!
আমি জানি তিনি ধর্ম্মময়,

ধর্ম্ম আছে করতলে।
দাঁতে কুটো কোরে মা গো!
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে।
দিয়ে দয়াদৃষ্টি-বৃষ্টিধারা,
দৃষ্টি রাখো সুমঙ্গলে!
মা! তোমার শুভ হোক,
শত্রু সব ক্ষয় হোক, মা গো!
তারা একেবারে হবে ধ্বংস,
বংশ না রয় ধরাতলে।
ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটী বোলো তারে, মা গো!
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য্য করে কুতূহলে॥

দুর্ভিক্ষ।

প্রথম গীত।

বাউলচাঁদী সুর।

রাগিণী দেশমোল্লার—তাল আড়খেমটা।

হয় দুনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাঁটের নেড়া, শিক্ষে ধোরে,
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে।
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা,
কে এখন্ আর ভিক্ষে দেবে?
যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

যদি অনাথ বামুন হাতপেতে চায়,
ঘুসি ধোরে ওঠেন তবে!
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে?
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে, জো বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হোয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ কোরে আর কে বোঝাবে?
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
হোলো কর্ম্মকাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড,
হিঁদুয়ানী কিসে রবে?
যত দুধের শিশু, ভোজে ঈশু,
ডুবে মোলো ডবের টবে।
আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।

একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে ?
যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন " এ, বি, " শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে ॥
এখন্ আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে ?
সব কাঁটা চাম্‌চে ধোর্‌বে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ?
ও ভাই ! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ওভাই ! তারা মোলেই দফা রফা,
এককালে সব ফুর্‌য়ে যাবে।
যখন আস্‌বে শমন, কোরবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে ?
বুঝি " হুট " বোলে, " বুট " পায়ে দিয়ে,
" চুরুট " ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা,
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।
তায় নীলকরেরদের মেজেষ্টরি,
কেমন কোরে ধর্ম্মে সবে ?
ওভাই ! তত দিন তো খেতে হবে,
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো,
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোঁজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে,
কেমনে সে শুক্‌নো খাবে ?
মরি মেগে মেগে, * *
মাচ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই !
কতক্ষণে রাত পোয়াবে ?
হোলো নিরামিষে শরীর শুষ্ক,
আমিষের মুখ দেখ্‌বো কবে ?
ওরে " উড়ো খই গোবিন্দায় নম "
এই ব্যবস্থা ধরি সবে।

এস " অক্ষয় দন্তে " গুরু কেড়ে,
" বাহ্য বস্তু " পড়ি তবে।
যত জাত কুটুম্ব বেয়রা হোয়ে,
খাটে কোরে ঘাটে লবে।
দেশের কর্ত্তা যত কালা হলেন,
কাণ পাতেন না কান্না রবে।
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি,
বিলাতধামে চল সবে॥

দ্বিতীয় গীত।

বাউলের সুর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

ওগো মা, বিক্টোরিয়া, কর্ গো মানা,
কর্ গো মানা।
যত তোর্ রাঙা ছেলে, আর যেন মা!
চোক রাঙেনা, চোক রাঙে না॥
প্রজা লোকের জাতি ধর্ম্মে,
কেহ যেন জোর করে না।

যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে,
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা।
ওমা, জাতিভেদে, ভজন সাধন,
ধর্ম্মমতে আরাধনা।
মহা অমূল্য ধন,ধর্ম্মরতন,
এমন্ ধন্তো আর পাবো না।
যত মিশনরি এ দেশেতে,
এসে করে কি কারখানা।
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফুঁকে,
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা!
ফেরে হাটে. ঘাটে, বাটে, মাঠে,
নানা ঠাটে, ফন্দি নানা।
বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
ঈশুখ্রীষ্ট কর ভজনা!
ওমা হেদো বনে কেঁদো চরে,
তার ভয়েতে প্রাণ বাচে না।
তার পাশে " হুমো " হুতুমথুম্বো,
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না;
যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী,
" ছেলেধরা " প্রতি জনা।
এরা জননীর কোল শূন্য কোরে,
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছানা।

সদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে মরে,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম কেউ বোঝে না।
হোরে পরের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হবে,
এইটী মনে বিবেচনা।
যেন আপন ধর্ম্ম আপ্‌নি পালে,
পরের ধর্ম্ম নাশ করে না।
এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা,
রেখোনা মা, আর রেখোনা।
কেমন কুহক জানে এরা,
উপদেশে করে কাণা।
ওমা বংশপিণ্ড ধ্বংস কোরে,
কত ছেলে খেলে খানা।
নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা,
কেমন কোরে কোর্ব্বে মানা?
ওমা, আমরা সেটা বুঝ্‌তে পারি,
খোট্টা লোকে তা বোঝে না।
তুমি সর্ব্বেশ্বরী যদি তাদের,
চোক রাঙায়ে কর মানা।
তবে টুপি খুলে, আড্ডা তুলে,
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।
নগর কমিশনর যাঁরা,
তাঁদের একি বিবেচনা!

একি প্রাণে সহে ষাঁড় দিয়ে মা,
ময়লাফেলার গাড়ী টানা!
ওমা দুগ্ধ বিনে মরি প্রাণে,
হিঁদু লোকের প্রাণ বাঁচে না।
যত শাদা লোকের অত্যাচারে,
গরু বাছুর আর বাঁচে না।
যত দেশের গরু ভুট কোরেছে,
টেবিল পেতে খেয়ে খানা।
এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেটে,
আস্ত ভগবতীর ছানা।
একে রামে রক্ষে নাইকো,
সুগ্রীব তার হল সেনা।
যত দিশি ছেলে কোপ্‌চে উঠে,
চাল চেলেছে সাহেবানা।
কারে কব দুঃখের কথা,
কাণ পেতে মা কেউ শোনে না।
যারে দেবতা বলে পূজা করি,
তাতেই হোলো বিড়ম্বনা।
যারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে,
করে কত হিত সাধনা।
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়,
তৃণ খেয়ে প্রাণধারণা।

" গরু তরু " কল্পতরু,
এমন তরু আর হবে না।
ফলে " গরুগাছে " দধি, দুগ্ধ,
সর, নবনী, ঘৃত, ছানা।
মনের দুঃখে বুক ফাটে মা,
বোল্‌তে গেলে মুখ ফোটে না।
যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে,
এমন গাছে দিচ্ছে হানা।
ওমা, গোহত্যাটী উঠ্‌য়ে দেহ,
অভয় পদে এই বাসনা।
মাগো সকল গরু ফুর্‌য়ে গেলে,
দুগ্ধ খেতে আর পাব না ॥
খাবার দ্রব্য অনেক আছে,
তাই নিয়ে মা চলুক খানা।
ওমা, এমন ত নয় , গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না ॥
স্বোণার বাঙাল, করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কাণে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা ॥
এরা, না "হিদু," না "মোছোলমান,"
ধর্ম্মধনের ধার ধারে না।

নয় "মগ", "ফিরিঙ্গী", বিষম "ধিঙ্গী",
ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি, কুম্ভীর হোয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোণা জল, ঢোকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের " কুলতরী ",
অকূলেতে কুল পেলে না।
কুলের তরী থাকলে কুলে,
কুলের ভাবনা আর থাকে না ॥
সে যে অকূল-সাগর, দারুণ ডাগর,
কালা পাণি বড় লোণা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিলো,
তখনি গিয়েছে জানা ॥
এর দফ্‌রা খেয়ে নফ্‌রা যত,
কোরে বসে কি এক্ খানা।
তখন কর্ত্তারা কেউ শুনলেন্ না তো,
লক্ষ লক্ষ হিঁদুর মানা ॥
এরা বাঘেরে করিলেন শিকার,
কাঁদে করি ইদুঁর ছানা ॥

তদবধি রাজ্যে তোমার,
উঠেছে এক কুরটনা।
ওমা, আমরা বুঝি মিছে সেটা,
অবোধে প্রবোধ মানে না॥
"কালবিল" * কাল্ বিল্ কোরেছেন,
হিঁদুর তাতে ঘোর-যাতনা।
তুমি রাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে,
ছিঁড়ে ফেলো আইনখানা॥
ওমা, যে পাপে হোক্ প্রজা মরে,
চার্ টাকা দর, চাল্ মেলে না।
দেখ অনাহারে, প্রজা মরে;
না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচেনা॥
ওমা, যত বাবু, হোলো কাবু,
আর চলে না বাবুয়ানা!
যারা আঙ্গুর পেস্তা দিত ফেলে,
তারা এখন চিবোয় চানা!
বড়মানষী দূরে থাকুক,
ভালো কোরে পেট চলে না!
এখন্ কেমন্ কোরে চড়বে গাড়ী,
জোটেনাকো ঘোড়ার দানা!

* Sir J. W. Colville.

শাসন পালন করেন যাঁরা,
হোলেন তাঁরা কালা কাণা।
ওমা, না খেয়ে সব প্রজা মরে,
নাইকো সেটী দেখা শোনা।
কত বার মা পোড়েছিলো,
দরখাস্ত কত খানা।
বলেন "ফিরি টেরেড" বন্ধ কোর্ত্তে,
কোনো কালে কেউ পারে না॥
চেলের বাজার শস্তা কর,
পূরাও গো মা সব বাসনা।
তবে দুঃখী লোকের আশীর্ব্বাদে,
আপদ বিপদ আর রবে না॥
শিব সন্তেন কোচ্ছি তোমার,
মহামন্ত্র আরাধনা।
আছে মহারথী সেনাপতি,
ভগবতীর উপাসনা॥
দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে,
রেখেছি মা "সেলেখানা"।
তাতে গুলি গোলা, সকল তোলা,
ভক্তি অস্ত্র আছে শাণা॥
আছে মনশিবিরে সজ্জা কোরে,
সংখ্যা হয় না কত সেনা।

আছে জোড়া ঘোড়া সত্য, ধর্ম্ম,
উড়ে যাবে ধরে ডেনা॥
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ভেবো না মা, সে ভাবনা।
সেই "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে,
আমরা ধোরে দেব "নানা॥"

আচার ভ্রংশ।

কালগুণে এই দেশে, বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর, নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট, গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বোসে, মুর্গি মাস নিয়া॥
এক দিকে কোশাকুশী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে, ডেবিলে খায় খানা॥
ভূতের সংসারে এই, হোয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত!
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফ্যালে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে!

বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব, জন্তু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পায় কান্না আসে, কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী, আর নাহি থাকে॥
ওহে কাল কালরূপ, করালবদন।
তোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন॥
দেব দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার॥
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে?
দোহাই দোহাই কাল, শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও, আঁচমন কর॥

—*—

বাবাজান বুড়াশিবের স্তোত্র। *

রঙ্গবিলাস ছন্দ।

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস্ শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

শ্রীধাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃশ্যে মনোহর॥
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব।
তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব॥

* Marshman যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া দেশে যান, তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কবিতা লিখিয়া, তাঁহাকে বিদায় দেন। দুইজনে বড় বনিবনাও ছিল না।

শুভ্রদেহ ভুতনাথ, ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব, মাথার উপর॥
কখনো প্রখর বেগ, কভু থম্ থম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" বৃষভে আরোহণ।
অহঙ্কার অলঙ্কার, ভূজঙ্গ-ভূষণ॥
পক্ষপাত হাড়মালা, সদা সুশোভন।
মিথ্যা, ছল, তোষামোদী, ত্রিশূল ধারণ॥
ধূম্রপান ছল্ল তব, কাগজের কল।
ঊর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্, জ্বলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজী, নাহি খাও দম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

টাউন্সেণ্ড †, রবার্টসন ‡, নন্দী ভৃঙ্গী দুটো।
নিয়ত নিকটে আছে, দাঁতে করি কুটো ॥
ছাই-ভস্ম-বিভূষিত এ টোকাঁটা খায়।
গালবাদ্য করি সদা, বগল বাজায় ॥
"ডেবিল" দুপাশে তারা, টেবিল ধরিয়া।
"এবিল" হতেছে সুখে, তোমায় স্মরিয়া ॥
কাজ ভাল, লাজহীন, রাজপ্রিয়তম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

লাঞ্ছনার বাঘছাল, বঞ্চনার ঝুলি।
এক মুখে পঞ্চানন, সাধে বলি শূলী ॥
তিরস্কার পুরস্কার, অতুল বিভব।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে, হোয়ে থাক শব।

† Meredith Townsend যিনি পরে লণ্ডনে Spectator পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে ইনি "সমাচার দর্পনের" সম্পাদক ছিলেন।

‡ তখনকার Government Translator.

কালীরূপে কালী তব, হৃদয়ে বিহরে।
সৃষ্টির মড়ার কাঁথা, জমা আছে ঘরে ॥
ত্রিভুবন জয় করে, তব পরক্রম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

কাউন্সিল কোচের গৃহে, বড় সমাদর।
অনুরক্ত ভক্ত তব, যত প্রবানর ॥
সিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে।
হরে হরে বাবাজান, বাবাজান হরে ॥
ষোড়শোপচারে পূজা, ভক্তে করে যোগ।
মন্দিরে বসিয়া সুখে, খাও রাজভোগ ॥
তোমার গুণের কেহ, নাহি পায় ফম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্ ॥

"ধর্ম্মতলা" ধর্ম্মহীন, গোহত্যার ধাম।
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" সেরূপ তব নাম॥
বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর।
"ফ্রেণ্ড" হয়ে, ফ্রেণ্ডের, খেয়েছ তুমি আর (R)॥
কত ভাব ধর তুমি, কত ভাব ধর।
রাজায় করিলে খুন, গুণ গান কর॥
ভ্রমিতে অন্যায় পথে, কিছু নাহি ভ্রম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

কালো তুমি শাদা কর, শাদা কর কালো।
আলো কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো॥
স্থলেরে আকাশ কর, অকাশেরে স্থল।
জলেরে অনল কর, অনলেরে জল॥
কাঁচারে বানাও পাকা, পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুঁটো, ঝুঁটো কর সাঁচা॥
কাঙ্গালির দুখদাতা, বাঙ্গালীর যম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

শুনিতেছি বাবাজান, এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ, বিলাত গমন॥
যোড়করে পশুপতি, করি নিবেদন।
সেখানে কোরোনা গিয়া, প্রজার পীড়ন॥
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি, সঙ্গে লোয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, টম্ টম্ টম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

তৃতীয় খণ্ড।

ঋতু বর্ণন।

গ্রীষ্ম।

আরতো বাঁচিনে প্রাণে, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ একি, গুমটের দাপ॥
বিষহীন হোয়ে গেল, বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে, মারিতেছে লাফ॥
বলিতে মুখের কথা, বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর, জলে দিব ঝাঁপ?
প্রাণে আর নাহি সয়, তপনের তাপ।
শূন্য হতে পড়ে যেন, অনলের চাপ॥
বিকল হোতেছে সব, শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

কি করে করুণ অতি, রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এ যে, অরুণতনয়॥
কি গুণ দেখিয়া লোকে, মিত্র তারে কয়?
মিত্র যদি মিত্র, তবে শত্রু কোথা রয়?
এই ছবি এই রবি, খর অতিশয়।
নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয়?
পিতৃগুণ পুত্রে হয়, এই ত নিশ্চয়।
পিতা হোয়ে রবি ব্যাটা, পুত্রগুণ নয়॥
জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

ছারখার হইতেছে, অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি যার সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন, কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার, হাহাকার মুখে॥
ক্ষণ মাত্র কেহ আর, নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয়, ঘরের বাহির?
শমনতাতের তাতে, বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ, রক্ষা আর নাই॥

তখন অচল হোয়ে, পড়ে ভুমিতল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

জল বিনা জলাশয়ে, মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিবে বল, স্থলবাসী নর?
পশু পক্ষী আদি করি, ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি, দহে কলেবর॥
শীতল হইবে বোলে, যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা, সুখ নাহি মনে॥
তরুতলে তাপ দেয়, মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন বধে, নীচে তার জায়া॥
হাবা হোয়ে ছুটি বাবা, দেখে দাবানল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

বাঘ হোল রাগহত, ভাগ নাই তার।
শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয়, হইয়াছে মৃগি।
তার কাছে শুয়ে আছে, মৃগ আর মৃগী॥

হরি হরি দেব ভাব, ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে, প্রেমভাব করি॥
একঠাঁই রহিয়াছে, রাক্ষস বানর।
ময়ূর ভুজঙ্গে নাই, দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ, যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

হায় হায় কি করিব, রাম রাম রাম।
কত বা মুচিব আর, শরীরে ঘাম?
টস টস করে রস, ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায়, পোচে যায় চাম॥
ঘামাচি ঘামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে।
পূবের বাঙ্গাল চাচা, যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায়, সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ, বব বম ভোলা॥

* * *

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল॥
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।

আকাশে না শুনি আর, সলিলের নাম।
বিরস হইল গাছে, রসময় জাম॥
শুখায়ে সকল শাখা, ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা।
কালরূপ ঘুচে তার, হইয়াছে রাঙ্গা॥
নারিকেল শুখাইল, হোয়ে জলহারা।
বেতাল হইয়া তাল, শাঁসে যায় মারা॥
কোষেতে ধরেছে দোষ, জল না পাইয়া।
কাঁটাল হইল জেঠা, এঁচড়ে পাকিয়া॥
জল বিনা মধুহীন, হোলো মধুফল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদের বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—০—

হইলে মধ্যাহ্ন কাল, কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুখাতে থাকে, কলেবর ঘটে॥
ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপাশ।
আই ঢাই করে খাই, পাথার বাতাস॥
পাথার পবনে প্রাণ, কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে, হুতাশনমাথা॥
নিদারুণ নিদাঘেতে, নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশে, জগতের প্রাণ॥

অনিল করিছে বৃষ্টি, প্রবল অনল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—

উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী কি প্রকার।
শাখার উপরে করে, পাখার প্রহার॥
কাতর হইয়া কত, কাঁদিতেছে দুখে।
অবিরত, হা জল যো জল, বলে মুখে॥
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে, নাহি চায় ফিরে।
ঊর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল চিরে॥
তবু ঘন নাহি হয়, সদয়হৃদয়।
খেয়েছে কাণের মাথা, নীরদ নিদয়॥
পিপাসায় মারা যায়, চাতকের দল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—

আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে, থু করে, ফেলিয়া দিই নিচু॥

পাত পেতে, ভাত খেতে, বিষ বোধ হয়।
ডাল ঝোল যাহা মাখি, কিছু ভাল নয়॥
স্বধু মাত্র, বেছে খাই, অম্বলের মাছ।
নিকটে না আনি আর, কম্বলের * গাছ॥
কেবল অম্বল রস, সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি, টম্বল ধরিয়া॥
তবু পোড়া দেহ মম, না হয় শীতল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ, দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর॥
শাখীপরে আঁখি মুদে, আছে পাখী সব।
চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব॥
কোকিল কাতর হয়ে, কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে, গলা ভাঙ্গিতেছে॥
বিরল বিপিন মাঝে, সার করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক, নাহি ছোঁয় মাছ॥

* ভেড়া ও মটনাদি।

ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ, পোড়ায় নিতল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জ্বলে, পুড়ে হই খাক।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাঁক॥
কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট, সাগর সমান॥
বোতলের ছিপি খুলে, যদি খাই সোঁদা।
তার তার বোদা লাগে, মুখ হয় জোঁদা॥
উদরে খেলিয়া ঢেউ, করে কল কল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু হয় উপবাসে, উপবাস সার॥

তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল, নিলে তার বাস।
অনলের আভা এসে, নাকে করে বাস॥
উষা আর উষসিতে, তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস॥
গুণগুণ, গুণ ভুলি, আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলী নয়, কলি দলিবারে॥
হইল সুবাসহত, কমলের দল।
দে জল দে জল বাবা. দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

মাট আছে কাঠ হয়ে, ফুটিফাটা মাটী।
কোথা জল, কোথা হল, কোথা তার পাটি॥
হোয়ে চাষা, আশাহারা, হায় হায় বলে॥
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী, নয়নের জলে॥
শস্যচোর গ্রীষ্মব্যাটা, দস্যু অতিশয়।
কৃষির কল্যাণ-কথা, কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে, নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হোয়ে, মারা গেল চারা॥
আকাশ চাহিয়া আছে, কাছে রেখে হল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—০—

নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাটি, মুড়িয়াছে ঘর॥
তাহাতে চামের জল, ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি. হয় কলেবর॥
ও গড ও গড বলি, টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি, কামিজ খুলিয়া॥
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে।
কেবল চাইস * ভরা, আঁইসের † পরে॥
শুখায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা. দে জল দে জল।

—:০:—

মণ্ডালোষা দধিচোষা, ঢোসা দল যত।
কোষাধরা গোঁসাভরা, তপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে বসে, মন্ত্র যায় ভুলে॥

---

* ইচ্ছা।
† বরফ।

শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চায়।
থপ করে তুলে নিয়ে, গপ করে খায়॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া, নিজ পেট পালে।
কোষা ধরে ঢক্ ঢক্, জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল, আগে চায় ফল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—ঃ০ঃ—

একেবারে মারা যায়, যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত, প্যাঁজখেগো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি, পেটমোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি, কোল্লা, মিয়া মোল্লা, দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা, তোবাতাল্লা, বলে আল্লা মরি॥
দাড়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি জল পেয়ে যেন, ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ভরিছে স্বধু, বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

——০——

হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম একি কর্ম্ম, হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ॥
সধবা হইল যেন, বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে না রাখে॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

———

কোথায় বরুণ হায়, কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন, ঘন দল, চরুন চরুন।
জীবের সকল দুখ, হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার, করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ অস্ত্র ধরুন ধরুন॥

শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চায়।
থপ করে তুলে নিয়ে, গপ করে থায়॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া, নিজ পেট পালে।
কোষা ধরে ঢক্ ঢক্, জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল, আগে চায় ফল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

—ঃ০ঃ—

একেবারে মারা যায়, যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত, প্যাঁজখেগো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি, পেটমোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি, কোল্লা, মিয়া মোল্লা, দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা, তোবাতাল্লা, বলে আল্লা মরি॥
দাড়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি জল পেয়ে যেন, ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ভরিছে স্বধু, বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

———০———

হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম একি কর্ম্ম, হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ॥
সধবা হইল যেন, বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে না রাখে॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

———

কোথায় বরুণ হায়, কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন, ঘন দল, চরুন চরুন।
জীবের সকল দুখ, হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার, করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ অস্ত্র ধরুন ধরুন॥

মেঘনাদে হয়ে যাক্, ধরা টল টল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল।

কোথায় করুণাময়, জগতের পতি।
তব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি॥
করুণা-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার।
পড়ুক আকাশ হোতে, সুধার সুধার॥
চেয়ে দেখ চরাচরে, কারো নাহি বল।
কিরূপ হোয়েছে সব, অচল সচল॥
আর নাহি সহ্য হয়, প্রভাকর-কর।
মারা যায় তব দাস, প্রভাকর-কর॥
কাতরে তোমায় ডাকি, আঁখি ছল ছল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল॥

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব।

প্রতিদিন পোড়া জল, হয় হয় হয়না।
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, সৃষ্টি আর রয়না॥
যাই যাই বিনা কেহ, কোনো কথা কয়না।
উহু উহু রাপ বাপ, তাপ আর সয়না॥
বরুণ করুণ হোয়ে, কৃপাভাব বয়না।
জলধর চাতকের, তত্ত্ব আর লয়না॥
সধবা বিধবা সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হোলো তপস্বিনী, যত সব ময়না॥

মিছেমিছি করি জাঁক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,
মিছে ডাক্, শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,
চলেনা দৃষ্টির গতি হায়॥
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস,
রসকস কিছু নাহি মুখে।
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়,
বরষা বরষা মারে বুকে॥

বরষার একি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,
ভাল ধারা ধরে ধারাধর।
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ,
পুঁড়ে যায় ধরা ধরাধর ॥
মরে যত জলচর, নদনদী সরোবর,
শুখাইল যত জলাশয়।
হায় একি অপরূপ, অনলে পূরিল কূপ,
পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥
ধ্যান করি জলদেরে, জলদেরে জলদেরে,
হাজল যোজল শুধু কয়।
হোয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥
ফুটীফাটা হোলো ঘাট, চেলাকাট যেন মাঠ,
হাট বাট সকল্ সমান।
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে,
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ ॥
বরষায় খেলে হুলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,
দশদিক করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।

বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনোরূপে রক্ষা আর নাই ॥
এতাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকীর মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরিশ্মরি হায় একি দায়।
দিনকর খরতর, অমরেরা মর মর,
জ্বর জ্বর হলো ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হরে বিশ্বের আয়ু,
জীবনদ না দেয় জীবন ॥
ভূমে শস্য, ফল গাচে, আহারে জীবন বাঁচে,
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই,
জীবের জীবন কিসে রয়?
যথা যথা শাখী যত, শুখাতেছে অবিরত,
শাখাপত্র সব হোলো সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সোয়ে সোয়ে, ক্রমেতে নীরস হোয়ে,
সমুচয় চারা গেল মারা ॥
তাপেতে শুখায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,
ফুলবাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভে গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই,
ঘ্রাণ নিলে জ্বোলে যায় নাসা ॥

কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষসহ যত লতা,
সখ্যভাবে ছিল এতদিন ।
মুখতুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা,
নতমুখে হতেছে মলিন ॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি,
লতার স্তবকরূপ স্তন ।
নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভোগ,
কোরেছিল প্রেম আলাপন ॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী,
পতি-মুখ-চুম্বন-আশায় ।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন,
দ্রুতগতি উর্দ্ধমুখে ধায় ॥
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখেছি যাহা,
ক্ষণপরে তাহা নাই আর ।
পতির অবস্থা ভেদে, সতী লতা মরে খেদে,
কালের কি ভাব চমৎকার ॥
কালের কি ধর্ম্ম হেন, আষাঢ়ে বৈশাখ যেন,
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে ।
জ্বোলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাঁচে আর,
ঘর্ম্ম আর নয়নের জলে ।
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর,
হোয়ে গেল দারুণ দুর্দ্দশা ।

নরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাঁচিতে পারে,
কোথা তবে সুখের ভরসা ?
কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ,
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার ।
স্বভাব অভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ করে,
নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার ॥
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে রাজা,
পেটে পূরে জলের সাগর ।
ঢক ঢক গেলে যত, উদরী রোগের মত,
সকলেরি উদর ডাগর ॥
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খায় গরম ভাত,
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল ।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তাই,
টম্বল টম্বল ঢালি জল ॥
উহু উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চাম,
ঘামফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত ।
দাদ, কণ্ডু সব গায় নাটুরে মাজির প্রায়,
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত ॥
শুদ্ধাচার যাঁরা শুচি, কালভেদে হাড়ীমুচি,
আচার হইল রাখা দায় ।
খেতে বোসে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুণি,
এঁটো হাত দিতে হয় গায় ॥

পূজা, সন্ধ্যা নাহি ঘাটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল॥
সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
বলে বাসি, ভালবাসি, নেবু রস গন্ধ বাসি,
পান্তা খান আমানী মাখিয়া॥
কারো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।
দেহ হোতে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
হোয়ে ভীষ্ম গ্রীষ্মরাজ, সাধিছে আপন কাজ,
ঘোরতর করিছে নাকাল।
ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাঁকাল।
যাহারা সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, অকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গীত গেয়ে,
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত॥
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটা গেলা কাঁই পাঁই,
* * গেঁহাড়ি-পো শলা।
লুগাপট্টা নেরে নেরে, ঠণ্ডা জড় আনি দেরে,
খরারে মো হঁসা উড়ি গলা॥
দিশি পাতিনেড়ে যারা, তেতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হ্যাহুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় ফুফু, নানী, কলুই ডেলের পাণি,
ক্যাঁচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাচে, বালবাচ্চা কিসে বাঁচে,
কিনে খাতে তেকার মরণ॥
আসমানে পাণি নাই, পৈঁজিতে কি ন্যাখে ভাই,
বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাটভরে,
মোট বই ন্যাপ বিচাইয়া॥
আনি দে * * * বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।
ঢাহা চামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু,
ব্বগবতী বৈরব কোহানে?

পুজা, সন্ধ্যা নাহি ঘাটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল্ল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধোরে গালে ঢালে জল॥
সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
বলে বাসি, ভালবাসি, নেবু রস গন্ধ বাসি,
পান্তা খান আমানী মাখিয়া॥
কারো নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।
দেহ হোতে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
হোয়ে ভীষ্ম গ্রীষ্মরাজ, সাধিছে আপন-কাজ,
ঘোরতর করিছে নাকাল।
ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাঁকাল।
যাহারা সকালো খায়, তারা সব বেঁচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, অকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গীত গেয়ে,
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত॥
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটা গেলা কাঁই পাঁই,
* * গেঁহাড়ি-পো শলা।
লুগাপট্টা নেরে নেরে, ঠণ্ডা জড় আনি দেরে,
খরারে মো হঁসা উড়ি গলা॥
দিশি পাতিনেড়ে যাঁরা, তেতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হঁ্যাহুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় ফুফু, নানী, কলুই ডেলের পাণি,
কঁ্যাচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাচে, বালবাচ্চা কিসে বাঁচে,
কিনে খাতে তেকার মরণ॥
আসমানে পাণি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাখে ভাই,
বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাটভরে,
মোট বই স্যাপ বিচাইয়া॥
আনি দে * * * বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।
ঢাহা চামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু,
ব্বগবতী বৈরব কোহানে?

হিব হিব, অরি অরি. হুজ্জির হুত্তাপে মরি,
গরে যামু কেম্বাই করিয়া ?
বীমাবর্ত্তা বগমান, আমগান রাথ জান,
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া ॥
রজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি,
অলসেতে শরীর এলায়।
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস,
বুকে মুখে পবন খেলায় ॥
হাফকাষ্ট কালা ট্যাঁস, কলমে না চলে ফ্যাঁস,
আফিসে থপিস হয়ে আছে।
কালামুখে উঠে হোরা, বেলাক বেঙালী তোরা,
আস্থস না কেউ মোর কাছে ॥
নেটিব কেরুর সাৎ, বোলতে কোর্ত্তে নেই বাৎ,
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম।
গমিস ডিকোষ্টা সাৎ, দৌড়িয়ে কেটেনু রাৎ,
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥
সাহেবেরা সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া কয়,
ও গড ও গড, ড্যাম হাট।
বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল,
তবু সদা গলা হয় কাট ॥
দ্বারে মোড়া থস থস, জল দেয় ফস ফস,
সে জল অনল বোধ হয়।

নিরন্তর খায় সোদা, জোঁদা মুখে লাগে বোদা,
বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥
কেরাণী আমলা আর, বাজারের সরকার,
যত যত ব্যবসায়ীগণ।
এক দশা সবাকার, শরীর বহেনা আর,
নিজ নিজ কর্ম্মে নাহি মন।
পড়ুয়ার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট.
ভিখারী না ভিক্ষা নিতে যায়।
পথিকেরা গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন,
পোড়ে থাকে যথায় তথায় ॥
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ.
উড়ে যায় তৃণের কুঁটীর।
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন,
জপে তপে মন নহে স্থির ॥
যাহা হোতে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম্ম তার.
কিসে তবে হইবে নিস্তার ?
সমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ,
জলে করে অনল বিহার ॥
কাননের পশুগণ, এতদূর জ্বালাতন,
সমভাবে শান্তিগুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
পরস্পর হিংসা নাহি করে ॥

কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঘ,
জর জর হোয়ে পোড়ে আছে।
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ, থপ থপ নেড়ে ঠ্যাং,
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে ॥
ঢুকে গৃহস্থের পুরি, চোরে নাহি করে চুরি,
অলসে অবস তার দেহ।
বড় বীর যোদ্ধা যত, হোয়ে বলবুদ্ধিহত,
সমরে সাজেনা আর কেহ ॥
শাখীপরে পাখী সব, অবিরত হতরব,
আহার বিহার নাহি করে।
নীড় মাঝে ভিড় নাই, যে কিছু শুনিতে পাই,
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে ॥
গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা,
বোসে আছে কাছে রেখে হল।
বরষায় নাহি ধারা, ধান্যচারা গেল মারা,
দুই চক্ষে শতধারা জল ॥
মিছেমিছি জেঁকে জুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে,
ফোঁটা কত হয় বরিষণ।
বসুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃশা,
আরো তিনি হন জ্বালাতন ॥
দিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রাণ,
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।

এমন আঁকষী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই,
আকাশেতে জল আছে কি না।
মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা সয়,
কোথা নাথ কৃপার আধার।
যায় যায় যায় সৃষ্টি, হর রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি,
কৃপাদৃষ্টি কর একবার ॥
বরষায় নাহি ধারি, দৈব বিড়ম্বনা ভারি,
না জানি পাপের কত ভার।
কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি,
কেন কর আপনি সংহার ?
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেবে উঠে ভূমিতল,
গুমটে গুমুরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ, শুষে খেয়ে ফোঁস ফোঁস,
শব্দ করে সাপের সমান ॥
দিনমান নিশামান, দূরে যাক পরিমাণ,
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করি,
বৃষ্টি হোক মূষলের ধার ॥
চতুর্ব্বিধ প্রাণীচয়, তৃপ্ত হোয়ে যেন রয়,
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপা কর কৃপাকর,
প্রণিপাত চরণে তোমার ॥

আর এক ভিক্ষা চাই. দয়া কোরে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীষ্ম, মানবের মনে গ্রীষ্ম,
শান্তিজলে করহ সংহার॥
এই শান্তি জল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
বিদ্রোহ অনল করি নাশ।
বিপদ বিনাশ হোক, রাজা প্রজা সুখে রোক,
এই মাত্র মনে অভিলাষ॥

বর্ষার বিক্রম বিস্তার।

ধরাধামে স্বভাবের, ভাব বিপরীত।
বরষার ঘোর যুদ্ধ, গ্রীষ্মের সহিত॥
নিশাধারে জলধার, গ্রীষ্ম বধিবারে।
করিলেন বারি বৃষ্টি, মূষলের ধারে॥
ঘর দ্বার পথ ঘাট, মহা সিন্ধুময়।
নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয়॥

গৃহস্থের কান্নাহাটী, রান্নাঘরে এসে।
হাসিয়া ভাতের হাঁড়ী, জলে যায় ভেসে॥
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে।
কলের জাহাজ যেন, গাড়ী সব চলে॥
বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়া ভ্যালা।
কিলি কিলি মীন যত, পথে করে খ্যালা॥
পথিকের দশা দেখে, নেত্রে জল ঝরে।
উঠিছে পায়ের জুতা, মাথার উপরে।
বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমৎকার।
চলিতে চরণ বান্ধে, বস্ত্র রাখা ভার॥
ক্ষেত্রের নির্ম্মল শোভা, দেখে পূর্ণ আশা।
গেল ধন্ধ, মহানন্দ, চাষ করে চাষা॥
রসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ।
সুখে কহে কর স্মর, বরষার পদ॥
প্রেমরসে মত্ত দোঁহে, প্রেমানন্দ ঘোরে।
হায় রে বরষা ঋতু, বলিহারি তোরে॥

বর্ষার ধূমধাম।

নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে।
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে ॥
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্, হুহুঙ্কার ছুটে ॥
সুমধুর কত সুর, ভেঁকে গীত গায়।
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায় ॥
কড়্ কড়্ মড়্ মড়্, রাগে রাগ বাড়ে।
হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে ॥
ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে।
গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু, নহবৎ বাজে ॥
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে।
থর থর গর গর, ত্রিভুবন কাঁপে ॥
হুড় হুড় হুড় হুড়; ঘন ঘন হাঁকে।
ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে ॥

ভন্ ভন্ ফন্ ফন্, মশকের ধ্বনি।
কত রূপ নবরূপ, অপরূপ গণি ॥
শশধর জর জর, জলধর-রবে।
তারা যারা পতিহারা, কাঁদে তারা সবে ॥
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুখে।
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল দুখে ॥
বরষার অধিকার, হইল গগনে।
হাস্যমুখ মহা সুখ, সংযোগীর মনে ॥
ঘন জলে মন জ্বলে, ব্যাকুল সকলে।
বহে নীর বিরহীর, নয়নযুগলে ॥

সুবৃষ্টি।

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
সন্তাপ প্রতাপ হৈল শেষ।
স্নিগ্ধ কর বরিষণে, মৃদুমন্দ সমীরণে,
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ ॥
নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
নয়ন-প্রফুল্লকর অতি।

হায় রে কালীর ঘটা, হেরি তোর শোভা ছটা,
সাধে মজে ব্রজের যুবতী ॥
শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি,
চাতকিনী সুখধ্বনি করে।
দুখের যামিনী ভোর, সুখভরে মীনচোর,
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ॥
মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয়গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম।
করি রব কুক্ কুক্, প্রকাশে মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥
শুনিয়ে মেঘের নাদ; মত্তমতি মেঘনাদ,
পাদপুট হইল অস্থির।
জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
কাল পেয়ে প্রফুল্লশরীর।
আর আর স্থলচর, জলচর শূন্যচর,
চরাচর নিবসয়ে যেবা।
হইয়ে শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গায়,
আত্মমত করে আত্মসেবা ॥
স্নান করি ধারা-জলে, শ্যামল বিমলদলে,
তরুতলে নব শোভা ধরে।
বিরহ-বিশ্রামে যেন, হাস্যরসপূর্ণ হেন,
যুবাজন-আস্য শশধরে ॥

তরুণ পল্লবমালে, দেখা যায় ডালে ডালে,
কদম্ব-কলিকা বিকসিত।
মধুমক্ষি মত্ত হয়ে, সঙ্গেতে স্বদল লয়ে,
পান করে অমৃত অমিত ॥
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভার আবির্ভাব,
ভয় হয় কবিতা রচনে।
গুপ্তভাবে গুপ্তভার, রাখিলে কি হবে লাভ,
গুরু ভয় গুরু কুবচনে ॥
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি,
মত্ত হয় বরষা-কৃপায়।
মল্লিকা মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
গুঞ্জরিয়া ভুঞ্জে মধু তায় ॥
আর এই দেখ সদ্য, খাইয়া মেঘের মদ্য,
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।
নবীনা ষোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়,
রসিক ভাবুক-মনোহরা ॥
রসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
মাদকতা গুণে বলিহারি।
যত সব নদী নদ, খাইতে তুষার মদ,
হইয়াছে শেখরবিহারী ॥
রসে হয়ে গদ গদ, পাইয়া পরম পদ,
সাগরেতে করিছে পয়ান।

তথা সিন্ধু সুখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে,
অবিরত করিতেছে পান ॥
ত্রিলোক-তিমিরহর, নাম যাঁর দিবাকর,
সেই সূর্য্য মদে মাতয়াল।
ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার-পেয়ালা ॥
অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ ॥
বহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনোসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা ॥

বর্ষার আবির্ভাব।

ছুটিল পূবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্বকলিগণ।
[illegible] জল, হরিষে ভেকের দল,
বরিষে জল[illegible] [illegible]ীত অনুক্ষণ ॥
করিছে স[illegible]।

তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ ॥
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।

* * * *
* *

নিবিড় নীরদকলা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয় ॥
বরষার ঘোর রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজ প্রভাতের দিনকর ॥
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্যপর করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
হুরু হুরু কম্পিত হৃদয় ॥
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।

তথা সিন্ধু সুখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে,
অবিরত করিতেছে পান ॥
ত্রিলোক-তিমিরহর, নাম যাঁর দিবাকর,
সেই সূর্য্য মদে মাতয়ালা ।
ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার-পেয়ালা ॥
অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ ॥
বহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা ।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনোসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা ॥

বর্ষার আবির্ভাব ।

ছুটিল পূবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্বকলিগণ ।
[illegible] জল, হরিষে ভেকের দল,
বরিষে জল[illegible] [illegible]ীত অনুক্ষণ ॥
করিছে স[illegible] ।

তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ ।
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ ॥
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে ।

*   *   *   *
*   *

নিবিড় নীরদকলা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গময় ।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয় ॥
বরষার ঘোর রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর ।
ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজ প্রভাতের দিনকর ॥
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্যপর করে অতিশয় ।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয় ॥
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার ।

সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাজে মাজে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার ॥
চক্‌মক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা ॥
একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া ॥

—*—

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্, গুড়ুম গুড়ুম গুম,
বাজিতেছে রণ-জয়ঢাক ॥
ওই করে ফর্ ফর্, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা ॥

যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, ক্ষাণ ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা ॥
মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত ॥
কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত ॥
পূর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক ॥

—*—

বর্ষায় লোকের অবস্থা।

রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাট ভিজে মাটী,
মোনমতে নাহি জলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো ॥

সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাজে মাজে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার ॥
চক্মক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা ॥
একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া ॥

—*—

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ গুম্, গুড়ুম গুড়ুম গুম্,
বাজিতেছে রণ-জয়ঢাক ॥
ওই করে ফর্ ফর্, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা ॥

যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, ঘ্রাণ ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা ॥
মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত ॥
কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত ॥
পূর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক ॥

—*—

বর্ষায় লোকের অবস্থা।

রান্নাঘরে কান্নাহাটী, ভিজে কাট ভিজে মাটী,
মোনমতে নাহি জলে চূলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চূলোশুদ্ধ চোলে যায় চূলো ॥

ধনির সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী, ভাল রাঁড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার ॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে ॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে।
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদকে।
বহুকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে ॥
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ।

বাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচ তেল লুণ,
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেঁসে হেসে ॥
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।
পৈত্রিক সম্পত্তি বাদা, আহার চিঙ্গড়ি দাদা,
তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥
ছুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজরে করি আশীর্ব্বাদ ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,
বারিবাক্যে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যাঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যাঙ্গ,
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে ॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র,
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।
জাতিধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,
চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা ॥

বর্ষার ঝড়বৃষ্টি।

মালঝাঁপ ছন্দ।

ঘটা ঘোর, করে শোর, ঘন ঘোর, রবে।
শুনি চিত, চমকিত, বিচলিত, সবে॥
ঝন্ ঝন্, ফণ্ ফণ্, সন্ সন্, ঝড়ে।
তরুচয়, স্থির নয়, বোধ হয়, পড়ে॥
বিজলীর, কি মিহির, যেন তীর, ছোটে।
ঝড় ছাট, ভাঙে হাট, মালসাট, চোটে॥
বহে বাত, ছাঁত ছাঁত, শিলাপাত, সঙ্গে।
বোধ হয়, করে লয়, সমুদয়, বঙ্গে॥
করে রব, কলরব, ধরে সব, রঙ্গে।
নদী নদ, পেয়ে পদ, গদ গদ, অঙ্গে॥
হেউ হেউ, করে ঢেউ, যেন ফেউ, ডাকে।
অবিকল, কল কল, ঘোর জল, পাকে॥
তদুপরি, যত তরী, নৃত্য করি, যায়।
প্রেমিকের, হৃদয়ের, আশয়ের, প্রায়॥
রাজহাঁস, কি উল্লাস, অভিলাষ, পূরে।
অহরহ, যত দহ, হংসী সহ, ঘুরে॥

কি আহ্লাদ, করে নাদ, অতিখাদ, সুরে।
অবিষাদ, যত বাদ, বিসম্বাদ, দূরে॥
দামোদর, খরতর, কলেবর, ধরে।
একি লগ্ন, বাঁধ ভগ্ন, দেশ মগ্ন, করে॥
গেল ধান, নাহি ত্রাণ, কিসে প্রাণ, বাঁচে।
ঘোর রিষ্টি, অতি বৃষ্টি, যায় সৃষ্টি, পাছে॥
লক্ষ লক্ষ, পশু পক্ষ, বিনে ভক্ষ্য, মরে।
প্রজাদল, হতবল, চক্ষে জল, ঝরে॥
যত চাষা, হত আশা, করে বাসা, বৃক্ষে।
কপালের, ভাল ভের, সময়ের শিক্ষে॥

শরদ্বর্ণন।

বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন,
শুনিয়া শরদ-আগমন।
গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর,
বরষার বিচ্ছেদ কারণ॥
জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ,
হাহাকার করে ঊর্দ্ধমুখে।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
কাননে লুকায় মনোদুখে॥

ঘুচিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ ভায়া,
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্গ সব।
একেবারে সর্ব্বনাশ; করিলেন জলে বাস,
আর তার নাহি কলরব ॥
গগনের চারুশোভা, দিন দিন মনোলোভা,
নাহি আর অন্ধকাররাশি।
চকোরের তুষ্টিকর, সুবিমল সুধাকর,
রজনীর মুখে সদা হাসি ॥
কর্পূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য,
সিতপক্ষ শারদ-নিশায়।
অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন,
শরদ পারদ মাখে গায় ॥
প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতিহারা,
শশী ঘেরি তারা সব জ্বলে।
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা ফুলের হার,
শোভে যেন স্ফাটিকের গলে ॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস কল কল,
সরোবরে করে অনুক্ষণ।
এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে,
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন ॥
ফুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল,
কুমুদ কহ্লার শোভা করে।

বহু দিবসের পর, মত্ত হোয়ে মধুকর,
মধুপান করে দুই করে ॥
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে,
রসে শতদল দলে সুখে।
মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে,
কিবা গুণ গুন্ গুন্ মুখে ॥
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, শুষ্ক পথ নিষ্কলঙ্ক,
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে।
পথিকের পথ ক্লেশ, দূরে গেল সবিশেষ,
পরন্তু বিচ্ছেদ মনোমাঝে ॥
ছয় ঋতু মধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য,
শরদের জয় সবে বলে।
যাহাতে যোগীন্দ্র যায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
আবির্ভূতা অবনী মণ্ডলে ॥
মৃণ্ময়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পূজা দিয়া,
তরে লোক ইহ-পরকাল।
তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব,
পঞ্চানন তবু মহাকাল।
আছেন অনেক ঋতু, মন উদাসের হেতু,
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্ ঋতু।
দুর্গা দরশন অর্থে, শরদে আসেন মর্ত্যে,
সুরগণ সহ শতক্রতু ॥

লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা,
দশদিক করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস ॥
প্রতি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান,
বর্ণনা করিব তাহা কত।
যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন,
আয়োজন করে সেই মত ॥
কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে,
শেষে চিত্র করে চিত্রকরে।
মেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ,
যত্নে তুলি হস্তে তুলি ধরে ॥
ডাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক,
ডাকের ডাকের বড় জাঁক।
করে আচ্ছা সাঁচ্চা সাজ, ভিতরেতে কত কাজ,
ডাক ডাক এই মাত্র ডাক ॥
দেবীরে সাজায় সাজে, যেথানে যে সাজ সাজে,
অপরূপ মুনি-মনোলোভা।
ভুবন-ভূষণা যিনি, ভূষণে ভূষিতা তিনি,
ধরাতে ধরে না যার শোভা ॥
যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শঙ্কর-শক্তি,
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী।

মনে আছে প্রেম আটা, মাখিয়া বেলের আটা,
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি ॥
সবে বলে সাজা সাজা, জানেনা শেষের মজা,
সঙ সেজে কত রঙ করে।
কি বাজনা বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ,
ঢুকিয়া সংসার-সাজঘরে ?
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই,
তুমি কর কার চক্ষুদান ?
আপনি না হোয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী,
নিজ করে করিয়া নির্ম্মাণ ?
ধর ধর তুলি ধর, কর কর পূজা কর,
হর হর বল জীবচয়।
গোড়ে পূজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব;
মনে যদি স্থির প্রেম রয় ॥
কামনা কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এঁটে,
গল্পফেঁদে কল্প করা দোষ।
ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোষ মহারত্নে,
পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥
যাজক ব্রাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা,
খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা।
যজমান বড় আঁট, পক্ষবৃত্তি চণ্ডীপাঠ,
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা ॥

নবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প,
গাল গল্প প্রতি ঘরে ঘরে।
কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা,
ঘর দ্বার পরিষ্কার করে॥
প্রকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা,
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন।
তুমি কর যত রূপ, কত রূপ তার রূপ,
অপরূপ বিরূপ রচন॥
মনোহর ঘর দ্বার, মেরামতি কত তার,
রঙিন্ করিছ ঠাঁই ঠাঁই।
কিন্তু তব বাস ঘর, নাম যার কলেবর,
তার আর মেরামত নাই॥
যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর,
অনায়াসে ব্যয় করে ধন।
দান কার্য্যে সদা রত, এখন সম্পদহত,
দুর্গা তার দুর্গের কারণ॥
পোড়ে ঘোরতর দুর্গে, ডাকে সদা দুর্গে দুর্গে,
ভাগ্যে তার নাহি শুভ ফল।
নাহি আর ধূমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাম,
কেবল নয়নে ঝরে জল॥
বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ, লোভেতে চঞ্চল মন,
স্নান পূজা কিছু নাই আর।

হয়ে অর্থ অনুরাগী, কেবল অর্থের লাগি,
অনাহারে ফেরে দ্বারে দ্বার॥
দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শ্লোক,
সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ দান।
বাবুজী কল্যাণ হোক্, সন্তান সুখেতে রোক,
দাতা নাই তোমার সমান॥
ধনে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন মিলে,
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি।
পূজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাকা দিন,
কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী॥
পুত্র দুটী শিশু অতি, কন্যাটীও গর্ভবতী,
বাটীতে মায়ের আগমন।
ব্রাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক রক্ষা করে,
আমি গেলে হবে আয়োজন॥
যজমান শিষ্য যারা, এবারে সিকস্ত তারা,
কিছু মাত্র দেন নাই কেহ।
ধান যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে,
ভাবিয়া বিশীর্ণ হয় দেহ॥
ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হোয়েছেন বড় কাবু,
রায়েদের সুপ্রতুল নাই।
হাঁচ্ হাঁচ্ যে, তা তবে, বল কি উপায় হবে,
শুধুহাতে কেমনেতে যাই?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুত্র, গলে মাত্র যজ্ঞসূত্র,
মোটা ফোঁটা কথা রুকে রুকে।
ছলেতে হবেন মান্য, "হরিদ্রা গোরস ধান্য'',
ইত্যাদি কবিতা পাঠ মুখে॥
বিদ্যা সাধ্য অষ্টরম্ভা, বড় বড় কথা লম্বা,
হতভোম্বা ভঙ্গী পরিপাটী।
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বাম্‌নাই,
মেকি কি কখন হয় খাটী?
প্রতিবারে করি দান, না দিলে থাকে না মান,
দেনা করি খত দেন লিখে।
শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্তুতি বাক্যে বাবুজীর,
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে॥
নাকে খত কাণে খত, দুনো সুদে লিখে খত,
আপাতত দূর করে দুখ।
সুখের শরত কালে, বদ্ধ হয়ে ঋণজালে,
তথাচ অন্তরে হয় সুখ॥
যত ব্যাটা ভবঘুরে, নূতন নূতন সুরে,
নূতন নূতন শিখে গান।
সাধিতে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল,
কেহ শুদ্ধ নূপুর বাজান॥
মরীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লোয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে,
যথা যথা আকড়া যাহার।

পূর্ব্বে প্রায় মাসাবধি, না খায় অম্বল দধি,
বিশেষতঃ যত কাঁশীদার॥
কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীত,
ভাব তার না হয় প্রচার।
চিতেন মহড়া বেঁধে, উচ্চ সুরে গলা সেধে,
গান ধরে "ভবে কর পার" ॥
যতেক সখের দল, প্রেমানন্দে ঢলাঢল,
সুর ভাল লাগিয়াছে কাণে।
কোন অংশে নহে কম, মারিয়া গাঁজায় দম,
তান ছাড়ে "দেওরার গানে" ॥
যাত্রাকরে করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা.
প্রথমে মহালা করে দান।
সাজেগোজে সুর জুতি, কেহ বলে ওগো দূতি,
"কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে প্রাণ ॥"
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে,
পণ করি দেয় তার পণ।
কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা,
গুণে তার খুন করে মন॥
যাত্রার যমক ভারি, নামজাদা অধিকারী,
আসর করিছে অধিকার।
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে দেয় পেলা,
সাবাস্ সাবাস্ বার বার॥

আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা,
হেলা কেন করিতেছ কাজে ?
ভবযাত্রা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে,
অন্য সাজ তোমায় কি সাজে ?
এ নাটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী,
তাঁর প্রতি কেন কর হেলা ?
মান রেখে তান্ ধর, ফুরালে মানের ঘর,
কবে আর পাবে বল পেলা ?
দেহ যাত্রা তুমি যাত্রী, অবসান হয় রাত্রি,
হবে যাত্রা কাটি দিলে ঢাকে।
কর যাত্রা, দেহ-যাত্রা, কিন্তু হয় শেষ যাত্রা,
গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে ॥
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল সুখের লক্ষ্য,
রজনীতে গানবাদ্যছটা।
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক,
কি কহিব আমোদের ঘটা ॥
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুয়া নাচায় বাই,
মনোগত রাগ সুর ধোরে।
মৃদু তাল ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান,
বাবুদের লবেজান কোরে ॥
গুনি-হস্তে তানপূরা, তাহে কত তান্ পূরা,
মেও মেও ছাড়ে তার তাঁর।

কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ,
রাগ নয় রাগমাত্র সার ॥
সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত,
সেতার বেতার কার লাগে ?
পিড়িং পিড়িং রারা রারা, স্যারিগামা ডারা ডারা,
মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥
তাধিনা তাধিনা ধিনা, কত রাগে বাজে বীণা,
বীণা বিনা কিছু নহে ভালো।
শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর,
মনে জ্বলে আনন্দের আলো ॥
সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল,
পড়েছে ঢলির ঢোলে কাটি।
তাধিন তাধিন রব, শুনিয়া মাতিল সব,
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী ॥
নবতের বড় ধূম, গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজিছে সানাই।
মন্দিরে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
তালে তালে তাল ধরে তাই ॥
এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি।
পূজার না লন খোঁজ, মাছি কাঁদে তিনরোজ,
পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন।
সুসার হইলে তাঁয়, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়,
আপনার জন্যে দুঃখী নন॥
দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্য ছলে মিসি লন কিনে।
পুঁতির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চোলে যান দিনে দিনে॥
প্রায় বৎসেরের পরে, প্রবাসিরা যান ঘরে,
কত সাধ মনে অগণন।
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি,
নামামত দ্রব্য আয়োজন॥
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি,
কামকিরাতের সাতনলা।
প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজটা লইল কেহ,
কেহ বা লইল কানবালা॥
কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনক-দুল,
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার।
কেহ বা মুকুতা-মালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার॥
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত,
মনোমত লইল সবাই।

কেহ লয় শান্তিপুরে, কেহ বা বাগড়ি ডুরে,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই॥
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাঁচুলি করে,
চুমকির কাজ তার মাঝে।
* * * * * *
হেরি শশী শশধরে লাজে॥
সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন উষা,
পৌর্ণমাসী নিশি করি নাশ।
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্কচ্ছবি,
রবি যেন হতেছে প্রকাশ॥
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে,
ভুজপাশে বাঁধে যার কর।
কোথা আর স্বর্গবাস, তাহার দাসের দাস,
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর॥
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়,
রূপখানি দেখে মরে যাই॥
বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া,
যায়না তাহার শোভা বলা।
লইল গোলাপি মিসি, ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,
আর কত পানের মসলা॥
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসি, লইলেক রাশি রাশি,
যাহে ভাল বাসিবেক প্রিয়া।

নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত
হার হারে যাহারে হেরিয়া ॥
জানাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাতাঘষা,
কসা কিম্বা রসা কেবা গণে।
কিনিল পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে,
কৃতার্থ হইব ভাবে মনে ॥
অন্তরেতে ভয় আছে. পছন্দ না হয় পাছে,
এই হেতু সুস্থ নহে মন।
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি,
স্বীয় শক্তি পূজার কারণ ॥
পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল,
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু।
মনে মনে বড় সাধ, ফাঁদিয়া মোহন ফাঁদ,
দেশে গিয়া সাজিবেন বাবু ॥
কালাপেড়ে ধুতি পরা, দাঁতে মিসি গালভরা,
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বুলের জলে।
গোড়গাবি জুতা পায়, রঙ্গিন মেরজাই গায়,
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে ॥
যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেই মত,
দূর করে মনের বিলাপ।
ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইল আগে,
আর কিছু আতর গোলাপ ॥

সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত,
সুখের আমোদে সদা রত।
বাবু সবে ঘোর গর্জি, বাড়ীতে আনিয়া দর্জি,
পোসাক করিছে কত মত ॥
কারপেট ঢাকে সেট, কারপেট্ কারপেট্,
কারুকর্ম্ম তাহে বাছা বাছা।
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব,
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা ॥
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়া ছড়ি,
লেবেণ্ডর গোলাপ আতর।
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহা,
ব্যয়কল্পে না হন কাতর ॥
বিরহিণী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত,
বিচ্ছেদ অনলে মন জ্বলে ॥
হইবে পতির সুয়া, মানে কত পান গুয়া,
করিবেক প্রেমের অধীন।
সুখের আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন সুদিন ॥
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা,
পরস্পর কয় এই কথা।

চাকুরীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই,
নিবাসে রমণী-মণি যথা ॥
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোন রূপে ধৈর্য্য নাহি মানে।
সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন পাখী,
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে ॥
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে।
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
দহে দেহ শয়নে স্বপনে।
নাহি সুখ একটুক, ঘোর দুখ ফাটে বুক,
চাঁদমুখ সদা পড়ে মনে ॥
মনিবে না দেয় ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটি,
কুটি গিয়া ছট ফট করে।
নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে ॥
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সি করি ভাড়া,
বসে গিয়া নাবিকের কাছে।
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝি আর কত দূর আছে?

কোসে দাঁড় টান দাঁড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি,
চাল তরি ত্বরায় করিয়া।
যত শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্সিস পাবে,
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া ॥
বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাজি,
ঠেলে ধজি গায়ে যত জোর।
গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর ॥
লেগেছে বাড়ীর ধূম, বাবুর না হয় ঘুম,
খোসে গেল মনের কপাট।
বাড়াদূর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট ॥
থাকিতে কিঞ্চিৎ দূর, বাড়িল অধিক ভুর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে।
থর থর কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়,
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥
যায় উজানের যান, যায় উজানের যান,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়।
ভাঁটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল,
আরোহিরা চন্দ্র হাতে পায় ॥
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,
দাঁড়ে হয় শব্দ ঝুপ ঝুপ।

নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরি,
না মানে শিশির আর ধূপ ॥
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্যুগণে,
নিজ নিজ ব্যবসায় রত।
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত ॥
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা নাটে,
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি।
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস-পবন-ভরে,
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,
তাড়াতাড়ি রাঁদি গিয়া সোই।
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল,
ফলনা আইল বুঝি ওই ॥
হোলে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা আঁচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী।
প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই,
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর মর ওলো ছুঁড়ী,
ওষে বুড়ো আর কার পাপ।
কেহ কহে দূর-দূর, ওবাড়ীর বটঠাকুর,
কেহ কহে অমুকের বাপ ॥

আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত্তা ওই,
চিনিয়াছি শরীরের ঢাঁচে।
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা,
সেইরূপ গালে দাগ আছে ॥
কেহ কয় ওলো ওলো, আই আই মোলো মোলো,
চোক খেয়ে কর দরশন।
রূপখানি ঢল ঢল, প্রাণধন কারে বল,
ওযে দেখি দাদার মতন ॥
যুবতী কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধূ,
মনে মনে কত শোক উঠে।
ডুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণ বৃষ্টি,
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥
ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়।
যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত,
নিজ পতি দেখিতে না পায় ॥
তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আঁচে,
পাইব আপন প্রাণধনে।
শ্বাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয় ফেরে পাছে,
মনের আগুন রাখে মনে ॥
কুলের কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি,
প্রাণপতি আসিবেক ঘরে।

তোমার শ্বাশুড়ী গিন্নি, মেনেছে পীরের সিন্নি,
সন্তানের আসিবার তরে ॥
সুর তরঙ্গিণী জলে, * * দলে,
পরস্পরে বলে সমাচার।
ঘরে রেখে ছেলে পুলে, কর্ত্তাটী রহিল ভুলে,
আসিবার নাম নাই আর ॥
যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।
ভেবে ভেবে তনু কালী, রাগে দিই গালাগালি,
ধার করে কত হব সারা।
কেহ বলে অতি গাদা, তোমার চাটুয্যা দাদা,
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি।
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,
এক মাস লেখে নাই চিটি ॥
সেজোবৌর্ কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,
কোন মতে যেতে নাহি পারি।
বছরের শুভ দিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ,
বিধাতা করিল কেন নারী ॥
কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,
মরি কিবা সোনার সংসার।
অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী,
জিনিস এনেছে ভারে ভার ॥

জুগি জোলা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী,
তাড়াতাড়ী চলে মনোরথে।
টাকা ছেড়ে থাবড়ায়, পার হয়ে হাবড়ায়,
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥
হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,
কলে চলে স্থলে জলে সুখ।
বাড়ী নহে বাড়াদূর, অবিলম্বে পায় পুর,
হয় দূর সমুদয় দুখ ॥
তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,
যাদের নিবাস দূর দেশে।
রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নাবিয়া পেঁড়ো,
হাঁটাহাঁটি ফাটাফাটি শেষে ॥
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,
হবু থবু তবু সাধ মনে।
ছোটে কত কষ্ট সোয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হোয়ে,
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে ॥
পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত,
শত শত চলিয়াছে পথে।
কেহ গাড়ি কেহ ডুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধূলি,
চোলে যায় নিজ মনোরথে ॥
এঁটে এঁটে তুলে এঁটে, যারা যায় পায় হেঁটে,
নাহি কোঁচকা পিটে বোচকা ঝোলে।

ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে,
মাথার উপরে জুতো তোলে ॥
স্নান পুজা কেবা করে, কোঁচড়ে জলপান ভরে,
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে।
দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়ুকে আগুণ দিয়া,
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদ্‌সার ছেলে,
এক পদে চলে দশ পদ।
কাঁকে ঝুলি রুকোকেশ, গো-দাগার মত বেশ,
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥
অপরূপ ভাব তথা, কি কব রহস্য কথা,
নারীগণ দেখে যদি মুটে।
বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা,
তাড়াতাড়ী বাড়ী যায় ছুটে ॥
ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, মুখে করে কত চোপা,
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,
বাবা কেন এলোনাকো দেশে ॥
এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
প্রেমপূর্ণ সকলের মনে।
খেদে নহে মন স্থির, কেবল বহিছে নীর,
বিয়োগীর যুগল নয়নে ॥

সন১২৫৫ সালে

শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন।

আইলেন ঋতুরায়, সবল শরদ।
পরিধান পরিপাটী, ধবল গরদ ॥
বরদার প্রিয় ঋতু, নহেন বরদ।
প্রিয়পাত্র প্রভাকর, কেবল খরদ ॥
তাঁর দৃষ্টি ঘোর রিষ্টি, কিরণ জরদ।
কার সাধ্য সহ্য করে, কে আছে মরদ?
না দেখি প্রজার প্রতি, কিছুই দরদ।
করপেতে করপেতে, হোয়েছে করদ ॥
অতিশয় পেয়ে ভয়, লুকায় নীরদ।
অসহ্য সূর্য্যের তাপে, শুকায় ক্ষীরদ ॥
গ্রীষ্মরোগে নিজে ঋতু, খাইল পারদ।
হইল কোন্দলকর্ত্তা, সাক্ষাৎ নারদ ॥
স্বভাবের দোষ হয়, কথন কি রোধ?
দেবঋষি সুম সুধু, বাধায় বিরোধ ॥

আপনি স্বতন্ত্র থাকে, রাত্রি আর দিনে।
নিদাঘ বরষা হিম, দ্বন্দ্ব এই তিনে ॥
মাঝে মাঝে বরষা, প্রকাশ করে রিষ।
কুলা প্রায় চক্র তায়, নাহিমাত্র বিষ ॥
ভীষ্মবৎ গ্রীষ্ম দিনে, বিষম প্রবল।
রজনীতে ধরে হিম, ভীমসম বল ॥
স্বভাবের ভাবান্তর, ভাবভরা ভব।
শরদের চিহ্ন মাত্র, শুভ্রাকার নভ ॥
শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি, লোকে এই বলে।
সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে ॥
মধুভরে মনোলোভা, কিবা শোভা তার।
ভূষার সুসার করে, ঊষার তুষার ॥
মনোহর সুধাকর, চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধার, সুধার বৃষ্টি করে ॥
শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস।
পরমেশী পার্ব্বতীর, প্রতিমা প্রকাশ ॥
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু, আয়োজন করে ॥
অনিবার হাহাকার, অর্থবলহত।
ঋণজালে বদ্ধ হোয়ে, অর্চ্চনায় রত ॥
স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন ॥

বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু ॥
কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ॥
পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্ত্রবোধহত।
কথায় কথায় ক্রোধ, দুর্ব্বাসার মত ॥
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট।
রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শূদ্রের নিকট ॥
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্ব্বাদ সুখে।
না পেলে বাপান্ত গাল, অনর্গল মুখে ॥
যাজক পূজক যত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ।
অন্বেষণ করিতেছে, পন্থা নিজ নিজ ॥
হড় বড় দড় বড়, মুখে বসে হাট।
"অপবিত্র পবিত্রবা", ঊর্দ্ধ এই পাঠ ॥
পূজারির কার্য্য যত, সে কেবল রোগ।
পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ ॥
দনুজদলনী দুর্গে, পতিতপাবনী।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী, তুমি মা জননী ॥
এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব, তোমার সন্তান ॥
এতদিন সুখে বটে, রাখিয়াছ তারা।
এবছর কেন দেখি, বিপরীত ধারা?

থাও থাও, পূজা থাও, করিনে বারণ।
এবার মা দুর্গে তুমি, দুর্গের কারণ॥
তোমার পূজার জাঁক, বাজে ঘণ্টা শাঁক।
পরাভব করে তায়, রোদনের হাঁক॥
ধরেছ মোহিনী মূর্ত্তি, দেবী দশভুজা।
দশহস্ত বিস্তারিয়া, সুখে থাও পূজা॥
ধন্য ধন্য ধন্য দেবি, ধন্য তোর পেট।
চালি কলা শসা মূলা, কত লও ভেট॥
দধি থাও, ক্ষীর থাও, থাও মণ্ডা গজা।
মহিষ মরাল থাও, থাও মেষ অজা॥
থাও কত ঘড়া গাড়ু, রজত পিতল।
তথাপি উদর-অগ্নি, না হয় শীতল॥
তব ভক্ত অনুরক্ত, প্রজা সমুদয়।
অপমানে ক্রমে সব, ম্রিয়মাণ হয়॥
হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজা রাধাকান্ত।
সুধার্ম্মিক সুশীল, সুধীর শিষ্ট শান্ত॥
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ, যে জন তোমারে।
প্রতিদিন পূজা দেয়, নানা উপচারে॥
হায় খেদ মর্ম্মভেদ, খেদ কব কারে।
অবিচারে ম্লেচ্ছ রাজা, জেলে দিলে তারে!
হইলে আনন্দময়ী, নিরানন্দকরা।
রাজ-অপমানে হোলো, শোকে পূর্ণ ধরা॥

কোথায় হইব সুখী, সুখের আশ্বিনে।
রোদনের ধ্বনি হল, বোধনের দিনে!
রস রঙ্গ গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ।
রঙ্গভরা বঙ্গদেশে, সমুদয় রোধ॥
আশুতোষ আশুতোষ, সর্ব্বদোষহত।
দান ধ্যান যাগ যজ্ঞে, অবিরত রত॥
গত বারে তুমি তাঁরে, হইয়া সদয়।
সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে, প্রাণের তনয়।
দীন-দয়াময়ী দেবী, এই তব দয়া।
করিলে বিজয়া-দিনে, গিরিশ বিজয়া!
দেবপুরী অন্ধকার, তবু কেন দ্বেষ?
ধন নিয়া টানাটানি, করিতেছ শেষ॥
ছিলেন অনাথ-নাথ, শ্রীদ্বারকানাথ।
যাঁর নাম স্মরণেতে, হয় সুপ্রভাত॥
তুলিতে তুলনা যার, তুলো কোথা রয়।
হয় নাই, হবে নাই, হইবার নয়॥
সতত সরল মনে, যাঁর পরিবার।
করেন কেবল সুখে, পর উপকার॥
এমন ঠাকুরপুরে, মনস্তাপ দিলে।
ভাসাইলে পৃথিবীরে, দুঃখের সলিলে॥
এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনে।
কোনরূপ সুখ নাই, মানুষের মনে॥

গড়েছে তোমারে বটে, খড় মাটী দিয়া।
কিন্তু সব মাটী হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া॥
কি হইবে, কি করিবে, ভেবে লোক মরে।
দেনা ঝাঁক্তি, হাত খাঁক্তি, চাক্তি নাই ঘরে॥
রূপা সোণা সব গেল, জাহাজেতে ভেসে।
কার কাছে ধার পাব, টাকা নাই দেশে!
দোকানী পসারী যত, আছে মাত্র ঠাটে।
ডাকের সে ডাক নাই, জাঁক নাই হাটে॥
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায়, স্নধু ঘর খোঁচে।
সন্তাদরে ছাড়ে তবু, বস্তা যায় পোচে॥

শারদীয় প্রভাত।

যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধারা,
বহে শ্বাস প্রভাত সমীর॥
কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ,
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ।

নিরখিয়া সেই ভাব, কত কত নব ভাব,
হইতেছে অন্তরে আরোপ॥
যেমন অন্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপালে,
মহিষীর শ্রেণী করে শোক।
কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্তা অশ্রুজলে,
কেহ শূন্য দেখে তিনলোক॥
অবোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র,
সকলের এক দশা শেষ।
জীবনে দিবস কয়, এক অঙ্গে গত হয়,
যথা বনে বিহঙ্গ প্রবেশ॥
ভোগ ফুরাইলে আর, বন্য পক্ষী কেবা কার,
একবারে বিষয় বিচ্ছেদ।
অতএব বৃথা খেদ, বৃথা অশ্রু বৃথা স্বেদ,
কালের নিকটে নাই ভেদ॥
দেখহ নক্ষত্রকুল, পক্ষশোকে স্থূলে ভুল,
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল।
কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে,
কালগ্রাসে হতেছে নির্ম্মূল॥
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর,
বিমল অনল প্রভাধর।
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম দীপ্তি হেন,
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর॥

ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে,
সরমের সর্ব্বরী পোহায়।
লোকভয় তমোরাশি, পুঞ্জ পরাক্রমে নাশি,
বিক্রম প্রকাশি ততো ধায়॥
ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে।
এই রূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের,
ম্লান হয় মনান্তর মেঘে॥
বায়ু যোগে পুনর্ব্বার, সমীরণ সহকার,
দিনকর হতেছে মোচন।
এরূপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
যদি বহে আশা সমীরণ॥

———

অস্তগত হেরি শশী, বকুল বিপিনে বসি,
পিকবর ললিত কুহরে।
হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর,
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে।
দিনপতি প্রিয়দূত, পিকবর গুণযুত,
তার মুখে পেয়ে সমাচার।
জাগিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়া দুই আঁখি,
হেরে নব প্রভার আধার॥

অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,
গান আরম্ভিল নানা সুরে।
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন তুম্বুরাদি সবে,
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে॥
রজনীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন,
সুধাস্বরে হৈল সচেতন।
প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হাস্য করি সুখময়,
সৌরভেতে পূরিল কানন॥

———

ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা পড়ে গলি.
কিবা কামিনীর কান্তিহর।
মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়,
লাভমাত্র ভৃঙ্গ-অনাদর॥
দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝল মল,
শ্বেত রক্ত হিঙ্গুল পিঙ্গল।
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হার রূপে শোভে সুবিমল॥
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপদ্ম,
জলজের হরিতে গৌরব।
কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর-মিষ্টরব?

এইরূপে নানা ফুল, রূপ রসে সমতুল,
প্রস্ফুটিত কানন ভিতর ।
মধুমক্ষি মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত,
মধুপানে স্নিগ্ধ কলেবর ॥
আগমনে দিনমান, সরোবর সন্নিধান,
মনোহর শোভায় শোভিত ।
প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংস কেলি করে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥
ধবল তরঙ্গ রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ,
প্রভেদ না হয় অনুমান ।
হংস হৈত অপহ্নব, কেবল শুনিয়া রব,
অনুভব আছে বর্ত্তমান ॥
চারি দিকে বনচয়, স্তব্ধ প্রায় হয়ে রয়,
বোধ হয় এই সে কারণ ।
নিরখি সর্ব্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
বিষাদের বস্ত্রে আবরণ ॥
ইন্দু বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাসরে রত,
অবিরত দুখের উদয় ।
দেখি তার মলিনতা, রুদ্যমান বৃক্ষলতা,
শব্দহীন প্রায় সবে রয় ॥
কে বলে কুসুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে,
ভৃঙ্গরূপ নয়নের তারা ।

ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,
ক্ষরিতেছে হিম অশ্রুধারা ॥
ফুটিল কমলাবলী, অলি তাহে কুতূহলী,
* * *
গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর,
চক্ মক্ চঞ্চল কিরণ ॥
গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,
গাও গাও উচিত তোমার ।
যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত,
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের আচার ॥
কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অতি,
ফলে গুঞ্জ রব নাহি মুখে ।
অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই,
রীতি হেরি মজে লোক দুখে ॥
এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,
প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে ।
হায় হায় একি দ্রুত, চঞ্চল চরণযুত,
হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে ॥
সে দিনে শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো,
সুখময় শারদীয় পূজা ।
ঘরে ঘরে দেখা যায়, আনন্দের স্রোত ধায়,
নিয়মিত দেবী দশভুজা ॥

প্রতি দিন উষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে,
গীত হয় আগমনী গীত।
শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ,
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥

শীত।

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্ করে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস্ ফোঁস্,
জল নয় এ যে কাল সাপ্॥
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে ॥
বলবান বড় বড়, সবে হয় জড় শড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জর জর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ॥
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।

বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান ॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত,
মুহুনী গাঞ্জার দম নিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া ॥
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন মুক্ত গণি ॥
ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥
চিরজীবি ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে ॥
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত ॥

সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতেল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই॥
থাকিতে দুবড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা,
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত।
লেপে করে মুখ রুজু, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠেনাকো না হলে প্রভাত॥
বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ॥
সম্মুখেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলা,
দ্বার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
বায়ু ভায়া মনোডরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে॥
চারি দিগে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন্ ঠুন্ বাদ্য রব,
তাহে কি হিমের হয় যোগ?
আমা হেন ভাগ্যপোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোড়া,
শীতে মরি দেহ নহে বশ।

চন্ চন্ হাত খাঁক্তি, ভরসা মুড়ির চাক্তি,
পান মাত্র খেজুরের রস॥
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মান নাহি রহে।
ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে॥
উড়ানী চাদর যত, এখন আদরহত,
আগে যাহে অভিমান রোতো।
শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো॥
ইয়ারেরা গদ গদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান্।
কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান॥
কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি॥
সাহেবে রাখিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজি বাজী,
দমবাজি কারসাজি কত।
সোয়ার হাঁকায় চোটে, ঘোড়া পায় ঘোড়া ছোটে,
বাজীবলে বাজি বল হত॥

বসন্ত কর্ত্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্য লাভ !

শরদ ছিলেন রাজা, এই পৃথ্বিদেশে।
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য, কার্ত্তিকের শেষে ॥
কাঁপুনী হিমানী দুই, মহিষী সহিত।
উপনীত মহাবীর, মহিপাল শীত ॥
প্রকাশ করিয়া নাম, হিম ঋতু নামে।
করিলেন রাজধানী, হিমালয় ধামে ॥
ফাটাফোটা সেনাপতি, বল ধরে কত।
আহা উহু, হিহি হুহু, সেনা শত শত ॥
বাজায় বিজয়-কাড়া, উত্তরের বায়ু।
বৃদ্ধ আর বিরহির, নাশ করে আয়ু ॥
নিশির বিষম দুঃখ, পতির বিলাপে।
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান, শিশির-প্রতাপে ॥
কুআশার ধ্বজা উড়ে, সন্ধ্যা আর প্রাতে।
বিশেষ কে বুঝে কত, কুআশ্রয় তাতে ॥

নলিনী মলিনী মানে, বন্ধুবলহত।
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত, গাঁদাফুল যত ॥
শশীসূর্য্য তেজোহীন, রাজার প্রতাপে।
আকাশে কেবল ভয়ে, থর থর কাঁপে ॥
শাসন করিল খুব, চারিদিক রুকে।
কার সাধ্য ঝাপ ঝাপ, জল দেয় মুখে ?
জলের হয়েছে দাঁত, হাত দেওয়া দায়।
স্নান পান দুই রুদ্ধ, খড়ি উড়ে গায় ॥
দিন দিন দীন দিন, প্রাণ তার হরে।
বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশা বৃদ্ধি করে ॥
দীনের দারুণ দায়, দুঃখ যায় কিসে।
দিন যায় নিশা তায়, নাহি কোন দিশে ॥
এ সময়ে নানারূপ, খাদ্য-সুখ বটে।
কালগুণে কিন্তু তাহে, বিপরীত ঘটে ॥
শীত-ভয়ে ঝোল ঝাল, নাহি লয় চেয়ে।
বাঁচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, সুকো রুকো খেয়ে ॥
আঁচাবার ভয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে।
ইচ্ছা মনে যদি হয়, মুখে দেয় তুলে ॥
প্রচার হইল খুব, শীতের বিক্রম।
করিয়া আসন জারি, শাসন বিষম ॥
সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ, সুখ কিসে হবে ?
বড় বড় বীর যত, জড়সড় সবে ॥

এইরূপে দুই মাস, লয়ে সেনাজাল।
করিলেন রাজকার্য্য, শীত মহীপাল ॥
বসন্ত শুনিল সব, হিমের ব্যাভার।
সুখের ধরণী রাজ্য, করে ছারখার ॥
প্রজা মধ্যে কোন মতে, সুখী নহে কেহ।
শীত-ভয়ে থর থর, জর জর দেহ ॥
ঘুচাইতে পৃথিবীর, দুঃখ সমুদয়।
মনেতে হইল তাঁর, ক্রোধ অতিশয় ॥
দেখিব কেমন সেই, দুষ্ট দুরাচার।
এখনি হরিয়া লব, সব অধিকার ॥
মলয়া পর্ব্বতে বসে, গোঁপে দিয়া পাক।
দক্ষিণে বাতাস বলি, ছাড়িলেন হাঁক ॥
আইল দক্ষিণে বায়ু, শব্দ ফুর ফুর।
অকালে ডাকিলে কেন, রাজা বাহাদুর ॥
রাজা কন সাজ সাজ, বীর সেনাপতি।
অবনীমণ্ডলে চল, যাই শীঘ্র গতি ॥
কোন প্রজা সুখী নহে, শীতের শাসনে।
লইব তাহার রাজ্য, অভিলাষ মনে ॥
কামের কামান তায়, লোভ গোলা রেখে।
গোটা দুই কোকিলেরে, শীঘ্র লও ডেকে ॥
স্বকীয় সৈন্যের সহ, বসন্ত ভূপাল।
আইলেন অবনীতে, বিক্রম বিশাল ॥

সিংহাসন প্রাপ্ত হোয়ে, ঋতুপতি শীত।
রাণী সঙ্গে রসরঙ্গে, ছিল হরষিত ॥
সবিশেষ নাহি জানে, কোন সমাচার।
পাত্র মিত্র সেনাগণ, সেরূপ প্রকার ॥
হঠাৎ বসন্ত আসি, হইয়া প্রকাশ।
একেবারে সমুদয়, করিল বিনাশ ॥
না রহিল কোন চিহ্ন, সব গেল উঠে।
উত্তরে বাতাস ভয়ে, পলাইল ছুটে ॥
কোথায় রহিল হিম, দেখা নাহি আর।
বসন্ত প্রভাবে মার, করে মার মার ॥
মলয়া পবন দিলে, অতিশয় হেঁকে।
সিংহাসনে ঋতুরাজ, বসিলেন জেঁকে ॥
বিরহী শাসন হেতু, লোয়ে খাঁড়া ঢাল।
কুহু রবে ডাক ছাড়ে, কোকিল কোটাল ॥
নাম মাত্র মাঘ মাস, ঘোর শীতকাল।
বড় বড় শাল হল, বড় বড় সাল ॥
সকলের মহানন্দ, বসন্তের বলে।
অধিকন্তু হাফ দুঃখী, ইয়ারের দলে ॥
উড়ানি উড়ায়ে গায়, দমে দম ছাড়ি।
ছুড়ি মেরে যায় সবে, ইয়ারের বাড়ী ॥
শীত ঋতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে।
মনে মনে ভাবে বসে, অভিমান লোয়ে।

কি করিব, কোথা যাই, বাক্য নাহি ফুটে।
অত্যাচারে দুরাচার, রাজ্য নিলে লুটে॥
ঘোর দায় সদুপায়, নাহি পায় বীর।
অনেক ভাবিয়া শেষ, যুক্তি করে স্থির॥
প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ, ধর্ম্মশীল অতি।
অবশ্য করিবে কৃপা, আমাদের প্রতি॥
এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা, আর কেবা আছে।
এই ভেবে উপনীত, বরষার কাছে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই, প্রিয়তমা নিয়া।
দুঃখের কাহিনী সব, কহিলেন গিয়া॥
বরষা আহ্বান করি, আলিঙ্গন দিয়া।
রাণী সহ বসিলেন, সিংহাসনে গিয়া॥
বস বস স্থির হও, শান্ত কর মন।
দেখিব কেমন সেই, দাম্ভিক দুর্জ্জন॥
একেবারে বসন্তেরে, প্রাণে কোরে বধ।
তোমারে করিব দান, পৃথিবীর পদ॥
যখন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ।
তখন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ॥
জলদেরে ডাক দিয়া, করেন আদেশ।
ধরণীমণ্ডলে তুমি, করহ প্রবেশ॥
অধার্ম্মিক বসন্তেরে, করিয়া নিধন।
শীতরাজে দেহ গিয়া, নিজ সিংহাসন॥

জলদ জলদ সেজে, অগ্রসর হোয়ে।
যুদ্ধহেতু বসিলেন, হিমরাজে লোয়ে॥
কামান কামান নয়, বজ্র তোপ ছাড়ে।
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলি, অন্ধকার বাড়ে॥
কাপ্তেন পূবের বায়ু, দিয়া খুব ফের।
চারি দিক ঘূরে করে, ফায়ের ফায়ের॥
বসন্ত পড়িল দায়ে, সব হল ভুট।
প্রাণ ভয়ে রাজ্য ছেড়ে, উঠে দিলে ছুট॥
বহিছে উত্তর পূবে, অতি ধীরে ধীরে।
দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে॥
যে কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু স্বরে।
এখন সে শীত ভয়ে, উহু উহু করে॥
ভাসিল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে।
রাজপাটে রাজা হিম, বসিলেন কেঁচে॥
শীতের সেরূপ জয়, বসন্তের দলে।
সা সুজা যেমন জয়ী, ইংরাজের বলে॥

বসন্ত বিরহ।

যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাসেতে রয়।
বসন্ত পীযূষ সম, বিষোপম হয়॥
কোকিলের কুহুরবে, কুহক লাগায়।
আমার হৃদয়ে আসি, বিঁধে শেল প্রায়॥
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন।
আকুল করিল তায়, অভাগীর মন॥
পলাশে বিলাস করে, মালতীর লতা।
প্রবল করয়ে তার, মনোমলিনতা॥
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা।
প্রজাপতি বসে ধরি, মনোহারী প্রভা॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ।
ভুলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ॥
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান।
যে দিকে সৌরভ ছোটে, সে দিকে পয়ান॥
সেই মত আমারে, ভুলালে অরসিক।
আশাপথ চেয়ে, আঁখি হোলো অনিমিখ॥

—*—

চতুর্থ খণ্ড।

যুদ্ধবিষয়ক।

শীক সংগ্রাম।

বিজ্ঞবর গবর্ণর, হিতবাক্য ধর।
শঙ্কটে সমর সজ্জা, সম্বরণ কর॥
নরবর গবর্ণর, মনে এই ভয়।
রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয়॥
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধভাব, লাগিয়াছে ধূম।
ঊর্দ্ধভাগ রুদ্ধ করে, কামানের ধূম॥
শীকের এবার বুঝি; নাহিক নিস্তার।
বিপক্ষ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিস্তার॥
ব্রিটিসের জয় জন্য, অভিলাষ মনে।
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে॥
আপনি চালাও সেনা, রণক্ষেত্রে রয়ে।
এমন কে করে আর, গবর্ণর হয়ে?
মহামতি সেনাপতি, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া।
বিপক্ষের গুলি খেয়ে, মলো তাঁর ঘোড়া॥

বড় বড় বলবান, যোদ্ধা যোদ্ধা যত।
ভূমিতলে নিদ্রাগত, জনমের মত॥
লিখিতে উদয় দুঃখ, লেখনীর মুখে।
সেলের মরণ শুনি, শেল ফুটে বুকে॥
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্র ধরি বলে।
মরিল শীকের হস্তে, সমরের স্থলে॥
হায় হায় এই দুঃখ, কিসে হবে দূর।
ব্রিটিসের রক্ত খায়, শৃগাল কুক্কুর!
স্বামির মরণ শুনি, বিবিলোক যাঁরা।
নিয়ত নয়ন-মেঘ, বহে শোকধারা॥
শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ॥
অবশ্য হইবে তার, হিংসা পরিশোধ॥
নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শীক।
ধর্ম্মরাজ খাতা খুলে, কষিবেন ঠিক॥
অমর সমরকল্পে, ব্রিটিসের সেনা।
পিপীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা॥
লইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোপ।
নির্ভয়েতে যোদ্ধা সব, কর ভাই হোপ॥
শতলজ পার হয়ে, জোরে ছাড়ি তোপ।
উড়ে যাক্ শীকমুণ্ড, পুড়ে যাক্ গোঁপ॥
বিপক্ষের পরাক্রম, সব করি লোপ।
শতদ্রুতে স্নান করি, গায়ে মাথ সোপ॥

কিরূপেতে পরিপূর্ণ, সমরের স্থল।
কিরূপে করিছে যুদ্ধ, ইংরাজের দল॥
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা।
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে, উড়ি যাই তথা॥
দূরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা অনুরাগে।
গুলি যেন ছুটে এসে, গায়ে নাহি লাগে॥

—*—

যুদ্ধের জয়।

সেফালিকা পদ্য।

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়,
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

—*—

কালগুণে বিপরীত, বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শীক সব করিয়া বিক্রম॥

বামনের অভিলাষ, ধরিবেক শশী।
ঊর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খরগতি, খর করে শক।
বাসকি করিতে বধ, বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল রবে, লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

পঞ্জাবীয় শীকদের, আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি, জয়ী হবে রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি, সম্মুখ সমর॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে, ঘোরতর রণ॥
মাঠে এসে ফাটে বুক, মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়॥
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়।

আমাদের সেনাদের, বাহুবল বাড়ে।
বিকট বদনে ঘোর, সিংহনাদ ছাড়ে॥
বেঁধে হোপ করে কোপ, দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে॥
যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট, তাঁবু টেণ্ট ফেলে॥
দ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া, মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা।
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়, বল-বুদ্ধিহারা॥
লাহোরে রাণীর কাছে, অধোমুখে থাকে।
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে, দুর্গে বলে ডাকে॥
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যুত।
আমাদের কাছে সব, শৃগালের মত॥
নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরস্পর করে।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হলো শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয়॥

রণভূমি ছেড়ে যায়, যত চাঁপদেড়ে ।
গুলি গোলা অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে ॥
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে নদী-কুলে ।
বুদ্ধি-লোপ দাড়ি গোঁপ, সব যায় ঝুলে ॥
চড়াচড়্ মারে চড়্ সিফায়ের দলে ।
ধড়্ফড়্ করে ধড়, পড়ে ধরাতলে ॥
পুনর্ব্বার উঠিবার, শক্তি নাহি হয় ।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

ভাগিয়াছে শত্রু সব, লাগিয়াছে ধূম ।
লুটিতে লাহোর দেন, হেনেরি হুকুম ॥
প্রাণপণ হৃষ্টমন, সেনাগণ সাজে ।
মহাজাঁক ঘন হাঁক, জয়ঢাক বাজে ॥
শীকদেশ হয় শেষ, রণবেশ ধরে ।
চলে দল ধরাতল, টলমল করে ॥
ধরাধর কেঁপে উঠে, ধরা নাহি রয় ।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় ।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥

এ দেশের প্রজা সব, ঐক্য হয়ে সুখে ।
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে ॥
ধন্য চিপ কমাণ্ডার, ধন্য দেও লর্ডে ।
ইংরাজের র‍্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যাঙ্ক দেও গডে ॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ, ধন্য দেও তায় ।
লর্ডের রহিল মান, গডের কৃপায় ॥
সদয় সমরকল্পে, বিভু দয়াময় ।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হলো, শত্রু সমুদয় ।
রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটীসের জয় ॥

দ্বিতীয় যুদ্ধ ।

ভারতের অবোধ, দুর্ব্বল লোক যত ।
ডাল্ ভাত মাচ্ খেয়ে, নিদ্রা যাবে কত ?
পেটে খেলে পিটে সয়, এই বাক্য ধর ।
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর ॥
লাহোরের শীক সেনা, শক্ত অতিশয় ।
এখন আলস্য করা, সমুচিত নয় ॥
কেহ খড়্গ, কেহ ঢাল, কেহ যষ্টি লও ।
যাহার যেমন সাধ্য, সেইরূপ হও ॥

করিতে তুমুল যুদ্ধ, আমাদের সনে।
লাহোরীয় প্রজাপুঞ্জ, সাজিয়াছে রণে ॥
আমরা তাদের সঙ্গে, রোকে রোকে রুকে।
দাড়ি ধোরে দিব টান, ঝাড়ী মেরে বুকে ॥
অধিকার যদি পাই, শীকেদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি ॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ, যত বুদ্ধি ঘটে।
কোম ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে ॥
অকর্ম্মণ্য শক্তিশূন্য, আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তাঁরা॥
শিরে রাখ বিল্বদল, মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাত্রা করি ॥
গায়ে দেহ চাপকান, পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ি বাঁধ, পর সাদা ধুতি ॥
দোবজা দোছট করি, চোট, কর মনে।
হোঁচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে ॥
সাইনের অগ্রভাগে, যেওনাকো রুকে।
চোর্ট চাট কাট কাট, মালসাট মুখে ॥

মুদকির যুদ্ধ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে।
রেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রঙ্গে ॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য, কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা, নাহিক নিস্তার ॥
যেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্যা শত শত।
ছেড়েছে প্রাণের মায়া, যুদ্ধে হয়ে রত ॥
ঘেরেছে সমর স্থল, লয়ে নিজ দল।
সেরেছে এবার শীকে, হইয়া প্রবল ॥
মেরেছে বিপক্ষগণে, মুদকির রণে ;
হেরেছে সকল শত্রু, গোরাদের সনে ॥
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে, নদী পার হয়ে।
মেগেছে আশ্রয় পুন, মিত্রভাব লয়ে ॥
হয়েছে সমূহ শীক, সমরে সংহার।
বয়েছে চক্ষের যোগে, বক্ষে বারিধার ॥
লয়েছে দুঃখের ভার, শিরোপরে কত।
রয়েছে প্রমাণ তার, তোপ একশত ॥

করিতে তুমুল যুদ্ধ, আমাদের সনে।
লাহোরীয় প্রজাপুঞ্জ, সাজিয়াছে রণে ॥
আমরা তাদের সঙ্গে, রোকে রোকে রুকে।
দাড়ি ধোরে দিব টান, ঝাঁড়ী মেরে বুকে ॥
অধিকার যদি পাই, শীকেদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি ॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ, যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে ॥
অকর্ম্মণ্য শক্তিশূন্য, আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তাঁরা॥
শিরে রাখ বিল্বদল, মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাত্রা করি ॥
গায়ে দেহ চাপকান, পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ি বাঁধ, পর সাদা ধুতি॥
দোবজা দোছট করি, চোট্ কর মনে।
হোঁচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে ॥
সাইনের অগ্রভাগে, যেওনাকো রুকে।
চোট্ চাট্ কাট্ কাট, মালসাট মুখে ॥

মুদকির যুদ্ধ।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে।
রেগেছে ইংরাজ লোক, রণরস-রঙ্গে ॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য, কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা, নাহিক নিস্তার ॥
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্যা শত শত।
ছেড়েছে প্রাণের মায়া, যুদ্ধে হয়ে রত ॥
ঘেরেছে সমর স্থল, লয়ে নিজ দল।
সেরেছে এবার শীকে, হইয়া প্রবল ॥
মেরেছে বিপক্ষগণে, মুদকির রণে ;
হেরেছে সকল শত্রু, গোরাদের সনে ॥
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে, নদী পার হয়ে।
মেগেছে আশ্রয় পুন, মিত্রভাব লয়ে ॥
হয়েছে সমূহ শীক, সমরে সংহার।
বয়েছে চক্ষের যোগে, বক্ষে বারিধার ॥
লয়েছে দুঃখের ভার, শিরোপরে কত।
রয়েছে প্রমাণ তার, তোপ একশত ॥

এরেছে ইংরাজ সেনা, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
পরেছে করাল বস্ত্র, অস্ত্রযুক্ত কর॥
বলিছে বদনে শুদ্ধ, মার মার ধ্বনি।
চলিছে সমরে সবে, টলিছে ধরণী॥
ছলিছে ছলনা করি, বিপক্ষের দল।
ফলিছে ব্রিটিসবৃক্ষে, জয়যুক্ত ফল॥

যুদ্ধ।

শীক সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল,
নেশেছিল সেনা শত শত।
কটুভাষ ভেষেছিল, বল করি ঠেসেছিল,
শেসেছিল অভিলাষ মত॥
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিল,
ছেয়েছিল সমরের স্থল।
অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল,
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল॥
জোট দিতে পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিল,
জ্বেরেছিল অগ্নিবরিষণে।
কোপ করি ঘেরেছিল, কোসে তোপ মেরেছিল,
হেরেছিল গোরা সব রণে॥

বহুসৈন্য লোয়েছিল, গুলিগোলা বোয়েছিল,
হোয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী।
যত কথা কোয়েছিল, আমাদের সোয়েছিল,
রোয়েছিল সম্মুখেতে আসি॥
কালবেশ ধোরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হোরেছিল,
কোরেছিল ভয়ানক গতি।
বহুলোক জ্বোরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল,
মরেছিল বহু সেনাপতি॥
যত চাঁপদেড়ে ছিল, দাড়ী গোঁপ নেড়েছিল,
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে।
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল,
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে॥
বড় জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল,
ঝেড়েছিল গুলিগোলা আগে।
গোরা শেষ চেড়েছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল,
তেড়েছিল অতিশয় রাগে॥
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল,
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে।
গায়ে গোলা লেগেছিল, শীক সব ভেগেছিল,
মেগেছিল পরাজয় মুখে॥
মার রব মুখে ছিল, ব্যূহমধ্যে ঢুকেছিল,
বুকে ছিল কামানের জোর।

রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল,
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর ॥
কোপে গুলি ছুঁড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল,
জুড়েছিল আকাশ পাতাল।
শীকমুণ্ড উড়েছিল, দাড়ি গোঁপ পুড়েছিল,
থুড়েছিল ধরি তরবাল ॥
শত্রুদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল,
চোটেছিল মহিষীর মন।
দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটেছিল,
এঁটেছিল করিয়া শাসন ॥

---*---

যুদ্ধের জয়।

থ্যাঙ্ক লাড্ ধন্য তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,
শীক-রক্তে প্রবাহিত নদী।
এক হস্তে এ প্রকার, না জানি কি হোতো আর,
দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি ॥
যুদ্ধে বুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বোনাপার্টি,
রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ ॥

তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে,
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া,
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে ॥
ধিক ধিক শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
কোনরূপে লক্ষ্যণীয় নয়।
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ,
লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয় ॥
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু,
কালকেতু ধূমকেতু শীক।
বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে,
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক
আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব,
ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে।
গুলি গোলা নিলে কেড়ে, যত ব্যাটা চাঁপদেড়ে,
পলাইল পূর্ব্বপার ছেড়ে ॥
গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে,
কামানের আগে যায় উড়ে।
কোরে কোপ বুদ্ধি লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ,
দাড়ি গোঁপ সব গেল পুড়ে ॥
শীক শত্রু পরাভব, মুখে আর নাহি রব,
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে।

সকল হইল ভুট, গোটুহেল ড্যাম্ হুট্,
ফেলে উট্ দিলে ছুট্ ভয়ে॥
হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্, দুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্,
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুম্।
কড়্ কড়্ চড়্ চড়্, ঘড়্ ঘড়্ ফড়্ ফড়্,
হড়্ হড় দড়্ দড়্ দুম্॥
গাড়া গাড়া গুম গুম্, ডাগা ডাগা ডুম্ ডুম্,
গুম্ গুম্ জয়ঢাক বাজে।
ভঁভঁ ভঁভঁ ভম্ ভম্, পঁপ পঁপ পম্ পম্,
ভম্ ভম্ ভেরি রাগ ভাঁজে॥
ফায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট,
ড্যাম্ ড্যাম্ গোরাগণ ডাকে।
* * কাঁহা যাগা, আবি তেরা শের লেগা,
সেফায়েরা এই রব হাঁকে॥
যুদ্ধের বিষম ধূম্, গগনে উঠিল ধূম্,
ঘুম নাই নয়ন নিকটে।
ঘুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা,
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে॥
ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে,
চকিতে চটায় শত্রুদল।
কোরে চোট দিয়ে জোট, ধর্‌চোট নিলে কোট,
শীক গোট গেল রসাতল॥

জোরজার শোরসার, ঘোরঘার ফেরফার,
নাহি আর বিপক্ষের দলে।
শ্বেত সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলো অহঙ্কার,
বার বার মার মার বলে॥
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চিপ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি॥
শত্রুচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হলো ছারখার।
শতদ্রু সলিল অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ রঙ্গে,
বিভূষিত শীকশবহার॥
স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে,
কি কহিব ভয়ানক কথা।
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনীজাল,
শবাহারে সব হারে তথা॥
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হলো সব নদী পার,
অধিকার করিতে লাহোর।
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল দুর্গ,
ব্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর॥
মহারাণী শীকেশ্বরী, শিশু সুত ক্রোড়ে করি,
দারুণ দুঃখিত অহরহ।

নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে,
সন্ধি হৌক ইংরাজের সহ ॥
নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ,
গন্ধহীন গোলাব সে কাট্।
কোন্ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর,
মিছামিছি করে মালসাট ॥
কোরে লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল,
সেনাজাল এনেছিল রণে।
ইস্মিথের দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,
পলাইল ভয় পেয়ে মনে ॥
লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার,
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা।
এবিল ইংলিস যত, ডেবিল করিয়া হত,
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা ॥
চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিলন,
সরমন্ পড়িবেন জোরে।
যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরির গ্লাস,
কহিবেক হিপ্ হিপ্ হোরে ॥

চপলাবলী ছন্দ।

হে, গব, নর। মানব, বর।
রণ স, স্বর। বচন, ধর ॥
ব্রিটিস, গণে। অভয়, মনে।
শীকের, সনে। সেজেছে, রণে ॥
লাহোরা, ধিপ। শিশু দ, লিপ।
তার স, মীপ। সমর, দীপ ॥
ধনের, আশ। করি প্র, কাশ।
প্রাণী বি, নাশ। দয়া না, বাস ॥
স্বরূপ, বটে। সকলে, রটে।
শতদ্রু, তটে। পাছে কি, ঘটে ॥
তোমার, কার্য্য। নহে নি, বার্য্য।
পাইবে, ধার্য্য। শীকের, রাজ্য ॥
না হয়, ভঙ্গ। রণ ত, রঙ্গ।
শোণিত, রঙ্গ। শোভিত, অঙ্গ ॥
দেখিয়া, রীতি। হাসিছে, ক্ষিতি।
ধনের, প্রতি। এত কি, প্রীতি ॥
সমর, স্থলে। কামান, কলে।
বিপক্ষ, দলে। বধিবে, বলে ॥

শীকের, পাপে। তোমার, দাপে।
রণ প্র, তাপে। অবনী, কাঁপে॥
বিকট, বেশে। রুধিরে, ভেসে।
লাহোর; দেশে। কি হবে, শেষে॥
শীক ভু; পাল। দুখের, বাল।
তারে কি, কাল। যাতনা, জাল॥
হে গুণ, নিধি। বিফল, নিধি।
এ নহে; বিধি। বিদিত; বিধি॥
করুণা, কর। করুণা, কর।
রণ না, কর। সমর, হর॥

কাবুলের যুদ্ধ।

সন ১২৪৮ সাল।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল সুদ্ধ,
দেগেছে কামান শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
রেগেছে ইংরাজ লোক যত॥
করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,
তরেছে সমরে খুব তারা।

পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা॥
হয়েছে সম্ভ্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
বয়েছে দুখের ভার বুকে।
রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,
কয়েছে কুবাক্য কত মুখে॥
ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ,
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে।
চেতেছে এবারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল,
পেড়েছে কামান কত রণে॥
ছুড়েছে বন্দুকে গুলি, উড়েছে মাথার খুলি,
পুড়েছে কপাল নানামতে।
বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল,
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে॥
সমর করিয়া পণ্ড, সেনা সব লণ্ডভণ্ড,
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ।
জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তারা,
কোনরূপে স্থির নহে কেহ॥
শ্বেতকান্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার,
অনিবার হাহাকার রব।
শৃগাল কুক্কুর কত, গৃধিন্যাদি শত শত,
মহানন্দে খায় সব শব॥

হিংস্র জন্তু আরো সব, শবাহারে পরাভব,
কত শব সংখ্যা নাই তার।
সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাসৃষ্টি,
শববৃষ্টি হয়েছে এবার ॥
মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া,
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়।
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,
তৃণ আদি কত ভেসে যায় ॥
বড় বড় দাড়ি গোঁপ, কেড়ে নিল গোলা তোপ,
বুদ্ধি লোপ হোপ সব হরে।
ছলে ছলে ফাঁদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,
মোঙ্গল মঙ্গল বাদ্য করে ॥
কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,
স্বর্গগত ডবলিউ এম!
রাজদূত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনবয়,
কোথায় রহিল তাঁর মেম?
দুর্জ্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মানভ্রষ্ট,
গেল সব ব্রিটিসের কেম।
কেড়ে নিলে তাঁবু টেণ্ট, হত বল রেজিমেণ্ট.
হায় হায় কারে কব সেম ॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

শুকাইল রাঙামুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়!
চারিদিকে গুলি গোলা, কোথা পাবে দানা ছোলা,
অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে।
থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে,
বাঁচে সুধু দড়ী গোঁজ খেয়ে ॥
পাঁহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,
চরে খেতে সোরে পড়ে পদ ॥
নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট,
বিধিমতে বিষম বিপদ ॥
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিঁপীড়ার ডেনা।
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা ॥
ছুটিবে যখন গুলি, উটিবে আকাশে ধূলি,
ফুটিবে বিপক্ষ বুকে শূল।
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,
টুটিবে সকল দেড়েকুল।
জ্বলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
চলেছে সাম্‌জা ছল করে।
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥

এইবার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর ঘার,
জোর জার শোর সার তায়।
জোরবল গোরা দল, টল টল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায়।।
গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল।
গরু জরু লবে কেড়ে, চাঁপদেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল ॥

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম।

বীররসে বিভাসে, জুড়িয়া জোর তান।
ছাড়িতেছে সেনা সব, রণজয়ী গান ॥
হইল বিবাদ-বহ্নি, বড় বলবান।
না হয় নির্ব্বাণ আর, না হয় নির্ব্বাণ ॥
কত্ত দূর ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ।
করুন ধরণী সুখে, নররক্ত পান ॥
এক গাড়ে গাড়িতে, মগের বাচ্ছা জান।
শ্বেত সেনাপতি যত, জলযানে যান ॥

কলে চলে জলে তরি, ধূম্রযোগে টান্।
এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান ॥
হোয়েছেন কমডোর, সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ ॥
জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের, বগমারা বাণ ?
লাফে লাফে বীরদাপে, শব্দ আন্ সান্।
পাতালেতে বাসুকির, দেহ কম্পবান ॥
রেঙ্গুণের গবর্নর, হবে হতমান।
আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বঁদিয়ান ॥
হোরা দিয়া গোরা সব, খেতে দিবে ধান।
অথবা করিবে তার, দেহ-খান খান ॥
কি করে আবার রাজা, যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান ॥
ইংরাজ সহিত রণে, পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান ॥
ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুল মান ॥
শোভা পেতো হোলে পরে, সমানে সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা, তৃণের প্রমাণ ?
বন্দীরূপে রবে কিন্তু, যাবেনাকো প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান ॥

সেখানে খ্রীষ্টান হোয়ে, ঢেঁকির প্রধান।
মেকির নিকটে লবে, ধর্ম্মের বিধান ॥
ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে, করিবেন ত্রাণ ॥

অনল উঠিল জ্বোলে, কে করে নির্ব্বাণ।
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্ব্বাণ ॥
ব্রিটিস নিকটে তথা, মগের প্রতাপ।
জ্বলন্ত আগুনে যথা, পতঙ্গের ঝাঁপ ॥
ফণি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর।
ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥
হোতে চায় করী সম, স্বরূপ শূকর।
তুরগের খরগতি, ইচ্ছা করে খর ॥
দেখিয়া রবির ছবি, নাচিছে জোনাকী।
বকের বাসনা বড়, বধিতে বাসকী ॥
শূনীসুত মিছে কেন, করিছে আক্রম।
হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম
ভীরু ফেরু রব করি, জয় করে হরি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি ॥
ইংরাজে করিবে দূর, কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন, "বগা বাঙ্গালীর লগে ॥"

ধোঙ্গ খাক্ পাখাভাঙ্গা, মাচরাঙ্গা খগে।
বাঁধুক আবার অজা, দোক্তা চুণ রগে ॥
রাঙ্গামুখা দল যদি, বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালামুখ, আরো হবে কালো ॥

সন্ধিজলে রণানল, করিয়া নির্ব্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ?
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ ॥
নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে, পিঁপীড়ার পাখা ॥
দ্বিজরাজে দর্প করে, হইয়া সালীক।
অবোধ বগের প্রভু, মগের মালিক ॥
সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু, মানব আকার ॥
সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায়।
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, বুঝা অতি দায় ॥
শ্রীরামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, থামিয়া থামিয়া ॥
ইরেস্তা বুকুলি ভুলু, কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায়, থামিয়া থামিয়া ॥

কর্ম্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি, বুঝিলাম ভাবে ॥

—ঃ০ঃ—

জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জ্বালাবে ?
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন ঢলাবে ?
শ্বেতবীর, বাসুকির, উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর, হয়ে চুর, রসাতলে তলাবে ॥
কোপে কোপে,তোপে তোপে,গিরিদেশ হেলাবে।
জলে স্থলে, শত্রুদলে, কাটচেলা চেলাবে ॥
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, দুই হাতে ঢেলাবে।
ডাক্‌ছাড়ি, তুলে আড়ি, গোঁপদাড়ি ফেলাবে ॥
কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাঁকা ডগ লেলাবে।
ডুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেলা খেলাবে ॥
হত দিশে, বুঝে নিশে, কাণে সীসে ঢালাবে।
মগাই পগাই স্বোণা, কামানেতে গালাবে ॥
সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, রাজধানী জ্বালাবে।
বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে ॥
যত গোরা, মেরে হোরা, ভাল ঝাল ঝালাবে।
আবাপতি, হাবা ভূপ, বাবা বোলে পালাবে ॥

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিষয়ক।

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা।

তড়িৎগতি ছন্দ।

হে নটবর, সর হে সর।
ছি ছি কি কর, বসন ধর ॥
আমি অবলা, গোপের বালা।
হলো কি জ্বালা, ছুঁয়োনা কালা ॥
করিলে ভারি, বিষম জারি।
নয়ন ঠারি, বধিছ নারী ॥
তুমি হে শঠ, দারুণ নট।
কুরব রট, রসিক বট ॥
কি হাস হাস, কি ভাষ ভাষ।
লাজ না বাস, ভাব প্রকাশ ॥
গোপী-সমাজে, ব্রজের মাজে।
এমন কাযে, মরিহে লাজে ॥
আসিয়া জলে, হৃদয় জ্বলে।
কপাল ফলে, কি ফল ফলে ॥

চল হে চল, লইব জল।
কি ছল ছল, কি বল বল॥
আমি হে সতী, নব যুবতী।
আয়ান পতি, দুর্জ্জন অতি॥
না জানে প্রেম, মনের ভ্রম।
ননদী মম, সাপিনী সম॥
ননদী-ডরে, শরীর জরে।
থাকিতে ঘরে, পাগল করে॥
সরল নহে, স্বভাবে রহে।
কুকথা কহে, জীবন দহে॥
আপন বলে, কুপথে চলে।
কথার ছলে, অসতী বলে॥
বাঁকা ত্রিভঙ্গ, কর কি রঙ্গ।
ছাড় হে সঙ্গ, ধরোনা অঙ্গ॥
তব বচনে, প্রেম রচনে।
গোপিনীগণে, হাসিছে মনে॥
বিনতি করি, চরণে ধরি।
কি কর হরি, সরমে মরি॥
পাপ আয়ানে, শুনিলে কাণে।
গঞ্জনা-বাণে, বধিবে প্রাণে॥
তুমি গোপাল, পাল গোপাল।
প্রণয় আল, কেন হে জ্বাল॥

গোকুলে থাক, গোধন রাখ।
কি হাঁক হাঁক, কেন হে ডাক॥
সুখ আধার, প্রেম ব্যাভার।
কি ধার ধার, কি জান তার?
বংশীর ধ্বনি, যেন হে ফণি।
আমি রমণী, প্রমাদ গণি॥
নিদয় বাঁশী, হৃদয়-ফাঁসি।
করে উদাসী, ছুটিয়া আসি॥

দীর্ঘ পয়ার।

ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ, ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ।
কুলের কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ॥
মরি মুরলীর স্বরে, মরি মুরলীর স্বরে।
তোমার অধরে কেন, রাধা নাম ধরে?
থাকি গুরুজন মাঝে, থাকি গুরুজন মাঝে।
নাম ধরে বাজে বাঁশী, শুনে মরি লাজে॥
ইথে কত রস আছে, ইথে কত রস আছে।
কোন্ বংশী এই বংশী, পেলে কার কাছে?
ছি ছি জান কত ছল, ছি ছি জান কত ছল।
বাঁশরী কিশোরী বলে, পাসরি সকল॥
বাঁশী কে বলে সরল, বাঁশী কে বলে সরল?

খলের বদনে থাকে, উগরে গরল ॥
শুনে মনোহর বাঁশী, শুনে মনোহর বাঁশী।
ছল কোরে জল নিতে, যমুনাতে আসি ॥
বাঁশী কত গুণ জানে, বাঁশী কত গুণ জানে।
প্রাণ মন কেড়ে লয়, সুমধুর গানে ॥
কত তান ছাড়ে তানে, কত তান ছাড়ে তানে।
প্রবেশে অমৃত রস, অবলার কাণে ॥
স্বরে শিহরে সর্ব্বাঙ্গ, স্বরে শিহরে সর্ব্বাঙ্গ।
উথলে আবার অয়, প্রণয়-তরঙ্গ ॥
ভাল মুরলীর ভাব, ভাল মুরলীর ভাব।
বিপরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥
মন যুক্ত সুখে দুখে, মন যুক্ত সুখে দুখে।
অমৃত বরিষে বুঝি; ভুজঙ্গের মুখে ॥
শুনি বল বিবরণ, শুনি বল বিবরণ।
বংশীধর বংশী ধর, কিসের কারণ?
তব বদন সরোজে, তব বদন সরোজে।
গরজে রাধার নাম, কিসের গরজে?
আমি গৃহে যাই চোলে, আমি গৃহে যাই চোলে।
আর বাঁশী বাজায়োনা, রাধা রাধা বোলে ॥

ভাব ও চিন্তা।

ভাব, চিন্তা, এই দুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম।
মনোহর মনোদ্বীপে, উভয়ের ধাম ॥
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়।
অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয় ॥
অধিকার করিয়াছে, ত্রিভুবন জুড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে ॥
উভয়ের পক্ষ নাই; পক্ষী নহে তারা।
অথচ উড়িয়া যায়, এ কেমন্ ধারা!
উদয়ের প্রতি কিছু, হেতু তার নাই।
বিষয় বিশেষে শুধু, দেখামাত্র পাই ॥
দেখা পেলে রাখা ভার, আশা লয় কেড়ে।
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে ॥
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা, ধর্ ধর্ কোরে।
আবার উদয় হয়, অন্যরূপ ধোরে ॥
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা।
আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা ॥

চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেষ।
অবশেষে চিন্তায় ছাড়িতে হয় দেশ॥
এক চিন্তা, চিন্তাযোগে, নানা মূর্ত্তি হয়।
কখন কি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নয়॥
এই চিন্তা, মূর্ত্তিভেদে, অনুকূল যারে।
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে॥
থাকেনা দুখের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে।
সন্তোষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে॥
এই চিন্তা সহকারে, উপকার যত।
বিদ্যালাভ, বস্তুবোধে, সুখ লাভ কত॥
এই চিন্তা, মূর্ত্তিভেদে, দুখের আধার।
একেবারে ধরে ঘোর, ভীষণ আকার॥
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা।
আপনি বিনাশ করে, আপনার বাসা॥
মনেরে করিয়া দগ্ধ, তবু নয় স্থির।
ক্রমেতে আহার করে, সকল শরীর॥
অনুকূল হও চিন্তা, আমার এ মনে।
কোটি কোটি নমস্কার, তোমার চরণে॥
ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভার।
চিন্তা সহ সমভাব,সকল প্রকার॥
ভাবের অভাব নাই, স্বভাবত রয়।
সকল সময়ে কিন্তু, দেখা নাহি হয়॥

নিজ ভাবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ।
মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস॥
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্ব্বক্ষণ থাকে।
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে॥
ভাবেতে অনেক হয়, দুখের উদয়।
পুনর্ব্বার সেই দুখ, ভাবে হয় লয়॥
বুঝিলে নিগূঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে।
সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে॥
কর্ম্ম, মন, বাক্য তিন, লুপ্ত এক ঠাঁই।
অখণ্ড ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই॥

হাস্য।

রসময় বিধাতার, বিচিত্র কৌশল।
সৃজিলেন "মুখ" রূপ, ভাবের মণ্ডল॥
সুরাগ বিরাগ আদি, মানস আভাস।
হয় এই ভাবাকর, বদনে বিকাশ॥
এই মুখ-ভঙ্গিভরে, ভ্রান্ত যত লোক।
কোথায় উদয় সুখ, কোথা উঠে শোক॥
আনন কানন সম, ভাব তাহে শোভা।
কভু নিরানন্দকর, কভু মনোলোভা॥

বিষাদ বিষম বায়ু, বহিলে তথায়।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব শোভা, লুপ্ত হোয়ে যায়॥
তৃণ, দল, পুষ্প, ফল, প্রাপ্ত মলিনতা।
শুষ্ক হয় ললিত, লাবণ্যরূপ লতা॥
রাগরূপ খরতর, দিনকর-করে।
বদন বিপিন-শোভা, একেবারে হরে॥
নয়ন নিকুঞ্জপুরে, জ্বলে দাবানল।
দগ্ধ করে চতুর্দ্দিক, হইয়া প্রবল॥
এই রূপ বিবিধ, বিষমভাব যোগে।
আনন অটবী-শোভা, ভ্রষ্ট হয় ভোগে।
ফলে যবে সুখ সমীরণ বহে তথা।
মধুর মাধুর্য্য মাত্র, শোভিত সর্ব্বথা॥
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে, পলক পল্লব।
চঞ্চল পুতলি যেন, কুসুমবল্লভ॥
গণ্ডযোগে বিকসিত, হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে, সুরূপ সম্পদ॥
হাসির হিল্লোল উঠে, অধর পুষ্করে।
দশন হংসের শ্রেণী, সুখেতে বিহরে॥
হায়রে বিচিত্র ভাব, বলিহারি যাই।
এমন মধুর বুঝি, আর কিছু নাই॥
দেখ হে রসিকগণ! রমণী-বদনে।
হাসির মাধুর্য্য কত, প্রণয় মিলনে॥

বলিতে বচন নাই, সে রস সুরস।
প্রমোদ- পয়োধি-জলে, নিমগ্ন মানস॥
আর দেখ মানিনী, বিনোদ বিম্বাধরে।
হাস্য যোগে কত রস, রসিকে বিতরে॥
যেমন বরষাকালে, মেঘাবৃত দিবা।
অকস্মাৎ সূর্য্যোদয়ে, সুখোদয় কিবা॥
অথবা শিশিরকালে, ফুল্ল শতদল।
মধুপানে মহাসুখী, মধুকরদল॥
গর্ভজ-প্রফুল্ল মুখপদ্ম বিলোকনে।
অতুল আনন্দ উঠে, জননীর মনে॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখে, অমৃত বচনে।
স্নেহরসে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে॥
হায়রে বাৎসল্যরস-প্রকাশিনী হাসি।
সরলতা তোর গুণে, হইয়াছে দাসী॥
আর এক হাস্য শোভা, ভাবুক-বদনে।
চঞ্চলা চপলা দিশি, শোভিত সঘনে॥
অথবা গগনে যেন, নক্ষত্র সম্পাত।
অচির উজ্জ্বল দীপ্তি, ক্ষরে অকস্মাত॥
এই আছে এই নাই, এই আরবার।
কতরূপ অপরূপ, ভাবের সঞ্চার॥
অপর মধুর হাসি, সাধুর অধরে।
পদ্মরাগমণি সম, স্নিগ্ধ আভা ধরে॥

স্মেরমুখে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মন, হয় হরষিত ॥
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর।
তৃপ্ত করে জগতের, যাবৎ অন্তর ॥
কেবল ঘৃণার হাস্যে, ঘৃণার প্রভাব।
হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব ॥

—ঃ০ঃ—

কাল কন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ।

কাল-সুতা সর্ব্বনাশী, সংহারিণী যেই।
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥
ভগ্নকালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন সুখভোগে।
শুভক্ষণে, শুভকর্ম্ম. গণ্ডগোলযোগে ॥
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥
এ বরের নাপিত হইবে কোন জন।
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥
সুচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল।
তাহাতে চড়িল বর, বারো চক্রপাল ॥

প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর।
ধূমকেতু হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥
অধ ঊর্দ্ধ জাঁতি কিবা, মাঝে তার ফাঁক।
সেই ফাঁকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক ॥
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ।
চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥
এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয়।
বরষা সয়েছে জল, ত্রিভুবনময় ॥
কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে।
ধরিয়া বরণডালা, স্ত্রী-আচার করে ॥
কত জাঁক বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে।
কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে সুখে ॥
সুরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া।
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ॥
রীতিমত সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া।
ঘূরিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া ॥
তারা, তিথি আদি করি, শালা শালী যারা।
কাণ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তারা ॥
হায় একি অপরূপ, যাই বলি হারি।
শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা ভারি ॥
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার।
শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার ॥

স্মেরমুখে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মন, হয় হরষিত ॥
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর।
তৃপ্ত করে জগতের, যাবৎ অন্তর ॥
কেবল ঘৃণার হাস্যে, ঘৃণার প্রভাব।
হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব ॥

—ঃ০ঃ—

কাল কন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ।

কাল-সুতা সর্ব্বনাশী, সংহারিণী যেই।
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥
ভগ্নকালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন সুখভোগে।
শুভক্ষণে, শুভকর্ম্ম. গণ্ডগোলযোগে ॥
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥
এ বরের নাপিত হইবে কোন জন।
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥
সুচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল।
তাহাতে চড়িল বর, বারো চক্রপাল ॥

প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর।
ধূমকেতু হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥
অধ ঊর্দ্ধ জাঁতি কিবা, মাঝে তার ফাঁক।
সেই ফাঁকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক ॥
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ।
চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥
এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয়।
বরষা সয়েছে জল, ত্রিভুবনময় ॥
কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে।
ধরিয়া বরণডালা, স্ত্রী-আচার করে ॥
কত জাঁক বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে।
কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে সুখে ॥
সুরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া।
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ॥
রীতিমত সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া।
ঘুরিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া ॥
তারা, তিথি আদি করি, শালা শালী যারা।
কাণ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তারা ॥
হায় একি অপরূপ, যাই বলি হারি।
শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা ভারি ॥
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার।
শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার ॥

বসন্ত কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার।
ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার.॥
কুটুম্ব অয়ন, পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে।
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হোয়ে ॥
রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্ত্রিত ॥
আমাদের পরমায়ু, কোরে জলপান।
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥
ওলাউঠা, বিকার, বসন্ত আর জ্বর।
আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর ॥
এরা সব রবাহুত, কত পালে পালে।
হোয়েছিল রেয়ো ভাট, বিবাহের কালে ॥
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া।
আশীর্ব্বাদ কোরে গেল, সন্তোষ হইয়া ॥
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর।
মাচ্ নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর ॥
একা তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা।
দেখো যেন বরে বরে, নাহি হয় দেখা ॥

গিরিরাজের প্রতি মেনকা।

স্বপনে হেরিয়া তারা, তারাকারা ঝুরে ধারা,
ধরণীধরেন্দ্রদারা,
শোকে সারা শয্যা হতে উঠিল।
কান্দিয়া ব্যাকুলা রাণী, মুখে নাহি স্বরে বাণী,
শিরে হানি পদ্মপাণি,
গিরির নিকটে শীঘ্র ছুটিল ॥
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাঁপে দ্বারবাসী,
স্বামির সমীপে আসি,
রোদনবদনে রাণী কহিছে।
না হেরে উমার মুখ, নাহি সুখ একটুক,
সদা দুখ ফাটে বুক,
দিবানিশি খেদে তনু দহিছে ॥
দুখে দগ্ধ হয় দেহ, দুহিতারে আনি দেহ,
উমা বিনা নাহি কেহ,
ভবে মন স্থির নাহি রহিছে।

তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান,
বিদীর্ণ হইত প্রাণ,
পাষাণ বলিয়া স্থধু সহিছে ॥
কেমন কর্ম্মের সূত্র, সলিলে ডুবিল পুত্র,
আমার সমান কুত্র,
অভাগিনী বুঝি আর নাই হে।
সবে মাত্র এক কন্তে, মা বলিতে নাহি অন্তে,
এক দিবসের জন্তে;
সে মুখ দেখিতে নাহি পাই হে ॥
সদাই স্বভাবে মত্ত, না লও উমার তত্ত্ব,
বুঝেছ কি গূঢ়তত্ত্ব,
কি কহিব তুমি হও স্বামী হে।
অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি,
কি হবে দুর্গার গতি,
জেতে নারী যেতে নারি আমি হে ॥
দুহিতা দুখিনী যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,
রাজ্য হউক ছার খার,
কিছুতে না সাধ আছে আর হে।
শিবের সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অন্নজল,
আহার ধুতূরা ফল,
বিল্বতল বাসস্থল সার হে ॥
অগ্নিলাগা ভাল ভাল, নাম কাল কাল-কাল,

নাহি মানে কালাকাল,
চিরকাল সুখে কাল কাটে হে।
একভাবে সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে,
তাল দেয় কাছে কাছে,
তালে তালে নাচে নানা ঠাটে হে ॥
একি পাপ পাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ,
কোথা মাতা কোথা বাপ,
ভাই বন্ধু সব বুঝি মোরেছে।
গৃহযোত্র গোত্র গাঁই, কিছুর ঠিকানা নাই,
বিষয়ের মধ্যে ছাই,
একেবারে তাই সার কোরেছে।
পরিধান ব্যাঘ্রছাল, শিরে কটা জটাজাল,
চক্ষু লাল মহাকাল,
আপনি বাজায় গাল সুখে হে।
দারুণ পাগল শূলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি,
দুহাতে মড়ার খুলি,
আগম নিগম পড়ে মুখে হে ॥
কি বলিব বিধাতায়, বিড়ম্বিল জামাতায়,
ভাসাইল দুহিতায়,
দারুণ দুঃখের সিন্ধুজলে হে।
পিতামহ বল যারে, পিতামহ বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ দেবতারে,

কি বলিয়া দেব-দেব বলে হে ?
তুল্যবোধ রাগারাগ, স্তবে নাহি অনুরাগ,
কুবাক্যে না করে রাগ,
ভালমন্দ কিছু নাহি জানে হে।
শ্মশানে মশানে যায়, ভূত-প্রেত সঙ্গে ধায়,
ছাইভস্ম মাথে গায়,
কাঁদে হাসে হরিগুণ গানে হে ॥
রাণী যত বাণী ভাষে, মনের আক্ষেপ নাশে,
অদ্রিনাথ শুনে হাসে,
অবিদ্যার অবজ্ঞা ঈশানে হে।
প্রভাবে প্রকাশ দ্বিবা, এক আত্মা শিবশিবা,
রাণী তা বুঝিবে কিবা,
সারমর্ম্ম বেদে নাহি জানে হে।
সমবোধ শিবাশিব, যার নামে তরে জীব,
জামাতা সে সদাশিব,
মহামান্য দেব অগ্রভাগে হে।
হেসে কহে গিরিবর, মেনকা বচন ধর,
শিবনিন্দা তবে কর,
দক্ষযজ্ঞ মনে কর আগে হে।

—:০—

বর্ষার নদী।

গ্রীষ্মের প্রতাপবলে, পূর্ব্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূষর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায় ॥
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল লাবণ্য তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার ॥

বাবু দ্বারকানাথ * * * মৃত্যু।

যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি তোমার ভক্ষ্য,
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাঁই।
ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু,
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই ?
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্য,
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর।

মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ্ণ দাঁতে,
মুরহর ধাতা স্মরহর ॥
গজ গাভী উষ্ট্র হয়, কিছুই অখাদ্য নয়,
সমুদয় করিতেছে গ্রাস।
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক,
ধর্ম্ম হয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ!
খরতর বেগধর, লম্বোদর রত্নাকর,
নিরন্তর তরঙ্গ গভীর।
ভগ্ন করি দুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়,
শুষ্ক কর সমুদয় নীর ॥
দৃশ্য মাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ,
ধরাধর বহু সুখদাতা।
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, দুই কর কর উচ্চ,
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা ॥
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত,
দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে।
নাহি রাখ অবয়ব, উদরায় স্বাহ সব,
ব্যাঘ্র-আদি জন্তু খাও ধোরে ॥
যত সব পক্ষীকৃত, তব গ্রাসে আছে ধৃত,
মৃত হয় স্থিত নহে কেহ।
তঞ্চ করি পঞ্চভূতে, তুমি যেন পাও ভূতে,
ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ ॥

অগোচর বস্তু যারা, তোমার গোচর তারা,
বিকট বদন ছাড়া নয়।
গয়ায় করিয়া বাস, ভূত প্রেত কর নাশ,
কিছুতেই অরুচি না হয়।
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জ্বর জ্বর,
থর থর কাঁপে নরগণ।
সে রাক্ষস তব আগে, রেণু তুল্য কোথা লাগে,
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ ॥
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি,
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার।
তুমি তার সব বংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,
একেবারে করিলে আহার ॥
রক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে,
কত খেলে নাহি তার লেখা।
তবেতো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি,
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা ॥
কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে,
কুরুকুল পাণ্ডুকুল যত।
কুশলের শেষ করি, মুষলের বেশ ধরি,
যদুকুল করিয়াছ হত ॥
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল,
দাঁড়াইয়া গিজিনীর গেটে।

ঘর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়া বন,
মাটী শুদ্ধ পূরিয়াছ পেটে।
লাহোরে সমরস্থলে, শাদা কালো দুই দলে,
সে দিনেতে করিয়া নিধন।
টুপি কুর্ত্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গোঁপ,
সমুদয় করেছ ভক্ষণ॥
বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জন্তু নানা,
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার।
কেবল খাবার ধূম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম,
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, ষড়ঋতু পরিবার,
সমুচয় পেটে দেয় পূরে॥
আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার,
সবে বদ্ধ কাল তব পুরে।
ছাই ভস্ম যাহা পাও, সকলি শুষিয়া খাও,
দেখে শুনে হারা হই দিশে।
দিবানিশি চলে মুখ, শ্রান্তি নাই একটুক,
এত খেয়ে পাক পায় কিসে ?
কন্যাপুত্র বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আদি পিতা মাতা,
শোকাকুল প্রতি জনে জনে।
ত্রিসংসার ছারখার, অনিবার বারিধার,
বিধবার নীরদ নয়নে॥

কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট,
দুষ্ট ক্ষুধা কেমন প্রবল।
নদ নদী খাও তবু, নির্ব্বাণ না হয় কভু,
প্রজ্জ্বলিত জঠর অনল॥
পল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদ্য,
মত্ত সদা খাদ্য গুণ গেয়ে।
বার বার বারযোগে, পুষ্ট তনু দুষ্টভোগে,
মাস মাস মাস মাস খেয়ে॥
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম,
অধম না দেখি আর হেন।
দেখা পেলে বিধাতায়, বিশেষ সুধাব তাঁয়,
তোর সৃষ্টি করিলেন কেন॥
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে,
দূর দূর পাপী দুরাচার।
এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকানাথে,
তবু তুই করিলি আহার॥
গুণে বশ দিগ দশ, গান করে যার যশ,
কাল তুই কাল হলি তার।
এই দেখ সবে ক্ষুণ্ণ, হয়ে স্বীয় শোভাশূন্য,
জগৎ করিছে হাহাকার॥

——o——

প্রেম নৈরাশ্য।

যার তরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর॥
পূর্ব্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন।
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব্ব-প্রেমরেখা,
হেঁট করে বিনোদ বদন॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর,
গুরুপরিবাদ রাহুভয়ে॥
হবেনা হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা ভ্রমে।
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
প্রবোধ মানেনা কোন ক্রমে॥

প্রেম।

যথার্থ প্রেমের পথে, পথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায়, স্নিগ্ধ তার মন॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে॥
সরল স্বভাবে পায়, সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে, ছলনার মুখ॥
রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ, প্রণয়ের বশে॥
ভাব তুলি স্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
মিত্ররূপ চিত্র করে, হৃদয়ের পটে॥
সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভালবাসা।
মানস বৃক্ষেতে তার, মনোহর বাসা॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, অনুরাগ ফলে।
পড়া পাখী না পড়াতে, কত বুলি বলে॥
আঁখির উপরে পাখী, পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচায়॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় সদনে॥

পোষমানা পড়া পাখী, দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত, করিয়া যতন ॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে, দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে, দেখাবনা কারে ॥

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

প্রণয় সুখের সার, প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকের ধন ॥
আছে বটে অমৃত, অমরাবতী পুরে।
প্রেমোদিত করে যাহে, যত সব সুরে ॥
উথলয় সুখসিন্ধু, পানে এক বিন্দু।
যার আশে গ্রাসে রাহু, পূর্ণিমার ইন্দু ॥
সে ক্ষুধার সুধা মাত্র, নাহি একক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥

অশূরের প্রিয় পেয়, সুরারস মাত্র।
রসনা সরস গাত্র, পরশিলে পাত্র ॥
যার লাগি হলো ধ্বংস, যদুবংশগণ।
স্বভাবে অভাব সদা, রেবতীরমণ ॥

অদ্যাবধি মদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান।
বিদ্যজন খাদ্য মাঝে, সদ্য বিদ্যমান ॥
এমন মধুরা সুরা, নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥

অমল কমল সম, কবিতার শোভা।
ভাবুকের মন তাহে, মত্ত মধুলোভা ॥
দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা, ভাবকের মন।
কবিতায় তৃপ্ত তথা, হয় সর্ব্বজন ॥
যাহার প্রসাদে পরিহত, পুত্রশোক।
পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক ॥
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥

গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক-আকর।
রজত কাঞ্চনময়, সুমেরু শেখর ॥
নানা রত্ন পরিপূর্ণ, রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মূল্যযুক্তা, অনেক সিংহলে ॥
কুবের লইয়া যদি, এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে, হইয়া সদয় ॥
ক্ষেপণ করিব দূরে, প্রহারি চরণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥

তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদি, সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
পুন পুন এই বাক্যে, কহে যত মুনি ॥
ইহধরা দুখভরা, অসার সংসার।
নহেক তিলেক সুখ, সুধার সঞ্চার ॥
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, এইস্থলে ঘটে ॥
নতুবা অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে ॥
দেখাইব কত সুখ, এ তিন ভুবন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন. ॥

নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ ॥
হৃদয়ে আনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ, প্রাপ্ত হয় মন ॥
রসনায় রসবারি, খর স্রোতে বয়।
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ, দেয় লজ্জাভয় ॥
এইরূপ স্বর্গভোগ, লভি সর্ব্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥

প্রণয়।

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অনুরাগী,
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥
নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গি,
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ।
স্বভাবে স্বভাববশে, যশযুক্ত নিজ যশে,
স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ ॥
ভাবের করিয়া সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে ॥
বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে।
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জ্বর জ্বর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।

প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে।
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধফোটা পদ্মফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে॥
তুলনা তুলনা তার, তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
হাস্যভরা আস্যখানি, গলিত অমৃত বাণী,
ললিত লাবণ্য অপরূপ॥
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গণনীয়,
রতির সে রমণীয় নয়।
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,
ম্রিয় হেরে ম্রিয়মান রয়॥
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়;
আশা চায় উভয়ের আশা।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা॥
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে।
বিপক্ষেরে দূষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষিয়াছে,
তুষিয়াছে সন্তোষেরে সুখে॥

আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে স্নেহ রস নিয়া।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়া॥
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ,
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে।
এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে॥
আমারে বিনয় করি, দুটী হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যায় চোলে।
রাহু তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশী গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বোলে॥
হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি আঁখিজলে,
এসো এসো কোন্ মুখে বলি।
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখ ফুটে,
মনের আগুনে শুদ্ধ জ্বলি॥
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আমি আমি কব আর কারে?
সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে॥
সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,
অমঙ্গল কপালে আমার।

উদ্দেশে ঔদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে,
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি।
স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত পাত্র,
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি ॥
সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি।
এবার পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা,
রেখা দিয়া একা কোরে রাখি ॥

প্রণয়ের আশা।

কত আর রব তার, আসা আশা লোয়ে?
দিন দিন তনু ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥
সদা যার স্নেহভার, শিরে মরি বোয়ে।
আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে?
একাকী রোদন করি, এক স্থানে রোয়ে।
বিরহ যাতনা আর, কত রব সোয়ে?
বুঝি তার আশাপথে, পরিপূর্ণ সুখ।
কখনো জানে না মনে, নিরাশার দুখ ॥

এমন না হলে পরে, দেখা দিত ফিরে।
আমারে ভাসাবে কেন, নিরাশার নীরে?
প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা।
সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা ॥
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে, রাখিয়াছে বেঁধে।
আমার ভাবিয়া আমি, বৃথা মরি কেঁদে ॥
বুঝেনা অবোধ মন, প্রবোধ না মানে।
আমার বলিয়া তারে, নিতান্ত সে জানে ॥
সবে তার এক মন, এক ঠাঁই বাঁধা।
ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে ধাঁধা ॥
হোক্ হোক্ তার হোক্, সুখী আমি তাতে।
আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে?
যদি না আসিবে সেই, বাঁধাপ্রেম ছেড়ে।
ছলেতে আমার মন, কেন নিলে কেড়ে?
যখন বিরলে সেই, বোসে রবে একা।
এই কথা বোলো তারে, হলে পরে দেখা ॥
বিধিমতে তোমার, মঙ্গল যেন হয়।
মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতো নয় ॥
ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে সুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাড়ামন, ফিরে পেলে বাঁচি ॥
বুঝায়ে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে।
একবার দেখা দিয়ে, মন দেয় ফিরে ॥

বিলাতের টৌরি ও হুইগ।

কিছুমাত্র নাহি জানি, রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টৌরি॥
হুইগ কাহারে বলে, কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাণে॥
টৌরি আর হুইগের, যে হন্ প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান॥
গুণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

নিতান্ত অধীন দীন, এদেশের লোক।
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ, সদা মনে শোক॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু, ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ, রাজার কুশল॥

চাতকের ভাব যথা; জলদের প্রতি।
সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি॥
যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই॥
শুধু সুবিচার চাই॥

চারিদিকে যুদ্ধের; অনলরাশি জ্বলে।
নির্ব্বাণ করহ বিভু, সন্ধিরূপ জলে॥
রণরঙ্গে প্রাণী নাশ, বিষাদের হেতু।
বিবাদ-সাগরে বান্ধ, ঐক্যরূপ সেতু॥
সন্ধিযোগে দান কর, শান্তিগুণ রস।
পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ॥
প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই॥
শুধু সুবিচার চাই॥

পরিবর্ত্ত কর সব, নিয়মের দোষ।
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ॥
জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম রীতি, জাতি আর দেশ।
কোন রূপ কোন পক্ষে, নাহি থাকে দ্বেষ॥

নির্ম্মল নয়নে কর, কৃপাদৃষ্টি দান।
একভাবে ভাব মনে, সকল সমান॥
মাঙ্গলিক সব কার্য্যে, স্নেহ যেন পাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

দুর্জ্জন তস্কর ভয়ে, ভীত লোক সব।
চারিদিকে উঠিয়াছে, হাহাকার রব॥
ধনীরূপে খ্যাতাপন্ন, জমীদার যারা।
নীলামের শক্ত দায়ে, মারা যায় তারা॥
শমনের সহোদর, নীলকর যত।
ধনে প্রাণে প্রজাদের, দুখ দেয় কত॥
অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

প্রভাতের পদ্ম।

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ কোরেছে নিজ রূপ।
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কি বা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ॥
কমল দলের তলে, রবি-ছবি জলে জ্বলে,
বিদূরিত হোতেছে বিলাস॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।

মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,

* * *

মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥

কবি।

চিত্রকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি।
কবিসহ তাহার তুলনা, কিসে তুলি ?
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব ॥
ফলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি ॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য; সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥

ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস, আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্রকরে, কবি চিত্রকর ॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে, রূপান্তর হয়।
কবি-চিত্র কি বা চিত্র, বিনাশের নয় ॥
পটুয়ায় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ।
কবি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥
পদে পদে সেই পদে, কত হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় দুখ ॥
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাবনীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা ॥
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা ॥
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি ॥

মাতৃভাষা।

মায়ের কোলেতে শুয়ে,   উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল্ খল সাহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে,   আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন।
কহিতে অন্তরে আশা,   মুখে নহি কটূভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা বা-বা,   আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ,   উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিশে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল ॥
ভাল মন্দ জানিতেনা,   মলমূত্র মানিতেনা,
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত।

পঞ্চমেতে হাতে খড়ি.   খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে,   জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ,   দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হোয়ে প্রীত,   পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা,   পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

———*———

স্বদেশ।

জাননা কি জীব তুমি,   জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে,   সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমিতে করিয়া বাস,   ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ,   এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি ॥

যাঁর বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তি ভাবে কর তাঁরে স্নেহ ॥
প্রসূতী তোমারে যেই, তাহার প্রসূতী এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমায় ॥
কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরাণী-করে ॥
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী, নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।

বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভারি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ ॥

দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
ত্রাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান।
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হোলনা ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা ?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে ?
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তক সকল কলিকাতা ১৪৮ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারিতে, ঠনঠনিয়া পিপলস্ লাইব্রেরি, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরি, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে মেডিকেল লাইব্রেরি গুরুদাস বাবুর নিকট এবং সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়।

পুস্তক	মূল্য সায় ডাকমাশুল।
দেবী চৌধুরাণী	২৲
আনন্দ মঠ	*
দুর্গেশনন্দিনী	*
বিষবৃক্ষ	১৷৴০
চন্দ্রশেখর	১৲
কৃষ্ণকান্তের উইল	৸৴০
কপালকুণ্ডলা	১৲
মৃণালিনী	১৲
রজনী	॥৴০
রাজসিংহ	॥০
উপকথা (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী)	॥০
প্রবন্ধ পুস্তক	৸৴০
কমলাকান্তের দপ্তর	*
কবিতা পুস্তক	৸৴০
বিজ্ঞান রহস্য	।৴০
লোক রহস্য	।০

যেখানে * চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, যে পুস্তকের মূল্য অধিক করা গেল।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, মেডিকেল লাইব্রেরি, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি এবং ৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

	মূল্য	মাশুল।
ভিক্টোরিয়া রাজসূয় অর্থাৎ দিল্লী-দরবারের সবিস্তার ইতিবৃত্ত	২৲	/১০
রাজ-জীবনী অর্থাৎ ভারতেশ্বরীর স্বামির সবিস্তার জীবনচরিত	১॥০	/০
বীরবরণ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নবন্যাস	১৲	/০
যৌবনে যোগিনী (ন্যাসনাল থিয়েটরে অভিনীত)	১৲	/০
পাষাণপ্রতিমা (বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত)	১৲	/০
কামিনীকুঞ্জ (ন্যাসনাল এবং ষ্টার থিয়েটরে অভিনীত)	।০	৵১০

KESHUB CHUNDER SEN

AND

THE PEOPLE AMONG WHOM HE LIVED AND WORKED.

BY A HINDU.

মূল্য ৵০ আনা, মাশুল ৵১০ আনা। ১০১নং মসজিদবাটী ষ্ট্রীটে প্রকাশকের নিকট প্রাপ্য।

কবিতাসংগ্রহ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

১০১ নং মসজিদবাটী ষ্ট্রীটে প্রভাকর যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র কর দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশ কালে, স্বীকার করা গিয়াছিল যে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু বিবিধ প্রকার কার্য্যের বাহুল্য, এবং শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমি নিজে দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলন করিতে পারি নাই। সুতরাং দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলনের ভার, এ কার্য্যে আমার সহায় বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপরে পড়িয়াছিল। গোপাল বাবু যে পারিপাট্যের সহিত এ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে পাঠক বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। তাঁহার কৃত এই সংগ্রহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে—আমার দ্বারা ইহার অপেক্ষা বেশী কিছুই হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পাঠক দেখিবেন যে প্রথম ভাগে যে সকল কবিতা সংগৃহীত করা গিয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগের কবিতা গুলি সে সকল অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে ইতি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা।
২৯ পৌষ, ১২৯৩।

বিজ্ঞাপন।

কি কারণে কবিতাসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইল না, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। তিনি সম্পাদন করিবার সময় পাইলেন না জানিয়া, আমি এই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ-কামনা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রাহকগণের আগ্রহ এবং উত্তেজনায় অগত্যাই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হই। বঙ্কিম বাবু যে প্রণালীতে প্রথম ভাগ সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি সেই আদর্শ প্রাপ্তেই এই দ্বিতীয় ভাগ সংগ্রহ করিতে এবং বঙ্কিম বাবু সমস্ত দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়াই প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যে সমস্ত কবিতা লিখিয়া যান, এই দুই ভাগে তৎসমস্তই প্রকাশ হইল না, আরও বহুল উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। সাধারণে উৎসাহ দান করিলে, তৎসমস্ত ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা; আহিরীটোলা।
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১লা মাঘ, ১২৯৩ সাল।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

পারমার্থিক এবং নৈতিক।

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন	১
প্রার্থনা	৫
প্রার্থনা	৭
তত্ত্ব	৮
সম্বন্ধ নির্ণয়	৩৪
বিভুর পূজা	৩৮
বিশ্বকৌতুক	৪১
ভক্তাধীন	৪৩
আমি	৪৩
তত্ত্ব	৪৪
জীবের প্রতি	৪৫
কে আমি?	৪৯
কে তুমি?	৫১
অলৌকিক বর্ষা	৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনের মানুষ	৫৫
ভবসিন্ধু	৫৮
সঙ্গীত	৬২
মনভ্রমরের প্রতি করুণা কুমুদ	৬৩
সংসার সাজঘর	৬৫
সংসার কানন	৬৬
সংসার সমুদ্র	৬৯
সংসার জাঁতা	৭০
দেহ ঘর	৭১
সাঁধু	৭৩
গ্রন্থপাঠ	৭৩
জ্ঞানী	৭৪
রূপ ও গুণ	৭৪
শাস্ত্রপাঠ	৭৪
পাপ	৭৫
গুণী	৭৫
গুরু	৭৬
সৎসঙ্গ	৭৬
আত্মপর	৭৭
সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব	৭৭

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিধবাবিবাহ	৭৯
বিধবাবিবাহ আইন	৮১
কৌলীন্য	৮৫
স্নানযাত্রা	৮৬
এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যামাছ	৯২
আনারস	৯৭
হেমন্তে বিবিধ খাদ্য	১০২
পৌষ্পার্ব্বণ	১৬৮
বর্ষবিদায়	১৭৪
ঠোঁটকাটা	১৭৯
কাণকাটা	১৮২
মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	১৮৪
তোষামুদে	১৮৫
ইংরাজ সম্পাদক	১৮৮
বাজী	১৯১
ডুয়েল যুদ্ধ	১৯২
হিন্দুকলেজ	১৯৪
ব্যোমযান	১৯৪
ঝড়	১৯৮
ছুটি	২০৪

তৃতীয় খণ্ড।

যুদ্ধ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিপাহী যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা … …	২০৮
নানা সাহেব … … …	২১১
কাণপুরের যুদ্ধে জয় … … …	২১২
দিল্লীর যুদ্ধ … … …	২২১
আলাহাবাদের যুদ্ধ … … …	২২৩
আগরার যুদ্ধ … … …	২২৪
যুদ্ধ শান্তি … … …	২২৫

চতুর্থ খণ্ড।

রাজনৈতিক।

ব্রিটিস-শাসন … … …	২২৮

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ।

প্রভাত … … …	২৩৯
মধ্যাহ্ন … … …	২৪০
সন্ধ্যা … … …	২৪১
রজনী … … …	২৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋতু … … …	২৪৪
সৃষ্টি … … …	২৪৫
দয়া … … …	২৪৬
মৃত্যু … … …	২৪৯
সরস্বতী-চরণে … … …	২৫১
কবিতা … … …	২৫২
কুরীতি সংস্কার … … …	২৫৪
ভ্রমণ … … …	২৫৬
বিজ্ঞানকৌশল … … …	২৮৩
তারের খবর … … …	২৮৫
রেলের গাড়ী … … …	২৮৬
ঘড়ী … … …	২৮৯
বন্ধুত্ব … … …	২৯০
ভারতভূমির দুর্দ্দশা … … …	২৯৪
কবিতা ও কবি … … …	২৯৮
গান … … …	৩০৫
যৌবন … … …	৩০৭
সতীত্ব … … …	৩০৯
রজনীতে ভাগীরথী … … …	৩১১
সেতার … … …	৩১১
ঝড় … … …	৩১৩
ঝড়ান্তে স্বাভাবিক শোভা … …	৩১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ফুল	৩১৫
ভাগ্য	৩১৬
মানুষ সে নয়	৩১৮
কৃপণ	৩২২
ভারতের অবস্থা	৩১১
প্রণয়.	৩৩৪
শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন দর্শন	৩৩৫
শাস্ত্র ও শিক্ষাবিভ্রাট	৩৩৮
ভারতের ভাগ্যবিপ্লব	৩৪০

ষষ্ঠ খণ্ড।

হাফআকড়াই।

৫টী গীত।

কবিতাসংগ্রহ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

পারমার্থিক এবং নৈতিক।

স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন।

কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়।
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময়!
মরি মরি আহা আহা, ক্ষণ পূর্ব্বে ছিল যাহা,
এখনি ভাবিলে তাহা, মনে হয় ভয়।

মোহজালে জড়িভূত, ক্ষণে ক্ষণে অবিভূত,
যে কাল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয়।
একি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ,
মুহুর্মুহু নানারূপ, হয় আর লয়।
শোভিত বিনোদ বন, কুসুমিত তরুগণ,
কোথা হতে সমীরণ, শব্দ তার বয়।
স্বভাবের ভাব ভরে, মোহনীয় মিষ্ট স্বরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গমচয়।
কিবা শোভা হায় হায়, নয়ন যে দিকে চায়,
কেবল দেখিতে পায়, সুখের আলয়।
নাশাপথে ঘ্রাণ চলে, শব্দ ধায় শ্রুতিতলে,
রসনা কাহার বলে, আস্বাদন লয়।
বদনে বচন বৃষ্টি, কটাক্ষে জগৎ দৃষ্টি,
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি, হতেছে বিস্ময়!
বিকল মনের কল, এই মাত্র কোরে বল,
উঠেছিল ক্ষুধানল, জ্বোলে অতিশয়।
স্নিগ্ধবারি সহকারে, সুমধুর ফলাহারে,
জুড়াইল একেবারে, জঠর নিলয়।
কে করিল এই তঞ্চ, কে করিল এই পঞ্চ,
কে দিয়েছে বুদ্ধি মন, কে দিয়েছে ছয়?
কে দিলে আমায় জনু, কে দিলে আমার তনু,
করিলেন এই মনু, কোন্ মহাশয়?

এক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুতর,
যোগাযোগ পরস্পর, দ্বার আছে নয়।
এইকাণ্ড অনিবার্য্য, কেমনে হইল ধার্য্য,
ভাবিয়া ভবের কার্য্য, মোহিত হৃদয়।
হিতকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে,
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয়?
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর,
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয়।
শুন ওহে দিবাকর! তিমির বিনাশ কর,
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভাকর প্রিয়তম, মানস গগণে মম,
ঘোরতর ভ্রমতম; কর দেখি ক্ষয়।
নদীনদ অগণন, ওহে বন উপবন,
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয়।
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চলমতি,
করিহে সবার প্রতি, বিহিত বিনয়।
আমিতো স্বয়ম্ভূ নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্ত্তা কই কর্ত্তা বই, ক্রিয়া নাহি হয়।
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত্তা যেই,
আমার নির্ম্মাতা সেই, বিভু বিশ্বময়।
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যার,
সেই সর্ব্বমূলাধার, কোন্ খানে রয়?

প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাহার আশ্রয় ?
আকার প্রকার তার, হয় বল কি প্রকার ?
কি রূপে পাইব তার, পরম প্রণয় ?
বল ভাই কি প্রকারে, পূজা করি আমি তাঁরে,
এই মনে বারে বারে, হতেছে সংশয়।
অখিলের অধীশ্বর, গুণাতীত গুণাকর,
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময়।
কিসে পাব দরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ,
ভেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয়।
ভবারণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয় লেখা,
দয়া করি দাও দেখা, দীনদয়াময় !
তোমার সৃজিত হই, তোমা বই কারে কই ?
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয়।
নাম ধর কৃপাকর, আমায় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর, হইয়ে সদয়।
তোমার স্বরূপ ধ্যান, তোমার স্বরূপ জ্ঞান,
স্থির ভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয়।
প্রপন্নে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর,
প্রণব প্রদান কর, হয়ে মনোময়।
তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয় ॥

প্রার্থনা।

এত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।
হই হই করিতেছি, ভবের সভায় ॥
যে পথে চলাও তুমি, সেই পথে চলি।
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি ॥
আমি বলি, আমি চলি, সাধ্য কিছু নাই।
চলাও, বলাও তুমি, চলি, বলি তাই ॥
বল্ বল্ তব বল্, সেই বলে বলী।
বল্ বল্ তব বল্, সেই বলে বলি ॥
স্ববলে এ বল তুমি, যখন হরিবে।
আমি, তুমি, বলাবলি, কে আর করিবে ?
আছি আমি, আর আমি, রহিব না মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চোলে ॥
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি ?
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি ॥
আছে সব হোলে শব, যাবে সব চুকে।
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে ॥
ভ্রমেতে কহিবে সব, করি হাহাকার।
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার ॥
নশ্বর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়।
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায় ?

ছিল গুপ্ত, হোলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও।
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও?
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল।
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল॥
ততদিন আছি আমি, যত দিন থাকি।
আমায় জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি॥
তোমার করুণা বিনা, সুখ কিসে হবে?
তুমি যদি সুখী কর, সুখ পাই তবে॥
সন্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাণ্ডারে।
তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে?
দিয়েছ, হয়েছে তায়, সুখের সংযোগ।
সুখেতে করেছি কত, সুভোগ সম্ভোগ॥
যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে।
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ, হইবে কেমনে?
ভোগে যেন কর্ম্মভোগ, ভুগিতে না হয়।
যোগে যেন অনুযোগ, কখনো না রয়॥
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট।
বলিবার কিছু নাই, তোমার নিকট॥
চলিবার বলিবার, শেষ হোলো সব।
বোলে কোয়ে একেবারে, হলেম নীরব॥

প্রার্থনা।

ধরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই? এমন মানুষ কই?
আমিতো মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ?
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
যা হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ্ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার॥
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতি শান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর।

বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকরকর করে, প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব॥
ডাকে প্রভাকরকর, ওহে প্রভাকরকর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলেছে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥

তত্ত্ব।

মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?
বল বল, নাথ! মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?
এই জীব আর নাহি, আসে পুনরায়?
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে, সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই, সেই সেই, শুনি পরম্পরায়॥
এই সব, এই শব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে, কে বেঁচে থাকে, বোঝা বড় দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচ পাঁচ পায়॥

অবিনাশী চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ নাশে কেন লোক, করে হায় হায়?
কে মরে, কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানা জনে নানা উক্তি, শুনে হাসি পায়॥
এই বলে হলো হোলো, এই বলে মোলো মোলো,
কেবা হোলো, কেবা মোলো, সুধাইব কায়?
যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ, কালায় কালায়।
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাণায়॥
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে, হাসিয়া উড়ায়।
ডাক্ ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
কার্ সাধ্য এঁটে ওঠে, কথার ছটায়?
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদী হোয়ে তুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়।
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল,
মোলে পর জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়॥
আছে তোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে দোলা,
গগণে ঘূরিয়া সব, এখন খেলায়।

ভবিষ্যতে একদিন, হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায় ॥
পুণ্যবান লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপী রবে চিরকাল, নরক-বাসায় ॥
জন্ম এই হোলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এ কথাটি স্থির কোরে, কে এসে শুনায় ?
কবে কোন্ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায় ?
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায় ?
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছু মাত্র প্রয়োজন, নাহি জিজ্ঞাসায় ॥
জন্ম আর স্থিতি, নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বার বার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায়।
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভুত-অংশ,
সমবেত হোয়ে ভূত, শরীর গড়ায় ॥
জড়দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত, ভুতের খেলায়।
যদি বলি দেহ "জড়", "চার্ব্বাকেতে মারে চড়",
তখনি চেতন বোলে, লাঠি নিয়ে ধায়।
ভক্তি-রথ টানেনাকো, পরকাল মানেনাকো,
তব তত্ত্ব জানেনাকো, আসিয়া ধরায়।

তব তত্ত্বী যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায় ॥
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে, গায়ের জ্বালায়।
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্রছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব তৃণে তৃণে, যেমন বেড়ায় ॥
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়া লয়ে,
দেহ ঘরে ঢোকে জীব, তোমার ইচ্ছায় ॥
দেহ ঘটে আত্মা রন্, কিন্তু তিনি দেহ নন্,
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায় ॥
স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি, সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তত্ত্বে, মোলেই ফুরায় ?
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ, সম্ভোগ বাড়ায় ॥
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্ম্মেতেই কর্ম্ম বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা, ধূলা মাখে গায়।
ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে ?
কুপথ্যে রোগের নাশ, হয়েছে কোথায় ?
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তম নাশ ?
অন্ধকার অন্ধকার, কেমনে ঘুচায় ?
কাটিতে দড়ির ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সূতা দিয়ে সেই "গেরো" কেবল জড়ায় ॥

মিছে করি পরিক্রম, কিছুই হোলোনা ক্রম,
ঘোচেনা মনের ভ্রম, অজ্ঞান-দশায় ॥
মিথ্যায় সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্ব-নিরূপণ হয়, জ্ঞান অবস্থায়।
"আমি" যদি "তুমি" হই, আমার বিনাশ কই?
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায়?
ছিল শিব, হোলো জীব, আছি জীব, হব শিব,
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হোলে জীব, পাশমুক্ত হোলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব, কোথা সদুপায় ॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্মঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব, সন্দেহ কি তায়?
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব না পায় ॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে, শিব হোয়ে যায়।
ফলত তোমার তাত, কিছু মাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায় ॥
কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি, আকাশের প্রায় ॥

নিজ কর্ম্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্য পাপে সুখ দুখ, ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে রত,
দুখে সুখে অবিরত, দোষ গুণ পায় ॥
মরি মরি, আহা আহা, তোমার বিচার যাহা,
কেহই জানেনা তাহা, হায় হায় হায়!
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী,
কেবল অধর্ম্ম করে, মানব-সভায় ॥
রিপুপিশাচের মতে, পাপাচার নানা মতে,
তোমার পবিত্র পথে, ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন যে মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ বুজে, তোমা পানে চায় ॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপচয়,
দীনদয়াময় তুমি, রয়েছ কোথায়?
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকেনা আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার, তোমার কৃপায় ॥
কিন্তু ওহে দয়াময়! এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি, কেবা দেয় তায়?
ভিতরের ভাব তার, সাধ্যকার বুঝিবার?
তবেই বুঝিতে পারি, বুঝালে আমায় ॥
এ বোঝাতো সোজা নয়, বক্তা হোয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে, কে বুঝিবে, তব অভিপ্রায়?

বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুজি,
এই বুঝি, সোজাসুজি, স্থান দেহ পায় ॥
তুমি প্রভু, আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ,
ফিরিনেকো আর কোনো, পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও, কি কাজ দেখায় ?
এখন রয়েছি একা, পাবই পাবই দেখা,
চাতকেরে জলধর, কদিন ভাঁড়ায় ?
পূর্ণিমার নিশি হোলে, আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা, প্রভাতে কি পায় ?
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে, বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা, বৃথায় বৃথায় ॥
শুন ওহে মম মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল, দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো হয় মেলা; এখন কোরোনা হেলা,
যায় যায় যায় বেলা, খেলা হোলো সায়।
পার যেন হই অল্পে, আর যেন কোনো কল্পে,
মায়ার মাতালে গল্পে, নাহি পাড়ি সায়।
পূজা, হোম, জপ, মন্ত্র, নাহি জানি বেদ, তন্ত্র,
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁতি, প্রকৃতি পড়ায় ॥

কথনো পোড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি, স্মৃতি কেবা চায় ?
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়," মধুর ভাষায় ॥
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন,
আপনি আপন ভাবে, হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনদ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময়, নিয়ত দেখায় ॥
কাজ নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন, তব মহিমায়।
ধরা, জল, বহ্নি, বাত, দিবা, নিশি, সন্ধ্যা, প্রাত,
সকলেই প্রতিভাত, তোমার প্রভায় ॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলেই শোভনীয়, তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি, কোথায় লুকায় ॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর, রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়, নিত্য নয়, নিত্য নয়,
সমুচয় ভূতময়, ভূতের মেলায় ॥
ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত, কর হে আমায়।

তোমায় চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর, তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোনো কথা নাহি কয়,
সে কি আর ভবঘোরে, ঘূরিয়া বেড়ায়?
কিছু আর নাহি চায়, কোনোখানে নাহি যায়,
বোসে থাকে, তব তত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হোয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা, শান্তিসুধা খায়॥
সদানন্দ-ভাব ধরে, নিত্য সুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে, কাহারো কথায়॥
নিজ ভাবে নিজে গলে, নিজ বোধ-পথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার, বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই.
সতত সমান সুখ, যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে, ফিরে নাহি চায়।
মুচি নাই, শুচি নাই, তুল্য দেখে সোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার.
রাজা হোয়ে বোসো গিয়ে, মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর, ধীরাজের ধর্ম্মধর,
যত সব দুষ্ট চোর, ভয়েতে পলায়॥

অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক
উপসর্গ আদি ভেদ, আসিতে না পায়
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা.
প্রবোধ প্রহরী হোয়ে, বোসে প্রহরায়॥

তুমি ধাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্বমূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চলাচল অখিল সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে স্থলে শূন্যোপরে, পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস-অন্তর।
অহঙ্কার সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখী যত নর॥
বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুঃখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
কেহ নাহি পায় সত্য-সুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।

কিবা দীন, কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময় ॥
যার যত বাড়ে পদ, তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত, লক্ষ, কোটীশ্বর, সম্রাট, ভূপতিবর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায় ॥
কতই কল্পনা জানে, ইন্দ্র চন্দ্র বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ মর্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী ॥
কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে;
একেবারে মানেনা তোমায়।
যে বলে 'ঈশ্বরো নাস্তি', কেবা তার দেয় শাস্তি,
তুমি কিছু বলনাতো তায় ॥
এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল,
এ কথাটি বুঝাইব কারে?
এই দেহ অন্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথ্য তার কে কহিতে পারে?
দুরাচার বলী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ ॥

এমন নিদয় নর, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা বিভু কই?
নাই নাই নাই "তুমি" নাই ॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা,
ডোবেই ডোবেই ডোবে শেষে ॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
মুখ ফুটে কিছু কবনাকো।
'ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো ॥'
আত্মনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচো?
সোয়ে সোয়ে বারে বারে, দণ্ড দেও একেবারে,
আছ, আছ, আছ তুমি আছো ॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর,
হর হর, হর পাপ ভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার ॥
'কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংসার,
নিজে হয় নিজে পায় নাশ।'

এ কথা তো শুনিব না, 'যুক্তি' বোলে গুণিবনা,
এখনি করিব উপহাস ॥
'স্বভাবে' যদ্যপি হয়, সে 'স্বভাব' অন্য নয়,
সে 'স্বভাব' তুমিইতো হও।
স্বভাবে স্বভাব লোয়ে, ধাতা, পাতা, ত্রাতা হোয়ে,
'কারণরূপেতে সদা' রও ॥
আমারে এ সব লোক, আস্তিক, নাস্তিক কোক্,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
অস্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয় ॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম! হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ?
অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না দেখিতে পাই,
মিছেমিছি তর্কবাদ করা।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু একি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমানভরা!
বিদ্যার যে সার মর্ম্ম, নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার।
আমি 'স্বামী' বড় কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার!

পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেখ দেব, দেখ পিতে, ধর্ম্মমত চালাইতে,
দলাদলি করে তোমা নিয়া ॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত ছলে ছলিতেছে কত।
এইরূপ দ্বেষাদ্বেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত ॥
একের সন্তান হোয়ে, একের দোহাই লয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তব তত্ত্ব ছোঁবেনাকো, ভিতরেতে ডোবেনাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায় ॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি এতে ওতে তোতে।
প্রকৃতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে!
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এইতো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তায়।

অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান,
ততক্ষণ তোমায় কি পায় ?
শিখে "বিদ্যা অর্থকরী" গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সেতো নয় সহজ ব্যাপার ॥
জানে উপার্জ্জন ধারা, বিষয়ী পুরুষ যারা,
অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে।
বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজ মানে,
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে ॥
সভ্য-অভিমানী যারা, মরি কিবে সভ্য তারা,
সভ্যতার কি কব ব্যাভার ?
কার্য্য কোরে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয় ॥
যাঁরা কিছু সভ্য হন, অনাসেই এই কন,
উহু উহু বাপ বাপ্ বাপ্।
'আড়ালে' যা কর ভাই, তাহে কোনো পাপ নাই,
প্রকাশ হোলেই বড় পাপ্ ॥

কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।
পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ ॥
দেখিতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুরিভরা,
ন্যায়পথে ধন নাহি আসে।
ন্যায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে ॥
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ ?
যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কস ॥
কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।
নম্র হোয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয় ॥
কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয় ॥
ব্যবসা বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত সহজ সে নয়।

ভেবে করিলাম স্থির, কোন মতে সংসারির,
কিছুতেই সুখ নাহি হয় ॥
পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি,
রাজরীতি অতি সুকঠিন।
রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ ॥
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
রাজাদের রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন ॥
ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে।
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে ॥
লোচন যাঁহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।
ইথে যত হোতে পারে, সে কথা কহিব কারে?
মন্ত্রির চরণে নমস্কার ॥
বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার?
"মান" আর "অপমান", দ্বারী দুই বলবান,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার ॥

এই কথা কহে "মান„ থাকে মান, পাবে মান,
'এসো এসো, খোলা আছে পুর।
"অপমান" ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসোনারে দূর দূর দূর ॥
মানবের অভিমান, কত তার পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয় ॥
ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময় সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
"বিশেষণ„ খুঁজে নাহি পাই ॥
যখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজই„
'তুমি' বোলে, 'তুই' বোলে ডাকি।
যা বলি তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি ॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই" সাধ্য কার কয়?
"মহামান্য গুণমণি, শিরোমণি নৃপমণি"
মহারাজ "বাবু" মহাশয় ॥
যত কর সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
কি বলিব, ভেবে মরি দুখে।

তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়"
বাধো বাধো যেন হয় মুখে ॥
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হোয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা ॥
বান্ধব, কুটুম্বগণ, আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সহ।
নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতি-প্রথা-ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই, সত্য-সভা ছাড়া হই,
তোমা ছাড়া হোতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয় ?
যদ্যপি তোমায় স্মরি, সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারী নিজে যারা, অনাচারী বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞানহত ॥

স্বভাবে বিকারে মরে, হরি বলে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সতেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে জগৎ !
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হোয়ে রত,
সাধ কোরে গিয়েছেন বনে ॥
রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান, পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গী হোয়ে, কেবল সাধনা লোয়ে,
নিত্য-সুখে রয়েছেন তথা ॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হোলোনা ভোগ,
মিছে কেন নর দেহ ধরি ?
যথা যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিম্বা পাখী হোয়ে চরি ॥
ওহে পশু পক্ষিগণ ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহেনা প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কররে আমার উপকার ॥
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু, সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।

যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোনো জ্বালা ।।
কুল, মান, জাতি, ধর্ম্ম, নাহি জান কোনো কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে ।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
তাই খাও যখন যা জোটে।।
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু, চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব ।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারি অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব ।।
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন ।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন ।
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেকনিকো রাজনীতি দায়ে ।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আয় আয় ।।
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামা জোড়া,
নাহি পর বস্ত্র, অলঙ্কার ।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নহি বও "যে আজ্ঞার" ভার ।।

কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ ভাই,
নালি চাও বালিস, মাজুর ।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজাসাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর ॥"
কেহ নও হাড়ি, মুচি, সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন্ ।
ধূলা, কাদা, কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্ ঘিন্ ।।
নাহি দান, প্রতিগ্রহ, ভোগ কর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে ।
স্থিতি, নাশ কি প্রকারে, কি হতেছে এ সংসারে,
একবার দেখনাকো চেয়ে ।।
নাহি চাও রাজ্য দেশ, মনে নাই দ্বেষাদ্বেষ,
পরধন করনা হরণ ।
ভাণ্ডার উদর মাত্র, পূর্ণ কর সেই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন ?
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরিবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার-ভয় ।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয়-হৃদয় ॥
সদাই মনেতে খুসি, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর ।

নাহি লও কোনো দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ, মোলে কাঁচা নাহি পর ।।
রবি আর ক্ষিতি গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল,
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুর সংশয় নাই, মীমাংসার হেতু তাই,
গুরু বোলে কারে নাহি ডাকো ।।
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু যোগী-সহ, বিভু-ধ্যানে অহ রহ,
বিরল বিপিনে কর বাস ॥
লোকালয়ে এসোনাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত।
মানুষের ব্যবহারে, অভিমান অহঙ্কারে,
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিত ॥
কিন্তু ভাই স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি,
সরলতা দেখাও দেখাও ॥
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা,
মানবেরে শেখাও শেখাও ॥
তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচন,
জানেনা অজ্ঞান নর যত।
হোয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রাণী,
হাসিব কাঁদিব আর কত ?

দন্ত যার নাহি রয়, মহাপ্রাণী তারে কয়,
অভিমানী মহাপ্রাণী নহে।
মত্ত হোয়ে অহঙ্কারে, এই নর কি প্রকারে,
আপনারে মহাপ্রাণী কহে ?
তোমাদের ভগবান, করেছেন 'ঘাহা' দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।
ভাব সেই পরপ্রভু, শিখনা শিখনা কভু,
মানবের অভিমান-রোগ ॥
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অনুভাব,
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে।
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বটে ॥
ঈশ্বরের "আজ্ঞা" যাহা, তোমরা পালিছ তাহা,
কথনই করনা লঙ্ঘন।
যথাচারী নর যত, হিতাহিত জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম পালন ॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোনো দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন ॥
নর দেহ, নেরে, নেরে, তোর দেহ দেরে দেরে,
নেরে, নেরে; ঘর, দ্বার, ছাপা।

বিনয় বচন ধর, দায় হোতে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হোসনে রে খাপা ॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ.
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমিতো মানুষ নিজে নই ॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর ?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ ?
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার ?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার ?
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাপ্রাণী,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে ?
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেখারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে ॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তায় অভাব মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ত্ব করে নিরূপণ ॥

ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য, আর,
আয়ুর্ব্বেদ, নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত শত, বিষয়ের বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ ॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বার বার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা।
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া ॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে, জলে তরি চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ।
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখী লোক শত শত,
দুর নহে, ছমাসের পথ।
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা,
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির কল,
বিশেষ কহিব কত আর ?
এত গুণে গুণী নর, হোয়ে এত কার্য্যকর,
এত সব করি প্রকরণ।

দ্বেষ, দম্ভ, কার্য্য-দোষে, নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন ॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার-সাগর পার, কেহ নাহি হয় আর,
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ ॥
হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চার কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবন যাপন ॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ হই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যহার ॥

সম্বন্ধ নির্ণয়।

অমঙ্গলে ভরা ধরা, কারো সুখ নাই!
ত্রাহি ত্রাহি, ত্রাহি ত্রাহি, করিছে সবাই ॥
শোক তাপ, বিলাপের, বেদনা কেমন?
কাতরে ডাকিছে সবে, করিয়া রোদন ॥
তাদের সে রবে তুমি, নাহি দেও কাণ!
শুননাকো কোনো কথা, হয়েছ পাষাণ!

তোমারে ডাকিছে তবু, জ্বোলে পুড়ে মরে।
অভিমানে দুখে তাই, নাই নাই করে ॥
নাস্তিক, নাস্তিক আছে, নাহি মানে বেদ।
আস্তিকে নাস্তিক হয়, এই বড় খেদ ॥
করনা কুশল দান, বিহিত বিচারে।
তুমিই নাস্তিক কোরে, তুলেছ সবারে ॥
নাস্তিকেরা মেরে ফ্যালে, বোলে নাই নাই।
আছ, আছ, আছ, বোলে, আমরা বাঁচাই ॥
'নাই' হোলে মর তুমি, 'আছ' হোলে বাঁচো।
বার বার বলি তাই, আছো আছো আছো ॥
কিছুইতো হইতনা, তুমি নাহি হোলে।
আমরা সবাই আছি, তুমি আছো বোলে ॥
মনেতে না দেখা পাই, নাহি পাই 'পাঁচে'।
পাঁচের অতীত ধনে, দেখি আঁচে আঁচে ॥
পাঁচ ছাড়া, আঁচ ছাড়া, এমন্ যে ধন।
সহজে কি হয় তার, তত্ত্ব নিরূপণ?
অস্থিরপঞ্চকে পোড়ে, স্থির নাহি পাই।
মনে যদি তর্ক করি, নাই, বুঝি 'নাই' ॥
শরীর আড়ষ্ট হয়, নাহি স্বরে ধ্বনি।
ফোঁপাইয়া কেঁদে উঠি, তখনি অমনি ॥
ভয়ঙ্কর সেই ভাব, না হয় গোচর।
কেমন্ কেমন্ করে, মনের ভিতর ॥

সে সময়ে ‘কেটা’ যেন, ভিতরে ঢুকিয়া।
ঘোরতর অন্ধকারে, আলো প্রকাশিয়া ॥
বলে ওরে, দেখ্ দেখ্, কেন হোস্ জড় ?
ঠাস্ কোরে, মনের; গালেতে মারে চড় ॥
চড় মেরে নাহি থাকে, কোথা চোলে যায়।
সে চড়ে চেতন পেয়ে, করি হায় হায় ॥
বাহিরে, ভিতরে আর, নাহি দেখি তারে।
কেমনে সে এসেছিল, গেল কি প্রকারে ?
যখন প্রকাশ পায়. সে জ্যোতির ছটা।
তখন ভিতরে আর, থাকেনাকো ছ-টা ॥
সসাগরা সপ্তদ্বীপ, তব অধিকার।
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে, করিছ বিহার।
পরম পীযূষ তথা, করিতেছ পান।
আপনি আপন স্বরে, ধরিতেছ গান ॥
ছয়দ্বীপে ছয় থাকে, সদা যায় দেখা।
তোমার সে নবদ্বীপে, তুমি থাকো একা ॥
সেখানেতে নাহি হয়. ছয়ের গমন।
কাজেই সহজে তাই, না হয় মিলন ॥
অগ্নি, জল, বায়ু আছে, আছে চাকা, কল।
চালাতে জানিনে আমি, হয়েছে অচল ॥
অক্ষরে অক্ষরে যোগ, সন্ধান না হয়।
কলের কুলুপ খোলা, শক্ত অতিশয় ॥

শেখালে না, শিখি নাই, কে শেখাবে আর ?
মিছিমিছি ডাক্ ছাড়া, হোলো, যা হবার ॥
অধিক ভাবিতে গেলে, বেড়ে যায় বাই।
এখানেও ‘তুমি’ ‘আমি’, সেখানেও তাই ॥
পিতা বলি, মাতা বলি, বন্ধু আর ভাই।
যখন যা বোলে ডাকি, তুমি নাথ তাই ॥
ভাবের অন্যথা যেন, কিছুতে না হয়।
যে ভাবে, সে ভাবে, তুমি আছই সদয় ॥
তুমি, আমি, উভয়েতে, যে সুপাদ্ হয়।
সে সুপাদ্ কখনই, ঘুচিবার নয় ॥
কাণ পেতে শুন শুন, দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক, ঘটাইতে চাই ॥
নাস্তিকেরা, “নাস্তি” বোলে, করিছে নিধন।
“অস্তি” বোলে, আমি করি, তোমায় স্থাপন ॥
তোমার “অস্তিত্ববাদ” করেছি যখন।
পাকাপাকি এক থানা, করিব তখন ॥
জন্ম দিয়ে “বাপ„ তুমি, হয়েছ আমার ॥
জন্ম দিয়া আমি তবে, কে হব তোমার ?
যদ্যপি আদর কর, মনেতে বিচারি।
এ সুপাদে তোমার তো, বাবা হোতে পারি ?
বারবার “বাবা” বোলে, ডেকেছি তোমায়।
একবার “বাবা বোলে”, ডাকনা আমায় ?

ছেলের এ আবদারে, আদর তো চাই।
বাপ্ বোলে ডাকিলেতো, লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ্, লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে, তাই বল, বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোনোমতে, ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গি কোরে কও।
"ওরে বাবা আত্মারাম" হাবা কেন হও?
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয়, সেরূপে মানাও॥

বিভুর পূজা।

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
সকলি অসার আর, সকলি অসার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি, বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুন, সকল সংহার॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব, কে বলিতে পারে?
বর্ণহারের বর্ণিবারে, সদা বর্ণহারে।
দেখে তব অসম্ভব, এ ভব বিভব।
যেরূপে যে ব্যাখ্যা করে, সকলি সম্ভব॥
শিব রূপ, সর্ব্বজীব, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥

কত ভ্রমে ভ্রমে জীব, তোমার উদ্দেশে।
মিছে চেষ্টা মৃগতৃষ্ণা, প্রাণ যায় শেষে॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী, ধরিবারে যায়॥
অমূল্য রতন করে, না করে যতন।
কাচের কারণে করে, শরীর পতন॥
ঘোর দ্বন্দ, ভ্রমে অন্ধ, অন্ধকার তায়।
নয়ন থাকিতে জীব, দেখিতে না পায়॥
মনোময় তুমি কিন্তু, তোমায় ভুলিয়া।
কত ভাবে কত ভাবে, কল্পনা তুলিয়া॥
করুক ধরুক শিলা, যদি থাকে প্রেম।
তব জ্ঞানে মাটী ধোরে, প্রাপ্ত হবে হেম॥
কি দিয়ে পূজিতে হয়, কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাজল বিল্বদল, গন্ধ পুষ্প আনে॥
অরূপ স্বরূপ তুমি, 'কত রূপ' বলে।
তুমি কি জলের বশ, তুষ্ট তুমি ফলে?
যোগ যাগ ভোগ রাগ, ভোগে করি ভর।
আগে ভাগে পূর্ণ করে, আপন উদর॥
খায় থাক যত পারে, অন্ন জল ফল।
তোমাতে থাকিলে মন, তবে পাবে ফল॥
হে নাথ! অনাথনাথ, দীন দয়াময়।
আমি দীন, বোধহীন, ক্ষীণ অতিশয়॥

কি ভাবে ভাবিব ভাব, না পাই ভাবিয়া।
কৃপাকর, কৃপা কর, নিজ জ্ঞান দিয়া ॥
জগতে যে কিছু দেখি, সকলি তোমার।
কি দিয়া করিব পূজা, কি আছে আমার ?
তুমি প্রভু আমি দাস, তোমারি হোয়েছি।
দিয়েছ, পেয়েছি দেহ, রেখেছ, রোয়েছি ॥
আমারে কোরেছ দান, এই দেহভূমি।
তাহাতে দিয়েছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি ॥
আমায় না জেনে 'আমি', আমি আমি কই।
তুমি যদি স্বামী হও, আমি আমি কই ?
আমি আমি নই, ফলে আর কেহ নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা, তব সত্তা হই ॥
মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই।
সলিলের বিম্ব আমি, সলিলেই রই ॥
যে সময়ে নিজ প্রভা, করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে, হইবে মরণ ॥
আকাশ রয়েছে এই, ঘটের আগারে।
এই ঘট হোলে নাশ, মৃত্যু বলে তারে ॥
শূন্য হতে পুণ্য পাপ, গণ্য করি লয়।
অথচ জানেনা কেহ, মরিলে কি হয় ॥
যে হয় সে হয় মোলে, বিফল বিচার।
প্রভুহে তোমার প্রতি, প্রণতি আমার ॥

দাতার প্রধান তুমি, দয়ার নিধান।
দত্তহারী কেহ নাই, তোমার সমান ॥
দিয়ে প্রাণ পুন লহ, করিয়া হরণ।
তথাচ করুণাময়, পতিতপাবন ॥
উপকারী দত্তহারী, দেহ কত শিব।
এ ভব-বন্ধন-দায়, মুক্ত হয় জীব ॥
যতকাল এই দেহে, থাকিবে জীবন।
ততকাল তোমাতেই, থাকে যেন মন ॥
করিতে তোমার পূজা, কোথায় কি পাই।
চারিদিকে চেয়ে দেখি, কোন দ্রব্য নাই ॥
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর, ভাববিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই, পূজার সম্বল ॥
শরীর নৈবেদ্য মম, উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই, লহ লহ লহ ॥
ছয়রিপু দান শেষ, অতি বলবান।
তোমার নিকটে বিভু, দিব বলিদান ॥

বিশ্বকৌতুক।

হায়রে ভবের কার্য্য, বলিহারি যাই।
কুহকির কুহকেতে, মোহিত সবাই ॥
দেখিয়া কৌতুক কাণ্ড, নাহি মিটে খাঁই ॥
যত দেখি তত আরো, বাড়ে আশাবাই ॥

যখন যে দিকে আমি, নয়ন ফিরাই।
সৃষ্টির দৃষ্টির জলে, নাহি মেলে থাই॥
কোথায় কৌতুক করে, কৌতুকী গোঁসাই।
নাচে সব ভূতচেলা, কোথা সেই চাঁই?
কোথা গেলে দেখা পাব, কোন্ পথে ধাই?
একবার যারে মন, ভিক্ষা এই চাই॥
মন বলে সে যে বড়, ভয়ানক ঠাঁই।
কেমনে দুর্গম পথে, একা আমি যাঁই?
প্রাণাধিক প্রাণ মম, সহোদর ভাই।
পারি যেতে যদি তারে, সঙ্গে আমি পাই॥
ক্ষুধাহরা সুধা আছে, পেটভোরে খাই।
দুজনে সুজন হোয়ে, বিভুগুণ গাই॥
প্রাণ বলে, কি বলিলে, ফিরে বল তাই।
শুনিয়া তোমার কথা, উঠিতেছে হাই॥
দেখ দেখ, যা দেখিছ, কি দেখিবে ছাই।
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি যাই॥
আমি গেলে যাব একা, দেখা দেখি নাই।
আর কিরে পাবি খেতে, জননীর মাই?
আমি বটে যেতে পারি, কিন্তু যদি যাই।
পুনর্ব্বার আসিবার, আজ্ঞা আর নাই॥

ভক্তাধীন।

যে হও, সে হও, তুমি, যে হও, সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময় ভাবরূপে, অন্তরেই রও।
অন্তর-অন্তর তুমি, কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায়, তুমি কথা কও।
সর্ব্বসহারূপে তুমি, সমুদয় সও॥
ভারি হোয়ে ভবভার, মস্তকেতে বও।
আমি হে কি দিব ভার, বুঝে ভার লও॥
যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও॥

আমি।

সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, এক মাত্র সার॥
স্ব স্বরূপ বিশ্বরূপ, তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে, মহিমা তোমার?
চিন্ময় চৈতন্যরূপ, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥
স্বভাবে তিমিরময়, অখিল সংসার।
আলোরূপে তব রূপ, হোতেছে প্রচার॥

যদি না প্রকাশ পায়, প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হোতে পারে, শোভার ভাণ্ডার?
আমি যে হে, 'আমি' বলি, সে 'আমি' টি কার?
আমির 'আমিত্ব' তুমি, সে নহে আমার।
তুমিই বলাও (আমি) বলি, বারবার।
তুমি না বলালে (আমি) বলে সাধ্য কার?
এ আমি যাহার (আমি) পুন হোলে তার।
বলিতে বলিতে (আমি) (আমি) নাই আর ॥
(আমি) যদি (আমি) নই, কে হইবে কার?
অতএব এ সংসার, সব ফক্কিকার ॥
সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, এক মাত্র সার ॥

তত্ত্ব।

এই এই, সেই সেই, সেই সেই, এই এই,
এ প্রকার বারবার কত আর করিব?
যে আশায় হোলো আসা, পূরিল না সেই আশা,
কত আর ছেড়ে বাসা, আশাক্ষেত্রে চরিব?
দেখিয়া কালের ধারা, হই সারা নাই চারা,
ফেলে কত অশ্রুধারা, ধরা আর ভরিব?
আমার যে প্রিয়বর, সে ছাড়িছে কলেবর,
করি তারে ধর ধর, কিরূপেতে ধরিব?

এই আছে, এই গত, এই হোলো, এই হত,
এই এই কোরে কত, শোক-জ্বরে জ্বরিব?
এই আমি, তুমি এই, আমি সেই, তুমি সেই,
এই এই, নেই নেই, একে একে সরিব ॥
লোতেছি ফুলের বাস, কোথা বাস, কোথা বাস,
যাবে বাস, ছেড়ে বাস, বহির্বাস পরিব।
এখনো বিষয়ে ক্রোধ, কিছু নাহি হয় বোধ;
হইলে নিশ্বাস রোধ, এখনি তো মরিব ॥
কাটো মহামোহ-জাল, ভাব কান্ত, মহাকাল,
কোরে আর কাল কাল, কত কাল হরিব?
পরমেশ কর্ণধার, কর তাঁর, পদ সার,
ভীম ভব-পারাবার, অনায়াসে তরিব ॥

জীবের প্রতি।

কে তুমি, কে তুমি, জীব! কে তুমি, তা কও?
যে তুমি, যাহার তুমি, তার "তুমি" হও ॥
দেহে কর, আমি বোধ, "দেহ" তুমি নও।
অংশরূপে, হংসরূপে, দেহে তুমি রও ॥
কে তোমার, বহে ভার, কার ভার বও?
আমার আমার করি, কার ভার লও?
কিরূপে সৃজিত হয়, এই কলেবর ॥
মনে কর, কিরূপেতে, হোলে তুমি নর ॥

করিছ যে দেহ পেয়ে, এত অহঙ্কার।
মিছে স্নেহ, এই দেহ, মনে কর কার?
মনে কর, কোথা তুমি, করিতেছ বাস?
মনে কর, কিরূপে এ, দেহ হবে নাশ
মনে কর, কে তোমার, তুমিই বা কেবা?
আমার বলিয়া তুমি, কর কার সেবা?
দেহেতে অভেদ ভাব. একি অপরূপ।
একবার ভাবিলে না, আপন স্বরূপ?
কেবল ভ্রমেতে কর, আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ, হোলোনা তোমার॥
মায়ার কুহকে ভুলে, কিছু নও জ্ঞাত।
ভুলিয়াছ পুরাতন, সখা "অবিজ্ঞাত"॥
কেবল দেখিছ স্থূল, দৃষ্টি নাই মূলে।
পেলে নাম "পুরঞ্জন", নিরঞ্জন ভুলে॥
মুকুরে নিরখি মুখ, সুখ কত রূপ।
মনে মনে অভিমান, হোয়েছি সুরূপ।
গলদেশে সূত্র দিয়া, সূত্র তায় ভারি।
'ব্রাহ্মণ' হোয়েছি বোলে, কর কত জারি॥
বেদপাঠে পূজা পাও, পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর, কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে পোড়ে, না পাও পাথার।
অথচ লোকেরে কর, ভবনদী পার॥

তিন থাই "দড়ি" বেঁধে, আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি, কুহকের বলে॥
একেতো মায়ার সূত্রে, পড়িয়াছি বাধা।
আবার এ সূত্র দেখে, লাগিয়াছে ধাঁধা।
কোথায় সূত্রের গোড়া, নিরূপণ নেই।
এক থেয়ে উঠিতেছে, কত খেই, খেই॥
করিয়াছ আরোহণ, অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি, প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব, মদে মত্ত, কিসে পাবে পদ?
হারাইলে পূর্ব্বকার, সহায় সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয়।
অভিমান সারমাত্র, কিছুইতো নয়॥
"তুমি" কোন বর্ণ নও, জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার, কেন কর ভাই?
নর নও, নারী নও, তুমি নও কেউ।
ত্রিগুণ সাগরে কেন, গুণিতেছে ঢেউ?
তুমি, আমি, আমি, তুমি, জেনো এই সার।
তুমি আমি, এক হোলে, কেবা আর কার?
দেহেতে অভেদ জ্ঞান, কর পরিহার।
আমার এ দেহ বোলে, ছাড় অহঙ্কার॥
বিচারে তোমার তনু, কথনো তো নয়।
ভূতের ভবন এই, ভূতে হবে লয়॥

জড়ে কেবা জড়ীভূত, করিল তোমারে ?
কেন হও অভিভূত, ভূতের ব্যাপারে ?
ভূতের কুহকে যদি, হোয়েছ হে ভূত ।
আর কেন মিছামিছি, কাল কর ভূত ?
সকলি ভূতের হাট, ভূতের ভবন ।
ভূতাতীত ভূতনাথ, কররে স্মরণ ॥

সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখ মুখ,
দূরে যাবে সব দুঃখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয়, হোলো হোলো, না হয়, না হয়, হোলো,
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ কোরো না ।
চিরজীবি নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে, থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক্ যাক্,
থাকে থাক্, যায় যাক্, ভেবে আর মোরো না ॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল, যত কাল, বৃথা কাল হোরো না ।
ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব,
কি ভাব, কি ভাব, ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,

ভাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধোরো না ॥
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংশ,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
ক্ষর কিরে, গুণনীরে, আর তুমি চোরো না ॥
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভালবাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিলাষ, কত হাস পরিহাস,
শুন ভাষ ধর ভাস, ভ্রমবাস পোরো না ॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হোলো না শেখা, দিতেছ জলের রেখা,
দেখো শেষ ভুলে দেশ, আর যেন সোরো না ॥
অশিবের ধন নও, আছ জীব, শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বার বার, দেহে আর, পাপভার ভোরো না ॥

কে আমি ?

হে নাথ ! আমি আমি, আমি কেন কই হে ?
জেনেছি, জেনেছি সখা, আমি আমি, নই হে ॥
আমি, কভু নই আমি, এ আমির তুমি স্বামী,

তবে কেন মিছে আমি, আমি হোয়ে রই হে ?
'আমি' 'আমি' এই ভাষ, এ যে আমি চিদাভাস,
ভাসেতে মিশালে ভাস, 'আমি' তবে কই হে ?
না জেনে পড়েছি ফাঁদে, ছাঁদিয়াছে ঘোর ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে ?
হোয়ে গেল যা হবার, উপায় ছিলনা তার,
বারবার কেন আর, করি হই হই হে ?
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাটো পাশ,
আশাবাস, কর নাশ, বলি পই পই হে।
এমন কে আর আছে, বলিব কাহার কাছে ?
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে !
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিনধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কূল,
অকূল পাথারে পোড়ে, পাবনাকো থই হে ॥
সকলি তো গেল বোঝা, থাকিতে সুপথ সোঝা,
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে ?
এ দিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনিই দিন দিন, হোলো দিন সই হে ॥
মিটে গেল আশাবাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হোয়ে রিপুজই হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,

মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটি বই হে ॥
রাখিব না 'আমি' নাম, ছেড়ে এই 'পঞ্চগ্রাম',
আমার যে নিজধাম, তাই আমি লই হে।
'তুমি বিম্ব' প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভা হর,
তোমার 'তোমাতে' নাথ, লয় আমি হই হে ॥

কে তুমি ?

তুমি কেবা আমি কেবা, না পাই সন্ধান !
তোমা ছাড়া 'আমি' হোয়ে 'আমি' অভিমান ॥
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি, আমি আমি, ভেদ নাহি রয় ॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং-কার বোধ হোলে, অহঙ্কার যায় ॥
বল বল তত্ত্ব কথা, শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ ॥
তুমি আমি এই যদি, হোলো নিরূপণ।
তুমি আমি দুই ছাড়া, কারে বলি মন ?
কে মন ?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ ?
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ ?
হায় হায়, কারে আমি, সুধাইব আর ?
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার ॥
তুমি, আমি, এক ঘরে, থাকি দুই জন।

কোথা হোতে এ আবার, আসিয়াছে মন ?
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা ॥
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল।
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল ॥
না দেখি, না দেখি নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায় ॥
কোনোমতে নাহি হয়, বাধ্য সে আমার।
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর ॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে ?
কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে ?
কবে বা, এ মন হবে, মনের মতন ?
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ ?
যত দিন এই মন, না হইবে বশ।
ততদিন পাইবনা, তত্ত্ব-সুধারস ॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয় ?
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয় ॥
তখন স্বরূপ-ভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে ॥
কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার।
হর হর হর সব, মনের বিকার ॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ।

রহিবে না কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, দ্বেষ ॥
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান ॥
ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া।
রেখনা আপন ভাব, গোপন করিয়া ॥

অলৌকিক বর্ষা।

অলৌকিক বরষার, বিষম ব্যাপার।
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার ॥
অজ্ঞান-তিমির ঘোরে, ঘোর অন্ধকার।
নয়নের জ্যোতি আর, না হয় প্রচার ॥
অন্ধকারে পরস্পর, আছে অন্ধ প্রায়।
আপনারে আপনি, দেখিতে নাহি পায় ॥
আপনারে আপনিই, না দেখে নয়নে।
পদার্থ নির্ণয় তবে, হইবে কেমনে ?
সততই সমভাবে, মায়ারূপ ঘন।
সৃষ্টিরূপ বৃষ্টিধারা, করে বরিষণ ॥
ধারার বিশ্রাম নাই, বহে এক ধারে।
সে ধারা কি ধারা, তাহা কে কহিতে পারে ?
বিদ্যারূপা ক্ষণপ্রভা, ক্ষণ প্রভা ধরে।
তাহাতে চকিতে মাত্র, অন্ধকার হরে ॥
স্বভাবে অচির প্রভা, চির কভু নয়।

এখনি উদয় হোয়ে, এখনিই লয় ॥
তাহাতে জীবের নাই, কিছু উপকার ।
চপলার আলোতে কি, যায় অন্ধকার ?
বরষায় শস্য হয়, ক্ষেত্রে ফলে ফল ।
জীবের জীবিকারূপে, কৃষির কুশল ॥
এ বর্ষায় দেহক্ষেত্র, আর্দ্র নিরন্তর ।
কোথা হোতে কর্ম্মবীজ, পড়ে বহুতর ॥
বিবিধ বিষয় শস্য, হতেছে সঞ্চার ।
ইন্দ্রিয় কৃষকে তাহা, করে অধিকার ॥
বরষার পথ নাহি, পরিষ্কার রয় ।
তৃণ আর কাঁটাবনে, আচ্ছাদিত হয় ॥
পথের গতিক দেখে, পথিক সকল ।
ভয়ে ভয়ে গতি করে, হইয়া চঞ্চল ॥
এ বর্ষায় সেইরূপ, দেখ সর্ব্বজনে ।
পাষণ্ডের হেতুবাদ, তৃণময় বনে ॥
পরমার্থ পথ আছে, এমন গোপন ।
পথ বোলে কখনো না, হয় নিরূপণ ॥
সে পথের গুণ কেহ; দেখে না চাহিয়া ।
কুপথে ভ্রমণ করে, সুপথ ছাড়িয়া !
বরষায় থাকে বল, কদিন দুর্দ্দিন ?
এ বর্ষায় সমান দুর্দ্দিন চিরদিন ॥
মেঘেতে আবৃত দিন, চিরদিন রয় ।

কোন কালে কোন দিন সুদিন না হয় ॥
বরষায় সন্ধ্যাকালে, খদ্যোতের ছটা ।
এ বর্ষায় তার চেয়ে, অতি ঘোরঘটা ॥
বিষয়ের সুখরূপ, জোনাকির ঝাঁক ।
ঝকমক করিয়া, আঁধারে করে জাঁক ॥
মানস চাতক হোয়ে, তৃষ্ণায় চঞ্চল ।
মায়ামেঘে ডেকে বলে, দে জল দে জল ॥
নিরবধি নীর পানে, না হয় শীতল ।
যত খায় তত হয়, পিপাসা প্রবল ॥
কামনা ভেকের মুখে, শুনিয়া কুরব ।
বিবেক কোকিল আছে, হইয়া নীরব ॥
বরষায় মেঘদল, সবল হইয়া ।
তারা, তারাপতি, রাখে, গোপন করিয়া ॥
অলৌকিক বরষায়, সেরূপ প্রকার ।
প্রবোধ চাঁদের প্রভা, না হয় প্রচার ॥
দয়া শান্তি ক্ষমা আদি, তারাগণ যারা ।
তারাপতি বিরহেতে, লুকাইল তারা ॥

মনের মানুষ ।

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই !
যাহা বলি কর তবে তাই,

দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই!
মনের মানুষ কোথা পাই?

মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
ফলে আমি দেখি সব শব;
মানুষ মানুষ করে সব।

নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার!
একাকারে সবার বিকার।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার!
নর সব দেখি একাকার॥

ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক্,
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হওনা কমল বনে ভেক্,
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক্।

তুমি তো চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের(১) দরশন,
সুখে কর পীযূষ ভোজন।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে(২) চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন?
তুমি তো চকোর বট মন॥

বল দেখি কেন এলে ভবে?
এ ভাবেতে কত দিন রবে?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে?
আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেননা তুমি,
আমায় চিনিবে তবে কবে?
বল দেখি কেন এলে ভবে?

কালে আর রহিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ,
বিফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ?
কালে আর রহিবেনা কেহ॥

---

(১) চাঁদ—আত্মা। (২) প্রভাত—মৃত্যু।

এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?
করি বা কি, আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হোয়েছি মরণগামী; কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

ভবসিন্ধু।

ঘোরতরংনাদ করি, ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে, ঘাটে এসে, নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল ও কূল বুঝি, হারাই দুকূল।
নাবিয়া ভবের কূলে, ভাবিয়া ব্যাকুল॥
আগেতে না ভাবিলাম, নাবিলাম ঘাটে।
অকূল পাথার ইথে, সাঁতার কি খাটে ?
বাতাসের হুতাস, না মনে করে কেউ।
কোথা হোতে আচম্বিতে, উঠিতেছে ঢেউ ?
খরতর স্রোত তায়, ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান্ ভাঁটি, বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর, জলচর জলে।
শত শত দুষ্টলোক, ভ্রমিতেছে স্থলে॥
কিরূপে নিস্তার পাই, কিছু নাই স্থির।
ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর!

মিছে কেন ভ্রমিলেম, মেলায় মেলায়!
মিছে দিন হারালেম, খেলায় খেলায়!
সদুপায় গেল সব, হেলায় হেলায়।
কেন না হোলেম পার, বেলায় বেলায় ?
নিশা নিশাচরী প্রায়, হোতেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
নিরাকারে নীরাকার, সব নীরময়।
কোন খানে চর নাই, ডর তাই হয়॥
ডাগর সাগর তায়, তুমি মাত্র নেয়ে।
খেয়েছ চোকের মাথা, নাহি দেখ চেয়ে॥
বার বার ডাকিতেছি, দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার, হারায়েছ কাণ॥
হায় হায়, একি দায়, কি হইল জ্বালা!
দেখে তুমি কাণা হোলে, শুনে হোলে কালা!
দেখিতে না পাও যদি, বলি শুন তবে।
দিনে দিনে দীনে দেখে, পার কর ভবে॥
বৃথায় কি হবে আর, এখানেতে রোয়ে।
দিনহারা দীন আমি, দিন যায় বোয়ে॥
ক্রমেতে উথলে জল, ডুবে যায় ভূমি।
ওরে জেলে পারে ফেলে, কোথা গেলে তুমি ?
অপার সাগরে এনে, অপারে রাখিলে।
ডুবিবে অপার গুণ, অপার সলিলে॥

এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি?
করি বা কি, আর নাহি বাকি?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি?
হোয়েছি মরণগামী; কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি?

ভবসিন্ধু।

ঘোরতরংনাদ করি, ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে, ঘাটে এসে, নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল ও কূল বুঝি, হারাই দুকূল।
নাবিয়া ভবের কূলে, ভাবিয়া ব্যাকুল॥
আগেতে না ভাবিলাম, নাবিলাম ঘাটে।
অকূল পাথার ইথে, সাঁতার কি খাটে?
বাতাসের হুতাস, না মনে করে কেউ।
কোথা হোতে আচম্বিতে, উঠিতেছে ঢেউ?
খরতর স্রোত তায়, ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান্ ভাঁটি, বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর, জলচর জলে।
শত শত দুষ্টলোক, ভ্রমিতেছে স্থলে॥
কিরূপে নিস্তার পাই, কিছু নাই স্থির।
ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর!

মিছে কেন ভ্রমিলেম, মেলায় মেলায়!
মিছে দিন হারালেম, খেলায় খেলায়!
সদুপায় গেল সব, হেলায় হেলায়।
কেন না হোলেম পার, বেলায় বেলায়?
নিশা নিশাচরী প্রায়, হোতেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
নিরাকারে নীরাকার, সব নীরময়।
কোন খানে চর নাই, ডর তাই হয়॥
ডাগর সাগর তায়, তুমি মাত্র নেয়ে।
খেয়েছ চোকের মাথা, নাহি দেখ চেয়ে॥
বার বার ডাকিতেছি, দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার, হারায়েছ কাণ॥
হায় হায়, একি দায়, কি হইল জ্বালা!
দেখে তুমি কাণা হোলে, শুনে হোলে কালা!
দেখিতে না পাও যদি, বলি শুন তবে।
দিনে দিনে দীনে দেখে, পার কর ভবে॥
বৃথায় কি হবে আর, এখানেতে রোয়ে।
দিনহারা দীন আমি, দিন যায় বোয়ে॥
ক্রমেতে উথলে জল, ডুবে যায় ভূমি।
ওরে জেলে পারে ফেলে, কোথা গেলে তুমি?
অপার সাগরে এনে, অপারে রাখিলে।
ডুবিবে অপার গুণ, অপার সলিলে॥

চাতর করিয়া তুমি, হয়েছ কাতর।
আতর প্রদানে আমি, হবনা কাতর ॥
এই বেলা চাল ভেলা, সারাণির ভাঁটা।
পারাণির পণ দিব; মূল যাহা আঁটা ॥
কোরোনা আঁটুনি আর, পাছে উঠে ঝড়ি।
রাখিবনা পাটুনির, খাটুনির কড়ি ॥
যদি না হইতে পার, পারি এই ভবে।
হাঁরে ও ধীবর তোরে, ধীবর কে কবে ?
যা বলিবে তা করিব, তাতে আছি রাজি।
পার কর পার কর, পার কর মাজি ॥
পার হোলে একেবারে, হোয়ে যাই পার।
আর না করিব পুন, এ পার ও পার ॥
যে পারের যত সুখ, সব জানিয়াছি।
কোন রূপে পারে পারে, পারে গেলে বাঁচি ॥
কিছুতেই পার নাই, অপারে ভাসিয়া।
কে পারে পাইতে পার, এ পারে আসিয়া ?
সে পারে, সে পারে থাক, যে পারে যে পারে।
আমি কিন্তু কোনমতে, রবনা এ পারে ॥
দেশে দেশে বেড়াই গিয়ে, এড়াই এ দায়।
প্রাণ আছে পণ দিব, ভাবনা কি তায় ?
কি স্বভাব কি অভাব, তুমি কেন ভাবো।
যার ধন তারে দিয়ে, পার হোয়ে যাবো ॥

তোল তোল ধ্বজি তোল, বাড়িতেছে জল।
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল ॥
পারে চল, পারে চল, দুটী পায় ধরি।
দেখো মাজি, মাজামাজি, ডুবাওনা তরি ॥
তুমি তরি ডুবাইলে, কে বাঁচাতে পারে ?
কার সাধ্য এ অসাধ্য, পারে যেতে পারে ?
'পূর্ব্ব ঝড়' মনে হোলে, ভয় হয় মনে।
উত্তরে অনেক দুঃখ, 'উত্তর পবনে' ॥
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে।
যাইবে পশ্চিম পারে, পাইবে দক্ষিণে ॥
ছাড়িয়াছি যার ঘর, যাব তার ঘরে।
তোমায় তোমায় দিব, পার হোলে পরে ॥
তুমি আমি বলি শুধু, এ পারেতে এলে।
তুমি, আমি, বলা নাই, ও পারেতে গেলে ॥
আমায় একেলা ফেলে, কোথা তুমি যাবে ?
আমায় না কোরে পার, কিসে পার পাবে ?
পার যাই, পার তাই, কর কর কই।
না পার, না পার হব, পার আছে কই ?
বোঝাপড়া হবে শেষ, ক্ষণকাল বই।
পেয়েছি ঘাটের ছাড়, ছাড়িবার নই ॥
যায় হরি, হরি হরি, করে হরি হরি।
হরিসুত হরি ভয়, লহ হরি হরি ॥

রবনা এ কূলে আর, খুলে দেও তরি।
হরি হরি হরি বোল, হরি বোল হরি ॥

সংগীত।

আর কবে ভাই মানুষ হবে ?
মানুষ হবে, মানুষ হবে, আর কবে ভাই মানুষ হবে ?
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ কবে, মানুষ কবে ?
হোতে চাও মানুষ্ যদি, ভ্রান্তি নদী,
এই বেলা পারি হওরে তবে।
মনেরে বোলে কোয়ে, শুদ্ধ হোয়ে,
ডুব্ দিয়ে আয় শান্তি-শবে (১) ॥
অমৃত খেয়ে সুখে, নিরব মুখে,
মৃত হোয়ে যেন রবে।
লোকেতে বলুক্ মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব্ সবেই সবে ॥
নয়নে ছোট বুড়, দেখ্‌বে যারে,
তুষবে তারে প্রিয় রবে।
জগতে হাড়ী মুচি, সবাই শুচি,
সমভাবে ভাব্বে সবে ॥

(১) শব—মৃত দেহ। শব—জল।

রজনী পোহায় পোহায়, হইয়াছে,
তিন্ ঘড়ি রাত্ আছে সবে।
এখনি প্রভাত হোলে, কুতূহলে,
নিজ স্থলে যেতে হবে ॥
স্বভাবে হওরে সোজা, ভূতের বোঝা,
আর কত দিন মাথায় ববে ?
ছাড়রে ভোগের আশা, পুন আসা,
হবে না এই ভ্রমের ভবে ॥
ভবে না তুমিই রবে, আমিই রব,
রবে কেবল রব্‌টি ভবে।
চরমে হবে ভালো, গুপ্ত আলো,
প্রভাকরে টেনে লবে ॥

মনভ্রমরের প্রতি করুণাকুমুদ।

শুনরে ভ্রমর মন, কি ভ্রম।
কি ভ্রমে, কি ভ্রমে, কি ভ্রমে ভ্রম ?
করুণাকুমুদ-আমোদ ভুলে।
মজিলে কামনা-কমল ফুলে ॥
আদরে তাহারে, করিয়া বধূ।
বসিয়া রসিয়া, খাইছ মধু ॥

আমিতো সতত, সলিলবাসী।
তোমার নিকটে হয়েছি বাসি ॥
তুমি তো হোলেনা, হৃদয়বাসী।
তবু হে তোমারে ভাল তো বাসি ॥
নিয়ত নলিনী, নূতন রসে।
তোমারে আদরে, রেখেছে বশে ॥
বধূর মধুর, বচন মুখে।
রাখিবে যতনে, থাকিবে সুখে ॥
ভাল হে নাগর, তোমারি ভালো।
নিবিল আমার, প্রণয়-আলো ॥
ভ্রমণ করিয়া কত, সরোবর সলিলে।
বিকসিত শত শত, শতদল দলিলে ॥
রজনীতে ক্ষুণ্ণমনে, কোন্ বনে চলিলে ?
বৃথায় হইল সব, যত কথা বলিলে ॥
বঁধূ বধূ-মধুপানে, মত্ত হোয়ে টলিলে।
প্রেমভরে নলিনীর, নলিনাঙ্গে ঢলিলে ॥
আমারে প্রবোধ দিয়া, মিছা ছল ছলিলে।
সোহাগের সোহাগায়, স্বোণা হোয়ে গলিলে ॥
বিহিত বচনে শেষ, ক্রোধানলে জ্বলিলে।
বঞ্চনা করিলে প্রেমে, সুখ ফল ফলিলে ॥

সংসার সাজঘর।

বাজীকর হোয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি ॥
জানিতে না পারি কিছু, কি সাজে কি সাজে।
সাজা নয় সাজা চোর, তোমার এ সাজে ॥
সাজঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ, জ্ঞান হই হত ॥
সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার জাঁকে।
কি ছিলাম কি হোলাম, বোধ নাহি থাকে।
নীলগিরী-চূড়ায় বসিয়া আছি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই !
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ ॥
কে আনি ধবলাচলে, করিল স্থাপন ?
যে সাজ সেজেছি আগে, সেই সাজ কই ?
এই আছি সবল. অবল কেন হই ?
ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর।
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর ॥
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল।
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল ?
কেমন কূহক বাজী, না পাই ভাবিয়া।
অন্তরে লুকাও কোথা, অন্তরে থাকিয়া ?

থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি।
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাঁকি!
ধর ধর করি কিন্তু, ধরিতে না পারি।
জানিলাম পোষা নও, মানিলাম হারি।
তুমি যদি পোষা হোয়ে, না মানিলে পোষ।
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ?
স্থির রূপে তুমি নাহি, বাস কর মনে।
তুষিব তোমায় কিসে, পুষিব কেমনে?
ডুরি দিয়া বাঁধি যদি, ঘটে ঘোর দায়।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায়॥

সংসার কানন।

দেখরে অবোধ জীব, কাল বোয়ে যায়।
সংসার-অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়!
কি দেখিলে, কি শুনিলে, কি ভাবিলে সার?
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার?
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর।
শৈশব সময় নামে, খ্যাত চরাচর॥
নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক-কামনা।
পথিক না পায় তাহে, বিশেষ যাতনা॥
নব নব তরু চারু, পূর্ণ ফুল ফলে।
মন মধুকর গুঞ্জে, প্রতি দলে দলে॥

পরিষ্কৃত প্রমোদিত, স্বভাব সদন।
মধুমল্লিকার বেড়া, মোহনীয় বন॥
ষোল বিঘা পরিমিত, ভূমির অন্তরে।
শোভনীয় যৌবনের, বন শোভা করে॥
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্দভরা।
সৌরভে মাতিয়া ধায়, মানস ভ্রমরা॥
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে।
ফুটেছে কেতকী যথা, সুহাস্য আননে॥
মদে মত্ত মধুকর, না জানি বিশেষ।
লুব্ধ হেতু ক্ষুব্ধ হোয়ে, পায় বহু ক্লেশ॥
কলঙ্ক-কণ্টকশ্রেণী, অতি তীক্ষ্ণতর।
মুগ্ধ মধুচোর-অঙ্গ, করে জর জর॥
তথাপি আসক্ত অলি, দুষ্ট ক্ষুধাভরে।
সরম ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে॥
কাল গতে হোলে কিছু, প্রবোধ সঞ্চার।
ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী বিহার॥
অন্য ফুলে ফুলবধূ, তত্ত্ব করে রস।
অঙ্গেতে ক্রমশ বাড়ে, অনৃত অলস॥
ধনাশা-পিপাসা শান্তি, করিবার তরে।
প্রবেশে পাতকপদ্মে, লোভসরোবরে॥
কালকূট সম রস, পান করি তায়।
ক্ষিপ্তপ্রায় অলিরায়, ইতস্তত ধায়॥

ক্রোধ, কুচ্ছ, কলহ, কার্পণ্য, কদাচার।
চাপল্য, চাতুর্য্য, পরপীড়া, পরদার ॥
লালসা, লাম্পট্য, শাঠ্য, চৌর্য্য, মিথ্যাকথা।
অনৃত আচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বল্লি-শাখাদলে।
ভ্রমিছে ভ্রামক ভৃঙ্গ, মধু-আশা ছলে ॥
কিন্তু সেই পুষ্পরস, দুষ্প এ সংসারে।
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধু পারে ॥
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর।
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর ॥
তরল তরঙ্গে তার, কলিত কমল।
সন্তোষ সুন্দর নাম, নিভা নিরমল ॥
সেই তামরসপূর্ণ, সুখ সুধারসে।
বিবেকী মানসভৃঙ্গ, ভুঞ্জে নিরলসে ॥
চল ওরে মন মম, সেই রম্য বনে।
কায নাই বিষভরা, বিষয়-কাননে ॥
হেররে নিবিড়তর, দুর্গম গহন।
মোহ-অন্ধকারাবৃত, ঘোর দরশন ॥
অতএব আয় আয়, মানস আমার।
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মায়ানদী-পার ॥

সংসার সমুদ্র।

যেমন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে ॥
ধীবর তাদের ধরি, তখনি বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিল মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পান বাসা ॥
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াশে, যুক্ত নয় জালফাঁসে,
আর তার না হয় মরণ ॥
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাল,
ভীম ভব-জলনিধি-জলে।
পরতত্ত্ব-পরিহত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে ॥
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কাল ক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে ॥

যে জন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তায় নাহি হয় জালে ;
কদম্ব কুসুম অনু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে ॥
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত ॥

সংসার জাঁতা।

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘূরে তার।
ঘর্ ঘর্ ঘন ঘর্ষে, পৃথক পৃথক স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার ॥
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ডে দণ্ড নাই আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার ॥
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার জাঁতা,
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর আদি জন্তুচয়, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ ॥

যেজন সুজন হয়, চক্র মাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ ॥
শুন জীব সবিশেষ, লোয়ে কার উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম-অনুরোধ ?
সংসার জাঁতার ঘায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তায় কিছু মাত্র বোধ ?
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও,
সুখে লও দণ্ডির আশ্রয়।
স্থির ভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড-ভয় ॥

দেহঘর।

পাঁচের বাঁধুনি এই, নবদ্বারে বাস।
এত দিন যাহে আমি, করিলাম বাস ॥
পড় পড় হইয়াছে, নাহি রয় আর।
একে একে ভেঙ্গে চূরে, হল চূরমার ॥
কালের বরষা ইথে, ভরসা কি আছে ?
খুঁটীখসা কাঁচা ঘর, কেমনেতে বাঁচে ?
বাঁধন গিয়াছে খসে, ছাঁদন ছাড়িয়া।
কাঁহুনি বাঁধুনি বৃথা, নাড়িয়া নাড়িয়া ॥

কাঁদে মন ঘন ঘন, শুনে ঘন ডাক।
যে দিকে চাহিয়া দেখি, সে দিকেই ফাঁক!
উড়িয়া চালের খড়, ঘর যেন ফাকা।
খুঁটি দিয়া কত দিন, চাল আর রাখা?
পবন পেছনে থেকে, মারিতেছে ঢেকা।
বংশহারা হতে হল, থাকে নাকো ঠেকা॥
যে বংশের ঘর এই, সে বংশ কি রয়?
ঘুন ধরে একে একে, হয়ে গেল ক্ষয়।
হংসবেদী ভেঙ্গে গেলে, ধ্বংশ সব হবে।
অংশে গেলে অংশ মিশে, বংশ কোথা রবে?
যখন ঘরামি এসে, ঘর গেল গোড়ে।
প্রকৃতি বলিয়াছিল, এই গেল পোড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে, ঢুকিলাম একা।
এখন যে ঘরামির, নাহি পাই দেখা॥
ঘরামির ঘর কোথা, জানিনেরে ভাই।
মিছামিছি এথা সেথা, খুঁজিয়া বেড়াই॥
কেহ যদি দেখা পাও, বোলো তার কাছে।
এ ঘর বজায় রাখে, সাধ্য কার আছে।
এ কারণ মাড়াবেনা, আমার এ ভূমি।
ভয় আছে বলি পাছে, কি করেছ তুমি?
এই হেতু মজুরির, কড়ি নাহি লয়।
সেরে দিতে হেরে যাবে, মনে আছে ভয়॥

ঘর গোড়ে মজুরি না, নিতে আসে আর।
মিছামিছি খেটে গেল, ভূতের বেগার॥
বল নাই বলিবার, বলি আর কারে।
যে গোড়েছে সে ভাঙ্গিলে, কে রাখিতে পারে?
যায় যাবে, যাক ঘর, না রয় না রয়।
আর যেন এই ঘরে, ঢুকিতে না হয়॥

সাধু।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোণা আর ধূলি লাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর-চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার যশ॥
সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল, শাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক, রক্তবর্ণ হয়॥

গ্রন্থ পাঠ।

পুঁতি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তায় মন।
কেমনে পাইবে সেই, জ্ঞানরূপ ধন?

প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতি যদি জ্বালো।
কোথায় প্রতিভা তার, কিসে হবে আলো?

জ্ঞানী।

আপনারে জ্ঞানী বোলে, দিতে পরিচয়।
সে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয়॥
যথা অসি মাত্রে কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ, তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

রূপ ও গুণ।

এ জগতে সুন্দর, সুরূপ যাহা হয়।
গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল।
সুদল সুবাসে করে, অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে, করে না বিহার॥

শাস্ত্র পাঠ।

লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

পাপ।

জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায়।
তবে যায় যদি পায়, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দূর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কথনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন॥
তবে হয় রোগীর, রোগের নিবারণ।
যত্ন করি যদি করে, ঔষধ সেবন।
অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত।
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত॥
জ্ঞানরূপ ঔষধ, করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবেনা আর॥

গুণী।

স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাই যার।
তার কাছে কোথা আছে, গুণের বিচার?
যে জন আপনি গুণী, গুণ সেই জানে।
দেখিয়া গুণির গুণ, গুরু বলে মানে॥

বাজারে পড়িয়ে থাকে, অমূল্য রতন।
চলে যায় চাষা তায়, করিয়া দলন ॥
রত্নব্যবসায়ী যেই, সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে ॥

গুরু।

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয় ॥
গুণে গুরু লঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু ॥
শিষ্যের সম্পদ ছলে, যে করে হরণ।
গুরু বলে কিসে তারে, করিব বরণ ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু বলে, পূজা করি তারে ॥

সৎসঙ্গ।

অসতের সহ নয়, বসতের বিধি।
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি ॥
বসত বিধান সদা, সতের সহিত।
হয় তায় সমুদয়, অহিত রহিত ॥
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন।
অসতের সঙ্গ গুণে, সাধ্য হয় হীন ॥

অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায় ॥
পীপিড়ার বাস হলে, বেলের পাতায়।
নাচিয়া বেড়ায় ঘূরে, শিবের মাথায় ॥
শারী শুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে।
রসনা পবিত্র করি, রাধাকৃষ্ণ বলে ॥

আত্মপর।

নিজ, পর, ভেদ করা, শক্ত অতিশয়।
যারে বলি সহজ, সহজ সেতো নয় ॥
মনের তনয় মিত্র, মনের ত নয়।
ব্যাধি করি দেহে বাস, দেহ করে ক্ষয় ॥
বনবাসী তরুলতা, ঔষধ হইয়া।
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাসিয়া ॥

সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব।

দেখ দেখ দেখ এই, অসার সংসার।
বিরাজিত যথা জীব, অশেষ প্রকার ॥
তুমি, আমি, তিনি, উনি, যত জন আছি।
পরস্পর দেখা শুনা, যত দিন বাঁচি।
সময়ে বিনাশ হবে, থাকিবে না দেহ।
সময়ে সবাই যাব, থাকিব না কেহ ॥

এই তুমি এই আছ, এই আমি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, তুমি আমি নেই!
আসিয়াছি একরূপে, যাব এক ঠাঁই।
একা একা এসে দেখা, পরে দেখা নাই॥
অতএব যতক্ষণ, দেখা দেখি আছে।
সকলে বাধিত হও, সকলের কাছে॥
পরস্পরে ভাই বলে, ডাক একরবে।
পরস্পর প্রেমপাশে, রক্ষা কর সবে।
পরস্পর প্রেমভাবে, থাক জীবগণ।
নদীর সহিত যথা, নৌকার মিলন॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ।

বিধবাবিবাহ।

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী, প্রতিবাদী, করে কত রব।
ছেলে বুড়া আদি করি, মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে, কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো, পাঁজি পুঁতি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি, দাপাদাপি, করিতেছে যত।
দুই দলে খাপা খাপি, ছাপা ছাপি কত॥
বচন রচন করি, কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচার পথে, কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর" প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ॥
কোথা বা করিছে লোক, শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে, লাগিয়াছে ফেউ॥

অনেকেই এই মত, লয়েছে বিধান।
“অক্ষতযোনির” বটে, বিবাহ বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক, যত রাঁড়ী আছে॥
কেহ কহে এই বিধি, ‘কেমনে হইবে?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী, সিঁদুর পরিবে!
বুকে ছেলে, কাঁকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে॥
গিলে গিলে ভাত খায়, দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি, হাত চাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাবে, চড়াইয়া খাটে।
শাড়ীপরা, চুড়ি হাতে, তারে নাকি খাটে?
শুনিয়া বিয়ের নাম, “কোনে” সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে, “খুড়ী খুড়ী খুড়ী”?
পোড়ামুখ পোড়াইয়া, কোন পোড়ামুখী।
‘দুখী’, ‘সুখী’ মেয়ে ফেলে, কেঁচে হবে খুকী?
ব্যাটা আছে যার তরে, বেল গাছ এঁচে।
তুড়ী মেরে খুড়ী বলে, সে বসিবে কেঁচে!
গমনের আয়োজন, শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি, মনে আর করে?
যেথানে সেথানে শুনি, এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে, রাজি আছে সব॥

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুল গুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে ‘সৎবাপ’, মায়ের কল্যাণে?

বিধবাবিবাহ আইন।

হিন্দু বিধবার বিয়া, আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার, নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত, না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে, নিয়ম নির্দ্দেশ॥
শত শত প্রজা তায়, ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দ্দাশ নাহি, শুনিলেন কাণে!
গ্রাণ্ট (১) করি, গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল, কাল বিল (২) করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে, বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন, আইন আদেশ॥

---

(১) ব্যবস্থাপক মেং গ্রাণ্ট সাহেব বিধবা বিবাহ বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, ব্যবস্থাপক মেং কাল্‌বিল্‌ সাহেব তাহা গ্রাণ্ট অর্থাৎ গ্রাহ্য করিয়া কাল বিল অর্থাৎ (২) কালরূপ আইন প্রকাশে মত প্রদান করেন।

যাহাদের ধর্ম্ম এই, আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে, করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা, ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই, শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম্ম, আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে, কেন দেন কর?
আগে ভাগে রাজাদেশ, করিতে প্রচার।
এত কেন মাথাব্যথা, হইল রাজার?
যদ্যপি বিধান হয়, বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক, আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে, যে হয় বিহিত।
দেশেতে চলিত করা, তাইতো উচিত॥
অনিয়মে করি একি, নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন, প্রকাশেন বল?
কোলে, কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, পোরে শাঁকা শাড়ী!
এবড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে, ব্যবহারে, বাধো বাধো করে॥
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত।
কোনমতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত॥

বিবাহ করিয়া যারা, পুনর্ভবা হবে।
সতী বোলে সম্বোধন, কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত, যে হবে সন্তান।
"বৈধ" বোলে কিসে তার, করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা, শক্ত অতিশয়॥
কলে আর ছলে বলে, যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয়, মিছে বোকে মর॥
শ্রীমান্ ধীমান্, নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হোতে চান, বিধবাতারক॥
নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে?
বিধবার বিয়ে দিতে, যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড়, লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত, পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা, বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে, পারে কি না পারে?
যদি পারে, তবে তারে, বলি বাহাদুর।
এখনি করিলে সব, দুঃখ হয় দূর॥
সহজে যদ্যপি হয়, এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবেনা তবে, আইন প্রচার॥

যদি কেহ নাহি পারে, সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে, আইন করিয়া?
পরস্পর আড়ম্বর, মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে, অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই, বদন-ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হোতে পারে, মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা, বলা নয়, কাযে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝেনাকো কেউ।
সীমাছেড়ে নাহি থ্যালে, সাগরের ঢেউ॥
সাগর (১) যদ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
বাবে যাবে, যায় শত্রু, বাক্ পরে পরে॥
তখন এরূপ কবে, হোলে ব্যতিক্রম।

(১) সাগর শব্দের টীকা গ্রাহকেরা করিবেন।

"ফাটায় পোড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম।"
রাজার কর্ত্তব্য কথা, কহিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিয়া আর, নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা, কহিব নিশ্চয়।
এ বিষয়ে বিধি দে'য়া, রাজধর্ম্ম নয়॥
মরুক্ মরুক্ বাদ, প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি, হানি আছে তায়?

কৌলীন্য।

মিছা কেন কুল নিয়া, কর আঁটা আঁটি?
এ যে কুল, কুল নয়, সার মাত্র আঁটি॥
কুলের গৌরব কর, কোন্ অভিমানে?
মূলের হইলে দোষ, কেবা তারে মানে?
ঘটকের মুখে শুধু, কুলীনের চোপা।
রস নাই যশ কিসে, কুল হলো টোপা?
আদর হইত তবে, ভাঙ্গিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁকা ভার, দেখে যায় রুচি॥
অতএব বৃথা এই, কুলের আচার।
ইথে নাহি রক্ষা পায়, কুলের আচার॥
কুলের সম্ভ্রম বল, করিব কেমনে?
শতেক বিধবা হয়, একের মরণে!
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ, শক্তিহীন যেই।

কোলের কুমারী লয়ে, বিয়া করে সেই !
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই, শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী, দারা হয় তার !
নর নারী তুল্য বিনা, কিসে মন তোষে ?
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ, এই সব দোষে ॥
কুলকল্পে নয় রূপ, সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি, শিরোধার্য্য তাহা ॥
নচেৎ যে কুল তাহা, দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন, করিছ ধারণ ?
হে বিভু করুণাময়, বিনয় আমার।
এদেশের কুলধর্ম্ম, করহ সংহার ॥

স্নানযাত্রা।

গুণে বলিহারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
ধরাবাসী যত ধূতিপরা।
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গ-রসভরা ॥
বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা,
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সব খেলা ॥

কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
আয়োজন কত দিন আগে।
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশ,
যাহার যেমন মনে লাগে ॥
বদ্ধ হোয়ে আশাফাঁদে, কত ছাঁদে কত সাধে,
গত নিশি করিয়াছে গত।
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
বিশেষত ছোটলোক যত ॥
চরণে বিলাতি জুতি, পরিলেন ধোপ্ ধূতি,
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নরহরি,
ঘস্ ঘস্ ঘসর্ ঘসর্ ॥
ঘাটে গিয়া কত চোট্, সুখেতে সাজান বোট,
বাঁধে কোট্ তাহার ভিতর।
দলে দলে গালাগলি, দলে দলে দলাদলি,
বলাবলি হয় পরস্পর ॥
ধূতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
রোঘোথেকো রোঘো সব সাজে।
চুল কোরে প্যান চিট্, হয় ফিট্ কত ঢিট্,
মাজে মাজে চিট তার মাজে ॥
একমাত্র * * , জলধর প্রেমছাত্র,
শত শত আছে তাই ঘেরে।

রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা, হেরিয়ে রূপের ছটা,
লক্ষ্মীপ্রিয় পক্ষী যায় হেরে।
চোপায় কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার,
কোপায় কথায় যেন কাট।
কত হাসে, কত ভাষে, ঘূরে ঘূরে চারি পাশে,
একা মাগী লাগায়েছে হাট॥
রঙ্গরস ঠারে ঠারে, সাজায় সাজায় তারে,
পুড়ে মরে দৃষ্টি পোড়া বিষে।
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে,
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে॥
যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে,
আবার কে ভূমে দেয় পদ।
আম্র তুলে কত গণ্ডা, কেহ আনে লুচি মণ্ডা,
ষণ্ডা সব ভাবে গদ গদ॥
"নোচন্ গিয়াছে ঘর, নক্ষ্মীর হয়েছে জ্বর,
নৈকা চড়ি আমরা সবাই।
লিতাই লারাণ্ ওই, নৈতুন্ ইয়ার কই,
লল্ লিস্ লবীন্ লবাই॥"
এ ওরে, ফর্ম্মাস্ করে, এক জন রাগ ভরে,
কহিতেছে করি খচো মচো।
বোতলের করি নাম, 'লড্ডম্ মোড্ লাম,
লল বওয়া লৈবচো লৈবচো॥'

খুলে তরি কত ধূম, ধূম কোরে উঠে ধূম,
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি।
কেহ বলে 'বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই,
লাচ তোরা লাগর লাগরী॥'
আর আর নীচ জাতি, বাবু হোয়ে রাতারাতি,
মাতামাতি করে কত রূপ।
ফুলায় বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি,
হাতি কিনে হোয়ে বসে ভূপ॥
সম্ভব যেমন যার, ব্যয় করে সে প্রকার,
কেহ কেহ শুদ্ধ হন্ ধারে।
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়,
ভাড়া দিয়া সব কর্ম্ম সারে॥
মাতুল-নন্দন যারা, ধনের কুবের তারা,
জলে জলে, জলে শোভা পায়।
জলে উপার্জ্জন কত, সাহা নয় সাহা যত,
সাহালম বাদসার প্রায়॥
হাড়ি মুচি যুগি জোলা, কত বা সেকের পোলা,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে॥
স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মদ্দ কত মেয়ে,
পথছেয়ে গান গেয়ে যায়।

আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকাআঁকি তাকাতাকি,
ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায় ॥
এসে বাড়ী যত রাঁড়ী, কাঁকে করি কেলে হাঁড়ি,
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়।
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি,
গাল বেয়ে পিক পড়ে গায় ॥
ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা,
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর,
গরবেতে গোঁপে দেন চাড়া ॥
যথা-শক্তি শক্তি সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবা,
শক্তি-ভক্তি সকলের স্যার।
ভক্তি ভাবে যত জীব, শক্তি যোগে হন শিব,
শিব শক্তি পূজে কেবা আর ?
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত,
সেইরূপ আচার ব্যাভার।
সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ,
আদ্য তায় করে সহকার ॥
* * গায়ে গাটী, তবলার মুখে চাটি,
পরিপাটী খান কোসে কোসে।
পূর্ণ হোলো ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কেটা,
স্নান পান এক ঠাঁই বোসে ॥

বখিল না হয় ব্যয়, অখিল ভরিয়া খায়,
মনে মন সাধ আছে খুব।
বিলাতির শেষ হোলে, দেন শেষ ভাবে গোলে,
ধেনো গাঙ্গে বেণো জলে ডুব ॥
প্রথমেতে চুপি চুপি, শেষ হন বহুরূপী,
আর নাহি থাকে লজ্জা ভয়।
চালে উঠে নগ্ন ছবি, হাঁসা মূর্ত্তি গান কবি,
লোকে বলে জয় বাবু জয় !
লম্পট যুবক যারা, বাচ কোরে ফেরে তারা,
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে।
যেখানে * * , সেই খানে গায় সারি,
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে ॥
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি,
কোন কালে মাহেশে না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই ॥

এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যা মাছ।

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি, তপস্বির প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥
পাখী নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনায়, যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি, ভাল লাগে তার॥
দৃশ্য মাত্র সর্ব্ব গাত্র, প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরি সয়, কাঁটা আঁষ্ বাচা।
ইচ্ছা করে একেবারে, গালে দিই কাঁচা॥
অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট্ ভরে॥
কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ খেয়ে ফেলি, ছাঁকাতেলে ভাজা॥
না করে উদরে যেই, তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন॥
নগরের লোক সব, এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে, মহাসুখে বাস॥
গুণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব।

কেন কেন, কেনা কেনা, কে না করে রব?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই॥
সব গুণে বদ্ধ তব, আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর, এই দুঃখ মনে॥
অমৃত থাকিতে কেন, রুচি হয় বিষে?
লুণ পোড়া, পোড়া জল, ভাল লাগে কিসে?
উলুবেড়ে আলো কোরে, করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে, গতি নাই আর॥
বেনোগাঙ্গে জোর ভাঁটা, তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে, বৃদ্ধি কর কোষ॥
জলধি কোরেছে তব, বহু উপকার।
লুণ খেয়ে গুণ গেয়ে, কাছে থাক্ তার॥
ক্ষীরোদ মথন কালে, অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব, সুধার কারণ॥
সাগর সলিলে হয়, বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, সুধার সুধার॥
সে সময়ে তুমি মীন, অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল, তপস্যার ফলে॥
অমৃত ভক্ষণে তাই, এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন, হয়েছে তোমার॥
এমন অমৃত ফল, ফলিয়াছে জলে।

সাহেবেরা সুখে তাই, ম্যাঙ্গোফিস বলে ॥
ব্যয় হেতু কোনমতে, না হয় কাতর।
খানায় আনায় কত, করি সমাদর ॥
ডিস ভোরে ফিস লয়, মিস বাবা যত।
পিস কোরে মুখে দিয়ে, কিস খায় কত ॥
তাদের পবিত্র পেটে, তুমি কর বাস।
এই কয় মাস আর, নাহি খায় মাস ॥
তোমায় অধরে ধরি, বাড়ে কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরির, গেলাসে দেয় মুখ ॥
বেচিলর যারা তারা, প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে, আয়োজন করে ॥
হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে গিয়া বসে।
পেটে হারামের ছুরি, মুখ ভরা রসে ॥
টেক ফিস বোলে ডিস, কাছে দেন ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গ ভোগ, এঁটো খেতে পেলে ॥
বাঙ্গালির মত তারা, রন্ধন না জানে।
আদ সিদ্ধ করি শুধু, টেবিলেতে আনে ॥
মসলার গন্ধ গায়, কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গ করে আলিঙ্গন, কমলিনী রাই ॥
হ্যাদেরে নিদয় বিধি, ধিক্ ধিক্ তোরে।
কি হেতু বেলাক হিঁদু, কোরেছিস্ মোরে?
গোরা হোলে হোরা মেরে, চোড়ে মনোরথে।

টেবিলে যেতেম খেতে, ডেবিলের সতে ॥
প্রেমানন্দে পিস করি, সুখে খায় মিস।
বলিহারি যাই তোরে, ওরে ম্যাঙ্গোফিস ॥
কিন্তু এক মম মনে, এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ, উত্তরের লোক ॥
তোমার চরণে করি, এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে, দয়া বিতরণ ॥
গোঁৎ কোরে সোঁৎ ঠেলে, ভাঁটি গাং ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি, গোঁপ নেড়ে ॥
শাঁখ ঘণ্টা বাজাইবে, যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব, মিটে জলে এলে ॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক, মনোহর মীন।
পেট ভোরে খেতে যেন, পাই এক দিন ॥
তোমার তুলনা নহে, কোটিকল্পতরু।
লঘু হোয়ে হও তুমি, সকলের গুরু ॥
সব ঠাঁই আদর অমান্য, নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ব ঠিক্ যেন, খড়দার প্রভু ॥
নিরাকার নিত্যানন্দ, মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ, লাভ হয় তার ॥
খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে, সহস্র প্রণাম ॥
কত জলে থাক তুমি, নাহি তার লেখা।

তোমায় আমায় হয়, সহজে কি দেখা ?
কতরূপ ভাবসূত্র, মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি, জেলের কল্যাণে ॥
গাভীন হইলে তুমি, রস তায় কত।
ষাঁড়া হোলে ষাড়া, সুখ নাহি হয় তত ॥
তোমার ডিমের স্বাদ, সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে, ঠাণ্ডা করি প্রাণ ॥
প্রসব করিবে যত, তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্ব্বাদে, হবেনাকো বাঁজা ॥
জন্ম এয়ো হও তুমি, রসবতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে, হও গর্ভবতী ॥
কোন মতে নাহি মেটে, বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই তত খাই, তবু বাড়ে লোভ ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই, কিম্বা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয়, দেবা মাত্র গালে ॥
আচার ছাড়িয়া যদি, আচার মিশাই।
সে আচারে কোনরূপে, অনাচার নাই ॥
কুলাচার কেবা ছাড়ে, হোলে কুলাচার।
আচারে আচারে বাড়ে, সকল আচার ॥
যাতে পাই তাতে খাই, করি বাজী ভোর।
হায় রে তপস্যা তোর, তপস্যা কি জোর !

আনারস।

বন হোতে এলো এক, টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপর শোভে, মাথার উপর ॥
এমন মোহন মূর্ত্তি, দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ, অনুরূপ নাই ॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায় ॥
সকল নয়ন মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর, চক্ষু উঠিয়াছে ॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙা নয়, নয়নের রাগ ॥
রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময় ॥
নাহি করে মুখভঙ্গি, কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয় ॥
চপলা রূপের কাছে, হয় চমকিত।
দৃষ্টি মাত্র ফুল্ল গাত্র, নেত্র পুলকিত ॥
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে ?
লোকে বলে আনারস, আনারস নয়।
আনা রস হোলে কেন, জানা রস হয় ?
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।

অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা ॥
ফেলিয়া পোনেরো আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু "আনারস" বলে লোক তাকে ॥
অরসিকে নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে ?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে ॥
বেদানা তাহার নাম, দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই, সর্ব্বমনোহরা ?
রস যত, যশ তত, বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে নয়, ধনিদের কাছে।
এক আদসের থায়, আছে যার ধন।
কুবেরের হোলে মন, নাহি পায় মণ ॥
মনে মনে কত মণে, আশার উদয়।
ফলে ফলে কোন কালে, মণ নাহি হয় ॥
প্রয়োজন নাহি তাঁর, এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন্ তিনি, মঙ্গলের দেশে ॥
আমাদের আনারসে, ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি, না হন্ বিমুখ ॥
আনা দরে আনা যায়, কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে, ত্রিভুবন বশ ॥
ক্ষীরদ নহতো তুমি, নহ সুধাকর।

তবে কিসে সুধাভরা, তব কলেবর ?
পুণ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান ?
মৃত হোয়ে লোকেরে, অমৃত কর দান ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে, নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব, তোমার মহিমা ?
সে বড় দূরের কথা, সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গফল, হাতে ফল পেলে ॥
কৃপণের কর্ম্ম নয়, তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই, নাহি পায় তার ॥
ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে, মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্ শুদ্ধ খেয়ে ফ্যালে, চোকখেকো লোকে ॥
ফলে আমি মিছা কেন, নিন্দা করি তায় ?
সাধ পূরে বাদ দিতে, বুক ফেটে যায় ॥
ছাল্ ফেলে কাটি কিন্তু, চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে, চোক্‌খেকো বলে।
লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি ॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল ॥
একবার যে জন না, পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয়, বৃথা জন্ম তার ॥
দু ভাই প্রেমের প্রেমী, ভ্রান্তিশীল যারা।

তোমার নিগূঢ় রস, নাহি পায় তারা ॥
আস্বাদন নাহি জানে, পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে থাবা মেরে, নাকে মুখে গোঁজে ॥
রসে রত যেই সেই, রস করে পান।
রসিক রসনা তার, যশ করে গান ॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ, তাহে অষ্টাদশ।
দুই হোলে এক যোগ, ধরা করে বশ ॥
তার সহ আনারস, তোর আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে, সুখে গায় যশ ॥
বুঝহ রসিক জন, রস বোধ যার।
সে রসে যে অরসিক, রস কোথা তার ?
রসে রসে রস পেয়ে, রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি, দোষ দেয় দশে ॥
চিরকাল খেয়ে শুধু, ছোলা আর আদা।
শাদাচোখো যত সব, হোয়ে যাক্ শাদা ॥
নন্দন বনেতে ছিলি, দেবরাজ-প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র, ছিল তোরে নিয়ে।
বাসবের অঙ্গে সদা, করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ, সহস্র লোচন ॥
নানারূপ নবরূপ, রসালাপ যোগে।
দেবগণে ফাকি দিয়া, ছিলে ইন্দ্রভোগে ॥
দেবতার ইচ্ছা মনে, করে সুখভোগ।

কোনমতে না হইল, সেই যোগাযোগ ॥
সুরকুল প্রতিকূল, পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধাকুল হোয়ে শেষ, দিলে অভিশাপ ॥
সেই উপসর্গে তুমি, ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মাণ, বনে কর বাস ॥
আনারস নাম তাই, এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ, বনে কর স্থিতি ॥
সাধু সাধু সাধু বটে, দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হোলো, আমাদের বর ॥
গোপন হইবে কিসে, বনে করি বাস।
লুকাবে কেমন করি, শরীরের বাস ॥
বাস পেয়ে পূর্ব্বকার, বাস গেল জানা।
রস পেয়ে জানা গেল, স্বর্গ থেকে আনা ॥
নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি, তোমায় প্রণাম।
জানা রস হোয়ে পেলে, আনারস নাম ॥
শচীর সপত্নী হোয়ে, সদা থাক শুচি।
চোখে দেখা দূরে থাক্, গন্ধে হয় রুচি ॥
অরুচির রুচি হয়, মুখে দিলে পর।
সাধ করে নিত্য খায়, বেচে বাড়ী ঘর ॥
তিনলোক জয় করে, তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি, জননীর স্তন ॥
তোমার সমান কোথা, আর নাহি আছে।

যুবতী-অধরামৃত, যুবকের কাছে ॥
হরিনাম সুধা তুমি, বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট বদনে হাসি, দেখিতে খিকট ॥
ত্রিজগতে তব গুণে, বাধ্য আছে সব।
বিন্দুরস পান করি, প্রাণ পায় শব ॥
অন্তে যেন এই হয়, আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো, মরণের কালে ॥

হেমন্তে বিবিধ খাদ্য।

শরদের রাজ্য লয়ে, হিম মহাশয়।
কুআশার ধ্বজা তুলে, করিলেন জয় ॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে, করি আরোহণ।
অধিকার করিল, গগন-সিংহাসন ॥
রজনীর পরিমাণ, বৃদ্ধি করে অতি।
দিন দিন দীন দিন, দীন দিনপতি ॥
বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে, হোয়ে জর জর।
শীতভয়ে অগ্নিকোণে, গেল দিবাকর ॥
হিমের প্রভায় হেরি, ভাস্করের দুঃখ।
নলিনী মলিনী হোয়ে, লুকাইল মুখ ॥
তুষারে তুষারকর, কর গুপ্ত করে।
কুমুদিনী সরোবরে, অভিমানে মরে ॥
স্বজাতীয় বিজাতীয়, শব্দ করি কাক।

শিশিরের শুভ হেতু, বাজাতেছে ঢাক ॥
কিছু মাত্র দুঃখ নাই, মগ্ন সদা সুখে।
খাদ্য সুখে সুখী হোয়ে, বাদ্য করে মুখে ॥

দ্বিজদল নিজদলে, পক্ষ পক্ষ ধরি।
লক্ষ্য করি বসে এসে, বৃক্ষ পরিহরি ॥
শূন্যচর, সহচর, সহ চরে চরে।
নানা সুরে গান গায়, স্বভাবের স্বরে ॥
রাজদণ্ডে ভয় নাই, লয়ে সহচরী।
চঞ্চুপূরে শস্য খায়, দস্যুবৃত্তি করি ॥
কিছু মাত্র চিন্তা নাই, আশাপূরে খায়।
ভালবাসা ভালু বাসা, আশামাত্র তায় ॥
স্বভাবে অভাব নাই, পূর্ণ ফুলে ফলে।
পুলকে পূরিত সব, নিজ নিজ দলে ॥
পেয়ে শীত বিকশিত, বাকসের ফুল।
মধুপানে হরষিত, বিহঙ্গের কুল ॥
পরস্পর লাগে যদি, বিবাদের চোট।
শালিক মধ্যস্থ হোয়ে, ভেঙ্গে দেয় ঘোঁট ॥
দেখ দেখ বিহঙ্গম, কিরূপ প্রকার।
শিশিরে কি সুখে করে, আহার বিহার ॥
ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায়, কত তায় সুখ।
সদাই স্বাধীন হোয়ে, করে দূর দুঃখ ॥

অভিমানে অহঙ্কারে, না হয় পতন।
প্রকৃতির গুণে করে, সুকৃর্ত্তি সাধন॥
পাখী, পশু, কীট আদি, যত যত প্রাণী।
মানুষের চেয়ে সবে, ভাল বোলে জানি॥
বড় বোলে অভিমান, কিসে করে নর।
নানা রূপ দুঃখ যার, মনের ভিতর॥
একেতো অভাব তায়, রিপু বলবান।
কেমনে হইবে তারা, প্রাণির প্রধান?

স্বভাবে শোভিত সব, অনুকূল ধাতা।
নানা শস্যপরিপূর্ণ, বসুমতী মাতা॥
ব্রীহিব্যুহ পরিপক্ক, হরিৎ আকার।
হেঁটমুখে অবনীরে, করে নমস্কার॥
সকল শরীরে শোভে, নিশির শিশির।
ঋষির জটায় যেন, মন্দাকিনী-নীর॥
প্রভাতে পবন চারু, চামর ঢুলায়।
প্রকৃতির ভাবভরে, মস্তক দুলায়॥
ফুর ফুর বাজে বাদ্য, বুঝি অনুভবে।
ঈশ্বরের গুণ গায়, ঝুর ঝুর রবে॥
কৃষকের মহানন্দ, আশার সুসার।
শস্য-শিরে দৃশ্য ভাল, উষার তুষার॥
বর্ষ যায় হর্ষ তায়, পরিপূর্ণ আশা।

ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত, সুখে করে চাষা॥
জীবের জীবিকা দিয়া, রক্ষা করে অসু।
রত্নগর্ভা বসুমতী, শস্য তায় বসু॥
যে করিল ধরণীরে, ধনের ভাণ্ডার।
ফল, মূল, শাক আদি, শস্যের আধার॥
ধরার ধারণা গুণ, কত ভাব তায়।
ধরাধরে ধরা ধরে, যাহার কৃপায়॥
হায় এই ধরাধামে, যে দিয়েছে ধান।
তার পদে নত হোয়ে, কর গুণ গান॥
অন্ন (১) যদি না করিত, অন্নের সৃজন।
কিরূপে বাঁচিত তবে, জীবের জীবন?
অন্নেতে হয়েছে এই, শরীর ধারণ।
যত কিছু করিতেছি, অন্নের কারণ॥
জগতে অন্নের দাস, হয়েছে সকল।
ছেড়ে বুড়া আদি সবে, অন্নের পাগল॥
ওরে ভাই অন্ন বিনা, বল এ সংসারে।
কঠোর জঠর জ্বালা, কে জুড়াতে পারে?
অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন ব্রহ্ম, এই জেনো সার।
স্বভাবে করেন বিভু, অন্নেতে বিহার॥
অন্নের যে কত গুণ, নাহি তার সীমা।
একমুখে কত কব, অন্নের মহিমা?

(১) অন্ন—সূর্য্য।

আমি নাই, তুমি নাই, উনি আর ইনি।
তারে তুমি ব্রহ্ম বল, অন্নদাতা যিনি ॥
অন্নের দায়েতে দেখ, হইয়া কাতর।
অগাধ জলধিজলে, ডুবিতেছে নর ॥
বাঘের মুখেতে যায়, ভয় নাই মনে।
অনায়াসে হাত দেয়, সাপের বদনে ॥
সকল ধনের সার, অন্ন মহামণি।
ভূমির ভিতরে ঢুকে, প্রকাশিছে খনি ॥
অন্নের যে অনুরাগ, মনে মনে রাখো।
ভাল চেলে ভোগ পেয়ে, ভাল চেলে থাকো ॥

গোধূম পেকেছে মাঠে, নাম যার গম।
তুলনায় তণ্ডুলের, কাছে নন কম ॥
অতিশয় গুণময়, শস্যের প্রধান।
"বহুদুগ্ধ রসাল" হয়েছে অভিধান ॥
হিন্দু, ম্লেচ্ছ, যবনাদি, যত জাতি আছে।
এ যবন (১) প্রিয়তম, সকলের কাছে ॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য, সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর, কিছুই না লাগে ॥
দুধে গমে, ঘিয়ে ভাজা, নাম যার লুচি।
ছেলে, বুড়া, সকলেরি, ভোজনেতে রুচি ॥

(১) যবন—গম।

মনোহর, রুচিকর, দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই, মুচি নাই, লুচির নিকটে ॥
যত খায় তত মন, থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে ওঠে, অন্ধ হয় লোভে ॥
পেটুক যদ্যপি শুনে, লুচির ফলার।
দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায়, রাখে সাধ্য কার?
এই লুচি ব্রাহ্মণের, পেটের সম্বল।
বিশেষত রাজপুরে, বৈদিকের দল ॥
যত পারে তত খায়, তত লয় তুলে।
কর্ম্মির কুলান্ কিসে, ভাবেনাকো ভুলে ॥
আচার বিচার আর, কিছুই না করে।
দই মাথা লুচিগুলা, নিয়া যায় ঘরে ॥
দেও দেও, গোল করি, ওঠে পাত ছেড়ে।
কোঁচড় পূরণ করে, হাঁড়ি থেকে কেড়ে ॥
রবাহূত রেও ভাট, শত শত জন।
লুচির কৃপায় করে, উদর পালন ॥
গালি, মেরে, নাহি হয়, মানের লাঘব।
কে দিলে 'রাঘব' নাম, রাঘব, রাঘব ॥
খাজা, গজা, আদি করি, সুখের মেঠাই।
এই গমে জন্ম লাভ, করেছে সবাই ॥
সুমধুর মিষ্ট অন্ন, ভোজনের সার।
যে না পায় তার তার, বৃথা জন্ম তার ॥

ময়দার মহিমা, কেমনে দিব গেয়ে ।
খোট্টারা কেবল বাঁচে, পূরি রুটী খেয়ে ॥
সেট আর বসাক, তাঁতির শ্রেষ্ঠ যাঁরা ।
রুটি ঘণ্টে কৃত সুখ, জেনেছেন তাঁরা ॥
রুটি আর বিস্কুট, সাহেবের খানা ।
কেক নামে সুজিতে, মেঠাই করে নানা ॥
ভূমিতলে না হইলে, যবনের চারা ।
যবনের দেশে সবে, প্রাণে যেতো মারা ॥
একবার দেখে এসো, পৃথিবী ঘূরিয়া ।
কতলোক বেঁচে আছে, গোধূম খাইয়া ॥
শস্যরূপে যে বাঁচায়, জীবের জীবন ।
'ব্রহ্ম' বোলে সম্বোধন, কর তাঁরে মন ॥
হিমকরে, প্রভাকরে, প্রেমভাব ধর ।
অবনীরে একবার, প্রণিপাত কর ॥
গুণ দেখে, বুঝে লও, গোধূমের গোড়া ।
নিদানে লিখেছে, দেয়, ভাঙ্গা হাড় যোড়া ॥
বল, বীর্য্য, রুচিকর, দেহ-হিতকর ।
স্বভাবে সারক, বাত, পিত্ত, দাহহর ॥
শীতল অথচ স্বাদু, মন স্থির করে ।
গুরু হোয়ে পাকভেদে, লঘু গুণ ধরে ॥
ভোগির ভোগের ধন, সুখের আহার ।
রোগির সুপথ্য হোয়ে, করে উপকার ॥

শিশিরে যবের শীষ, কিবা মনোহর ।
ধান্যরাজ নাম তার, দেখিতে সুন্দর ॥
বাতাসে দুলিছে ডগা, করি ঝর ঝর ।
মরি কত অপরূপ, শোভা মনোহর ॥
চুমকিজড়িত চারু, পীতাম্বর চেলি ।
কেলি (১) যেন তাই পোরে, করিতেছে কেলি ॥
এ যব দোষের নয়, গুণের কেবল ।
মেহ, পিত্ত, কফ হরে, মধুর, শীতল ॥
নানা কর্ম্মে হিতকর, নানা গুণনিধি ।
নানারূপ রোগে হয়, যুবমণ্ড বিধি ॥
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে, পশ্চিমের দীনে ।
বঙ্গদেশে বাড়ে মান, চড়কের দিনে ॥
দেখহ যবের গুণ, কেমন প্রধান ।
যে তারে পেষণ করে, রাখে তার প্রাণ ॥
এখন তখন নাই, বুঝে যদি খায় ।
যবে বল, যবে বল, চিরকাল পায় ॥

সুখের শিশির কালে, কৃষির কৃপায় ।
অড়কির তরু চারু, কিবা শোভা পায় ॥
শাখা নেড়ে দুলিতেছে, বায়ুর বিক্রমে ।
জটাধারী যোগী যেন, চলেছে আশ্রমে ॥

(১) কেলি—পৃথিবী ।

আহারেতে পূর্ণ হয়, প্রাণির উদর ।
কতরূপ ঘোর ঘটা, জঠার ভিতর ॥
মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম ।
সবলের বলদাতা, অবলের যম ॥
কাছে যেন নাহি আনে, পেটরোগাদলে ।
খেতে সুখ, কিন্তু দুঃখ, বুক বড় জ্বলে ॥
এপ্রকার মুখপ্রিয়, ডাল নাই আর ।
নিত্য যেন খায় সেই, অগ্নি আছে যার ॥
পশ্চিমের পালোয়ান, লোক সমুদায় ।
অড়হর বিনা তারা, কিছুই না খায় ॥
ভীমের সমান তারা, বলে ও আহারে ।
ডাল, রুটি যত পারে, কোসে কোসে মারে ॥
কফ, পিত্ত, বাত, শ্লেষ্মা, যে করে সংহার ।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই, এই দোষ তার ॥
এ দোষ দোষের মাঝে, করিনে গ্রহণ ।
আপনার দেহ বুঝে, করিব ভোজন ॥
যার স্বাদে শত শত, মানব মোহিত ।
অবশ্যই তাতে আছে, নানা রূপ হিত ॥

ক্ষেৎ ভরা খেঁসারী, পেকেছে এই শীতে ।
কাটিছে ছাঁটিছে সব, হাসিতে হাসিতে ॥
মাড়িছে ঝাড়িছে ধূলা, কাড়িছে গোলায় ।

কতবা ছাড়িছে কর্ত্ত, নাড়িছে তলায় ॥
গরিবের গুণনিধি, অশেষ বিশেষে ।
অতিশয় সমাদর, বাঙ্গালের দেশে ॥
পূর্ব্বদেশী বড় বড়, যত জমীদার ।
কেবল খেঁসার ডাল, করেন আহার ॥
ইহাতে বিশেষ গুণ, যদি নাহি রবে ।
সে দেশেতে এত প্রিয়, কেন হবে তবে ?
আস্বাদ উত্তম বটে, দেখিয়াছি খেয়ে ।
এই হেতু মোটামুটি, গুণ যাই গেয়ে ॥

মাঠে এসে শোভায়, সকল যাই ভুলে ।
কনকের নিভা হরে, চণকের ফুলে ॥
ফুলেতে ধরেছে ফল, গুটি গুটি সুঁটি ।
ইচ্ছা করে দিবানিশি, নখ দিয়া খুঁটি ॥
ছাল খুলে মুখে তুলে, কচি কচি খাই ।
এমন সুখের স্বাদ, আর নাহি পাই ॥
কাঁচার খিচুড়ি তার, সুধার অধিক ।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয়, রসনা রসিক ॥
পাকোছোলা গুণ ধরে, অশেষ প্রকার ।
বিশেষ করিয়া সব, লিখে উঠা ভার ॥
অগ্নির দীপন করে, ভিজে হোলে পর ।
বল, বর্ণ রুচিকর, বাতপিত্তহর ॥

সে ছোলার জল হয়, অতি উপকারী।
চন্দ্রকরবৎ শীত, পিত্তরোগহারী॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে, কত উপকার।
পিত্ত কফ হরে, করে বলের সঞ্চার॥
শুষ্ক ছোলা ভাজা অতি, সুখের আহার।
সেই জানে তার মজা, দাঁত আছে যার॥
খোট্টারা এ ছোলা লয়, পরম আদরে।
ভাজা খেয়ে, ছাতু খেয়ে, দিনপাত করে॥
স্বভাবে গরম বীর্য্য, বহুগুণ ধরে।
অগ্নিজোর না থাকিলে, বিপরীত করে॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া, যে করে আহার।
সে ছোলা, আছোলা হয়, পেটে ঢুকে তার॥
বিধবার পক্ষে ইনি, অতি গুণময়।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে, করেন প্রণয়॥
ছোলার ডেলের রস, অতি গুণকর।
পাকে মধু, বাত, কফ, শ্বাস, কাশহর॥
বল বৃদ্ধি করে, করি উদরে প্রবেশ।
মহারোগে পথ্য বিধি, পীনসে বিশেষ॥
শাক অতি মুখপ্রিয়, দন্তশোথ হরে।
ফলের আদর ভারি, ঠাকুরের ঘরে॥
চণকের খোসা খুলে, দেখ দেখ নর।
কিরূপ পদার্থ আছে, তাহার ভিতর॥

আত্মা আর জ্যোতি দেহে, চণকের প্রায়।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা, মায়ার খোসায়॥
আর কেন? সার লও, ছাড় নিদ্রাযোগ।
খোসা খুলে কর কর, বস্তু কর ভোগ॥

'রাজমাষ' নাম তাঁর, বরবটি যিনি।
ছোলা আর মটরের, গোষ্ঠীপতি তিনি॥
সারক সে রুচিকর, অতি মনোহর।
কফ, শুক্র, আম, পিত্ত, চেরের আকর॥
পূজার নৈবিদ্যে তাঁর, আগে আগমন।
কাঁচা পাকা দুই চলে, সুখের ভোজন॥
ইথে যদি না হইত, কুশল সাধন।
কখনই হইত না, বীজের সৃজন॥

মাঠে গিয়া দেখ সব, মুগের আকার।
শরীর হয়েছে কিবা, শোভার ভাণ্ডার॥
জটিল সে তরু বটে, কুটিলতো নয়।
এমন্ সরল বীজ, আর নাকি হয়॥
সূপশ্রেষ্ঠ, ভক্তিপ্রদ, রসোত্তম আর।
সুফল বলিয়া নাম, হয়েছে প্রচার॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য, মুগের অঙ্কুর।
জলপানে প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠা প্রচুর॥

ঔষধ পথ্যের স্থলে, সবার প্রধান ।
জ্বরহর, শুভকর, বল করে দান ॥
সকলেরি শোনা আছে, স্বোণামুগ ভাই ।
এ স্বোণার নিকটেতে, স্বোণা হয় ছাই ॥
মুগের ডেলের গুণ, কি লিখিব আর ?
সর্ব্বরোগ হরে করে, রক্ত পরিষ্কার ॥
স্বভাবে সারক মুগ, পিত্ত করে ক্ষয় ।
সদাকাল, সমভাবে, রুচিকর হয় ॥
লাউ দেও, মূলা দেও, থোড় দেও ফেলে ।
সকলি অমৃত হয়, মিশে এই ডেলে ।
এই শীতে মুগের, খিচুড়ি যেই খায় ।
সেজন ভোজনে আর, কিছুই না চায় ॥
মুগের মগধ লাড়ু, মেঠায়ের রাজা ।
সেই জানে তার তার, যে খেয়েছে তাজা ॥
এ মুগের ভাজাপুলি, মুগ্ধ করে মুখ ।
বাসি খাও, তাজা খাও, কত তায় সুখ ॥
ইহার কনিষ্ঠ যিনি, কৃষ্ণমুগ নাম ।
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি, বহুগুণধাম ॥
যুগে যুগে আছে এই, মুগের গৌরব ।
মনে জ্ঞান যোগ কর, ভোগ কর সব ॥

কড়াই বড়াই করে, নিজ অনুরাগে ।
তার কাছে কেবা আছে, কেবা কোথা লাগে ?
চাসার আশার ধন, তেমন্ কি আছে ?
অপরূপ কিবা ফল, ফলিয়াছে গাছে ॥
সুচারু শ্যামল রূপ, ধরিয়া কলাই ।
দূর করে উদরের, সকল বালাই ॥
আদা দিয়া হিঙ দিয়া, রঁাধো যদি ঝোল ।
থাবা থাবা মেরে দেও, কিছু নাই গোল ॥
গরিবের গুণনিধি, মধুর ভোজন ।
মুখে দিতে উলে যায়, খুলে যায় মন ॥
দীন লোক যারা তারা, এই ভাবে সার ।
কলাই থাকিলে ঘরে, বালাই কি আর ?
কাঁচা খায়, ভাজা খায়, রুচি যার যাতে ।
কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত, যত দেও পাতে ॥
গঙ্গার পশ্চিম পারে, যত সব রেড়ো ।
সমভাবে সকলেই, কলায়ের ভেড়ো ॥
অতিশয় দুঃখ সয়, বায়ু বাড়ে টানে ।
কলাই না খেলে তারা, মারা যায় প্রাণে ॥
কলাই মালায়ে কত, কচুরি মেঠাই ।
পাকে লঘু সমুদয়, পেটভোরে খাই ॥
সকলের মুখপ্রিয়, কলায়ের বড়ি ।
কুমড়া যাহার পায়, যায় গড়াগড়ি ॥

সহজে ধরেছে গুণ, কিঞ্চিৎ শীতল।
বায়ু হরে, মেহ হরে, বৃদ্ধি করে বল॥
কলায়ের দেহ দেখে, নাহি যায় জানা।
বাহিরেতে খোসাভরা, ভিতরেতে দানা॥
সেইরূপ ভাব ধর, সমুদয় নরে।
ভিতরে সুন্দর হও, বাহিরে কি করে?

মসুর অশূরভোগী, সুর-প্রিয়তম।
রূপে গুণে দুই দিকে, নাহি তায় সম॥
গুড়বীজ নাম ধরে, গেলে পরে ভাঙ্গা।
তরুণ অরুণ তনু, টুক্ টুক্ রাঙ্গা॥
ভাতে দেও, ডাল রাঁধো, ব্যয়ের সুসার।
খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে, ভুলিবনা আর॥
যূষের গুণেতে হয়, মেহের সংহার।
কফ, পিত্ত, জ্বর নাশে, নাশে অতিসার॥
কর ভাই মসুরির, গুণের বিচার।
অসারের মাঝে দেখ, কত আছে সার॥

সরু সরু তরু সব, চারুকলেবর।
নবঘন শ্যামরূপ, দৃশ্য মনোহর॥
জটিল রামের ন্যায়, শিরে শোভে জটা।
মোক্ষপদ দেয় তারা, পেটে যায় যটা॥

নিজে বটে ছোট, কিন্তু দানাদার ছেলে।
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম, ঘণ্ট কোরে খেলে॥
আনাজেতে তুল্য আর, জুটি নাই দুটি।
বলিহারী যাই তোরে, মটরের সুঁটি॥
সুঁটির খিচুড়ি করি, খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর, তার আস্বাদন॥
কাঁচার নিকটে নয়, পাকার আদর।
বৈদ্যকে 'হরেণু' নাম, পেয়েছে মটর॥
ভাজা যেন খাজা খায়, তাজা বীর যারা।
পেটরোগা যারা তারা, প্রাণে যায় মারা॥
মেটো গাঁয়ে চলে যারা, কাঙালের ছেলে।
অনেকেই পেট পালে, মটরের ডেলে॥
কষা আর রুক্ষ বটে, ফলত মধুর।
পাকে গুরু বটে করে, পিত্ত কফ দূর॥
পীড়িতের পক্ষে যদি, শুভকর নয়।
তথাপিও অনেকের, উপকারী হয়॥

শিশির সময়ে দেখ, কৃষির কুশল।
তিশির তরুতে কিবা, ফলেছে ফসল॥
অতসীর ফুল শোভা, যাই বলিহারি।
হেরিলে নয়ন আর, ফিরুতে না পারি॥
ফুলের ভিতরে বীজ, সমুদয় সার।

হেরে হয় সুখোদয়, আলোর আধার ॥
বীজের নিজের গুণ, উষ্ণভাব ধরে।
কফ, পিত্তকারী বটে, বায়ু নাশ করে ॥
মদগন্ধী, মধু. স্বাদু, পাকে কটু খেলে।
বায়ু, কফ, কাশ দোষ, নাশে এর তেলে ॥
কত মতে বিলাতে, হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি, তিসির ওজন ॥
আগুণ হয়েছে দর, বিলাতের খাঁই।
দিশি হোয়ে তিসি আর, আমরা না পাই ॥
মসিনার ক্ষুদ্রবীজে, যে দিয়েছে রস।
একবার মুক্তমুখে, গাও তার যশ ॥
যে বীজের তরু এই, অখিল সংসার।
মনে কর সেই বীজ, কিরূপ প্রকার ॥
বসুমতী রসবতী, যাঁহার কৃপায়।
হায় হায়, কি কহিব, কত রস তায় ?
সে বীজের তেল গুণ, কহে সাধ্য কার ?
রবি, শশী, তারা আদি, আলো হয় যার ॥

নয়ন প্রফুল্ল হয়, গেলে পরে মাঠে।
পরিপূর্ণ নানা শোভা, স্বভাবের হাটে ॥
শরদ পড়িল সরি, সারফুল ছেড়ে।
সরিষার ফুল তার, শোভা নিল কেড়ে ॥

মনোলোভা কিবা শোভা, ছটা তার জ্বলে।
দামিনীর হার যেন, জলদের গলে ॥
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র, তার মধ্যে রস।
আলোকে পুলক দিয়া, রাখিয়াছে যশ ॥
সরিষার সার অংশে, ব্যঞ্জনের তার।
অসারে গাভীর স্তনে, দুগ্ধের সঞ্চার ॥
যার গুণে রজনীর, অন্ধকার যায়।
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা, শীতের কৃপায় ॥
শাদা, কালো আদি করি, নানা রঙ ধরে।
কতরূপে মানবের, উপকার করে ॥
বীজের অশেষ গুণ, নিদানে প্রকাশ।
কফ, বাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ করে নাশ ॥
গুল্ম আর কণ্ডূরোগ, দুই করে শেষ।
বচনেতে গুণ সব, কি কব বিশেষ ?
বিচির ভিতরে রস, আলোর আধার।
'তেল' নামে নাম যার, হয়েছে প্রচার ॥
শরীর হতেছে রক্ষা, খেয়ে আর মেখে।
অন্ধকারে আলো দেয়, প্রদীপেতে থেকে ॥
অবিকল গুণ ধরে, ঘৃতের সমান।
সমভাবে বাঁচাতেছে, সকলের প্রাণ ॥
যোগী, ভোগী, রোগী, রাজা, দীন হীন জন।
সকলেরি করিতেছে, মঙ্গল সাধন ॥

বীজের ভিতরে রস, নাম যার স্নেহ।
এ স্নেহের গূঢ় ভাব, নাহি বুঝে কেহ॥
ওরে নর! পাইয়াছ, মনোহর দেহ।
মনেরে পেষণ করি, বার কর স্নেহ॥
সরিষার স্নেহ দেখে, দ্রব হও সবে।
স্নেহ যদি না থাকিল, মিছে দেহ তবে॥
কর কর প্রণিধান, মানব সকল।
দেখ কিবা ঈশ্বরের, স্নেহের কৌশল॥
পরস্পর স্নেহ-রসে, সবে রবে বশ।
সর্ষপে দিলেন তাই, স্নেহরূপ রস॥

ফুলে ফলে, সুশোভিত, হইয়াছে তিল।
হেরে আঁখি ফিরাতে, না পারি এক তিল॥
অতি ছোটো বীজ গুলি, রসের সদন।
বাত, অর্শ হরে, করে, বল বিতরণ॥
সৌরভের হুলোল, ফুলোল নাম যার।
তিলের তেলেতে হয়, জনম তাহার॥
বায়ুহর হিতকর, ত্বকে আর চুলে।
ফুলে যে ফুলোল মাখে, মরে সেই ফুলে॥
তিল ফুল রূপের, আভাস দেহে ধরি।
তিলোত্তমা নাম পেলে, স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
এ ফুলের শোভা যে, দেখেছে একবার।
রূপের গরব যেন, সে করেনা আর॥

হায়রে শিশির তোর, কি লিখিব যশ?
কালগুণে অপরূপ, কাটে হয় রস!
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু, খেজুরের কাটে।
কাট ফেটে উঠে রস, যত কাট কাটে॥
দেবের দুর্লভ ধন, জীরণের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি, বেঁচে উঠে মড়া॥
না থাকে বিরস ভাব, রস পেটে পড়ে।
বিন্দু পান, যদি পান, প্রাণ পান ধড়ে॥
সে জলের ভাল ধর্ম্ম, মর্ম্ম তায় গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়া জালে, জ্বালে হয় গুড়॥
আমাদের ভাগ্য দোষে, মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হোয়ে, নষ্ট করে দেশ॥
লোভ ভারি আবকারি, যুক্ত করি কর।
এমন খেজুর রসে, বসাইল কর!
মাশুল উশুল করে, রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে, কর দেবে যুড়ে॥
মূল্য দিয়া তবু খাই, কর পরিমাণে।
একচেটে না করিলে, তবে বাঁচি প্রাণে॥
মাদকতা শক্তি নাই, পেটভরে খেলে।
বিবাদী হইল তায়, ফলনার ছেলে॥
গুণ দেখে, অভিধানকর্ত্তা, গুণধাম।
খেজুর গাছের দিলে, 'হরিপ্রিয়া' নাম॥

রসের যশের কথা, না হয় প্রকাশ।
দেহ করে বলবান, মেহ করে নাশ॥
বায়ু হরে, মল মুত্র, করে পরিষ্কার।
রসনা পবিত্র করে; সুধার সুতার॥
গুড়ের নিগূঢ় গুণ, কি কহিব আর?
সুবাসে আমোদ করে, মধুর আগার॥
নূতন খেজুরে গুড়ে, দেবতার সক্।
নাম শুনে জল সরে, নোলা লক্ লকু॥
এ প্রকার সুখসেব্য, আর নাকি আছে।
নলিনীর মধু কোথা, নলেনের কাছে?
মাতে মন সুখদ 'পয়ড়া' গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয়, লুচি দিয়ে খেলে॥
'ভোজালের পাটালি', যে খায় একবার।
কখনো সে ভুলিতে, পারে না তার তার॥
নূতন নলেন গুড়ে, মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষ সম, অতি প্রেমকর॥
এ গুড়ে পিষ্টক হয়, বিবিধ প্রকার।
কাঁচা পাকা দুই চলে, সুখের আহার॥
বায়ু পিত্ত হরে করে, মূত্রের শোধন।
চিনি আর মিছারির, করিছে সৃজন॥
মিছারি চিনির গুণ, সবাই বিদিত।
বিশেষেতে লেখা তাই, না হয় উচিত॥

দেখহ খেজুর গাছ, কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া, উপকার করে॥
যে তাহার মাথা কাটে, তারে দেয় প্রাণ।
খেজুরের মাথি নানা, গুণের নিধান॥
কাটের ভিতরে রেখে, সুমধুর জল।
মানবে শিখান প্রভু, করুণা-কৌশল॥

শিবা সহ সদাশিব, ছাড়িয়া-কৈলাস।
অবনীতে অধিষ্ঠিত, এই কয় মাস॥
ফল মূল রস খান, সাধ যত আছে।
নিশাযোগে নিদ্রা যান, শ্রীফলের গাছে॥
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি, তাহে স্নান করি।
উলঙ্গ হইল ইক্ষু, বস্ত্র পরিহরি॥
স্বভাবে হইল তায়, মধুর সঞ্চার।
পাপে পাপে রস ভরা, মিষ্ট তার তার॥
খণ্ডে পাপ খায় যেই, খণ্ড এক পাপ।
বাহুতুলে স্বর্গপুরে, নাচে তার বাপ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর, মনে ভালবাসি।
আকেরে দিলেন স্থান, পুণ্যধাম কাশী॥
কি বুঝিবে মর্ম্ম গূঢ়, যত সব মূঢ়?
বানে ঢুকে বৃষারূঢ়, জ্বাল দেন গুড়॥
শিব-অঙ্গ-আভা পেয়ে, শোভা বাড়ে তার।

কাশী নামে নাম খ্যাত; ধবল আকার ॥
শিবের সৃজিত বস্তু, নাম হলো চিনি।
সাহেবেরা শিরে ধরে, ভাল রূপে চিনি ॥
মহৎ কে আছে আর, আকের মতন ?
তাহারে অমৃত দেয়, যে করে পীড়ন ॥
যত পার তত খাও, দেও দেও পেটে।
সুখেতে ভোজন কর, পাপ কেটে কেটে ॥
গেঁটে গেঁটে রস ভরা, রসের আধার।
'মধুতৃণ' 'মহারস', নাম হোলো তার ॥
গোড়া আর মাজখানে, সুধা আস্বাদন।
গেঁটেতে লবণ রস, মাথায় লবণ ॥
ত্রিদোষ বিনাশে এই, মধুময় ঘাসে।
বপুবাসে বল দেয়, লাবণ্য প্রকাশে ॥
গুড়ের বিশেষ লোয়ে, গুণের সন্ধান।
'শিশুপ্রিয়' অভিধান, দিলে অভিধান ॥
কি, চিনি ? কি, চিনি আমি, কি কব বিশেষ ?
সবাই মোহিত খেয়ে, মেঠাই সন্দেশ ॥
ভাতে খাও, যাতে খাও, দুধে আর জলে।
চিনি বিনা মানুষের, আহার না চলে ॥
সব দেশে প্রিয় ইনি, সকল সময়।
ছেলে, বুড়া, সকলের, সমান প্রণয় ॥
আহার ঔষধ চিনি, অতি হিতকর।

চিনিতে শোধিত হয়, দ্রব্য বহুতর ॥
রোগী, ভোগী, উভয়ের সম উপকার।
সুখের সামগ্রী হেন, কোথা পাব আর ?
আকের মিছারি হয়, অমৃতের কোষ।
সকল গুণের নিধি, কিছু নাই দোষ ॥
আখে রস, রসে গুড়, গুড়ে চিনি হয়।
চিনির শরীর পায়, মিছারিতে লয় ॥
সকল অসার গিয়ে, সার থাকে শেষ।
অতএব লহ জীব, সার উপদেশ ॥
কর্ম্ম হোতে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হোতে জ্ঞান।
নিত্যধাম-প্রবেশের, সে জ্ঞান সোপান ॥
কামনার রস গুড়, দিওনাকো মুখে।
পরম পীযূষ রস, পান কর সুখে ॥

চারু তরু ক্ষুদ্রাকার, ফল তার বুকে।
বেগুণের গুণ নাহি, ব্যাখ্যা হয় মুখে ॥
শাদা কালো নানা রূপ, ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন, কৃষ্ণ বলরাম ॥
বোঁটা রূপ চারু চূড়া, কাঁটা পুচ্ছ তাতে।
রাত্রিদিন আলাপন, রাখালের সাতে ॥
পতিতপাবন নাম, মহিমার গুণে।
সমভাবে যুক্ত হন, সকল ব্যঞ্জনে ॥

চড়্ চড়ি সড়্ সড়ি, পোড়া আর ভাজা।
আদরে উদরে দেন, কৃত কীর্ত্ত রাজা॥
অল্প দরে বহু মিলে, গোষ্ঠি শুদ্ধ বাঁচে।
গরিব নেওয়াজ নাম, গরিবের কাছে॥
তাহার অরুচি যায়, আহার যে করে।
রোচক, পাচক হোয়ে, বাত, কফ হরে॥
বেগুণ স্বগুণ ইথে, অগুণতো নাই।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে, পেট ভোরে খাই॥
যে করেছে বেগুণে, এ গুণের নিধান।
নিতে নিতে তার, তার, গুণকর গান॥

গোড়া সরু আগা গুরু, শিরে শোভে টোপ।
শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার, ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ॥
মূলে তার মূল নাই, নাম ধরে মূলো।
রোগাপেটে খেতে হোলে, যেতে হয় চুলো॥
এক দিন বাবাজীরে, করিলে আহার।
ছমাস নির্গত হয়, সমান উদ্গার॥
খোট্টাদের কাছে তাঁর, সমাদর বাড়ে।
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয়, কিছু নাহি ছাড়ে॥
দুইমাস সাহেবেরা, সুখে পেট পালে।
নিয়ত হাজির করে, হাজিরের কালে॥
জলপানে সমাদর, সকলের স্থানে।

কচুরির সহ প্রেম, খোট্টার দোকানে॥
গোষ্ঠীপোসা ব্যঞ্জনেতে, বড় মান বাড়ে।
বাবাজীরে বেগুণের, সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে॥
কচি মূলা রুচিকর, ত্রিদোষ-নাশক।
পাকিলে বিনাশে বায়ু, পিত্তের জনক॥
শোথ, বাত, শ্লেষ্মা নাশে, শুখাইলে পরে।
অথচ শীতল গুণ, আপনি সে ধরে॥
মূলাতে হিঙের গুণ, আছে অবিকল।
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে, সবল সকল॥
মূলক মূলক বটে, অমূলক নয়।
ব্যাভারে পেয়েছি তার, মূল পরিচয়॥
মূলে কোন দোষ নাই, ভাল বটে মূল।
মূলে যে নিপাত করে, তারে দেয় মূল॥
মূলকের কাছে কিছু, অমূলক নাই।
মূলকের মূল বুঝে, মূল রাখ ভাই॥

প্রাচীনার স্তন সম, অঙ্গের ধরণ।
বোঁটা সরু, মোটা মুখ, বিমল বরণ॥
কখনো মাচায় বাস, কভু বাস চালে।
বৃক্ষের উপরে উঠে, যুক্ত হোয়ে ডালে॥
বড় বড় ধনীলোক, জন্ম দিয়া হাতে।
যত্ন করি স্থান দেন, তেতালার ছাতে॥

পড়িয়া চাসার হাতে, তুষ্ট নহে মন।
অভিমানে করে তাই, মাটিতে শয়ন॥
সীতার শ্বশুর যিনি, দশরথ ভূপ।
তার সঙ্গে গলাগলি, ভাব অপরূপ॥
চিঙ্গড়ির সই যোগ, লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই, মুখে দিলে পরে॥
মহাফলা তুম্বী এই, যদি হয় কচি।
সুধা ফেলে ছুটে আসে, বাসবের শচী॥
কতই আনন্দ বাড়ে, আহারের বেলা।
ডাঁটা, খোসা আদি, কিছু নাহি যায় ফেলা॥
ভাতে কিম্বা ঝোলে ডাঁটা, যুক্ত হোলে মাচে।
তেমন সুখাদ্য আর, জগতে কি আছে?
নিরামিষ লাউ লাগে, সুধার সমান।
অম্বলে গুড়ের সহ, অতিশয় মান॥
ভেদকর, কফকর, হিম কিছু বটে।
পিত্তহর কেহ নাই, ইহার নিকটে॥
একমুখে কি কহিব, কত গুণ ধরে?
শুখাইয়া 'বচ' হোয়ে, কাশ নাশ করে॥
যোগী ঋষি, সকলের অন্নের আধার।
যেখানে সেখানে যান, তুম্ব করি সার॥
জেলে মালা যতনেতে, করিয়া গ্রহণ।
জালে জুড়ে সুখে করে, জীবিকা সাধন॥

তানপূরা, বীণাযন্ত্র, মধুর সেতার।
এই লাউ হইয়াছে, সর্ব্বমূলাধার॥
শিব হইলেন সিদ্ধ, গীত আলাপনে।
নারদ ত্রিলোকপূজ্য, বীণার সাধনে॥
দেখ দেখ কেমন, মহৎ এই ফল।
এ ফল যে ধরে তার, সকলি সফল॥

মনোহর ফুলকপি, পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন, বাবুদের গায়॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা, এলো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে, চিরকাল বাঁধা॥
রন্ধনেতে তার সঙ্গে, যুক্ত হোলে কই।
যত পাই, তত খাই, আরো বলি কই?
ঘৃণার স্বভাবে যেই, নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি, নিজে সেই কপি॥
কপির সকলি গুণ, দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে, যেরূপেতে খাই॥

বহুবিধ শাকবৃক্ষে, শোভা করে পাতা।
ইন্দ্রের সভায় যেন, মছলন্দ পাতা॥
পেটে দেয়া দূরে থাক্, দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা হয় পালঙেরে, পালঙেতে রাখি॥

অল্প ভাগ কটু, আর মধুর সকল।
রক্তপিত্ত নাশ করে, সুপথ্য শীতল॥
বিট নামে শালগু, কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে, হইতেছে চিনি॥

চুথায় চুথায় মুখ, সুখ কব কত?
হাতে হাতে উঠে যায়, পাতে পড়ে যত॥
অতি অম্ল, উষ্ম করে, অগ্নির প্রকাশ।
শূল, গুল্ম, আম, বাত, শ্লেষ্মা করে নাশ॥

অপরূপ বস্তু এক, মৃত্তিকার নীচে।
গাছ দেখে বোধ হয়, সমুদয় মিছে॥
কচুর সমাজে তার, অতিশয় মান।
গুণ দেখে রসিকেতে, নাম দিলে মান॥
মানদাস বাবাজীর, অভিমান নাই।
পরিমাণে বাড়ে মান, মানে দিলে ছাই॥
মাচের সহিত প্রেম, যুক্ত হোলে ঝোলে।
একবার যে খেয়েছে, সে কি আর ভোলে?
ঝোলের সহিত দেখে, মানের এ মান।
পটল পটলতুলে, করিল প্রস্থান॥
মানের মানের কথা, কি কহিব আর?
আনাজের রাজা ইনি, শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

শোথহর, পিত্তহর, পাকে স্বাদু, লঘু।
এ মানে যে নিন্দা করে, তারে বলি 'রঘু'॥
মানের কেমন মান, দেখ দেখ ভাই।
ছাই দিলে মান বাড়ে, মানে দেও ছাই॥
দেখিয়া মানের মূল, মান রাখ মূলে।
মানের মূলের মত, উঠনাকো ফুলে॥
এই মান, মানে করে, আপন ব্যাঘাত।
যখন ফুলিয়া উঠে, তখনি নিপাত॥

মৃত্তিকায় জন্ম লয়, গাছ যেন লতা।
একমুখে কত কব, মহিমার কথা?
পূর্ব্বে তার বাস ছিল, ইংরাজের দেশে।
'গোলআলু' নাম হোলো, বাঙালায় এসে॥
সাহেবেরা 'পটাটস্' নামে, নাম ধরি।
খানায় আনায় তারে, সমাদর করি॥
মটনের অগ্রভাগে, ধরে তার ডিস্।
সুখে দিয়ে বুকে কাঁটা, মুখে করে পিস্॥
কাঙালের ত্রাণকর্ত্তা, অধমতারণ।
অনেকের হয় তাহে, জীবন ধারণ॥
কিছু যদি নাহি পাই, মরিনেকো দুখে।
গোটা দুই ভাতে দিয়া, ভাত মারি সুখে॥
ভাতে দিই, যাতে দিই, তাতে হয় রস।

গুণভরা, দোষ নয়, আলু 'পটাটস' ॥
ইউরোপে কোটি কোটি, শ্বেতাকার নর।
কেবল নির্ভর করে, আলুর উপর ॥
মাস, রুটি, নাহি পায়, দীন হীন জন।
আলুখেয়ে করে শুধু, জীবন ধারণ ॥
গুণে লঘু, সুধাস্বাদু, বল করে দান।
অবিকল গুণ ধরে, অন্নের সমান ॥

শিমের হইল জন্ম, হিমের কৃপায়।
শ্যামল ধবলকান্তি, শোভিত লতায় ॥
শরীরে সংলগ্ন শির, অসির আকার।
শুক্তরসে যুক্ত হোলে, সমাদর তাঁর ॥
শীতল অথচ রুক্ষ, পাকে গুরু হয়।
অধিক খাইলে পরে, বল করে ক্ষয় ॥

ভূঁই ফুঁড়ে 'পুঁই গাচ' হইয়াছে খাড়া।
অধমতারণ নাম, ধরে তার খাড়া ॥
ক্ষুদে ক্ষুদে চিঙড়ির, সহ হোলে যোগ।
সুধার আস্বাদ হয়, সুখের সুভোগ ॥
ভেদকর, শুক্রকর, কফ বদ্ধ করে।
পাকেতে মধুর হয়, স্নিগ্ধ গুণ ধরে ॥

পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন; যুদ্ধের লস্কর।
মুকুটের পর উড়ে, মাথার উপর ॥
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত, মনোহর কলি।
তিন যুগ জয় করি, ধ্বজা তুলে কলি ॥
যবনে ভবনে আনে, যত্ন করি নানা।
তাঁহার সংযোগ বিনা, জাঁকেনাকো খানা ॥
লুকাচুরি খেলা তাঁর, হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস, বাবুদের পেটে ॥
পাকে আর রসে পঁ্যাজ, উষ্ণ নাহি হয়।
বল বীর্য্য করে আর, বায়ু করে ক্ষয় ॥
মাংসভোজী জনের, বিশেষ উপকার।
একবার যে খেয়েছে, সেই জানে তার ॥
পঁ্যাজখোর যারা তারা, আহারে সন্তোষ।
লোমফুঁড়ে গন্ধ ছুটে, এই বড় দোষ ॥

শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু, অতি সুশীতল।
পৃথিবীতে ভোগ করে, নিজ কর্ম্মফল ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান।
মনোহর বৈকুণ্ঠ, ভবন যাঁর স্থান ॥
বিষ্ণুর করেতে থাকি, না বুঝিয়া হিত।
কলহ করিল শঙ্খ, চক্রের সহিত ॥
চক্র করি চক্র তার, কেটে দিলে নাক।

অভিমানে ভূতলে, পড়িল তাই শাঁক ॥
স্বর্গ ছাড়া হোয়ে তার, দুঃখিত অন্তর।
লজ্জায় লুকায় মুখ, মাটির ভিতর ॥
সুধাময় রসে করে, ত্রিদোষ হরণ।
মুখের জড়তাহারী, কে আর এমন ?

বাহিরে গৌরাঙ্গ তার, ভিতরেতে শাদা।
শাঁক-আলু হন্ যাঁর, সহোদর দাদা ॥
বয়সে কনিষ্ঠ হোয়ে, জ্যেষ্ঠ গুণ তার।
কাঁচা পাকা দিই মুখে, সুখের আহার ॥
ভাজা, পোড়া, ভাতে আর, ব্যঞ্জনে নিয়োগ।
যাতে খাব, তাতে পাব, সুখের সুভোগ ॥
পাকে লঘু, গুণকর, দোষ বড় নাই।
গুণ দেখে, চিনিকন্দ, নাম দিলে তাই ॥

কমলা কমলারূপে, অবনীতে এসে।
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী, বাঙ্গালের দেশে ॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে, সুখ অবিশ্রাম।
শ্রীহট্ট হইল তাই, ছিলেটের নাম ॥
শ্বেতকান্তি রাঙামুখ, টুপিধারী যাঁরা।
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া, টেষ্ট পান তাঁরা ॥
একবার তুষ্ট যেই, কমলার তারে।

অন্য ফল আর নাহি, ভাল লাগে তারে ॥
বায়ু, পিত্ত নাশ করে, মধুর অম্বল।
অরুচির রুচিকর, মুখের সম্বল ॥

আমড়ার চামড়ার, সুবর্ণের শোভা।
সৌরভে আমোদ পেয়ে, কথা কয় বোবা ॥
সুমধুর মিষ্টতার, গুণ কব কত ?
রসনা রসিক হয়, রস পায় যত ॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবেরে, ছাইপেড়ে কাটি।
এমন্ আমড়া ফলে, কেন দিলে আঁটি ?
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ দোষ, আম্রাতক ধর।
বল করে, তৃপ্তি করে, পিত্ত, কফ হরে ॥

চালতা পেকেছে গাছে, হইয়া সরস।
রূপে আর গন্ধে করে, মোহিত মানস ॥
আমাদের নিকটে, আদর অতিশয়।
পূর্ব্বদেশী লোকে করে, যম বোলে ভয় ॥
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয়, নাহি হয় তত।
পাকার আস্বাদ সুখ, মুখে কব কত ?
নূতন নোলেন্ গুড়ে, অম্বল যে খায়।
রসের সাগরে তার, মুখ ভেসে যায় ॥
তায়ে তারে ঢোঁক্ গিলে, খেতে লাগে খাসা।

রসনা রসিক হয়, গন্ধে মাতে নাসা ॥
টক বটে, কষা বটে, অথচ মধুর।
স্বভাবে শীতল, করে পিত্ত, কফ দূর ॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী, পাকে হয় গুরু।
মুখশুদ্ধিকর অতি, স্বাদু কল্পতরু ॥
চালিতার অম্বল, যে জন নাহি খায়।
ধিক ধিক ধিক তার, ধিক রসনায় ॥

পেকে হোলো কৎবেল সুগন্ধের ধাম।
চিরপাকী, দধিফল, গন্ধফল নাম ॥
কাঁচা বেলা খড় কিছু, হিতকর নয়।
মধুর অম্বল হয়, পাকার সময় ॥
কতই আমোদ বাড়ে, করিতে ভোজন।
শ্বাস বমি হরে করে, ত্রিদোষ হরণ ॥
শ্রমজাত-তৃষা কৃশা, হয় এই বেলে।
বদন পবিত্র হয়, তারে তারে খেলে ॥
ইহার পাতার গুণ, কি লিখিব আর?
পাতাপোড়া রসে নাশে, রক্ত অতিসার ॥

বৃক্ষের উপরে হেরে, নানা ফুল কুল।
লোভাকুল হোয়ে মন, নাহি পায় কুল ॥
পাকালোভী পাকা খায়, কাঁচা খায় কাঁচা।

কুলেতে অকূল লোভ; বিচি নাই বাছা ॥
পবনের পুত্রপ্রায়, অভিলাষ ভোগে।
উদর ভবনে ছাড়ে, লবণের যোগে ॥
রিপুর পঞ্চমে যার, নারীকুলে কুল।
সমাদরে খায় সেই, নারিকুলে কুল ॥
বিশেষ সময়ে পেলে, কুলের আচার।
কোন ক্রমে নাহি থাকে, কুলের আচার ॥
গুণেতে বদর, বায়ু, পিত্তের নাশক।
মধুর শীতল আর, মলের রেচক ॥
কুলের মহিমা কথা, কহিবার নয়।
আচারে অরুচি হরে, বায়ু করে ক্ষয় ॥
রেখে কুল খাও কুল, যত সাধ লয়।
কুলাচারে কুলাচার, ধর্ম্ম যেন রয় ॥
এ কুলের কর্ত্তা যিনি, তাঁর নাই কুল।
অথচ দিলেন তিনি, সকলের কুল ॥
কুল দিয়ে কূল দিয়ে, যে ধরেনা কুল।
অকূলসাগরে কর, তারে অনুকূল ॥
অকূলে যে কূল দিলে, সেই দেবে কুল।
কূল কুল কোরে কেন, হতেছ ব্যাকুল?
যাহার কৃপায় তুমি, খেতেছ এ কুল।
তার কাছে নাহি আর, একূল ও কূল ॥
প্রতিকূলে প্রীতি তার, নহে প্রতিকূল।

সকল কুলের পতি, স্বভাব অকুল ॥
মনে যেন অভিমান, আর নাহি রয়।
কুল শীল যত কিছু, তাহে কর লয় ॥

সকলের সার মেয়া, ফল অতি খাসা।
বিশেষত শীতকালে, যদি হয় ডাঁসা ॥
কেবা জানে ডাঁসা, পাকা, কেবা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয়, অরুচির রুচি ॥
সাঁস বিচি দূরে থাক্, খেলে পরে ছাল্।
একেবারে পরিতোষ, তৃপ্ত হয় গাল্ ॥
পাকা ফল পেলে পরে, বৃদ্ধ লোক যত।
চুষে চুষে রস খায়, যশ গায় কত ॥
বালকেতে যাহা পায়, তাহা খায় কেড়ে।
আগে ভাগে হাতে লয়, মাতৃস্তন ছেড়ে ॥
ডাঁসার আদর অতি, যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি, বোসে থাকে গাছে ॥
দন্তের আহ্লাদ অতি, চর্ব্বণের কালে।
কোরে অতি মন্দগতি, রস ঢোকে গালে ॥
কিন্তু পায় তার তার, রদনবদন।
আপনার অন্তহীন, হইলে মদন ॥
এবড় আশ্চর্য্য ভাব, ভেবে জ্ঞান লোপ্।
মদন হারায়ে অন্ত, প্রকাশে প্রকোপ্ ॥

নপাঠ, নপাঠ হোলে, মদন আছাড়ে।
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ, কত রঙ্গ বাড়ে ॥
এই বড় মনে খেদ, দগ্ধ হই দ্বেষে।
পেয়ারা পেয়ারী হোলো, বেয়ারার দেশে ॥
সে দেশের খোট্টালোক, খেতে নাহি জানে।
কি সুখে বিরাজ তুমি, করিছ সে খানে?
ছাতু খায়, চানা খায়, ভোট্টা খায় যারা।
তোমার আদর বল, কি জানিবে তারা?
বাঙালী আছেন যাঁরা, তাঁরা সেইরূপ।
সঙ্গ দোষে অঙ্গহীন, হোয়েছে বিরূপ ॥
স্বদেশের প্রতি আর, স্নেহ কিছু নাই।
তিনি বড় বাবু হন, বাই যাঁর বাই ॥
মোহিত হোয়েছে মন, মিঠেনের অংশে।
আধা তেরি মেরি বাৎ, খোট্টাচেলে চলে।
মাচ ভাত খায় যারা, তারা চলে বেঁকে।
কায কি তোমার আর, সে খানেতে থেকে?
এদেশে বাঙালী বাবু, ব্যয়কল্পে দড়।
বাড়িবে আদর অতি, দর পাবে বড় ॥
সেখানে তোমায় কেহ, জিজ্ঞাসা না করে।
উঠিবে স্বোণার থালে, বালাখানা ঘরে ॥
আমরা গরিব অতি, স্বোণা রূপা নাই।
ফলত সুফল তুমি, তোমারেই চাই ॥

আস্বাদন এক রূপ, সম সুখ খেতে ।
তোমারে ধরিব বুকে, ছেঁড়াচট পেতে ॥
নিয়ত হাজির আমি, আঁজির তলায় ।
ইচ্ছা করে কোসে খাই, গলায় গলায় ॥
ডাঁসা খেতে খাসা লাগে, কত তায় সুখ ।
এখন পড়েছে দাঁত, এই বড় দুঃখ ॥
চর্ব্বণের সুখ যত, করিলে সংহার ।
হায় বিধি কোথা গেল, সে কাল আমার ?
যে মুখে পাতর কেটে, করিয়াছি চুর ।
এখন হইল তার, অহঙ্কার দূর ॥
বদন বৃথায় হয়, রদন বিহনে ।
অদনের সুখ আর, হইবে কেমনে ?
এখন পড়েনি সব, সবে গ্যাছে ছটা ।
উপরে রয়েছে সব, নীচে আছে কটা ॥
এ দাঁতে বিশ্বাস কিছু, নাহি করি আর ।
ভাঙন ধরিলে গাঙে, রাখে সাধ্য কার ?
এ কটা যদিন আছে, যেরূপেতে প্যারি ।
কত চেবা, কত গেলা, গোলেমালে সারি ॥
একেবারে হইব না, এই সুখহত ।
আদ্‌বুড়া কালে খাব, আদ্‌পাকা যত ॥
শীতল সুস্বাদু অতি, ফল অগ্নিকর ।
মুখের বৈরস্য হরে, বহুগুণধর ॥

নাশে বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, ক্রিমি, শূল ।
হৃদয়ের পীড়া নাশে, হোয়ে অনুকূল ॥
যে করিল পেয়ারায়, এত গুণধাম ।
তার লোয়ে, তার পায়, করহ প্রণাম ॥

দুই কন্যা অপরূপ, রূপের মাধুরী ।
কাবেলে বিরাজ করে, বেদানা সুন্দরী ॥
মঙ্গল করেন তিনি, মঙ্গলের দেশে ।
কনিষ্ঠা দালিম্‌ নাম, পাটনায় এসে ॥
স্থির চক্ষে চেয়ে দেখি, উদ্যানের গাছে ।
এমন মধুর ফল, আর নাকি আছে ॥
যত পাই তত খাই, নাহি মিটে সাদ ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই, বিচি যায় বাদ ॥
কে বলে রসিক বিধি, অতি রসময় ?
রসময় হোলে পরে, হেন কেন হয় ?
রসবোধ নাই তোর, তাই বলি ছিছি ।
বিধাতা এমন ফলে, কেন দিলি বিচি ?
উদর পবিত্র হয়, যার রস খেলে ।
খেতে খেতে তার বিচি, দিতে হয় ফেলে ॥
স্বভাবের অস্ত্রযোগে, অপরূপ কাটা ।
চারু বর্ণে বিভূষিত, চোউচির ফাটা ॥
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয়, কে দিয়াছে কেটে ।

এমন অমৃত ফল, কেন যায় ফেটে ?
সুরসিক লোক সব, করে অনুমান।
দেশ দোষে দাড়িমের, নাহি থাকে মান ॥
দানাদার নহে যত, খোট্টা তালকাণা।
অভিমানে ফেটে তাই, দেখাতেছে দানা ॥
পুনর্ব্বার ভাবি আর, এপ্রকার নয়।
বিধাতার অবিচার, দেখি সমুদয় ॥
যুবতীর হৃদয়েতে, পয়োধর রয়।
দালিমের বাসস্থান, বৃক্ষ কাঁটাময় ॥
মানিনী রূপসী রামা, আপনার দুঃখে।
অভিমানে ফেটে তাই, থাকে অধোমুখে ॥
দান করি ভাণ্ডারের, সকল রতন।
একেবারে করিতেছে, শরীর পতন ॥
ফাটিবার আর এক, আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে, করে "আয়, আয় ?
আমার নিকটে আয়, ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর, প্রসূতীর স্তন ?
চুষিলে আমার বিচি, বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু, সুধাসিন্ধু, একবিন্দু রসে ॥
"আমার মধুর রস, একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেকো, জননীর ছেলে ॥"
শুনরে দালিম এই, করি নিবেদন।

আমাদের প্রতি কর, প্রীতি বিতরণ ॥
স্বভাবে মহৎ তুমি, উপাদেয় ফল।
সেখানে তোমার থেকে, নাহি কোন ফল ॥
বড় বড় বাঙালিরা যত বাবু ভেয়ে।
গাহিবে তোমার যশ, গাছপাকা খেয়ে ॥
সেইতো শেষেতে তুমি, স্বদেশে না রও।
পোস্তার বাজারে এসে, বস্তাপচা হও ॥
অন্তরে তোমার প্রতি, অতিশয় স্নেহ।
পচা বোলে ঘৃণা কোরে, নাহি খায় কেহ ॥
'মধুবীজ, সুফল, রোচন কুচফল'।
'মণিবীজ, রক্তবীজ, আর বৃত্তফল' ॥
নিদানে লিখিত আছে, এই সব নাম।
গুণভেদে নাম দিলে, বৈদ্য গুণধাম ॥
সকল রোগের পথ্য, পাকা হোলে পর।
ত্রিদোষ বিনাশ করে, হরে দাহ জ্বর ॥
শুক্র, বল বৃদ্ধি করে, তারে সুমধুর।
হৃৎ, কণ্ঠ, মুখরোগ, সব করে দূর ॥
শীতল অথচ উষ্ণ, পাকে লঘু হয়।
কাশ, কফ, পিত্ত, বাত, তৃষ্ণা করে ক্ষয় ॥
শ্রম হরে, রুচি করে, অগ্নি করে পাকে।
দাড়িমের মহিমা জানব আর কাকে ?
কেবল মধুর হোলে, হিত করে নিছু।

হইলে অম্বলমধু, পিত্ত করে কিছু ॥
পিত্তের জনক হয়, হোলে পরে টক।
ফলত সে ফল, বাত কফের নাশক ॥
ডালিমের ক্ষেতে গেলে, সফল নয়ন।
তাকায় সে দিগে কেটা, পাকায় যখন ॥
ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি, গাছের তলায়।
কেবল আহার করি, গলায় গলায় ॥
দিশিতেই খুসি কত, দেখি যথা তথা।
পাপ মুখে কি কহিব, 'বেদানার' কথা?
সাধুরে 'কাবেল' তোর, সদাই মঙ্গল।
মঙ্গলের দেশে এই, জঙ্গলের ফল ॥
বেদানার দানারস, পেটে যায় যার।
সাধু সাধু সাধু তারে, করি নমস্কার ॥
দেখ এর গাচ কত, হিতের কারণ।
পাতা, ছাল, শিকড়, ঔষধে প্রয়োজন ॥
গাচ দেখ, ফল দেখ, ছাল দেখ তার।
ফলভোগ করি কর, ফলের বিচার ॥
চাকো চাকো রস লও, ফল হাতে লোয়ে।
ফলে আর বেড়াওনা, 'ফলচাকা' হোয়ে ॥
তবেই সফল সব, যদি হয় ফল।
ফলেই ফলাই ফল, না হয় বিফল ॥
যদি বল যে গাচেতে, ফল ফলিয়াছে।

দেখিতে না পাই গাচ; কত দূরে আছে ॥
কি ফল বিফল ভাই, গিয়ে তার কাছে?
ফল ধোরে ফল পাবে, ফল নাই গাছে ॥

অনেক যতনে তোরে, রসময় আতা।
বিশেষ বিরলে বসি, গোড়েছেন ধাতা ॥
সুচারু শ্যামল বর্ণে, সুশোভিত পাতা।
মনোহর কলেবর, অতি সুখদাতা ॥
হৃদয়ে ধোরেছে তোরে, বসুমতী মাতা।
প্রণাম করিছ তাঁরে, ক্রোরে হেঁট মাতা ॥
থোপ্ থোপ্ টোপ গাঁথা, সকল শরীরে।
কেমকের ছাতা যেন, প্রকৃতির শীরে ॥
থাকেনা রসের লেশ, নব অনুরাগে।
ফুটিফাটা হোয়ে যাও, পাকিবার আগে ॥
তখন বিচিত্র এক, রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধোরেছে যেন, পারদের রেখা ॥
যার বাড়ী বাস কর, সিদ্ধ তার ভিটে।
ত্রিজগতে কিছু নাই, তোর মত মিটে ॥
কোথায় পায়স্ ক্ষীর, কোথা গুড়পিটে?
ছোটো ছোটো কুষি চুষি, মুখে দিয়ে ছিটে ॥
যত খাই তত আরো, সাঁদ নাহি মিটে।
বিচিভরা সমুদয়, কত পাব সিটে?

মনে মনে অতিশয়, খেদ আছে ভাই।
পাখির দৌরাত্ম্যে নাহি, গাছপাকা পাই॥
এমন বজ্জাৎ চোর, আর নাকি আছে।
উড়ে এসে, জুড়ে বসে, সমুদয় খাছে॥
কিচিমিচি ডাক্ ছাড়ে; বিষম বিকট।
ভোজ্পুরে কোথা আছে, তাদের নিকট?
গাঁচেতে পাকিলে তুমি, মানুষে না খায়।
যোগেজাগে জাগ দিয়া, তোমায় পাকায়॥
যেরূপেতে পাক তুমি, ক্ষতি তাহে নাই।
আশার সময়ে তোরে, খেতে যেন পাই॥
বায়ু, পিত্ত উভয়ে, তোমাতে হয় হত।
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে, কোফোধেতো যত॥
দেখিলে তোমার মুখ, লোভ অতি বাড়ে।
বিকার স্বীকার তবু, তোমায় না ছাড়ে॥
পবনের প্রবলতা, আমাদের ধেতে।
কোনরূপে ভয় নাই, কত সুখ খেতে॥
শিশিরে দোফলা তুমি, অতি সুমধুর।
মুখে গিয়ে অরুচির, রুচি করে দূর॥

এসেছে কাবেল হোতে, সুধার আঙুর।
মানস মোহিত হেরে, রূপের ভাণ্ডার॥
সমাদরে রাখে তারে, কৌটার ভিতর।

তুলার তোষক গদ্দী, করে থর থর॥
তথাচ গলিয়া যায়, এমন কোমল।
রুচির রজত রূপ, করে ঝলমল॥
বহুমূল্য ফল এই, তুল্য যার নেই।
সাধ পূরে, স্বাদ লয়, ভাগ্যধর যেই॥
গরিবে জানে না নাম, দূরে থাক্ মুট্।
দাম শুনে রাম বোলে, উঠে দেয় ছুট॥
বধূর অধরে এত, মধুর কি আছে?
সুরসের উপমেয়, হবে এর কাছে?
মৃতকে অমৃত করে, অমৃতের কোষ।
সমুদয় গুণময়, কিছু নাই দোষ॥
রোগ ভেদে পথ্য নয়, করিব স্বীকার।
দেহ যার সুস্থ তার, সুখের আহার॥
গালে দিয়ে স্থির হোয়ে, যে লইবে তার।
সে জন জানিবে শুধু, কত গুণ তার॥
স্মরিবে বিভুর গুণ, মন করি স্থির।
গলিবে প্রেমের রসে, টলিবে শরীর॥

সুখের সুফল পেস্তা, বিচি নাই বাছা।
কুট্ কুট্ দাঁতে কেটে, খেয়ে ফেল কাঁচা॥
ভাজিলে সুস্বাদ আরো, সোঁদা গন্ধ ছোটে।
ভোজনের কালে মনে, কত সুখ ওঠে॥

পেস্তার মেঠাই অতি, উপাদেয় হয়।
আস্বাদনে তার সম, আর কিছু নয়॥
পাকে গুরু, গুণেতে, গরম অতিশয়।
বল, বীর্য্য বৃদ্ধি করে, পিত্ত করে ক্ষয়॥
আর আর যত মেয়া, পেকেছে এ শীতে।
সকলেরি জন্মলাভ, আমাদের হিতে॥
কত তার সুখ ভোগ, যে করে আহার।
পণ পেয়ে বিক্রেতার, কত উপকার॥
কতরূপে কৃষকের, হতেছে কুশল।
বণিকের বাণিজ্যেতে, মানস সফল॥

তাম্রকূট তরু চারু, দৃশ্য সুখ তায়।
সারি সারি বাতাসের, সুরে সারি গায়॥
এক পত্রে কত গুণ, পত্রে লেখা ভার।
সেই জানে, যে পেয়েছে, তামাকের তার॥
শুকাইলে পত্র তায়, গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক্, ফুড়ুক্ টানি, গুড়ুক্ করিয়া॥
কত কত মহীপাল, উজীর নবাব।
তাঁয়াকে আদর করে, ফেলিয়া কাবাব॥
শ্রম, চিন্তা উভয়ের, বিশ্রামের বাটী।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি, উদ্ধিবার কাটি॥
বড় বড় সাহেবেরা, করেতে ধরিয়া।

মধুর অধরে ধরে, চুরুট করিয়া॥
ধূম্রপান আস্বাদন, যে জন না পান।
বদন সদনে দেন, যুক্ত করি পান॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সঙ্গী করি, সঙ্গে লন্ তাঁরা॥
না লইলে সর্ব্বনাশ, নাম তার 'নাশ'।
বিচারের স্থানে হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি নাশ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ, নস্য গুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ, হ্যাঁচ্ হ্যাঁচ্ হেঁচে॥
বিশেষত ধনীলোকে, স্মার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল আসে, পেঁচোয়ার টানে॥
আল্‌বোলা খোল্‌বোলা, বুদ্ধি খুব পায়া।
শীতকালে বন্ধু তার, তাম্রকুট ভায়া॥
মোটাবুদ্ধি মোটা টান, দুঃখী সব হাবা।
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, থেলো আর ডাবা॥
এ শীতে শীতল হোয়ে, ধনের অভাবে।
কড়া টেনে কড়া হই, কড়ার হিসাবে॥
শিশিরে তামাক টান্, যে জন না লয়।
ভাবি তার কিরূপেতে, দিনপাত হয়॥
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে, ধূম্র আর জলে।
বুদ্ধির জাহাজ তার, কিরূপেতে চলে?
নাশে নাশে পিত্ত, কফ, বায়ু রাখে স্থির।

ধূম্র পানে সুখী হন, সকল সুধীর ॥
মুখ-রোগ হরে, করে, দাঁতের কুশল।
দন্তরোগে রোগী নয়, "চুরুটে" সকল ॥
দিবানিশি "পিকা (১)" খায়, জ্বালিয়া অনলে।
দাঁতপড়া বড়া নাই, উড়ের মহলে ॥
যত সব নারী নর, দোক্তা খায় পানে।
দন্ত-সুখ, মুখ-সুখ, তারা ভাল জানে ॥
রসে তিক্ত, ক্রিমি, কাশ, রোগের নাশক।
সততই রুচিকর, অগ্নির দীপক ॥
গুড়ুকের গুণ মুখে, ব্যাখ্যা নাহি হয়।
শোকহর, প্রেমকর, প্রিয় অতিশয় ॥
পুলকে পুরিত করে, কবির হৃদয়।
টানিতে টানিতে ভাবে, ভাবের উদয় ॥
ভাব হয় অনুকূল, বচন রচনে।
যত টানি টানাটানি, নাহি হয় মনে ॥
বল করে, বুদ্ধি করে, করে পরিপাক।
কেমনে ভুলিব আমি, এমন তামাক্?
যে করে লেখক্ হোয়ে, ভাবের প্রয়াস।
মন খুলে হোক সেই, গুড়ুকের দাস ॥
কফ, আমজ্বর হরে, শুদ্ধ করে মুখ।
কোনরূপে দুঃখ নাই, সব দিকে সুখ ॥

(১) উড়ে ভাষায় চুরুট।

গীত, বাদ্য, নৃত্য যারা, করে আলোচন।
তামাক তাদের পক্ষে, পরম রতন ॥
এ তামাকে যে করিল, এত গুণময়।
তার প্রেমে মন আর, প্রাণ কর লয় ॥

রজনী বেড়েছে শীতে, ভোগের কারণে।
অভয়ে আমিষ খাও, হরষিত মনে ॥
কয় মাস খাও মাস, উদর ভরিয়া।
যত পার খাও মাচ, যতন করিয়া ॥
পরিপাক পাবে সব, করিলে আহার।
অমল হয়েছে জল, ভাবনা কি আর?
নিশিতে নিদ্রার আর, কে করে ব্যাঘাত।
ঘুমে চোক্ পচে তবু, না হয় প্রভাত ॥
প্রাতে উঠে ঘূরে ফিরে, ফিরে এলে ঘর।
তখনি হইতে হয়, ক্ষুধায় কাতর ॥
মাস, মাচ, ডিম খাও, রুচি যার যাতে।
সকলি কুশলকর, রুটি আর ভাতে ॥

এই শীতে "হংসবীজ" অতি মনোহর।
পাকে লঘু, বাতহর, বল, বীর্য্যকর ॥
রূপেতে মোহিত করে, মহিমা অসীম।
সর্ব্বদোষ নাশ করে, এ হাঁসের ডিম ॥

সিদ্ধ খাও, ভাজা খাও, সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও, আলুর সহিত ॥
অতিশয় রুচিকর, এ বীজের "দম"।
গোটাকত খেতে হোলে, নিতে হয় দম ॥
ঘৃণায় যে নাহি খায়, এ হাঁসের ডিম।
মরুক সে চিরকাল, খেয়ে তেতো নিম ॥
বৃথায় রসনা তার, বৃথা তার মুখ।
কোনকালে নাহি পায়, আহারের সুখ ॥

ডিমভরা কাঁকড়া, এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয়, অতি সুধাময় ॥
সে ডিমের গুণ আমি, কি কব বদনে ?
মোহিত হয়েছে মন, লোহিত বরণে ॥
ডিম খাও, সাঁস খাও, খোসা দেও ফেলে।
বল করে, বায়ু হরে, পিত্ত হরে খেলে ॥
বিশেষ রয়েছে গুণ, কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ, সেই দোষ নাশে ॥
যেরূপে রাঁধিয়া খাও, উপকার হয়।
অম্বুর সহ তার, অধিক প্রণয় ॥
ভাগ্য যার ভাল সেই, খেয়ে গায় যশ।
মর্কটে জানিবে কি সে, কর্কটের রস ?

জলের ভিতরে মাচ, কত রসভরা।
দাড়ি, গোঁপ, জটাধারী, জামাযোড়া পরা ॥
শিরে অসি কাঁটাহীন, গন্ধ নাই গায়।
আগা গোড়া মধুমাখা, মধু তার পায় ॥
বিশেষত শীতকালে, অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি, মীন-শিরোমণি ॥
গলদা চিঙ্ড়ি মাচ, নাম যার 'মোচা'।
পড়েছে চরণতলে, এলাইয়া কোঁচা ॥
'কালিয়ে, পোলাও' রাঁধো, রাঁধো লাউ দিয়া।
ভাতে খাও, ভেজে খাও, হবে মুখপ্রিয় ॥
ভিতরে থাকিলে ডিম, কি কহিব আর ?
ত্রিভুবনে নাই হেন, সুধার আহার ॥
স্বভাবে রোচক হোয়ে, বল বৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা, পাকে গুরু মেদ. পিত্ত হরে ॥
দীনের তারণকারী, চিঙ্ড়ির ঘুষো।
সুমধুর, বাতহর, পয়সায় চুশো ॥
মূলক, বেগুণ, শাক, যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ, সকলের সহ ॥
অধম পুঁয়ের ডাঁটা, তারে নিয়া তারে
ব্যঞ্জন মজাতে আর, এমন কে পারে ?

সিদ্ধ খাও, ভাজা খাও, সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও, আলুর সহিত॥
অতিশয় রুচিকর, এ বীজের "দম"।
গোটাকত খেতে হোলে, নিতে হয় দম॥
ঘৃণায় যে নাহি খায়, এ হাঁসের ডিম।
মরুক সে চিরকাল, খেয়ে তেতো নিম॥
বৃথায় রসনা তার, বৃথা তার মুখ।
কোনকালে নাহি পায়, আহারের সুখ॥

ডিম্বভরা কাঁকড়া, এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয়, অতি সুধাময়॥
সে ডিমের গুণ আমি, কি কব বদনে?
মোহিত হয়েছে মন, লোহিত বরণে॥
ডিম খাও, সাঁস খাও, খোসা দেও ফেলে।
বল করে, বায়ু হরে, পিত্ত হরে খেলে॥
বিশেষ রয়েছে গুণ, কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ, সেই দোষ নাশে॥
যেরূপে রাঁধিয়া খাও, উপকার হয়।
অলাবুর সহ তার, অধিক প্রণয়॥
ভাগ্য যার ভাল সেই, খেয়ে গায় যশ।
মর্কটে জানিবে কি সে, কর্কটের রস?

জলের ভিতরে মাচ, কত রসভরা।
দাড়ি, গোঁপ, জটাধারী, জামাযোড়া পরা॥
শিরে অসি কাঁটাহীন, গন্ধ নাই গায়।
আগা গোড়া মধুমাখা, মধু তার পায়॥
বিশেষত শীতকালে, অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি, মীন-শিরোমণি॥
গলদা চিঙুড়ি মাচ, নাম যার 'মোচা'।
পড়েছে চরণতলে, এলাইয়া কোঁচা॥
'কালিয়ে, পোলাও' রাঁধো, রাঁধো লাউ দিয়া।
ভাতে খাও, ভেজে খাও, হবে মুখপ্রিয়॥
ভিতরে থাকিলে ডিম, কি কহিব আর?
ত্রিভুবনে নাই হেন, সুধার আহার॥
স্বভাবে রোচক হোয়ে, বল বৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা, পাকে গুরু মেদ. পিত্ত হরে॥
দীনের তারণকারী, চিঙুড়ির ঘুষো।
সুমধুর, বাতহর, পয়সায় দুশো॥
মূলক, বেগুণ, শাক, যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ, সকলের সহ॥
অধম পুঁয়ের ডাঁটা, তারে নিয়া তারে
ব্যঞ্জন মজাতে আর, এমন কে পারে?

শুথায়েছে ঝীল, বিল, থানা, সুরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয়, চুনা রহুতর ॥
টেঙরা, মৌরলা, পুঁটি, বেলে আর চাঁদা।
পাঁকাল প্রভৃতি কত, রাঙা, কালো, শাদা ॥
এই শীতে তারা অতি, উপকারী হয়।
গ্রহণীরোগের পথ্য, নাশে দোষত্রয় ॥
স্বাদুরসা, লঘুপাকা, রুচিকর আর।
বল, শুক্র করে, করে, বাতের সংহার।
কে জানে অম্বল, ঝোল, কেবা জানে ভাজা।
যাহে খাও, তাতে সুখ, যদি হয় তাজা ॥

মীনরাজ রোহিত, অহিতকর নয়।
সমভাবে সমাদর, সকল সময় ॥
বিশেষ বেড়েছে গুণ, শীতকাল পেয়ে।
হয়েছে সে অতি মিঠে, মিঠে জল খেয়ে ॥
কাতলা, মৃগেল আদি, বড় মাচ যত।
রূয়ের শ্রীপদতলে, সবাই প্রণত ॥
কতরূপ সুখোদয়, ভোজনের বেলা।
তেল, কাঁটা আদি করি, নাহি যায় ফেলা ॥
কামুকের কত সুখ, কুলটার কোলে।
রসনা যে সুখ পায়, এ মাচের ঝোলে ॥
পলায়ের রাজা মাচ, না হয় এমন।

সুধার আধার এই, রূয়ের ব্যঞ্জন ॥
বল দেয়, বুদ্ধি দেয়, বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে, মুড়া খেলে পরে ॥
চক্ষুরোগা যারা তারা, গুণ জানে ভালো।
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে, অন্ধকারে আলো ॥
যার জলাশয়ে রূই, মানবের সার।
সাধু সাধু সাধু সেই, মানবের সার ॥

লাউ আলু বেগুণ, বাজারে দেখে ছাই।
কই, কই ? কই, কই ? করিছে সবাই ॥
কেহ যদি কহে ওই, আসিয়াছে কই।
দেখিতে দেখিতে শেষ, করে কই কই ॥
কেহ কয়, কাঁটাময়, সাঁস তাতে কই।
এই হেতু এই কই, নাম পেলে কই ?
আমি কই এর সম, ত্রিজগতে কই।
কই নামে নাম দিয়া, কই, কই কই ॥
সকল গুণের নিধি, দোষ ইথে কই ?
যত পার পেট ভরে, সুখে খাও কই ॥
এমন মধুর মাচ, নাহি হয় আর।
রোগী ভোগী, উভয়ের সম উপকার ॥

যুবকের কত সুখ, যুবতীর কোলে ?
কতবা অমৃত আছে, বালকের বোলে ?
কত বা আমোদ হয়, পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই, মাগুরের ঝোলে ॥
বায়ু নাশ করে হরে, অর্শ অতিসার।
অথচ করেনা কফ, পিত্তের সঞ্চার ॥
মাগুরের ছোট ভাই, শিঙি নাম যার।
হিঁদুর নিকটে নাই, সমাদর তার ॥
ফলে হয় গুণময়, ইহার সমান।
যবনে মহিমা জানি, রাখিয়াছে মান ॥

ভেটকী, ভাঙন, বাটা, পারিসার ঝাঁক।
আমলেট আদি করি, মাচের কি জাঁক !
বাজারে বাজারে দেখ, সবার আদর।
সকলেই কিনিতেছে, দিয়া দুনা দর ॥
লোনা গাঙে জন্ম লোয়ে, এ সকল মীন্।
হইতেছে আমাদের, পেটের অধীন ॥
সকলে সুখাদ্য হয়, অতি উপকারী।
পৃথকের গুণে আমি, যাই বলিহারী ॥
শীতকালে সুখী সেই, কড়ি আছে যার।
ধনের যোগেতে হয়, ভোগের আহার ॥

ভবন যাঁহার ভরা, ধ্যানে আর ধনে।
অনায়াসে কিনে খায়, যাহা লয় মনে ॥

পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে, যারা করে বাস।
ভালরূপে খায় তারা, এই কয় মাস ॥
উঠিয়াছে নেটোবেলে, বেলে গুড়্‌গুড়ি।
এক আনা পণে পাই, মাচ এক ঝুড়ি ॥
বেগুণেতে মজে ভাল, চড়্‌চড়ি তার।
ভুলিতে কি পারে কভু, যে পেয়েছে তার ?
হলুদের জলে গুলে, এক ফোঁটা ঝাল।
শুধু চড়্‌চড়ি কর, কাটে দিয়া জ্বাল ॥
এমন্ মধুর আর, পাবেনা পাবেনা ॥
হেন সুখসেব্য আর, খাবেনা খাবেনা ॥
নগরের ধনীলোক, খেতে নাহি পান।
উত্তরে মিঠেন জলে, বসতির স্থান ॥
ভাগ্যধর দূরে থাক্, সে দেশের দীন।
এ শীতে আহারে দুঃখী, নহে কোন দিন ॥
তাজা তাজা তরকারি, তাহে নেটোবেলে।
অমৃতের স্বাদ পেয়ে, পেটে দেয় ফেলে ॥
মিছে মরি গুণ লিখে, খেতে নাহি পাই।
ইচ্ছা করে এখনি, নগর ছেড়ে যাই ॥
সে দেশে আমার বাস, যে দেশে এ মাচ।

মেচনীর কাছে গিয়া, কিনি বাছে বাছ ॥
বুকে কোরে নিয়ে আসি, নিজে রাঁধি ভাই।
সাধ পূরে এক দিন, পেট্ ভোরে খাই ॥
মনে মনে আশা তাই, এই বেলা যেতে।
শীতকালে গেলে আর, পাবনাক খেতে ॥
আহারের কালে হয়, অতিশয় তোষে।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাই, কিছু নাই দোষ ॥

নয়ন জুড়ায় দেখে, অতি প্রেমকর।
"ময়রার" পেটু যেন, ময়রার ঘর ॥
অড়রের ডেলে তার, তার যায় মেতে।
তাজা তাজা থর ভাজা, মজা বড় খেতে ॥

মানবের উপাদেয়, আহার কারণ।
জলে করিলেন বিভু, মীনের সৃজন ॥
সব দিকে উপকারী, এই জলচর।
আহার, ঔষধ, মীন, পথ্য শুভকর ॥
সলিল-শাখির এই, ফল সুধাময়।
দেবের দুর্ল্লভ ধন, এমন কি হয় ?
যে দেশেতে যে প্রকার, খাদ্য হয় বিধি।
সে দেশে প্রচুর তাই, দিয়াছেন বিধি ॥
ভাত, মাচ, খেয়ে বাঁচে, বাঙালী সকল।

ধানভরা ভূমি তাই, মাচভরা জল ॥
এ দেশের খাদ্য এই, যদি নাহি হবে।
এত ধান, এত মাচ, কেন বল তবে ?
যে করিছে শস্য আর, মাচ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার, ডুবে রও মন ॥

মৃগ, মেষ, ছাগ, কুর্ম্ম, পাখী জলচর।
কয় মাস, কয় মাস, অতি শিবকর ॥
মাংসের বিশেষ গুণ, নিদানে প্রকাশে।
বল করে, রুচি করে, কফ হরে মাসে ॥
শ্রমী আর অগ্নি বলি, এই দুজনার।
তরস (১) ভোজনে হয়, কত উপকার ॥
অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ, আর যক্ষ্মাকাশ।
এ সব বিনাশ করে, প্রসহের (২) মাস ॥

---

(১) তরস—মাংস।

(২) প্রসহ—হিংস্রক পক্ষী ও পশু। কিন্তু সকল প্রকার প্রসহ-মাংস হিতকর নহে; পক্ষির মধ্যে চীল, ফিঙ্গে, ক্রোর, বাজ, কাক ও পেঁচা প্রভৃতি কয়েকটা পক্ষী অত্যন্ত মন্দ। তাহাদিগের মাংস অতিশয় অনিষ্টকর। এবং পশুর মধ্যে বানর, বিড়াল, শৃগাল ও কুক্কুরাদির মাংস বিধেয় নহে, কারণ অশেষ প্রকার পীড়ার আকর, এজন্য অত্যন্ত নীচলোকেরাও উল্লিখিত প্রাণিপুঞ্জের মাংস সকল আহার করে না।

সকল প্রসহ মৃগ, ভাল কিছু নয়।
তাই খাবে শুভ আর, প্রেম যাহে হয়॥

ছাগল ভোজনে হয়, পাগল সবাই।
যার চেয়ে প্রেমকর, রক্তকর নাই॥
অতিশয় সুশীতল, পাকে হয় ভার।
নহে বায়ু, পিত্ত, কফ, দোষের আধার॥

মেষমাস তার বটে, শীতল মধুর।
আহারে আহ্লাদ বাড়ে, দুঃখ হয় দূর॥
তরুণ মেষের অতি, মনোহর কীর (১)।
তার কাছে কোথা আছে, চিনিমাখা ক্ষীর?

বনচর, বনচর, পাখী আছে যত।
হরিয়াল, চকা, ডাক, আদি শত শত॥
এসব আহারে হয়, দেহের কুশল।
ক্ষীণতা বিনাশ করে, বৃদ্ধি করে বল॥

কত মতে শুভ হয়, কচ্ছপের মাসে।
বল, মেধা, স্মৃতিকর, শোপ-দোষ নাশে॥

[১] কীর—মাংস।

সহজে কোমল অতি, নানা গুণধর।
বাতহর, শুক্রকর, নেত্র-হিতকর॥

শিশিরে মৃগের মাস, প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে, অগ্নি করে, পাকে লঘু হয়॥
সন্নিপাত হরে, করে, শরীর সবল।
ছয় রসে অনুকূল, মধুর শীতল॥
কফ, পিত্ত হরে, করে, ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কত গুণ, ধরে সুলোচন (১)॥
কৈলাস শিখরে থেকে, হোয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (২) করেন সুখে, হরিণ ভোজন॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে, এই কৃষ্ণতার (৩)।
কতবার লয়েছেন, কৃষ্ণ তার তার॥
মৃগয়ার ছলে বধি, কাননে হরিণ।
আনন্দে দিলেন তাই, উদরে হরিণ (৪)॥
এ হরিণ বাসি হোলে, মন্দ নাহি লাগে।
বিচালির সহ জলে, সিদ্ধ কর আগে॥

[১] সুলোচন—হরিণ।
[২] হরিণ—শিব।
[৩] কৃষ্ণতার—হরিণ।
[৪] হরিণ—বিষ্ণু।

পরে সেই জল আর, খড় গুলি ফেলে।
ভালকোরে ভেজে লও, সরিষার তেলে॥
মেটে আর পচাগন্ধ, দূর হবে তায়।
রীতিমত রাঁধো শেষ, ঘৃত মসলায়॥
পচা মাসে পুঁই-খাড়া, সুধার সমান।
সেইজন সুখে খায়, যে জানে সন্ধান॥
কাননের নিকটেতে, বাস করে যারা।
তাজা তাজা মৃগমাস, খেতে পায় তারা॥
পোকাপড়া পচাসড়া, হেথা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ আর, রচা যাবে কত?

মাংস ভোগ রাজভোগ, ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কিছু, ইহার সমান॥
বলকর, বুদ্ধিকর, সর্ব্বগুণধর।
হৃদয় প্রফুল্লকর, সদা সুখকর॥
যে মাসে যাহার রুচি, তাই খাও সুখে।
কোন কালে নিন্দা কথা, এনোনাকো মুখে॥
ছাগ, মেষ, মৃগ, শৃঙ্গী, খাবে প্রেম ভরে।
আহারের পাঠ যেন, না উঠে উপরে॥
তাঁহাতে যে সব দোষ, জানেন প্রবীণ।
সাবধান-পথে চল, সকল নবীন॥
জীবন হতেছে রক্ষা, যার দুগ্ধ খেয়ে।

কল্যাণকারিণী সেই, জননীর চেয়ে॥
শাস্ত্রে যাহা মানা করে, যুক্তি তায় নানা।
বিচার করিলে যায়, সহজেই জানা॥
নিত্য যারা মাংস খায়, হয়ে প্রেমাধীন।
বলী তারা, জ্ঞানী তারা, সদাই স্বাধীন॥
যে নর না মাংস খায়, পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার, বৃথায় উদর॥
আমিষ-আহারীদলে, কোন দুখ নাই।
মাংসভোজী পশু, পাখী, সবল সবাই॥
ইউরোপ আদি করি, ব্রহ্ম আর চীন।
মাংসবলে বাহুবলে, সদাই স্বাধীন॥
ভারতে যখন ছিল, ব্যবহার কীর।
বোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল, সবে ছিল বীর॥
ধন, মান, যশ, ভাগ্য, স্বাধীনতা, সুখ।
সমুদয় ছিল, নাহি, ছিল, কোন দুখ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুষ্টয়।
ছিলেন আমিষভোজী, হিন্দু সমুদয়॥
প্রচুর প্রমাণ তার, নানা গ্রন্থে আছে।
সকলই প্রিয় ছিল, মাসে আর মাচে॥
মাংস, মাচ, হিতকর, যদ্যপি না হবে।
বৈদ্যশাস্ত্রে এত গুণ, কেন লেখে তবে?
সব দেশে সব শাস্ত্রে, ভেষক নিপুণ।

লিখেছে বিশেষ কোরে, আমিষের গুণ ॥
আমিষ ভোজনে যদি, না হইত শিব।
বিস্তারিয়া গুণ কেন, লিখিবেন শিব ?
যে মানব ঘৃণা করে, আমিষ আহারে।
পশু বোলে সম্বোধন, করেছেন তারে ॥
জীবের কারণে হলো, জীব বহুতর।
খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধ পরস্পর ॥
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ, শাস্ত্র বটে এই।
যুক্তির বিচারে কোন, ব্যতিক্রম নেই ॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায়, মাংস খাবে নর।
সুন্দর কৌশল তাই, মুখের ভিতর ॥
রদনে অদন সুখ, বদনে প্রকাশে।
"পশুরাজ-দন্ত" সম, দন্ত দুই পাশে ॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে, ভ্রান্ত তবু জীব।
হায় হায় ! নাহি বুঝে, নিজ নিজ শিব ॥
এ মতের বিপরীত, কথা যারা কয়।
তাদের সে নীচ উক্তি, গ্রহণীয় নয় ॥
সে যে মত, মত নহে, মন্দ অতিশয়।
কে বলে অক্ষয়-মত, কে বলে অক্ষয় ?
প্রণিধান কর সবে, গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হোলে, ক্ষয় বলি কারে ?
অক্ষয়, অক্ষয় মত, ভেবে ভ্রমে রয়।

ক্ষর যাতে ক্ষয় পায়, সে নয় অক্ষয় ?
আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল ॥
নোদে, শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি ॥
শেষ করিয়াছে যত, দেশের গুগলি ॥
নিরামিষ আহারেতে, ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাথামুণ্ড লিখে ॥
কোথা তাঁর "বাহ্যবস্তু" মানব-প্রকৃতি !
এখন ঘটেছে তায়, বিষম বিকৃতি ॥
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবা নিশি মাথা ঘোরে, সদাই অসুখ ॥
মত চালাবার তরে, লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার, শক্তি তাঁর কই ?
কলম ধরিলে হাতে, মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর, কথা নাহি স্ফুরে ॥
মাস, মাচ বিনা আগে, ছিলনা আহার।
কিছু দিন করিলেন, বিপরীত আর ॥
শেষেতে পেলেন তার, সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল ॥
সমাজ হাসিছে তাঁর, ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি, বসিলেন কেঁচে ॥
দায়ে পোড়ে পূর্ব্বভাব ধরিলেন পিছু।

শুধু মাচ, মাস নয়, আরো আছে কিছু ॥
সমুদয় ফুটে লেখা, না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত, পানের সহিত ॥
ছেড়ে দেও ছেলে খেলা, ফেলে দেও "কুম (১)"।
মাস, মাচ, ভাত খেয়ে, সুখে দেও ঘুম ॥
করোনাকো ধুম্ ধাম্, টুম্ টাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার ॥
মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাখ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে, নাহি ঘটে দায় ॥
পাকতেল মাখ আর, নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর, যা হয় বিধান ॥
কোটি কোটি গ্রন্থকার, লিখিছেন যাহা।
"কুম" ধোরে একা কেন, কাটো তুমি তাহা?
মনে কর যত দিন, সৃষ্টির বয়েস।
তত দিন আছে এই, মতের আদেশ ॥

[১] কবি, নিজে টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন, "কুম নামক একজন গ্রন্থকারের মতে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার শেষভাগে কতিপয় চিকিৎসা-শাস্ত্রানভিজ্ঞ 'অতথ্যদর্শী' লোকের অস্থির অভিপ্রায়ানুসারে আমিষ ভক্ষণ অবিধি লেখেন এবং স্বয়ং তাহাতে মত প্রদান করেন, এইক্ষণে তাহার ভোগ বিলক্ষণ রূপেই ভুগিতেছেন।" মৃত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, কবির একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

দ্রব্যের যে গুণ হয়, সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন, তুমি কর মানা?
দেশ, দেহ, রোগ ভেদে, খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি, বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হোয়ে উপদেশে, করিয়াছ গোঁড়া।
মিছা মতে আনিয়াছ, গোটা কত ছোঁড়া ॥
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে, আর নাহি চলে ॥
ওহে ভাই যদি চাও, নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাকো আর ॥
শেষে তুমি চেলা হও, মন করি কষা।
আগে গিয়ে দেখে এসো, গুরুজির দশা ॥
সেই গুরু গুরু হয়, গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হোলে, কিসে হবে ভার?
"রাজসিক" এই ভোগ, দিয়াছেন যিনি।
নানারূপে জ্ঞানময়, দয়াময় তিনি ॥
ইথে যদি না হইবে, মঙ্গল তোমার।
জ্ঞানী লোকে করিতনা, বিধান প্রচার ॥
যিনি সর্ব্বশিবময়, সর্ব্বমূলাধার।
ভোগ পেয়ে কর তাঁর, মহিমা প্রচার ॥

কোন দিকে নাহি দেখি; কিছুর অভাব ।
সমুদয় সম্পাদন করিছে স্বভাব ॥
সর্ব্বকালে ভবধর, দীন দয়াময় ।
সমভাবে আমাদের, আছেন সদয় ॥
বিশেষ এ শীতকালে, দয়া দেখ তাঁর ।
করিলেন ধরণীরে, শস্যের ভাণ্ডার ॥
ফল, মূল, শস্য কত, আমাদের দেশে ।
আগে খাও পরমান্ন, পরমান্ন শেষে ॥
আস্বাদনে রসময়ী, হইবে রসনা ।
মন খুলে কর তাঁর, মহিমা ঘোষণা ॥
প্রণয় পীযূষ তাঁর, সুখে কর পান ।
ভাব ভরে উচ্চ স্বরে, কর গুণ গান ॥
ডাকো তাঁরে কৃপাময়, প্রাণনাথ বোলে ।
কৃতজ্ঞতা রসে যাও, একেবারে গোলে ॥

পৌষপার্ব্বণ ।

রাগিণী আড়ানাবাহার,—তাল আড়খেমটা ।

এবারে বছরকার দিন, কপালে ভাই,
জুটলোনাকো, পুলি পিটে ।
যে মাগ্গির বাজার, হাজার হাজার,
মোর্চ্ছে লোক, কপাল পিটে ॥

ভাত না পেয়ে উদর ভোরে, কত দুঃখী গেল মোরে,
চেলের বাজার শস্তা কোরে,
দেয় না ভাজা টেঁড়া পিটে ॥
ঘরে হাঁড়ি ঠঠনাস্তি, মশা মাচি ভনভনাস্তি,
শীতে শরীর কন্‌কনাস্তি,
একটু কাপড় নাইকো পিটে ॥
দারা, পুত্র হন্‌হনাস্তি, অস্তি, নাস্তি, নজানস্তি;
দিকে রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে ॥
আদ্ পেটা ভাত কদিন্ খাবো, দুদিনেই তো মোরে যাবো,
পেটের জ্বালায় জ্বোলে বুঝি,
বেচ্‌তে হোলো কোটা ভিটে ॥
ভিটে গেলে যথা তথা, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ?'
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ,
কাঁদ্দে হবে বোসে ঘাটে ॥
ফোস্কে গেলো, "আস্কে" খাওয়া 'চেলের পানে যায় না চাওয়া,
তিল্ নারকেল, তেলের দাওয়া,
টাকায় দুখান নাগরী চিটে ॥
গিন্নী মাগীর বদন্ বাঁকা, হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল্ ভাঙে আস্ত ইটে ॥

রুক্ষু হাতে গিয়ে ঘরে, কাছেতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাক্‌রা বুড়ো ন্যাক্‌রা করিস্?"
বোলে দেবে খ্যাংরা পিটে॥
পোষ্ পার্ব্বণ গেলো শাদা, হোলোনাকো বাঁউনি বাঁদা,
ঘরে বোসে মিছে কাঁদা,
মোলেই যাবে সকল মিটে॥
যার্ কাছে যাই মাথা খোঁড়ে, ছুটো পয়সা নাহি জোড়ে,
পায়ে গেল জাম্‌ড়ো পোড়ে,
বাড়ী বাড়ী হেঁটে হেঁটে॥
জ্ঞাৎকুটুম্ব দুঃখে মরে, চাল্ কোটা নাই কারো ঘরে,
ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হয়ে,
মল্লে কেবল্ মাথা কুটে॥
মেয়ে গুলো বেঁধে খোঁপা, তবু মুখে করে চোপা,
পুরুষ্ গুলো তাদের্ কাছে,
পারেনাকো কথায় এঁটে॥
রান্নাঘরে কান্নাহাটি, তথাচ না বাক্যে আঁটি,
একেবারে হোলেম্ মাটি,
কাঁদিয়ে দিলে কথার চোটে॥
ভিক্ষে করি চুরি করি, ঘাড়ে বোঝা বোয়ে মরি,
খাবার কুমীর কেবল তারা,
তাদের তো না * *॥
কাঁসারি পসারি কত, ছুতোর্, ধোবা, 'মামা' যত,

তারাই খাচ্চে রাজার্ মত,
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে॥
নিত্তি আনে নূতন কড়ি, ভেট্‌কিমাচে, কুম্‌ড়োবড়ি,
জ্ঞাৎকুটুম্ব ছড়াছড়ি,
গড়াগড়ী দিচ্ছে গেটে॥
তাজা ভাজাপুলি দিয়ে, আয়েস্ পূরে পায়েস্ খেয়ে,
হেঁকুর হেঁকুর, ঢেঁকুর তুলে,
শুচ্ছে সুখে ছাপর খাটে॥
জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে, কারকাছে না পারি যেতে,
বিষ্ হারাণো ঢোঁড়ার মত,
অভিমানে মরি ফেটে॥
পেট পুড়ে যায় অনাহারে, ফুটে নাহি বলি কারে,
ধ্যান কোরে সেই বিধাতারে,
লুকিয়ে কাঁদি, এসে মাটে॥
মাজে মাজে উপবাসী, পোড়ার মুখে তবু হাসি,
বেড়াই যেন খোদার খাসী,
দিবানিশি হাটে বাটে॥
হাসিও পায়, কান্না ধরে, এবারে ভাই অনেক ঘরে,
বৌ, শাশুড়ী, ননদ্ ভেজের,
চুকলি করা গেল উঠে॥
পূবের বাড়ীর সেজোদাদা, দুখান্ গয়না দিয়ে বাঁধা,
এনে দিলেন কিছু কিছু,

ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে।
তাই দেখে "বৌ" রেগে মরে, কোনো কিছু থাক্‌লে ঘরে,
বেচে খেতেম্ বাঁদা দিতেম,
শোধ যেতো শেষ খেটে খুটে ॥
যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে, বেড়িয়ে এলেম্ তাদের কাছে,
নানা মত গোড়ে তারা,
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে ॥
মুখের পানে ছিলেম্ চেয়ে, 'ছুখান্ একখান্ যাওনা খেয়ে,'
একটিবারো এমন কথা,
বোল্লেনা কেউ মুখটি ফুটে !
হোলে পরে মুচি হাড়ি, গিয়ে যত বাবুর বাড়ী,
সাপুপ্ স্বপুর জুব্‌ড়ে দাড়ি,
মেরে দিতেম পাৎড়া চেটে ॥
বামুন্ বাড়ী গেলে পরে, ডেকে না জিজ্ঞাসা করে,
সহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে,
বেড়িয়ে এলেম ঘুঁটে ঘেঁটে ॥
পাতের এঁটো যাহা ছিলো, একটি বামুন দিয়ে ছিলো,
ঘাঁটা ঘোঁটা, কাঁটা চাটা,
খেয়ে গেল বমি উঠে ॥
ডেকে নিয়ে সমাদরে, শ্রদ্ধা কোরে দিলে পরে,
এঁটে উঁটে খেব্‌ড়ে বোসে,
পেটে পুরি সেঁটে সুঁটে ॥

যদি আনি মেগে পেতে, পেট ভোরে পাবোনা খেতে,
মিছে কেবল গন্ধ করা,
মুখে দিয়ে একটু ছিটে।
দেখতে পেলে চৌকীদারে, ধোরে দিবে কারাগারে,
নৈলে ঢুকে ওদের ঘরে,
আস্তে যেতেম্ লুটে পুটে ॥
শান্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী, গেলে পরে মারে বাড়ি,
ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে,
যেতে হবে কলের ঘাটে ॥
এ পাড়ার্ ঐ কর্ত্তা বুড়ো, নিত্তি ম্যারেন্ পাঁটার মুড়ো,
খুড়ো আমার ভাইপো বোলে,
একটি দিন না দিলেন্ বেঁটে ॥
দয়াল বাবু কোথায় আছে, পূর্ব্বে আশা গেলে কাছে,
দয়াল্ নয় সব কয়াল বাবু,
হাড়ে টোকো, মুখে মিটে ॥
গোরাচাঁদের মেলায় যাবো, মেলায় গেলেই হেলায় পাবো,
দুঃখী দেখে দয়া কোরে,
অমি দেবে চিটি কেটে।
পূজা করে ভক্তি ভরে, পূজা করায় ঘরে ঘরে,
দুশো, পাঁশো, সাৎশো হাজার,
কত দিলে লিখে চিটে ॥
এমন দাতা আছে কেবা, সুখে করায় উদর সেবা,

পিটে পুলির ছিটে গুলি,
মার্বে কোসে আমার পেটে ॥
ভাল ঘরে জন্ম লোয়ে, একেবারে গেলাম বয়ে,
দিন মজুরি খেটে খেতেম্,
হোলে পরে নগদা মুটে ॥
শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কাণে, তবু কতক বাঁচি প্রাণে,
কেবল ভেক্‌ভেকানি সার হয়েছে;
কার কাছে তা বোল্‌বো ফুটে?
নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা, আমার হোয়ে খাবে তারা,
মনকে আমি প্রবোধ দেবো,
হাত বুলায়ে তাদের পেটে ॥

বর্ষবিদায়।

ওরে ও চৌষট্টি সাল্। (১) সাল নোস্ তুই সাল্ ॥
তোরে কেটা বলে কাল্? কাল নোস্ তুই কাল।
দেথ্ দেথ্ এই বর্ষে। কি হয়েছে এই বর্ষে ॥
রাজা প্রজা তোর পর্শে। কেহ আর নাহি হর্ষে।
সম দশা সবাকার। ঘরে ঘরে হাহাকার ॥

(১) সন ১২৬৪ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় যে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী হয়, তদুপলক্ষে রচিত।

হোয়ে গেল ছারখার। সবে দেখে অন্ধকার ॥
যত সব দুরাচার। করে যত অত্যাচার ॥
কাট্ কাট্ মার্ মার্। মুখে রব যার্ তার্ ॥
বলহীন পরিবার। কারো নাই ঘর দ্বার ॥
বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার ॥
শত শত সধবার। শাঁকা খাডু নাহি আর ॥
পতিহীন হোয়ে সবে। কাঁদিতেছে হাহারবে ॥
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচি ভাবি তাই ॥
বিদ্যাসাগর্ নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা?
বিয়ে হোলে বেঁচে যেতো। সাধ পূরে খেতে পেতো।
গহনা উঠিত গায়। এড়াতো সকল দায় ॥
কি করে কপাল পোড়া। বিধাতা নষ্টের গোড়া ॥
যায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দূরে ॥
উজানেতে থাকে তারা। সে জলের ভাঁটি ধারা ॥
সাগরের লোণাজল। বাণ ডাকে কল কল ॥
তত দূর নাহি যায়। ত্রিবেণীতে লয় পায় ॥
মুক্ত বেণী এ ত্রিধারা। যুক্তবেণী-পারে তারা ॥ (১)
ভবিষ্যতে হোতো ভালো। জলিত ভাগ্যের আলো।
সদুপায়ে হোলে গতি। পুনরায় পেতো পতি ॥

(১) যুক্তবেণী—প্রয়াগ। সিপাহীযুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক হিন্দুরমণী বিধবা হয়; এখানে কবি, তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছেন।

দুষ্ট লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে পায় তাপ ॥
কার ঘাড়ে কার বোঝা ॥ কিছু নাহি যায় বোঝা ॥
বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তায় ॥
অনুকূলা নন কালী। সে গুড়ে বা, পড়ে বালি ॥
বিলাতের অভিপ্রায়। আইন বা উঠে যায় ॥
ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার ॥
প্রথমে আইন্ খুলে। ফের্ তাহা দিস্ তুলে ॥
সাগর ডাগর হোয়ে। নাগর নাগরী লোয়ে ॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে ॥
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়? ফিরে যাবে সমুদয়?
শত্রু লোক হাসালি। আঁখি জলে ভাসালি ॥
রাগ কোরে যত রাঁড়ে। সাঁপ দেবে হাড়ে হাড়ে।
জাননা সতীর সাঁপে। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপে ॥
পেয়ে সাবিত্রীর সাঁপ। যম বলে বাপ্ বাপ্ ॥
সব দিকে নষ্ট তুই। ঘাড় ভেঙে পুঁতে থুই ॥
তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে। রাহু আর কেতু পোড়ে ॥
চিরজীবি জীব যারা। এখনিই মরে তারা ॥
তোরে দেখে পেয়ে ভয়। যম ছাড়ে যমালয় ॥
ডাল ভাল ভাল পয়। সৃষ্টি আর নাহি রয় ॥
লক্ষ্মী গিয়েছেন উড়ে। অমঙ্গল দেশ জুড়ে ॥
আলক্ষ্মীর আগমনে। সবাই প্রমাদ গণে ॥
জিনিষের অগ্নিদর। বাঁচে কিসে দুঃখী নর?

কি হইল হায় হায়। অনাহারে মারা যায় ॥
অকাল হইল শেষে। মহামারি দেশে দেশে ॥
বিদ্রোহিরা করে পাপ। ভূপতির মনস্তাপ ॥
যারে যারে মর মর। নরকে প্রবেশ কর ॥
মন্ত্রপোড়ে ভস্ম ছাই। তোমার বিদায় গাই ॥

জড় কোরে পৃথিবীর, যত ছেঁড়াচুল।
জড় কোরে পৃথিবীর, যত কেশেফুল ॥
তাহাতে মাখানো গেল, ছাই আর কাদা।
ঠাঁই ঠাঁই, ডাঁই ডাঁই, গোবরের গাদা ॥
কড়ি পেয়ে নাপিত, ফিরিয়া বাড়ী বাড়ী।
কাটিয়া পায়ের নখ, করিয়াছে কাঁড়ি ॥
পুকুরের পানা আছে, কুকুরের লোম।
শূকরের ল্যাজ কেটে, আনিয়াছে ডোম ॥
ছেলে বুড়ো আদি করি, আয় সবে আয়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম্ বল, বাঁচিলাম, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায় ॥

হাবাতে বছর ওই, যায় যায় যায়।
আলক্ষ্মীপিশাচী তার, পাছে পাছে যায় ॥
ছুঁওনা, ছুঁওনা ওরে, পালাও পালাও।

প্যাকাটির আটি সব, জ্বালাও জ্বালাও ॥
উড়ায়ে তূষের ধূম, নৃত্য কর সুখে।
আলাই, বালাই, দূর, মন্ত্র পড় মুখে।
কাপাশে তুলার বিচি, দেও ছড়াইয়া ॥
শতমুখী রত্নে দেও, হার গড়াইয়া।
কাণাকড়ি যত দেও, মানা নাই তায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম বল বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে, কররে বিদায় ॥

ও পাড়াতে গাধা আছে, মরে চেঁচাইয়া।
এক পাশে দেও তারে, নজর ধরিয়া ॥
সে গাধার ডাক্ আর, শুনা নাহি যায়।
জ্বালাতন সব লোক, গাধার জ্বালায় ॥
মস্তক মুড়ায়ে দেও, কিছু নাই গোল।
আন্ আন্ ছে দামালা, ঢাল্ ঢাল্ ঘোল ॥
বিদায়ি দানেতে ভাই, হওনা কাতর।
রাস্তায় নালায় আছে, গোলাপ আতর ॥
বগল বাজাও সবে, হোগলকুঁড়ায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম বল, বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায় ॥

নিন্দকের দাঁতঘসা, জিবঘসা জল।
খলের খলতারূপ, আধারীয় স্থল ॥
বিছুটির খেং দেও, বিছানা করিয়া।
আলকুশি দেও তায়, বালিস ধরিয়া ॥
মশারি খাটাতে আর, হবেনা জঞ্জাল।
ঝুলের ঝালর দে'য়া, মাকড়্সার জাল ॥
বস্ত্র দেও, জুতো দেও, দেও অলঙ্কার।
আঁস্তাকুড় ধোরে দেও, করুক আহার ॥
পড়িয়ে এড্রেস খানি, ফেলে দেও পায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম্ বল, বাঁচিলাম্, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর্ বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায় ॥

ঠেঁটকাটা।

ভদ্রকুলে জন্ম লই, ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা, জ্ঞান করি দ্বিজে ॥
ভদ্র কর্ম্ম কারে কহে, কিছু নাহি জানি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ, কিছু নাহি মানি ॥
যেখানেতে বাস করি, নিজ আড্ডা গেড়ে।
লজ্জা ভয়ে লজ্জা যায়, সেই দেশ ছেড়ে ॥

বিচার না করি কভু, মান অপমান।
সমাদর অনাদর, সকল সমান ॥
পিপে শুদ্ধ পার কোরে, শুষে খাই রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্ ॥
বাবা কিসে আমি কম্ ?
বাজে ঝম ঝম ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ, নাহি ছাড়ি।
করিয়াছি কারাগার, শ্বশুরের বাড়ী ॥
ইয়ারের ভাবে যদি, তুষ্ট রহে দেল্ ॥
তুল্যরূপে জ্ঞান করি, স্বর্গ আর জেল্ ॥
কিছুকাল সাঁচাভাবে, খাঁচায় রহিয়া।
জাহির করিব গুণ, বাহির হইয়া ॥
আমার প্রতাপে ধরা, হইবে অস্থির।
দেখা যাবে বীর হয়, কত বড় বীর ॥
প্রকাশিব নিজ বিদ্যা, মেরে এক দম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্ ?
বাবা কিসে আমি কম্ ?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

বয়স বাড়িছে যত, পাকিতেছে কেশ।
ততই ধারণ করি, নটবর বেশ ॥
গোড়িম ভাঙ্গেনি যবে, উঠে নাই গোঁপ।
তখন করেছি আমি, পিতৃ-পিণ্ড লোপ ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া, বেশ্যা আনি ঘরে।
ভার্য্যা তারে রেঁধে দিয়া, পদসেবা করে ॥
চক্ষে দেখে চুপমেরে, কাষ্ঠ হন বাবা।
গোটুহেল্ ওল্ড ফক্স, ড্যাম্ ড্যাম্ হাবা ॥
আমার বুদ্ধির কেউ, নাহি পায় ফম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্ ?
বাবা কিসে আমি কম্ ?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম ঝম্।
একেতো মোহনমূর্ত্তি, মুখে মিষ্ট মধু।
দম্ দিয়া বার করি, কত কূলবধূ ॥
দেশে দেশে মারিয়াছি, বাহাদুরি ঢাক্।
পরযাত্রা ভঙ্গ করি, কেটে নিজ নাক্ ॥
তটস্থ সকল লোক, দেখে মম ক্রিয়া।
গ্রামের ভিতরে চলি, মধ্যভাগ দিয়া ॥
লাগে লাগে লাগে ফের, লাগে লাগে লাগে।
শ্বশুরের বাড়ী থেকে, ফিরে আসি আগে ॥

কত মিত্র ধরে মিত্র, সব হবে গুম্ ।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্ ?
বাবা কিসে আমি কম্ ?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

কাণকাটা ।

বীরভাবে স্থিরচিত্ত, নৃত্য করে বীর ।
প্রেমভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর ॥
বীরাসনে করে বীর, মহিমা প্রকাশ ।
টল টল ঢল ঢল, খল খল হাস ॥
হেরিয়া ভক্তের ভঙ্গি, ভয়ে কাঁপে যম্ ।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্ ?
বাবা কিসে তুমি কম্ ?
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্ ।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥
জারি কোরে দিলে তুমি, যত পরিচয় ।
সে দফাতে কোন অংশে, আমি কম নয় ॥
কত শত হাতি ঘোড়া, গেল রসাতল ।
ল্যাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া, দেখ মোর বল !
আমার নিকটে তুই, নাহি পাস ফম্ ।

লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্ ?
বাবা কিসে তুমি কম্ ?
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্ ।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥
বাহাদুরি দেখালাম, এক চালি চেলে ।
আমি আছি ঠিক বোসে, তুই গেলি জেলে ॥
উপশক্তি প্রসাদেতে, উপশক্তি ধরি ।
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে, নাশ করি অরি ॥
বিপ্রের রুধির ভাবি, ব্রাণ্ডি আর রম ।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্ ?
বাবা কিসে তুমি কম্ ?
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্ ।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥
হাসাইলি সব লোক, ডুবাইলি নাম ।
জীবন বৃথায় তার, বামা যারে বাম ॥
নিরুপমা মনোরমা, গুণধামা বামা ।
হৃদয়ে বিরাজ করে, তুল্য কেবা আমা ?
জয় শব্দে বাজে ভেরি, ভভ ভম্ ভম্ ।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্ ?
বাবা কিসে তুমি কম্ ।
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্ ।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥

মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, সকলেই অনুগত,
অবিরত উপকার পান।
তোমাদের মত হলে, বিধি আছে আছে বলে,
এখনই দিবেন বিধান॥
পুঁথি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আসি হাসি হাসি,
কহিবেন হইয়া প্রধান।
হিন্দুবালা বিধবারি, বিয়ে হবে পুনর্ব্বার,
শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ॥
শাস্ত্র এই, বিধি এই, অর্ব্বাচীন মূঢ় যেই,
বলে সেই ইথে নেই বিধি।
বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তার কত এসে,
দেখিব কেমন বিদ্যানিধি॥
অতিশয় দুরাশয়, যারা হয় তারা কয়,
পরিণয় নয় নয় বলে।
কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ,
অনুরোধ উপরোধ চলে॥
কেবল মুখেতে জাঁক, ভিতরে সকলি ফাঁক,
মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে।
ফেঁদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল,
গোলে মালে হরিবোল পাড়ে॥

সব শাস্ত্র আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাতে গড়া,
মতামত আমাদের ঘরে।
আমাদের পোড়ো যারা, পণ্ডিত হইয়া তারা,
টোল কোরে গোল কোরে মরে॥
আমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওঠে,
কেটে কুটে করি ছারখার।
তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু;
দেখ কত ক্ষমতা আমার॥
করিলাম এই পণ, স্মার্ত্ত আছে যত জন,
দেখি দেখি কেবা কিবা বলে।
বিচারে যদ্যপি হারি, প্রমাণ না দিতে পারি,
পুঁথি সব ফেলে দিব জলে॥
কালী কালী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি,
আশীর্ব্বাদ করিব তোমায়।
কোরো এই উপকার, যেন কটা পরিবার,
অন্ন বিনা মারা নাহি যায়॥

তোষামুদে।

তোষামুদে যারা তারা, সবাই অসার।
কেবল বেড়ায় খুঁজে, আপন সুসার॥
তুড়ি মারে টপ্পা গায়, টাকা ভেবে সার।

বয়ে মরে রাশি রাশি, 'মৈ আজ্ঞার' ভার ॥
মূলেতে নিপাত করে, পেলে পরে চারা।
বাবুরূপ বৃক্ষের বাঁছুরে গাছ তারা ॥
কিসে ভাল কিসে মন্দ, নাহি জানে কিছু।
জেলের হাঁড়ির মত, ফেরে পিছু পিছু ॥
বাগানেতে শশা তোলে, পাড়ে পিচ নিচু।
কথায় কথায় কহে, জল উঁচু নীচু ॥
তখন সেরূপ করে, বুঝে অভিপ্রায়।
বাবুজী বলেন যাহা, তাহে দেয় সায় ॥
যদ্যপি বলেন বাবু, "কেমন গোবিন।
মানুষ কি ভাল নয়, বামুন নবীন ?"
গোবিন বলেন, "বাবু তাই বটে বটে।
গুণ জ্ঞান কিছু নাই, সে বেটার ঘটে ॥
ফোতোজারি করে সেটা, মিছে ঘূরে মরে।
বাহিরেতে কোঁচা লম্বা, অষ্টরম্ভা ঘরে ॥
আপনি আসিতে দেন, কে করিবে মানা ?
চিরকেলে পাজী তারা, সব আছে জানা।"
গোবিনের কথা শুনি, শ্রীযুত তখন।
ভঙ্গিমা করিয়া যদি, বলেন এমন।
"গোবিন কি শুন নাই, এরূপ প্রকার।
নবীন বনেদী লোক, বিদ্যা আছে তার ॥
কহিতে বলিতে ভাল, অতি সুভাজন।

আচার ব্যাভার সব, হিঁদুর মতন।"
গোবিন কহেন শুনে, "হাঁ হাঁ মহাশয়।
বাবু যাহা কহিলেন, সত্য সমুদয় ॥
চিরকাল মান্য তারা, সকলের কাছে।
পাকা ঘর পাকা বাড়ী, ধন ভাল আছে ॥
যেমন স্বরূপ নিজে, গুণ সেই মত।
পারসি ইংরাজি জানে, শাস্ত্র জানে কত।
গোষ্টিপতি বটে তারা, গাঁয়ের প্রধান।
অকাতরে যারে তারে, অন্ন করে দান ॥
নবীনের বাড়ী আমি, যে সময়ে যাই।
ননী ক্ষীর ছানা কত, পেটভোরে খাই ॥"
বাবু কন "গোবিন, এসেছে এক খোঁড়া।
দুই হাত উঁচু তার, সঙ্গে এক ঘোড়া ॥"
গোবিন কহেন, "বটে, দেখিয়াছি তারে।
সে ঘোড়া আকাশে নাকি, উড়ে যেতে পারে ?
পাছে নাহি দয়া হয়, হতেছে ভাবনা।
আমি কি তাহাতে বাবু, চড়িতে পাব না ?"
এইরূপ যত আছে, তোষামুদে দল।
বাবু কাবু করিবারে, করে কত ছল ॥
সাক্ষাৎ না করে কেহ, সত্যের সহিত।
অধর্ম্মের চর হোয়ে, করয়ে অহিত ॥

ইংরাজ সম্পাদক।

এদেশেতে আছ যত, সম্পাদক শাদা।
সকলেই আমাদের, বড়ভাই দাদা॥
তোমরা সকল মতে, সবাই প্রধান।
রাজজাতি, রাজপ্রিয়, রাজবৎ মান॥
ধীর বট বীর বট, দুদিকেই দড়।
আমাদের চেয়ে হও, সর্ব্বমতে বড়॥
দেখে শুনে, জেনে সব, তোমাদের ক্রিয়া।
ধরেছি লেখনী শেষ, সম্পাদকী নিয়া॥
কিছুতেই তোমাদের, তুল্য কভু নই।
বল, বীর্য্য, সাহস, সহায়হীন হই॥
আগেই তোমরা আছ, উপরেতে চোড়ে।
আমরা রয়েছি নীচে, একপাশে পোড়ে॥
তুলেতে হয়েছি নীচু, খেদ কিছু নাই।
ওজনে হইলে উঁচু, হেসে মরি তাই॥
আপনারা বড় বড়, কি তায় সংশয়?
বড় বোলে প্রকাশিত, বড় পরিচয়॥
কিন্তু কিসে খেদ যায়, কিসে করি স্থির?
সমান দেখিনে কেন, ভিতর বাহির?
বাহিরেতে ধোপদাস্ত, ধপ ধপ শাদা।
ভিতরেতে ঘিন ঘিন, প্যাঁকভরা কাদা॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, নহে অন্যমত।
দুদিক সমান হোলে, সুখ হোতো কত॥
যাহোক্ তাহোক ফলে, বৃথায় বচন।
গোটাদুই কথা বলি, কথার মতন॥
যখন বসেছ ভাই, সম্পাদকী পদে।
মত্ত যেন হওনাকো, অভিমান-মদে॥
রাগ, দ্বেষ, অভিমান, আর অহঙ্কার।
পাপকর পক্ষপাত, কর পরিহার॥
নিয়ত বিরাজ করি, তোমাদের করে।
পক্ষের লেখনী কেন, পক্ষপাত করে?
এডিটরি কর্ম্মে শুধু, ধর্ম্মের সঞ্চার।
তাহাতে না হয় যেন, কলঙ্ক প্রচার॥
ধর্ম্মের আসনে বোসে, সেই ধর্ম্ম ধর।
নৃপতিরে ন্যায়মত, উপদেশ কর॥
এদেশের বর্ত্তমান, যত যত ভূপ।
ব্রিটিসের আনুগত্য, করিছে কিরূপ?
দরশন করিতেছ, যে সব ব্যাপার।
সে সব স্মরণ ভাই, কর একবার॥
তোমাদের কেন হয়, এমন ব্যাপার?
হিতে ভেবে বিপরীত, একে ভাবো আর॥
একজন কর্ম্মফলে, করিয়াছে দোষ।
এ বোলে কি জাতিমাত্রে, বিধি হয় রোষ?

শরীরের একভাগে, দোষ যদি হয়।
এ বোলে কি সব দেহ, কাটা বিধি হয়?
এক দন্ত দুঃখকর; হোলে পরে সবে।
নোড়া দিয়ে সব দাঁত, কে ভেঙেছে কবে?
নানা পাপে পাপী নানা, দণ্ড তার লবে।
এ বোলে কি হিন্দু মাত্রে, দোষী হোয়ে রবে?
বিশেষ বাঙালী ভেতো, আমরা সবাই।
কোনকালে কোনোরূপ, দোষমাত্র নাই॥
রাজভক্ত অনুরক্ত, সমান সকলে।
চরিতার্থ হই সদা, রাজার মঙ্গলে॥
গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়া।
থাকুন হিঁদুর শিরে, খাঁড়া ওঁচাইয়া?
হায় হায় কার কাছে, করিব রোদন!
তোমাদের এ কথা কি, কথার মতন?
বল আছে, বোলে লও, ইচ্ছা যে প্রকার।
সে বলে না হেন কথা, ধর্ম্মবল যার॥
যাঁরা হন সুবিচারী, ধর্ম্মপরায়ণ।
তাঁরা কি অন্যায় কথা, করেন শ্রবণ?
জয় হোক ব্রিটিসের, ব্রিটিসের জয়।
রাজ-অনুগত যারা, তাদের কি ভয়?

বাজী। (১)

ভারতের অধিশ্বরী, মাতা মহারাজী।
আহ্লাদ প্রকাশ হেতু, আতোষের বাজী॥
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার।
ঘোরতর ধূমধাম, ধূমের ব্যাপার॥
বাজী দেখে সুখী হব, ভাবিয়া অন্তরে।
জলে স্থলে কত লোক, আইল নগরে॥
ছোট, বড়, কত লোক, মাঠের দ্বোধারি।
কিলিবিলি করে যেন, পিঁপীড়ার সারি॥
ঘাড় তুলে চাড় দিয়ে, নাহি যায় নোয়া।
যে দিকেতে দৃষ্টি করে, সে দিগেই "ধোঁয়া"!
দড়ী আর দরমার, প্রাণ হোলো হত।
ঝাড়ে বংশে পুড়িয়াছে, বংশ শতশত॥
ছাঁহুনি হইল ভাল, যেমন ফাহুনি।
তোপের নিদান মাত্র, কোপের গাহুনি॥
জে, আর, পিয়ারসন, বাজীর অধ্যক্ষ।
সাবাস্ সাবাস তুমি, কাজে খুব দক্ষ॥
এ যে বাজী, টাকাবাজী, বাজী বড় জোর।
বা-জী, কি, বাজী হুয়া, বাজী হুয়া ভোর॥

(১) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের পর ভারতেশ্বরীর খাস শাসনোপলক্ষে কলিকাতার দুর্গপ্রান্তরে যে অগ্নিক্রীড়া হয়, তদুপলক্ষে রচিত।

দেখিয়া অবাক হোয়ে, সকলেই আছে।
কোথায় দিল্লীর লাড়ু এ বাজীর কাছে?
যে খেয়েছ তার তার, সেই জানে, জানি।
আমরা তো খাই নাই, তথাচ পস্তানি॥
রাজপদে অভিষিক্ত, বিলাতের নর!
জ্যাকেট, কামিজপরা, শ্বেতকলেবর॥
যা কর, তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া।
"বেলাক নেটিব" যত, মরিছে জ্বলিয়া॥
যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই।
মানিলাম পরিহার, বলিহারি যাই॥
দেখিতে কেমন মজা, হইলে বাঙালী।
গোঁতামুখ ভোঁতা হোত, খেয়ে করতালি॥

ডুয়েল যুদ্ধ।

বিলাতী সভ্যতা তোরে, বলিহারি যাই।
এমন অপূর্ব্ব রীতি, আর কোথা নাই॥
হাসি খুসি, রঙ্গ রস, অশেষ প্রকার।
ক্ষণপরে সেই ভাব, নাহি থাকে আর!
নিজ গুণ লোয়ে সদা, বিশেষ বড়াই।
কথায় কথায় হয়, ডুয়েল লড়াই॥

মরিতে মারিতে পটু, ভাব ভয়ঙ্কর।
কিছু মাত্র দয়া নাই, প্রাণের উপর॥
প্রথমে প্রথম গুণে, ধরা দেখে শরা।
একাকী পঞ্চম নয়, ছয়খানি ভরা॥
তিন কাণা আগে কিন্তু, পঞ্জুড়ির জোর।
ছকুড়ি ফেলিয়া শেষ, বাজী করে ভোর॥
পথে রথে গুতা গুতি, জুতা জুতি হয়।
স্বভাবের ধর্ম্ম সেটা, দোষ বড় নয়॥
এ কেমন দোষ বল, এ কেমন দোষ।
সাপের স্বধর্ম্ম বটে; নাহি ছাড়ে ফোঁস॥
প্রথমেতে মাতামাতি, কথার কৌশলে।
হাতাহাতি লাথালাথি, বিচারের স্থলে॥
ভিতর বাহিরে লাল, কিছু নয় কালো।
লালে লালে লাল করে, শোভা পায় ভালো॥

দেখিয়া অবাক হোয়ে, সকলেই আছে।
কোথায় দিল্লীর লাড়ু এ বাজীর কাছে?
যে খেয়েছ তার তার, সেই জানে, জানি।
আমরা তো খাই নাই, তথাচ পস্তানি॥
রাজপদে অভিষিক্ত, বিলাতের নর।
জ্যাকেট, কামিজপরা, শ্বেতকলেবর॥
যা কর, তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া।
"বেলাক নেটিব" যত, মরিছে জ্বলিয়া॥
যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই।
মানিলাম পরিহার, বলিহারি যাই॥
দেখিতে কেমন মজা, হইলে বাঙালী।
গোঁতামুখ ভোঁতা হোত, খেয়ে করতালি॥

ডুয়েল যুদ্ধ।

বিলাতী সভ্যতা তোরে, বলিহারি যাই।
এমন অপূর্ব্ব রীতি, আর কোথা নাই॥
হাসি খুসি, রঙ্গ রস, অশেষ প্রকার।
ক্ষণপরে সেই ভাব, নাহি থাকে আর!
নিজ গুণ লোয়ে সদা, বিশেষ বড়াই।
কথায় কথায় হয়, ডুয়েল লড়াই॥

মরিতে মারিতে পটু, ভাব ভয়ঙ্কর।
কিছু মাত্র দয়া নাই, প্রাণের উপর॥
প্রথমে প্রথম গুণে, ধরা দেখে শরা।
একাকী পঞ্চম নয়, ছয়খানি ভরা॥
তিন কাণা আগে কিন্তু, পঞ্জুড়ির জোর।
ছকুড়ি ফেলিয়া শেষ, বাজী করে ভোর॥
পথে রথে গুতা গুতি, জুতা জুতি হয়।
স্বভাবের ধর্ম্ম সেটা, দোষ বড় নয়॥
এ কেমন দোষ বল, এ কেমন দোষ।
সাপের স্বধর্ম্ম বটে; নাহি ছাড়ে ফোঁস॥
প্রথমেতে মাতামাতি, কথার কৌশলে।
হাতাহাতি লাথালাথি, বিচারের স্থলে॥
ভিতর বাহিরে লাল, কিছু নয় কালো।
লালে লালে লাল করে, শোভা পায় ভালো॥

হিন্দুকালেজ।

নগরে অনেক কেলে. হিন্দুর কালেজ্।
গেল তার 'হিন্দু' নাম ঘুচিয়াছে তেজ্॥
মদকের মণ্ডা খাই, পড়িয়াছে মেজ্।
জাতি গিয়া একেবারে, হোয়ে গেল হেজ্॥
এর্ পরে মিসেনরি, রেতে জ্বেলে সেজ্।
খুলিবেন "থিয়েটরে", বাইবেলের পেজ॥
কায নাই নিয়ে আর, ইংলিস নালেজ।
কালেজের নাম হোলো, খিচুরি কালেজ॥(১)

ব্যোমযান।

উড়িয়াছে আকাশেতে, সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে, প্রফুল্লমানস॥
সাবাস সাহস তার, কিছু নাই ভয়।
যত উঠে তত মনে, সুখের উদয়॥
নগরের লোক যত, করে হই হই।
দেখি যত আমি তত, কত সুখী হই॥
নয়ন নিমিষহীন, এক দৃষ্টে রই।
হেঁট হয়ে নাহি দেখি, ক্ষণকাল বই॥
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই।
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই?

(১) হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্র গ্রহণ করায় ইহা রচিত হয়।

কেহ বলে, দেখা যাবে, এইখানে রই।
কেহ বলে, এতক্ষণে, হোলো চাঁদসই॥
হেলে দুলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে।
মহাবেগে চড়িয়াছে, মেঘের উপরে॥
নিরখি নীরদ তারে, হোয়ে হৃষ্টমন।
পুন পুন প্রেমভরে, দেয় আলিঙ্গন॥
ভূলোক পুলকপূর্ণ, আলোক ঈক্ষণে॥
ত্রিলোক করিছে জয়, গোলক গমনে॥
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে, এই অভিপ্রায়।
চলিয়াছে দেবরাজ, ইন্দ্রের সভায়॥
পাপময় নরলোকে, নাহি অভিলাষ।
সুখেতে করিবে গিয়ে, স্বর্গধামে বাস॥
কেহ বলে, ধরাতলে, নিদাঘের ভয়ে।
বিহার করিবে গিয়া, নীহারনিলয়ে॥
মানব আসিছে উড়ে, শূন্যের উপর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম, অঙ্গ থর থর॥
দ্বিজরাজ পায় লাজ, দিলে মুখঢাকা।
দ্বিজরাজ ভয় পেয়ে, গুড়াইল পাখা॥
কেহ বলে, দেখিছে, আকাশ ঘূরে ঘূরে।
ঐ ভববৃক্ষের মূল, আছে কত দূরে॥
অনুমান করি পুন, যুক্তি সহকারে।
উঠিয়াছে ফাঁদ লোয়ে, চাঁদ ধরিবারে॥

একেবারে এড়াইবে, সংসারের ক্ষুধা।
পেটভোরে খাবে গিয়া, সুবিমল সুধা॥
চন্দ্রলোকে মৃগয়া, করিয়া এইবার।
পোষা মৃগ কেড়ে লবে, কোল থেকে তাঁর॥
অকলঙ্ক হবে শশী, হারাইয়া শশ।
ভাল রে গগনগামী, ভাল তোর যশ॥
আর বার ভাবি যত, আকাশের তারা।
তারা নয়, তারা হয়, তারানাথ-দারা॥
বিনোদ বিমানে বসি, বিশেষ বিরলে।
সেই তারা হার করি, পরিতেছে গলে॥
নবীন নায়ক পেয়ে, সুখী সব তারা।
পুরান নাগরচাঁদে, নাহি চায় তারা॥
তারাহারা তারাপতি, পেয়ে অতি দুঃখ।
লাজে তাই গগনেতে, লুকায়েছে মুখ॥
লোকে কয় কুহুনিশি, মাখিয়াছে মসি।
তাহা নয়, খেদে অদ্য, অনুদিত শশী॥
যদি বল এ প্রকার, হইলে ঘটন।
পুনরায় হবে কেন, ভূতলে পতন?
শুন সার বলি তার, বিবরণ মূল।
চাঁদের অমৃত খায়, চকোরের কুল॥
ঘেরিয়াছে আশ পাশ, স্থিরপক্ষ ধোরে।
রাখিয়াছে সুধাকর, একচেটে কোরে॥

তারা দেখে কি প্রমাদ, আমরাই পাখী।
"চাঁদের চকোর,, নাম, চন্দ্রকোলে থাকি॥
রাত্রি দিন সমভাবে, রোয়েছি "টাইট,,।
এ আবার কোথা হোতে, আইল "কাইট,,?
বিনা সূত্রে উড়িয়াছে, কেমন "কাইট,,।
পাখা নাই শূন্যে এসে, কেমন "কাইট,,॥
নাহি বলে, বলে চলে, কলের "কাইট,,।
মর্ত্তলোকে শব্দ করে, "কাইট, কাইট,,॥(১)
ঘোর ক্রুদ্ধে এসে ঊর্দ্ধে, যুদ্ধের "স্নাইট,,।
হরিয়া লইবে শশী, করিয়া "ফাইট,,॥
মনে এই ভাবিয়াছে, হইলে "নাইট,,।
কেড়ে লবে আমাদের, চাঁদের "রাইট,,॥
চেলেছে নূতন কল, জ্বেলেছে "লাইট,,।
এখনি নাশিব তারে, করিয়া "বাইট,,॥
চঞ্চল চকোরচয়, চঞ্চুর আঘাতে।
"কাইট, বাইট,, করি, দিলে অধঃপাতে॥
খোঁচা খেয়ে ধূম গেল, ধূম কিসে আর।
পুনর্ব্বার এসে করে, ধরায় বিহার॥
কেহ বলে আছে এই, শাস্ত্রের বচন।
অতি উচ্চে উঠিলেই, পশ্চাতে পতন॥

(১) কাইট নামক একজন ইংরাজ, কলিকাতায় প্রথম ব্যোমযানে উঠেন; ইহা তদুপলক্ষে রচিত।

ঝড়।

(২ রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৯ সাল।)

জগতের আয়ু তুমি, বায়ু নাম ধর।
বায়ু রোধ করি শেষ, আয়ু বায়ু হর॥
ভূতের প্রধান তুমি, ভূতরাজ নাম।
জল স্থল অনল, আকাশ তব ধাম॥
জলের জীবন নাম, নাম মাত্র সার।
তুমি কর জীবনের, জীবন সঞ্চার॥
আগুণে কি গুণ আছে, দীপ্তি কোথা তার?
তুমি তার সখা বোলে, করে অহঙ্কার॥
প্রতিভা প্রকাশ তার, তোমায় পাইলে।
অনল সলিল হোতো, তুমি না থাকিলে॥
ক্ষিতির যে খ্যাতি কিছু, সুযশ সৌরভ।
সে কেবল আপনার, গুণের গৌরব॥
ধরা ধরে হৃদয়েতে, বস্তু যত যত।
তোমার করুণা বিনা, সব হয় হত॥
স্থাবর জঙ্গম, জীব, জন্তু সমুদয়।
তোমার চালন বিনা, পালন কি হয়?
একবার ধর যদি, বিপরীত রীতি।
কোথা থাকে ক্ষিতি তার, কোথা থাকে স্থিতি?

আকাশের শোভা শুধু; তোমার কারণ।
যতনে তোমারে তাই, কোরেছে ধারণ॥
স্থলে জলে ঘটে ঘটে, থাকিয়া আকাশ।
তোমারে হৃদয়ে ধরি, বাড়ায় উল্লাস॥
মৃত্তিকার গন্ধ গুণ, তোমার কৃপায়।
ভাল মন্দ গন্ধ সব, নাসাপথে ধায়॥
পদার্থের দোষ গুণ, ঘ্রাণেতে জানিয়া।
উত্তম গ্রহণ করি, অধম ছাড়িয়া॥
আপন স্বরূপ তুমি, আপন স্বরূপ।
বায়ুর বিচিত্র গতি, অতি অপরূপ॥
নিরাকারে চলিতেছ, ভয়ঙ্কর চেলে।
না জানি কি হোতো আর, হস্ত পদ পেলে॥
এই চলি, এই বলি, চলাবলা যত।
কল বল সকল, তোমার হস্তগত॥
তুমি না চলালে নাই, চলিবার কল।
তুমি না বলালে নাই, বলিবার বল॥
কলেরে বিকল করি, দেহ কর মাটি।
সকল কলের কল, তুমি "কলকাটী"॥
এ কলে এ কলকাটী, যে জন চালায়।
সাধু সাধু সাধুরে, প্রণাম তাঁর পায়॥
প্রণিপাত তোমারে হে, প্রতাপী পবন।
ভব মাঝে তব সম, আছে কোন জন?

কখন কি ভাবে থাক, বুঝা উঠা ভার।
ত্রিভুবন জয় করে, বিক্রম তোমার॥
বানরের পিতে তুমি, অনলের মিতে।
ক্ষণমাত্রে পার সব, রসাতলে দিতে॥
উগ্রভাবে একবার, হইলে উদয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে, ঠেকাঠেকি হয়॥
ত্রিভুবন রেখে দেও, এক ঠাঁই কোরে।
রবি শশী পড়ে খসি, তারা যায় ঝোরে॥
আকাশের চাল ভেঙ্গে, পাতালেতে চালো।
পাতালের জল তুলে, আকাশেতে ঢালো॥
ইন্দ্রধাম উপুড়িয়া, ফ্যালো নাগপুরে।
নাগপুর ইন্দ্রধামে, শূন্যে উঠে ঘুরে॥
নীচু গিয়ে উচু উঠে, উচু পড়ে নীচে।
মাঝে থেকে মাজখান, মরে আগে পীছে॥
স্থির মূর্ত্তি ধরি তুমি, থাক যে সময়।
সে সময়ে স্থিরভাবে, থাকে সমুদয়॥
চরাচরে স্বভাব, স্বভাব ভাল ধরে।
পেয়ে শিব যত জীব, গুণগান করে॥
মনে কর কি কোরেছ, গত শুক্রবারে।
হুলস্থূল বাধায়েছ, অখিল সংসারে॥
একে সবে বায়ু বলে, হারায়েছে দিশে।
তাহে বায়ু, বায়ুগ্রস্ত, রক্ষা আর কিসে?

কাণ পেতে সমীরণ, শুন শুন সব।
চারিদিকে হইতেছে, কত কলরব॥
বাগানেতে দেখিয়াছি, গাছে নিছু নিছু।
এখন সে নিছু মাঠ, নাহি আর কিছু॥
পুত্র তব লঙ্কাপুরে, বিস্তারিয়া গ্রাস।
রাবণের মধুবন, কোরেছিল নাশ॥
তুমি তার বাপ বটে, ধর বহু বল।
কটাক্ষে করিলে শেষ, সব মধুফল॥
তোমারে সাবাসি আছে, গুণে নাই ঘাটি।
এত খেয়ে গল দেশে, বাধে নাই আঁটি॥
খেলে খেলে, আঁব খেলে, ক্ষুধা ছিল যেন।
ছোট বড় গাছ সব, পেটে দিলে কেন?
বংশ সহ বংশ নাশ, করিয়াছ তুমি।
বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া, কোরেছ সমভূমি॥
উদরে পূরেছ কত, সাঁই সাঁই হাঁকে।
কাকের কোরেছ শেষ, বাঁকি আর কাকে?
মেষ খেলে, অজা খেলে, মজা দেখি এতো।
কেমনে খাইলে কাক, সে যে বড় তেতো?
পেটের জ্বালায় খেলে, হাতি ঘোড়া সাপ।
হারায়েছ হিঁদুয়ানী, ছুঁলে হয় পাপ॥
ঘর খাও, দ্বার খাও, খাও তরি তরু।
পবন "যবন" হোলে, খাইয়াছ গরু॥

এপাপে তোমার কি হে, জাতি আর আছে ?
গঞ্জনা খাইতে হবে, অঞ্জনার কাছে ॥
যখন হেদোর জলে, করিয়াছ স্নান।
কুইন্স কালেজে গিয়া, পাইয়াছ স্থান ॥
ইস্কুলের ঘরে ঢুকে, কোরেছ ভ্রমণ।
ছুঁয়েছিলে ওগেলবির, খানার বাসন ॥
তখনি জেনেছি মনে, ঘটিয়াছে দায়।
বাতাস লেগেছে তার, বাতাসের গায় ॥
সে বাতাসে বাতাসের, ধর্ম্ম হোলো নাশ।
খ্রীষ্টান হইয়া বায়ু, খাইল গোমাস ॥
এই ভয় বানরী সে, নেবে কিনা ঘরে।
ফলে তুমি তেজিয়ান, দোষ কেবা ধরে ?
জগতের প্রাণ হোয়ে, প্রাণের বাতাস।
জগতের করিয়াছ, কত সর্ব্বনাশ ॥
সমভূমি করিয়াছ, গোলাগঞ্জ গ্রাম।
গ্রাম নাই ধাম নাই, আছে মাত্র নাম ॥
হাহাকার পড়িয়াছে, প্রতি ঘরে ঘরে।
বাস্তু গেল, বৃক্ষ গেল, কোথা বাস করে ?
অনাহারে সূর্য্যকরে, প্রাণে মারা যায়।
দেশে আর তরু নাই, কোথায় দাঁড়ায় ?
গৃহ আর বৃক্ষাঘাতে, মোলো কত লোক।
পরিবার কাঁদে পেয়ে, ঘোরতর শোক ॥

কারো দারা, কারো পুত্র, কারো বন্ধু ভাই।
কারো কারো সংসারেতে, কেহ আর নাই ॥
পতি-শোকে সতী কাঁদে, সতী শোকে পতি।
সুত শোকে প্রসূতীর, দারুণ দুর্গতি ॥
সমীরণ এসকল, তব অত্যাচারণ
হাহারবে ভরিয়াছে, অখিল সংসার ॥
যা খাবার খাইয়াছ, দোহাই দোহাই।
আর তুমি খেয়োনাকো, খেয়োনাকো ভাই ॥
সারিয়াছ, মারিয়াছ, বটে সমুদায়।
তুমিওতো মোরে ছিলে, পেটের জ্বালায় ॥
হোয়েছিল যে প্রকার, ওলাউঠা জোর।
টেনেছিল যমরাজ, মরণের ডোর ॥
ভাগ্যে কাছে অহিফেণ, মদ্য ছিল যাই।
লাডেনম্ পেটে দিয়ে, বাঁচিয়াছ তাই ॥
অনেক দেখিতে পাই, আরোগ্য লক্ষণ।
ঘুমাও, ঘুমাও, তুমি, ঘুমাও এখন ॥
ঘোটেছিল কি প্রমাদ, দেখ দেখি বুঝে।
কুপথ্য কোরোনা আর, থাকো চোক্ বুজে।

ছুটি।

শুনিয়া ছুটির কথা, কুটিয়াল যত।
গালে হাত চিৎপাত, প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
বিশেষতঃ দূরবাসী, পাড়াগেঁয়ে যারা।
দম ফেটে সারা হয়, মারা যায় তারা॥
ধরিয়াছে ছটফটি, যায় মাত্র কুটি।
বার মাস কষ্টভুগে, অষ্ট দিন ছুটি॥
বাটী আসা আশা মনে, কত দিন জাগে।
পূরাবে মনের সাধ, কত অনুরাগে॥
কে করে বাজার হাট, মুখে নাই রব।
আট দিন ছুটি শুনে, কাঠ হোলো সব॥
পড়িল মাথায় বাড়ি, বাড়ীর ব্যাপারে।
আর কারো বাড়ি নাই, কমী একেবারে॥
চোকে দেখে অন্ধকার, হারাইল দিশে।
যেতে যেতে আশা যায়, আসা যায় কিসে॥
যাবো বটে রবোনাকো, পূরিবেনা আশা।
শ্রীপদে প্রণামি দিয়া, শুধুমুখে আসা॥
কারো কারো ভাগ্যে হবে, মিছে ছুটাছুটি।
যেতে যেতে পথে পথে, ছুটে যাবে ছুটি॥
নাহি রবে প্রবাসে, নিবাসে নহে যোগ।
হরিশ্চন্দ্র রাজার, যেমন স্বর্গভোগ॥

দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে, হয় লুটালুটি।
কুটি গিয়া দুঃখে করে, মাতা কুটাকুটি॥
এক দৃষ্টে আছে কেহ, নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে, নিশ্বাস ফেলিয়া॥
কেহ বলে বাপ কত, করিয়াছি পাপ।
সর্ব্বনাশ হোক বোলে, কেহ দেয় শাঁপ॥
কলমের সহ নাহি, যোগ করে কালী।
ভেবে ভেবে কালী হয়, বলে কোথা কালী॥
হায় হায় এই ভাগ্যে, ছিল কি আমার।
ওমা দুর্গে, ঘোর দুর্গে, ফেলিলে এবার॥
তোমার পূজার কালে, ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব বছরের সাদ॥
তবে বল দয়াময়ী. বেঁচে কিবা সুখ?
দেখিতে পাবনা আর, স্ত্রী পুত্রের মুখ!
বুঝিতে না পারি কিছু, বিশেষ কারণ।
কঠিন করিলে কেন, কোম্পানির মন?
বিলাতী বণিক যত, এতে নয় মেল।
মেল মেল বোলে সবে, কোরেছে বেমেল॥
সে মেলে, সে মেলে কিনা, আসে যে ফিমেল।
মেল হোয়ে এবার কি, পাবোনা ফিমেল?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী, এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি, ধারি বল ধার?

কেহ বলে মেলের কি, দোষ আছে তাতে।
পোড়েছে রাজ্যের ভার, পিসীমার হাতে॥
সাহস ভরসা নাই, দৃশ্য বটে নর।
কোনদিকে ছোট নন, ছোট গবানর॥
ছোট বড় দুই তুল্য, কেহ নয় লঘু।
একজন বন বিবী, আর জন ঘুঘু॥
কেহ কয় শুন ভাই, আমার বচন।
বড় বড় শ্বেতকান্তি, আছে যত জন॥
তাদের নিকটে গিয়া, করি নিবেদন॥
তবেই হইবে গ্রাহ্য, এই আবেদন॥
চেষ্টায় দেখিতে হয়, যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন, হোয়ে যাবে জিত॥
আর জন বলে ভাই, এরূপে কি পার্ব্বি ?
যেওনারে বাপ বাপ, সেখানেতে হার্ব্বি॥
আপনি মরিবি প্রাণে, আমাদের মার্ব্বি।
চাকরির দফাটি কি, একেবারে সার্ব্বি ?
কাঁচা থেকো বোঁচা সেটা, কাছে যেতে নার্ব্বি।
হার্‌বিরে, হার্‌বিরে, হারবিরে হার্‌বি॥
কেহ কহে হারবি কি, হারবি ধরিনে।
'ডরিনে' ডরিনে আমি, 'ডরিনে' ডরিনে॥
ডালহৌসী তারে বলে, ডালে হৌস্ যার।
কতদিকে কত আছে, ডালপালা তার॥

এডাল ওডাল দেখ, কত ডাল আছে।
কলমে কলম মাত্র, মূল রাখে গাছে॥
অমূল বুঝিয়া যদি, মূল যায় ধরা।
ধরা বাং, বাজীমাৎ, ধরা আছে ধরা॥
কথোপকথন কত, এরূপ প্রকার।
হেনকালে পাইল, সঠিক সমাচার॥
শ্রীগোপাল পক্ষ হোয়ে, পক্ষ লক্ষ্য করি।
করিল বিপক্ষ জয়, এক পক্ষ ধরি॥
এক পক্ষ ছুটি পেয়ে, দূরে গেল ধাঁদা।
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ, কৃষ্ণ পক্ষে শাদা॥
আশার অতীত লাভ, এমন কি হয়।
হয় নাই, হইবে না, হইবার নয়॥
আশীর্ব্বাদ কোরে সবে, মুক্তমুখে কয়।
জয় জয় জয় রামগোপালের (১) জয়॥

---

(১) মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষ।

তৃতীয় খণ্ড।

―o―

যুদ্ধ।

সিপাহী-যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা।

কর কর কর দয়া, দীনদয়াময়।
হর হর হর নাথ, বিপক্ষের ভয়॥
আর যেন নাহি থাকে, কোনরূপ দায়।
রাজা প্রজা সুখী হোক, তোমার কৃপায়॥
প্রকাশ করহ প্রভু, সুবিমল স্নেহ।
যেন আর হাহাকার, নাহি করে কেহ॥
অত্যাচার করিতেছে, যত দুরাশয়।
তাদের পাপের ভার, কত আর সয়?
ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ।
ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ?
যদ্যপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার।
তবে জানি কৃপাময়, করুণা তোমার॥
হইলে মহিমা-চাঁদে, কলঙ্ক প্রচার।
দয়াময় নাম তবে, কে লইবে আর?
সব দিকে রক্ষা কর, এই ভিক্ষা চাই।
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই॥

করুণাকর হে, করুণা কর।
হর হে সকল, বিপদ হর॥
প্রণতি করি হে, চরণে তব।
প্রণত প্রতিতে, প্রসন্ন ভব॥
সকলি দেখিছ, হৃদয়ে রোয়ে।
বিহিত করহ, সদয় হোয়ে॥
তোমারি চরণ, স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা, ধ্যানেতে ধরি॥
কাতরে তোমারে, অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয়, মনেতে রাখি॥
ধর হে আপন, প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত বিচার কর॥
পালন শাসন, তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা, রাখিতে হবে॥
পামর পাতকী, পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা, করিছে কত॥
অদোষে হইয়া, কুপথে রত।
রমণী, বালক, করিছে হত॥
শুনিয়া বধির, হতেছি কাণে।
সহেনা সহেনা, সহেনা প্রাণে॥
এ সব দেখিয়া, হোয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে, ধরিব প্রাণ?

দেখিতে কিছুতো, নাহিক বাঁকি।
তপন-শশাঙ্ক, তোমার আঁখি॥
জীবের অন্তরে, যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত, তোমার কাছে॥
অন্তর বাহির, অধীপ হোয়ে।
কিরূপে এখনো, রয়েছ সোয়ে?

বিলাপিনী ছন্দ।

দয়াবান, ভগবান, দয়া দান, কর।
দিয়ে জয়, সমুদয়, শত্রুভয়, হর॥
সবাকার, তুমি সার, মূলাধার, হরি।
কোথা নাথ, ভবতাত, প্রণিপাত করি॥
প্রতিক্ষণ, জ্বালাতন, দুখে মন, দহে।
বার বার, অনাচার, কত আর, সহে?
তোমা বই, কারে কই, হোয়ে রই, স্তব্ধ।
অনিবার, অশ্রুধার, হাহাকার, শব্দ॥
এ বিপদে, রাখো পদে, দুটী পদে, ধরি।
প্রতীকার, কর তার, সুবিচার, করি॥
কলেবর, জর-জর, অতি খর, তাপে।
ধরাধর, থর থর, ঘোরতর, পাপে॥
এ দেশের, বড় ফের, পাপিদের, দাপে।
ঢলঢল, টলমল, ধরাতল, কাঁপে॥

হও মূল, অনুকুল, প্রতিকূল, পক্ষে।
সমুচয়, শত্রুক্ষয়, তবে হয়, রক্ষে॥
অতি ক্ষীণ, জ্ঞানহীন, চিরাধীন, যারা।
মেরে লাপ, কোরে পাপ, দেয় তাপ, তারা।
আজ্ঞাচারী, রক্ষাকারী, অস্ত্রধারী, যত।
একেবারে, এপ্রকারে, পাপাচারে, রত॥
নরপশু, হরে বসু, করে অসু, নষ্ট।
হতরব, কত কব, কত সব, কষ্ট?
কি বিশাল, সেনাপাল, বামাবাল, নাশে।
অকারণে, ক্রোধমনে, প্রভুগণে, শাসে॥
যে বিহিত, কর হিত, সমুচিত, স্নেহ।
নিজবলে, দুষ্টদলে, রসাতলে, দেহ॥

নানা সাহেব।

নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে ধন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে জন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে মন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে পণ?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে ডাক?
নানার, কি নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?

প্রকাশিছে পাপপন্থা, হোয়ে পন্থী "ঢুঢু,,।
'ঢু, মারিতে জানে শুধু, বটে তার "ঢুঢু,, ॥
নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে, হইয়াছে কাণা ॥
ভাল-দোষে আল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ ॥

কাণপুরের যুদ্ধে জয়।

রেক্তাচ্ছন্দ। (১)

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে।
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।

(১) এই ছন্দটী অক্ষরগত নহে, মাত্রাগত। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই ছন্দের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বতন লোকেরা টিকেরার ও কাড়ার বাদ্যতালে এই ছন্দ গান ও পাঠ করিতেন।

আত্ম সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে ॥
হোয়ে সে পুত্রহত,
হোয়ে সে পুত্র-হত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো কপালে তবু, হোলো না সন্তান ॥
কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বোলে বাপ,
পুত্র হোলো 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা ॥
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন, না করিতে পারে ॥
নানা, কি, নানাকেলে,
নানা, কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত জারি ?
যাহা স্বেচ্ছা, তাহা করে, হোয়ে স্বেচ্ছাচারী ॥
হোলে সে পাসার ছেলে,
হোলে সে পাসার ছেলে, চাসার চেলে,
কেন তবে চলে ?
হোয়ে কাল, বামা, বাল, নাশে নানা ছলে ॥
হোলো সে হোলোই হিন্দু,

হোলো সে হোলোই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে॥
সেটা তো একা নয়,
সেটা তো একা নয়, দুরাশয়,
ভাই তার ভোলা।
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে কোরে খোলা॥
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা,
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা, ফেরে গাধা,
বড় দাদার হিতে।
"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে"॥
জুটেছে সমান দুটো,
জুটেছে সমান দুটো, দাঁতে কুটো,
কোর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ী, খেয়ে ছড়ি, ফির্ব্বে দেশে দেশে॥
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো কোরে দেহ।
বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ॥
তারা, যে পন্থী ঢুঢু,
তারা, যে পন্থী ঢুঢু, ঘরে ঢুঢু,
গেল ছারে খারে।

হাতে মাটি, বাড়ে দূর্ব্ব, হোলো একেবারে।
বিথুরে আর কি আছে?
বিথুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাইক কাণাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে, যাবে গড়াগড়ি॥
ছিল যার বস্তু যত,
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুটে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে হাম্মা বোলে ছুটে॥
হোয়েছে হতভোম্বা,
হোয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি॥
কোরেছে যেমন মতি,
কোরেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল, ফলে হাতে হাতে॥
ছেড়ে দেও বামুন কোলে,
ছেড়ে দেও বামুন বোলে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
থাবড়া মেরে, হাবড়া পথে, চালান দেহ জলে॥
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,

যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মাড়ামাড়ি,
কোর্ব্বে গোল্লা সবে।
বাঘেরে গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে ?
নানা, না, পাপী নানা,
নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা,
কায়ো না রে কেহ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ ॥
লেখনী থাকো থেমে,
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হোতে হবে।
কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ॥
সেটাতো কতক ভাল,
সেটা তো কতক ভালো, ধর্ম্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারীহত্যা শিশুহত্যা, করেনিকো বটে ॥
তবুতো অত্যাচারী,
তবুতো অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোল্‌তে তারে হরে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে ॥
হোয়ে সে রাজ্যছাড়া,
হোয়ে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে ?

কর্ম্ম দোষে, ধর্ম্ম দোষে, অধঃপাতে যাবে ॥
ছোট তারি সিংহ অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর ?
গোমর করে কিসে ?
চামর হোয়ে, কোমর বেঁধে, সমর করে কীসে !
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে কোসে।
এক চাপড়ে অন্ত যাবে, দন্ত যাকে খোসে ॥
মেতেছে মান সিং,
মেতেছে মান সিং, নেড়ে সিং,
কিং হবে বোলে।
কুর্ত্ত হোয়ে ধূর্ত্ত যান, অভিমানে গোলে ॥
হবে শেষ মানসিংহ,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম-সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হন্যা হোয়ে মোরে যাবে, ঘেউ ঘেউ ডেকে ॥
থেকে, সে অনুগত,
থেকে, সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি দোষে মরে।
খানা কেটে লোণা জল, ঢুকাইল ঘরে ॥
এত ভাই বড় মজা,

এত ভাই বড় মজা, হোয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে ॥
হ্যাদে কি শুনি বাণী ?
হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হোয়ে, সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে, ধনে জনে, যাবে রসাতলে ॥
হোয়ে শেষ নানার নানী,
হোয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানির মুলুকে কি, বর্গিগিরি খাটে ?
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে,
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে; ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চোড়ে ঘাড়ে কোসে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ॥
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা,
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা বোলে।

কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ্বোলে॥
কেবলি মর্জ্জি তেড়া,
কেবলি মর্জ্জি তেড়া, কাজে ভেড়া,
নেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত ॥
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া,
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামিতে ভরা।
টেনি পোরে চটে বোসে, ধরা দেখে সরা ॥
তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া,
তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া, যেন বোড়া,
দিতে এলো টক্র।
একরত্তি বিষ নাইকো, কুলোপানা চক্র ॥
সাজরে যত গোরা,
সাজরে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে, শক্ত হোয়ে, রক্ত খাও ফেঁড়ে ॥
যত পাও, খেয়ে সেরি,
যত পাও, খেয়ে সেরি, হোয়ে মেরি,
পাত্র হাতে ধোরে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ_হিপ_হোরে" ॥
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,

এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, বুম ব্রাণ্ডি,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেও, ঈশু-গুণ গেয়ে ॥
ঘুচিল শত্রু-ভয়,
ঘুচিল শত্রু-ভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥
রাখিলেন র্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন র্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড
কলিন কাম্বেল।
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ॥
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শত্রুকুলে, কোরে দাও গয়া ॥

দিল্লীর যুদ্ধ।

ভারতের প্রিয়পুত্র, হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে, ব্রিটিসের জয় ॥
জয় জয় জগদীশ, করুণা নিধান।
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান ॥
কুজনের কদাদেশে, কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যাঁরা ক্ষেপেছিল, বিপক্ষ হইয়া ॥
ধরেছিল রণবেশ, হোয়ে বলবান।
হোরেছিল প্রজাদের, ধন আর প্রাণ ॥
ঘেরেছিল চারিদিক, দিল্লীর ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি, বিস্তারিয়া কর ॥
বিশাল বিদ্রোহ দেখে, করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত, ডেকেছি তোমায় ॥
অপার কৃপার নিধি, তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে, হইলে সদয় ॥
তোমার কৃপায় হোলো, শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর, কিছু নাই ভয় ॥
পুড়ুক বিপক্ষদল, মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিস ধ্বজা, সমুদয় স্থলে ॥
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা, যারে যথা পাবে।
ফুড়ুক্ ফুড়ুক্ করি, গুড়ুক্ কে খাবে ?

ধুড়ুক ধুড়ুক্ কোসে, তোপ্ দিলে দেগে।
ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ সব, ভয়ে গেল ভেগে॥
সিংহনাদ শুনে গেল, একে একে সোরে।
ঘেউ ঘেউ, ফেউ ফেউ, কেঁউ কেঁউ করে॥
শরদের মেঘ সম, ডাক্ ডোক্ সার।
প্রভাকর প্রভাবেতে, কিছু নাই আর॥
ইংরাজের পরাক্রম, রবির প্রকাশ।
অত্যাচার-অন্ধকার, হইল বিনাশ॥
নিজ নিজ কার্য্য তরু, করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হোল, বিপক্ষের বন॥
"হোরা" মেরে গোরাগণ, ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব, উঠিল তখন॥
পলাতে না পথ পায়, নাহি সয় ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল, মুখে কোরে ল্যাজ॥
মেও মেও ডাক ডেকে, বিল্লীর সমান।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে, করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার, নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম তোমায়॥

প্রতি ফল পেলে ভালি, হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হোয়ে গেল, পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা, গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে, খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে, মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে, পুন আসে?
করিয়াছে মছলন্দ, দূর্ব্বাঘাসে।
পশুসহ পশু হোলো, বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম, যত দুষ্ট।
কার বলে হোয়েছিলি, এত পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজ পদে, নহে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের, বিধি রুষ্ট॥

আলাহাবাদের যুদ্ধ।

প্রয়াগেতে ছিল যত, সিফায়ের দল।
একেবারে সকলেতে, হোলো হতবল॥
অধিকার কোরেছিল, তরণির সেতু।
হয়েছে তাদের তায়, মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে, মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে, অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে, এই মাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, যাও যথা তথা॥

আগরার যুদ্ধ।

আগরায় নাগরায়, মারিয়াছে কাটি।
বীরদাপে দাপিয়াছে, কাঁপিয়াছে মাটি ॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র, করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোন্‌খানে, ভাগিয়াছে তাঁরা ॥
হেল্লা কোরে, কেল্লা লুঠে, দিল্লির ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত, অহঙ্কার ভরে ॥
এখন সে কেল্লা কোথা, হেল্লা কোথা আর ?
জেল্লা মেরে কেবা দেয়, দাড়ির বাহার ?
ছেড়ে পাল্লা, বলে আল্লা, পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোল্লা যত মোল্লা, তোবাতাল্লা ডাকে ॥
সবার প্রধান হোয়ে, যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে ঢুকে, গুণিয়াছে কড়ি ॥
হইয়া হুজুর আলি, হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হুকুম জারি, তাজি ঘোড়া চড়ি ॥
নিদয় স্বভাব ধরি, ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড়, যত ধন কড়ি ॥
মনে মনে লঙ্কা ভাগ, আঁক দিয়া খড়ি।
তাকায়েছে চারিদিক, পাকায়েছে দড়ি ॥

মনোরাজ্য করি আগে, যে বাজালে দামা।
রণরঙ্গ দেখাইল, ছুড়ে ঢিল, ঝামা ॥
ধরিয়াছে রাজবেশ, পোরে টুপি, জামা।
কোথা সেই কালনিমে, রাবণের মামা ?

যুদ্ধ শান্তি।

ভয় নাই আর কিছু, ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড়, শুভ সমাচার ॥
পুনর্ব্বার হইয়াছে, দিল্লী অধিকার।
"বাদশা, বেগম" দোঁহে, ভোগে কারাগার ॥
অকারণে ক্রিয়া দোষে, কোরে অত্যাচার।
মরিল দুজন তাঁর, প্রাণের কুমার ॥
ছেলে মেয়ে আদি করি, যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে, শুধু হাহাকার ॥
কোথা সেই আস্ফালন, কোথা দরবার ?
হাড়ে মাটী, বাড়ে দূর্ব্বা, হোয়ে গেল সার ॥
একেবারে ঝাড়ে বংশে, হোলো ছারখার।
শিশু সব মারা যাবে, বিহনে আহার ॥
দূরে থাক্ সমুদয়, সম্পদ সঞ্চার।
পড়িয়া ব্রিটিস কোপে, প্রাণে বাঁচা ভার ॥

কোরেছিল যে প্রকার, বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল, ফোলে গেল তার॥
অদ্যাপিও রবি, শশী, হতেছে প্রচার।
অদ্যাপিও হয় নাই সত্যের সংহার॥
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক, করেন বিহার।
তিনি কি কখনো সন, এত পাপ ভার?
কোথা দীনদয়াময়, সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা, মরি কিবা, করুণা তোমার॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব, করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয় দানে, সাধ্য আছে কার?
সমুচিত শাস্তি পেলে, যত দুরাচার।
অতএব তব পদে, করি নমস্কার॥

যমুনার জল আর, পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা, কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর, কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব, শব ঠাঁই ঠাঁই রে॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে, সকল সিপাই রে।
একূল ওকূলে তার, ভস্ম আর ছাই রে॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে, দিকেতে চাই রে।
শকুনী, গৃধিনী উড়ে, শব্দ সাঁই সাঁই রে॥

সাজাদার শোণিতেতে, মিটে গেল খাই রে।
খেয়ে সব পরাভব, মেনেছে সবাই রে॥
স্থলে স্থলে মৃতদেহ, পর্ব্বতের চাই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে, কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু, স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে, কোথা শুয়ে, সুখে নিদ্রা যাই রে?
সবদিকে সমদশা, কোন্‌দিকে চাই রে?
এদেশেতে নাহি দেখি, হিংসাহীন ঠাঁই রে॥
যমুনার তটে এসে, যমুনার ভাই রে।(১)
বিকট বদনে এক, বিস্তারিল হাই রে॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ, বলিহারি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু, আপদ বালাই রে॥
ব্রিটিসের জয় জয়, বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কুঁদে, বিভুগুণ গাই রে॥

---

(১) যম।

কোরেছিল যে প্রকার, বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল, ফোলে গেল তার॥
অদ্যাপিও রবি, শশী, হতেছে প্রচার।
অদ্যাপিও হয় নাই: সত্যের সংহার॥
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক, করেন্ বিহার।
তিনি কি কখনো সন, এত পাপ ভার?
কোথা দীনদয়াময়, সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা, মরি কিবা, করুণা তোমার॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব, করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয় দানে, সাধ্য আছে কার?
সমুচিত শাস্তি পেলে, যত দুরাচার।
অতএব তব পদে, করি নমস্কার॥

যমুনার জল আর, পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা, কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর, কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব, শব ঠাঁই ঠাঁই রে॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে, সকল সিপাই রে।
একূলে ওকূলে তার, ভস্ম আর ছাই রে॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে, দিকেতে চাই রে।
শকুনী, গৃধিনী উড়ে, শব্দ সাঁই সাঁই রে॥

সাজাদার শোণিতেতে, মিটে গেল খাঁই রে।
খেয়ে সব পরাভব, মেনেছে সবাই রে॥
স্থলে স্থলে মৃতদেহ, পর্ব্বতের চাই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে, কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু, স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে, কোথা শুয়ে, সুখে নিদ্রা যাই রে?
সবদিকে সমদশা, কোন্‌দিকে চাই রে?
এদেশেতে নাহি দেখি, হিংসাহীন ঠাঁই রে॥
যমুনার তটে এসে, যমুনার ভাই রে।(১)
বিকট বদনে এক, বিস্তারিল হাই রে॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ, বলিহারি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু, আপদ বালাই রে॥
ব্রিটিসের জয় জয়, বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কুঁদে, বিভুগুণ গাই রে॥

---

(১) যম।

চতুর্থ খণ্ড।

—o—

রাজনৈতিক।

ব্রিটিস-শাসন।

অনুগত রাজা যত, অধীনেতে রয়।
তাদের বিষয়ে যেন, লোভ নাহি হয়॥
করুণা-তরুর তলে, বাস করে যারা।
নিতান্ত আশ্রিত অতি, নিরুপায় তারা॥
ইঙ্গিত করিলে যারা, উঠে আর বসে।
নত হোয়ে সন্ধি করি, সদা আছে বশে॥
তাদের নিগ্রহ করা, উচিত কি হয়?
রাজধর্ম্ম নয়, সেতো, রাজধর্ম্ম নয়॥
রাজা হোয়ে এরূপ, অন্যায় যেই করে।
ভবের ভাণ্ডার তার, অপযশে ভরে॥
রাজ-বল; বড় বল, তুল্য যার নাই।
শাস্ত্রবল, শস্ত্রবল, দুই বল চাই॥
ক্ষিতিপতি হইবেন, পণ্ডিত-মণ্ডিত।
করিবেন সুমন্ত্রণা, মন্ত্রির সহিত॥
মন্ত্রী হবে ধর্ম্মশীল, সাধু সুভাজন।
মন্ত্রণা করিবে দান, ধর্ম্মে রেখে মন॥

সভাসদ কুলীন, পণ্ডিতগণ যত।
সেই মতে সকলে, দিবেন অভিমত॥
তবে করিবেন রাজা, সে মত চলিত।
রাজা প্রজা উভয়ের, হবে তায় হিত॥
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শুকো আর হাজা।
এ সকল বিবেচনা, করিবেন রাজা॥
যেবার যেমন হবে, শস্যের সঞ্চার।
সেবার লবেন কর, সেরূপ প্রকার॥
চাসার আশার ধন, না ফলিলে ক্ষেতে।
কেমনে রাজস্ব দিবে, নাহি পায় খেতে?
কর নেয়া বিধি হয়, এরূপ বিধানে।
চাসা আর ভূমিস্বামী, যাহে বাঁচে প্রাণে॥
কর পেতে, কর পেতে, থাকুন ভূপাল।
সে কর না হয় যেন, বিষম বিশাল॥
পাইতে বিলম্ব হোলে, কররূপ নিধি।
প্রচার না হয় যেন; রবি অস্ত (১) বিধি॥
কৃষির কুশল যাহে, নিরন্তর হয়।
সেইদিকে নৃপতির, নেত্র যেন রয়॥
ভূমিতে হইলে শস্য, গাছে হোলে ফল।
নানারূপে হয় তায়, দেশের মঙ্গল॥

(১) রবি অস্ত—জমীদারী নীলামের আইন।

অভাব থাকেনা কিছু, দূর হয় দুঃখ।
সকলি সুলভ হয়, কত তায় সুখ॥
রাজার রাজস্ব লাভে, ব্যাঘাত না হয়।
প্রজা আর কৃষকেরা, স্থির হোয়ে রয়॥
বণিক বাণিজ্য করে, বিশেষ ব্যাপার।
শ্রমজীবি জনেদের, আনন্দ অপার॥
পরস্পর বিনিময়ে, বেড়ে যায় ধন।
সে ধনেতে হয় কত, কল্যাণ সাধন॥
কতজন পেয়ে ধন, ধনী হোতে চায়।
ধনেতেই ধন বাড়ে, কৃষির কৃপায়॥
সে ফসলে কুশলের, সীমা নাই আর।
খুলে যায় অনেকের, ভাগ্যের ভাণ্ডার॥
স্বদেশের লোক সব, বাহু তুলে নাচে।
বিনিময়ে পরস্পর, কত দেশ বাঁচে॥
বাণিজ্য ব্যাপার তায়, বেড়ে যায় কত।
অনুরাগে সবে হয়, পরিশ্রমে রত॥
রাজ্য হোলে ধনশালী, অপার কুশল।
প্রজার মঙ্গলে হয়, রাজার মঙ্গল॥
কৃষিকার্য্য করি ধার্য্য, প্রথমে ভূপতি।
পরে করিবেন দৃষ্টি, বাণিজ্যের প্রতি॥
বাণিজ্যবিহীন রাজ্য, শোভা নাহি পায়।
বৃদ্ধি হোলে বাণিজ্যের, কত সুখ তায়॥

যে দেশে বাণিজ্য নাই, সে দেশ কি দেশ?
সে দেশে না হয় কভু, লক্ষ্মীর প্রবেশ॥
যে দেশেতে বণিকের, ব্যবসা না চলে।
লক্ষ্মীছাড়া দেশ তারে, সকলেই বলে॥
কতরূপে উপকার, একরূপে নয়।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" শাস্ত্রে এই কয়॥
বিদেশে বিনোদ বস্তু, বিরাজিত যত।
দেশে বোসে সে সকল, হয় হস্তগত॥
পরস্পর দ্রব্য যত, করি বিনিময়।
কোনরূপ জিনিসের, অভাব না রয়॥
কোন্ দেশ কত দূর, কিরূপ প্রকার।
কিরূপেতে প্রজাগণ, চালায় সংসার॥
রীতি নীতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার বিচার।
কিরূপ স্বভাব ভাব, কিরূপ ব্যাভার॥
কিসেতে নির্ভর করি, কাল করে গত।
আমাদের সহ তার, ভেদাভেদ কত॥
এইরূপে সমুদয়, হোয়ে অবগত।
বল, বুদ্ধি, সাহস, সভ্যতা, বাড়ে কত॥
কতরূপ দেশভাষা, করিয়া প্রচার।
বিধিমতে বহুবিধ, বিদ্যার বিস্তার॥
বিদেশের সবিশেষ, জেনে ইতিহাস।
স্বদেশে করিবে সুখে, পুস্তক প্রকাশ॥

যে দেশের ভাল যাহা, করিয়া সংগ্রহ।
ব্যবহারে দূর হবে, দেশের নিগ্রহ॥
এ দেশের যে সকল, উত্তম হইবে।
উপদেশে সে দেশেতে, প্রচার করিবে॥
এইরূপে কুশলের, না রহিবে সীমা।
দিন দিন বৃদ্ধি হবে, রাজার মহিমা॥
করিবেন বণিকেরে, বিশেষ সাহায্য।
রাজা যেন আপনি না, করেন বাণিজ্য॥
বাণিজ্য করিবে সাধু, (১) সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
রাজার বাণিজ্য বিধি, কখনই নয়॥
সাধুর সন্তান সবে, রাজার আদেশে।
ব্যবসায় রত হবে, স্বদেশ বিদেশে॥
জলে স্থলে রক্ষা করি, অভয় প্রদানে।
নৃপতি লবেন দান (২) বিধান প্রমাণে॥
প্রজার প্রতুলপথে, করে প্রতিষেধ।
রাজার বাণিজ্য তাই, নিয়মে নিষেধ॥
পৃথিবীর চারিদিক্, চেয়ে দেখি ভাই।
ভূপালের সদাগরি, কোন দেশে নাই॥
যে দেশের রাজা করে, বাণিজ্য ব্যাপার।
সে দেশের প্রজাগণ, করে হাহাকার॥

(১) সাধু—সদাগর, বণিক।
(২) দান—শুল্ক, মাশুল, হাট বাজারের তোলা বা কর।

প্রমাণ প্রত্যক্ষ তার, এদেশে এখন।
কোম্পানির "একচেটে" আফিম লবণ॥
রাজার অন্যায় লোভে, প্রজা যায় মারা।
নীরদ নয়নে ফ্যালে, দর দর ধারা॥
"মলঙ্গীরা" যেখানেতে, করিতেছে লুণ।
সেই খানে গিয়া দেখ, নৃপতির গুণ॥
পাটনা প্রদেশে গেলে, দেহ হবে হিম।
কেমন করিয়া রাজা, নিতেছ আফিম॥
এই মত ভয়ঙ্কর, রাজ-অত্যাচারে।
দুঃখী প্রাণী প্রজা আর, বাঁচিতে না পারে॥
আহার, ঔষধ, যাহা, স্বভাবে সম্ভব।
তাই হোলো নৃপতির, নিজের বিভব॥
একবার প্রজার, নিকটে পেতে কর।
রীতিমত লয়েছেন, যে ভূমির কর॥
সে ভূমির জাত বস্ত, লোয়ে পুনর্ব্বার।
করিলেন কররূপে, ভাণ্ডারে সঞ্চার॥
যাহার আহার বিনা, প্রজা যায় মোরে।
রাখিলেন সেই দ্রব্য, "মনাপুলি" (১) কোরে॥
ভূতে ভূতে যোগ হোয়ে, জন্ম হয় যার।
তাহারে বলিতে হবে, ভৌতিক ব্যাপার॥

(১) মনাপুলি ইংরাজী শব্দ একচেটিয়া বাণিজ্য।

স্বভাবে উদ্ভব যাহা ভৌতিক ব্যাপার।
সকল প্রাণির তায়, সম অধিকার॥
চমৎকার সুবিচার, রাজার আমার।
করেন "রাজস্ব" বোলে, নিজে অধিকার॥
আমার বাড়ীতে মাটি, বাড়ীতেই জল।
আকাশের রবিকর, বাড়ীর অনল॥
পরস্পর যোগাযোগে, যদি করি লুণ।
হাতে দড়ি দিয়ে রাজা, মেরে করে খুন॥
ঝুলি, কাঁথা লুটে লয়, যেখানে যা থাকে।
খাটুনি আঁটুনি কোরে, কারাগারে রাখে॥
তখনিই পাড়ে টান, জমীদার ধোরে।
জমীদারী বেচে লয়, জরিমানা কোরে॥
লোভের অধীন হোয়ে, অন্যায় আচার।
এই কি উচিত হয়, ধার্ম্মিক রাজার?
কিছুই উপায় নাই, শাসনের জোর।
আপনি আপন ধনে, সাধু হয় চোর॥
অনুগত আশ্রিত যে, সব লোক থাকে।
চাঁদের আশ্রয় দিয়া, অধীনেতে রাখে॥
এইরূপে উচ্চপদে, কর্ত্তাপক্ষগণে।
কর্ম্ম দিয়া পালিতেছে, শত শত জনে॥
রাজার নিকটে যেই, পরিচিত নয়।
ক্ষমতায় নাহি পায়, রাজার আশ্রয়॥

তার আর নাহি হয়, সম্পদের সুখ।
আপনার কর্ম্মফলে, ভোগ করে দুঃখ॥
পদেতেই মান হয়, পদেতেই যশ।
পদে না থাকিলে তার, কেবা হয় বশ?
ক্ষমতায় রাজপদ, পাবার কারণ।
পরস্পর করে তাই, সমান যতন॥
করিবেন দেশে রাজা, সুরীতি স্থাপন।
সকলের হবে তায়, স্বভাব শোধন॥
করিবেন সবিশেষ, বিদ্যার বিধান।
বিদ্যাবান হবে সব, প্রজার সন্তান॥
প্রজায় শিখিলে বিদ্যা, ভাবনা কি আর।
পরস্পর করে সবে, প্রিয় ব্যবহার॥
বিদ্যা আর নীতি গুণে, সাধুভাব ধরে।
কারো প্রতি কেহ নাহি, অত্যাচার করে॥
রাজ্যের মঙ্গল তায়, অশেষ প্রকার।
কোনমতে নাহি হয়, শান্তির সংহার॥
শান্তি হোলে সঞ্চারিত, না রহে জঞ্জাল।
প্রণয় প্রভাবে সবে, সুখে কাটে কাল॥
সুরীতির সমাগমে, সুখ কব কত।
কুরীতি, কুনীতি হয়, একেবারে হত॥
যে রাজার প্রজাগণ, নীতিতে নিপুণ।
শিল্প আদি আর আর, ধরে বহু গুণ॥

বিবিধ ব্যাপারে করে, বিহিত বিশেষ।
স্বর্গের সমান হয়, সে রাজার দেশ॥
নীতি আদি বিদ্যা দান, করিয়া প্রথমে।
বিজ্ঞানের উপদেশ, ক্রমে যথা ক্রমে॥
ভূগোল, খগোল আর, পদার্থ নির্ণয়।
জ্যোতিষ প্রভৃতি আরো, শাস্ত্র সমুদয়॥
বিশেষত বৈদ্যশাস্ত্র, সকলের সার।
যার চেয়ে শুভকর, কিছু নাহি আর॥
অনুরত হোয়ে রাজা, খুলিয়া ভাণ্ডার।
করিবেন এ সকল, শাস্ত্রের প্রচার॥
প্রজাদের জাতি, ধর্ম্ম, আর কুলাচার।
চিরদিন চলিতেছে, যেমন যাহার॥
স্থিরভাবে শান্তিযোগে, সেইরূপ রয়।
তাহে যেন কোনরূপ, ব্যাঘাত না হয়॥
যার যাহা ধর্ম্ম হয়, ভাল তার তাই।
পরধর্ম্মে পীড়া দেয়া, প্রয়োজন নাই॥
আপনি পালুন রাজা, ধর্ম্ম আপনার।
নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রজা, করুক প্রচার॥
পরিত্রাণ তায় তার, যে ধর্ম্মে যে থাকে।
সকলেই একভাবে, এক ব্রহ্মে ডাকে॥
ধিক্ ধিক্ অধীনতা, ধিক্ তোরে ধিক্।
ফুকুরে কাঁদিতে হয়, লিখিতে অধিক॥

বোধ আর কোনরূপে; প্রবোধ না ধরে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মনে হোলে পরে॥
মনের যাতনা আর, ফুটে বলি কারে?
এরূপ না হয় যেন, কোন অধিকারে॥
কোথায় করুণ প্রভু; করুণানিধান।
করুন রাজার মনে, করুণা প্রদান॥
ঈঙ্গিতে আদেশ কর, রাজমন্ত্রিগণে।
যাতনা না দেন যেন, অধীনের মনে॥
করুন করুণ হোয়ে, প্রজার কুশল।
হরুন বাণিজ্য আদি, কুরীতি সকল॥
ধরুন তরুণ ভাব, ন্যায়ে হোয়ে রত।
করুন উচিত দয়া, অরুণের মত॥
তরুন্ কলঙ্ক হোতে, করি সুবিচার।
যথা রীতি কর লোয়ে, ভরুন্ ভাণ্ডার॥
সমুদয় বিষয়েতে, আছি পরিতোষে।
কেবল কাঁদিতে হয়, গোটাকত দোষে॥
সেইগুলি গেলে পরে, রাম রাজ্য হয়।
মুক্তমুখে সবে কবে, ইংরাজের জয়॥
প্রজাদের ব্যবহারে, করিয়া ব্যাঘাত।
জাতি আর ধর্ম্মনাশে, কেন দেন হাত?
যথা ধর্ম্ম সকলেই, করিবে আচার॥
সে বিষয়ে কেন হয়, আইন প্রচার?

পূর্ব্বকার অঙ্গীকার, করিয়া বিনাশ।
যম সম "লেক্সলোসি" (১) নিয়ম প্রকাশ॥
যদ্যপি করেন রাজা, অন্যায় আচার।
কিরূপে প্রজার তবে, রক্ষা থাকে আর?
মনেরে বুঝাব আর, কাহারে বলিয়া?
রক্ষক ভক্ষক হোলো, "তক্ষক" হইয়া॥
রাজায় বিরত হোলে, প্রতিজ্ঞা পালনে।
তাহার উপায় আর, হইবে কেমনে?
কে আর শুনিবে সব, মনের বচন?
কার কাছে ডাক ছেড়ে, করিব রোদন?
ধর্ম্ম ধন মহাধন, সকলের সার।
যার চেয়ে মহামূল্য, বস্তু নাই আর॥
যার যাহা ধর্ম্ম তার, তাহাই প্রধান।
ধন প্রাণ বড় নহে, ধর্ম্মের সমান॥
কোটি কোটি প্রজাগণ, কেহ নহে সুখী।
মরমে পরম ব্যথা, চিরদিন দুঃখী॥

---

(১) 'লেক্স্লোসি' স্বধর্ম্মত্যাগিদের পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হওন বিষয়ক আইন। মৃত মেং বেথুন সাহেব এই আইনের সৃষ্টিকর্ত্তা।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ।

প্রভাত।

প্রতিদিন প্রাতে উঠি, বিভু নাম স্মরি।
তরুণ অরুণ আভা, বিলোকন করি॥
স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা?
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন, কলবধূ দিবা॥
স্বামি অনুরাগে জাগে, ভাঙ্গে ঘুম ঘোর।
জাগাইছে অরবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোর॥
হাস্যমুখী কমলিনী, ঘোমটা খুলিয়া।
নাচিতেছে মৃদু মৃদু, দুলিয়া দুলিয়া॥
ছুটিয়াছে গন্ধ তার, ফুটিয়াছে কলি।
মধুলোভে গুণ গুণ, গুণ গায় অলি॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি, দ্বিজকুল যত।
নানা স্বরে রাগভরে, গান করে কত॥
ধরাতল সুশীতল, সুবিমল হয়।
পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে, অপূর্ব্ব উদয়॥
অপূর্ব্ব নহেক সেটা, অপূর্ব্ব প্রভাস।
নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ॥

পূর্ব্বকার অঙ্গীকার, করিয়া বিনাশ।
যম সম "লেক্সলোসি" (১) নিয়ম প্রকাশ॥
যদ্যপি করেন রাজা, অন্যায় আচার।
কিরূপে প্রজার তবে, রক্ষা থাকে আর?
মনেরে বুঝাব আর, কাহারে বলিয়া?
রক্ষক ভক্ষক হোলো, "তক্ষক" হইয়া॥
রাজায় বিরত হোলে, প্রতিজ্ঞা পালনে।
তাহার উপায় আর, হইবে কেমনে॥
কে আর শুনিবে সব, মনের বচন?
কার কাছে ডাক ছেড়ে, করিব রোদন?
ধর্ম্ম ধন মহাধন, সকলের সার।
যার চেয়ে মহামূল্য, বস্তু নাই আর॥
যার যাহা ধর্ম্ম তার, তাহাই প্রধান।
ধন প্রাণ বড় নহে, ধর্ম্মের সমান॥
কোটি কোটি প্রজাগণ, কেহ নহে সুখী।
মরমে পরম ব্যথা, চিরদিন দুঃখী॥

---

(১) 'লেক্স্লোসি' স্বধর্ম্মত্যাগিদের পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হওন বিষয়ক আইন। মৃত মেং বেথুন সাহেব এই আইনের সৃষ্টিকর্ত্তা।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ।

প্রভাত।

প্রতিদিন প্রাতে উঠি, বিভু নাম স্মরি।
তরুণ অরুণ আভা, বিলোকন করি॥
স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা?
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন, কলবধূ দিবা॥
স্বামি অনুরাগে জাগে, ভাঙ্গে ঘুম ঘোর।
জাগাইছে অরবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোর॥
হাস্যমুখী কমলিনী, ঘোমটা খুলিয়া।
নাচিতেছে মৃদু মৃদু, দুলিয়া দুলিয়া॥
ছুটিয়াছে গন্ধ তার, ফুটিয়াছে কলি।
মধুলোভে গুণ গুণ, গুণ গায় অলি॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি, দ্বিজকুল যত।
নানা স্বরে রাগভরে, গান করে কত॥
ধরাতল সুশীতল, সুবিমল হয়।
পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে, অপূর্ব্ব উদয়॥
অপূর্ব্ব নহেক সেটা, অপূর্ব্ব প্রভাস।
নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ॥

ছটাযুক্ত সুবর্ণের, সুন্দর অঙ্গুরী।
অঙ্গুলিতে ধরে যেন, প্রকৃতি সুন্দরী॥
হেরিয়া-প্রভাত প্রভা, পূর্ণানন্দময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

মধ্যাহ্ন।

আর এক নব ভাব, মধ্যাহ্ন সময়।
দিবার যৌবন যাহে, প্রকটিত হয়॥
শূন্যের সর্ব্বাঙ্গে যেন, হুতাশন ভরা।
তপনের তপ্ত তনু, দীপ্ত করে ধরা॥
সমীরণ সখা অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া।
জানায় পৃথিবীময়, প্রকৃতির ক্রিয়া॥
নবভাবে নভো পূর্ব্বভাব পরিহরি।
পুনর্ব্বার শুদ্ধ হয়, ধৌত বস্ত্র পরি॥
পশু পক্ষী চোরে খায়, তাপ লাগে শিরে।
থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ার কুটিরে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ের, একত্র মিলন।
আলস্য আলয় লয়, দেহ নিকেতন॥

শ্রমের হইল ভ্রম, গতি ধীরে ধীরে।
বিরতি বসতি করে, মনের মন্দিরে॥
অকস্মাৎ এই ভাব, কিসের কারণ?
নয়ন লজ্জিত অতি, দেখিতে তপন॥
হেরিয়া ভবের ভাব, হয় নিরুপণ।
স্বভাব উঠিল জেগে, দেখিয়া স্বপন॥
মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচল চূড়া॥
ঈশৎ আরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর।
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর॥
কোথা বা প্রখর দেহ, কোথা বা কিরণ।
ম্লানমুখে মনোদুঃখে, মুদিত নয়ন॥
অহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম।
জ্যোতির মুকুট তাঁর, কেড়ে লয় তম॥

দিননাথে দীন দেখি, দিম্ম অতি লাজে।
লুকায় আপন অঙ্গ, অন্ধকার মাঝে ॥
তিমিরের শয্যায়, শোভিত হয় নভ।
নবভাবে যেন তায়, নিদ্রা যায় ভব ॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, ভাবুকের মন।
বুঝরে ভবের ভাব, ভাবুক যে জন ॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে, সঙ্গে লয়ে রহ।
দ্বিজগণ বাসা লয়, নিজগণ সহ ॥
তরু শাখা স্নিগ্ধ হয়ে, এই সন্ধ্যাকালে।
ভঙ্গি করি গীত গায়, পবনের তালে ॥
মানস মোহিত হয়, সায়াহ্ন সময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয় ॥

রজনী।

রজনী সজনী সহ, প্রফুল্লিত মনে।
হাসি হাসি বসে আসি, আকাশ আসনে ॥
ক্ষণমাত্রে দেখা যায়, অপরূপ ভাব।
স্বভাব ধরেছে যেন, নূতন স্বভাব ॥

তারা যারা, তারা, তারাপতি ঘেরে জ্বলে।
মুকুতামণ্ডিত যেন, রজত অচলে ॥
বায়ুর বিচিত্র গতি, নানা ভাবে বহে।
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু, এক ভাব নহে ॥
কখনো নির্ম্মল করে, গগন মণ্ডল।
কভু করে ছিন্ন ভিন্ন, মেঘ ঢল ঢল ॥
নদ নদী কত দেখি, গগন উপর।
ললিত লহরী যেন, চলে থর থর ॥
প্রহর হইলে গত, নিদ্রাগত সব।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয়, নাহি শব্দ রব ॥
ভূমিতল সুশীতল, তাপ নাই আর।
তৃণ পত্রে শোভা করে, নীহারের হার ॥
বহুরূপী বিভাবরী, বহুরূপ ধরে।
শোক চিন্তা তাপ আদি, সমুদয় হরে ॥
কখনো বা অন্ধকার, কভু শুভ্রময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয় ॥

ঋতু।

—○—

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা, শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব, করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু, ছয় রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে, শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ, একের সময়।
এইরূপে কত কাল, গত করি হয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে, গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তায়, অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে, ছয়রূপ যোগ।
নব নব পরাক্রমে, নব নব ভোগ॥
কখনো কম্পিত কায়, শীত সমীরণে।
লালসা অধিক হয়, রবির কিরণে॥
কখনো তপন-তাপ, সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ রসে, ইচ্ছা অতিশয়॥
কখনো বা ভাসে সৃষ্টি, বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার, দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু, ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক তাঁর, প্রভা প্রকটন॥

প্রতিক্ষণ পায় মন, নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

সৃষ্টি।

এই ধরা, এই বহ্নি, এই বায়ু জল।
এই তরু, এই পত্র, এই পুষ্প ফল॥
এই ঘ্রাণ, এই দৃষ্টি, এই স্পর্শ রব।
এই এই, এই এই, এই এই, সব॥
এই ভব পঞ্চীকৃত, পঞ্চ ছাড়া নয়।
এই পাত, ভেদগুণে, কত পাত হয়॥
এই ক্ষুধা, এই তৃষ্ণা, এই শোক, রোগ
এই সুখ, এই দুখ, এই তৃপ্তি, ভোগ॥
এই ভাব, এই বোধ, এই চিন্তা, মন।
এই খাদ্য, এই মুখ, এই আস্বাদন॥
এই নদী, এই ক্ষেত্র, এই উপবন।
এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই তারাগণ॥
এই রাত্রি, এই দিন, এই তিথি, বার।
এই দৃশ্য, এই আলো, এই অন্ধকার॥

ঋতু।

—০—

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা, শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব, করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু, ছয় রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে, শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ, একের সময়।
এইরূপে কত কাল, গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে, গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তায়, অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে, ছয়রূপ যোগ।
নব নব পরাক্রমে, নব নব ভোগ॥
কখনো কম্পিত কায়, শীত সমীরণে।
লালসা অধিক হয়, রবির কিরণে॥
কখনো তপন-তাপ, সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ রসে, ইচ্ছা অতিশয়॥
কখনো বা ভাসে সৃষ্টি, বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার, দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু, ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক তাঁর, প্রভা প্রকটন॥

প্রতিক্ষণ পায় মন, নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

—

সৃষ্টি।

এই ধরা, এই বহ্নি, এই বায়ু জল।
এই তরু, এই পত্র, এই পুষ্প ফল॥
এই ঘ্রাণ, এই দৃষ্টি, এই স্পর্শ রব।
এই এই, এই এই, এই এই, সব॥
এই ভব পঞ্চীকৃত, পঞ্চ ছাড়া নয়।
এই পাত, ভেদগুণে, কত পাত হয়॥
এই ক্ষুধা, এই তৃষ্ণা, এই শোক, রোগ
এই সুখ, এই দুখ, এই তৃপ্তি, ভোগ॥
এই ভাব, এই বোধ, এই চিন্তা, মন।
এই খাদ্য, এই মুখ, এই আস্বাদন॥
এই নদী, এই ক্ষেত্র, এই উপবন।
এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই তারাগণ॥
এই রাত্রি, এই দিন, এই তিথি, বার।
এই দৃশ্য, এই আলো, এই অন্ধকার॥

এই প্রাত, এই সন্ধ্যা, এই মধ্যকাল।
এই পল, এই দণ্ড, এই খণ্ড কাল ॥
কি আশ্চর্য্য, ভবকার্য্য, সব পুরাতন।
অথচ নয়নে নিত্য, নিরখি নূতন!
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি, ওহে বিশ্বময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয় ॥

দয়া।

সুশীতল সুশীল হৃদয় শতদলে।
সুধা সম সুমধুর, দয়া-রস টলে ॥
দীন হীন জন-মন-চকোরের ক্ষুধা।
ক্ষণমাত্র নিবারণ, করে সেই সুধা ॥
কেমনেতে মনে হয়, দয়া আবির্ভাব ॥
ভাবিয়ে ভাবুক জনে, নাহি পায় ভাব ॥
আমি বলি কায নাই, অন্য কোন ভাবে।
সঞ্চারিত দয়ারস, স্বভাব প্রভাবে ॥
পাষাণ সমান যার, নিদয় হৃদয়।
কেমনে হইবে তাহে, দয়ার উদয়?

উপায়বিহীন জন-মানস নলিন।
নিরদয় নিকটেতে, নিয়ত মলিন ॥
করুণাবিহীন সেই, নিদারুণ জন।
পর কাতরেতে নাহি, গলে তার মন ॥
নিরবধি নীরধর, বরিষে শিখরে।
গিরিবর কলেবর, তাহে সিক্ত করে ॥
কখন কি হয় দ্রব, ভূধর-শরীর?
অভিমানে নিম্নগামী, হয় সেই নীর ॥
মানুষের প্রতি যার, প্রীতি নাই মনে।
মানুষ বলিয়া তারে, গণিব কেমনে?
আত্মদুঃখে দুঃখী যেই, সুখী আত্মসুখে।
কাতর কি হয় সেই, অপরের দুঃখে?
আত্মসুখ অভিলাষী, বটে সেই জন।
কিন্তু মনে নাহি পায়, সুখ এক ক্ষণ ॥
নিরন্তর অন্তরে কল্পনা করে কত।
কিছুই সফল নহে, আশা মাত্র হত ॥
কোথায় সুখের সূত্র, খুঁজিয়া না পায়।
কামনা কণ্টক বনে, ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
জীবের হয়েছে মাত্র, জীব পরিবার।
প্রিয় পরিজন প্রতি, স্নেহ নাহি যার ॥
কেমনে জগতে সেই, পাবে সুখলেশ।
উচিৎ তাহার মাত্র, সমুদ্র প্রবেশ ॥

সরল স্বভাব যার, হৃদি সকরুণ।
নয়নের শোভা যেন, তরুণ অরুণ ॥
প্রেমভাবে সৃষ্টি প্রতি, সদা দৃষ্টি করে।
অনায়াসে মানসের, অন্ধকার হরে ॥
চক্ষে শত ধারা বহে, দেখি পর ক্লেশ।
নীহারের হারে যেন, শোভিত দিনেশ ॥
কাতর অন্তর তাহে, বিকশিত করে।
প্রফুল্ল কমল তুল্য, অতি শোভা ধরে ॥
দুঃখের দারুণ দশা, দয়া দানে দলে।
ছল ছাড়ে খল তার, সাধুসঙ্গ ফলে ॥
দয়ার বিচিত্র মায়া, যেন বট বৃক্ষ-ছায়া,
সদাকাল শ্রান্তি করে দূর।
নীহারে সন্তাপপ্রদা, নিদাঘে শীতল সদা,
প্রমোদিত পল্লব প্রচুর ॥
ছত্ররূপ পত্র দ্বারা, নিবারি শ্রাবণধারা,
শান্ত করে পথশ্রান্ত মন।
পক্ষীদলে প্রতি দলে, অবিকলে সুকিরলে,
ফলে করে উদর তোষণ ॥
দয়াতরু এপ্রকার, বিরাজিত হয় যার,
সুবিমল মানসের ক্ষেতে।
উপকার ছায়া তার, নানা ফল মিষ্ট তার,
পরিপক্ক প্রণয় রসেতে ॥

মৃত্যু।

সুচারু সকল ভঙ্গি, সুবদনময়।
সহাস্য অধর বিম্ব, সদা নিরাময় ॥
প্রতি ভাব প্রকাশিত, নয়ন পলকে।
প্রসন্নতা পরিদীপ্ত, ললাট ফলকে ॥
এরূপ মাধুর্য্য রাশি, কোথায় বিলয়।
কিছুই না দৃশ্য হয়, মরণ সময় ॥
এই যে মায়িক বিশ্ব, দৃশ্য সুখময়।
ভূত পঞ্চময় তঞ্চ, প্রপঞ্চ নিশ্চয় ॥
অনাদি অনন্ত ভাবে, ভাবে শূন্যবাদী।
অনাদি অনন্ত ভাবে, হয় সেই বাদী ॥
বৃথা শূন্যবাদী সেই, শূন্য বাদী নয়।
পরমেশে চিন্তা করে, মরণ সময় ॥
চিরদিন নাস্তিক স্বরূপ ব্যবহার।
ভ্রম ভরে বিভু নাম, মুখে নাহি যার ॥
কুপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তি, নিবৃত্তি না হয়।
মানসের আভরণ, দুষ্ট রিপু ছয় ॥
জন্মাবধি ছিল যেই, নির্ভয়হৃদয়।
সে বলে "ত্রাহিমে প্রভো" মরণ সময় ॥
অতিশয় অনিবার্য্য, জগদিন্দ্র জাল।
তাহাতে আবদ্ধ জীব, জন্ম মৃত্যু কাল ॥

মায়া রূপ সুখ শয্যা, তাহাতে শয়ন।
লালসা লইয়া কোলে, ঘুমে অচেতন ॥
কত মত স্বপ্ন দেখে, চেতনা না হয়।
কোথা সেই সুখ স্বপ্ন, মরণ-সময় ?
একে চিরবৈরি ভাব, নিশাচর নরে।
তাহে দশানন শ্রীরামের পত্নী হরে ॥
অতিশয় শাত্রবতা, সহিত সংগ্রাম।
পরাভূত হত রক্ষ, জয়ী হন রাম ॥
রিপু স্থানে উপদেশ, চান সদাশয়।
বিগত সে বৈরি ভাব, মরণ সময় ॥
স্বয়ং ঈশ্বর অংশ, ঈশ্বর তনয়।
অবতীর্ণ অবনীতে, খৃষ্ট মহাশয় ॥
নির্ব্বিকার হয়ে তিনি, আসন্ন সময়।
উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন "কোথা দয়াময়" ॥
আপনি ঈশ্বর হয়ে, পাইলেন ভয়।
বিপরীত হেরি সব, মরণ সময় ॥

সরস্বতী-চরণে।

হৃদয়কমলে আসি, বিনাশিয়া তমরাশি,
প্রকাশিতা হও বিধায়িনী।
কবিতা-কমল-মধু, দেহিমে মধুপবধু,
বীণাপাণি বাক্যপ্রদায়িনী ॥
তব অনুকম্পাধীন, ভারতের শুভ দিন,
কোথা গেল বৃশ্চিকবাহিনী।
কবিতার ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্লেশ,
বিশেষ কি কব সে কাহিনী ?
নহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার,
রসহীনা বিরসে পূর্ণিতা।
উলঙ্গী কবিতা সতী, শ্রীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি,
কূট অর্থ মাদকে ঘূর্ণিতা ॥
হাব ভাব নাহি আর, হয়েছে রোদন সার,
সুসাহিত্যসন্তান বিয়োগে।
কেবল পদ্যের মুখ, হেরিয়া নিবারে দুঃখ,
শান্ত তার সান্ত্বনা প্রয়োগে ॥
কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যাস,
কবিতার দশা দেখ আসি।
কুক্কুরেতে খায় হবি, মুর্খমুখ্য হয় কবি,
জোনাকী রবিত্ব অভিলাষী !

তাই বলি ওগো বাণী, শীতল করহ প্রাণী,
রসনায় করিয়া আসন।
পুরাও বাসনা মম, নিবার জড়তা তম,
ক্ষোভরাশি করি বিনাশন॥
বিতর করুণা-লেশ, কহি সব সবিশেষ,
অধিক আশ্বাস নাহি করি।
এমন বাসনা নাই, সমারূঢ় হতে চাই,
কবিতাশেখর-চূড়োপরি॥
মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা কয়,
আনন্দ বিতরে জনগণে।
যতনে যাঁতনা শুদ্ধ, পাছে মাতা হও ক্রুদ্ধ,
শেষ নিবেদন শ্রীচরণে॥

কবিতা।

রসরত্নাকরোদ্ভবা, কবিতা কমলা।
প্রজ্বলিত প্রভাপুঞ্জ, যিনি ষোলকলা॥
হরিতে বিরস ভাব, হন অবতীর্ণা।
কবির কমল হৃদে, সতত বিকীর্ণা॥
মানবিক মানসিক, দুখঃরাশি হরে।
মোহন মধুরভাবে, স্বভাবে বিহরে॥

ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে, সহচরী সম।
ছয় রাগ ছয় রস, সেবক-উপম॥
বসন্তাদি ছয় ঋতু, সেনাপতি হন।
প্রকৃতির পুত্রগণ, সেনা অগণন॥
ছয় রিপু অগ্রজ মনোজ মহাবীর।
দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত, মহারি মহীর॥
মধুদর্পহারীবধূ, কমলা-তনয়।
কবিতা কমলা-পদে, দাসত্ব করয়॥
রত্নাকর-কন্যা-অঙ্গে, রত্নাবলী প্রভা।
কবিতা কমল দেহে, অলঙ্কার শোভা॥
রূপক রূপার মল, চরণ কমলে।
অত্যুক্তি মুকুতাহার, সুশোভিত গলে॥
চপলা চপলাগ্রাম, বটে সে চঞ্চলা।
কবিতা কমলা হন, দ্বিগুণ চঞ্চলা॥
ক্ষীরদ-তনুজাতনু, লাবণ্যে পূরিত।
ছন্দরূপ লাবণ্যে কবিতা বিভূষিত॥
সুললিত ললিত, কবরী বিগলিত।
তোটক অপাঙ্গে আঁখি, সদা প্রমোদিত॥
ভুজঙ্গপ্রয়াত ভুজ, ভুজঙ্গ লাবণ্য।
সাবিত্রী অধর ভাবে, এ ধরিত্রী ধন্য॥
কমলার প্রিয়পাখী, পেচক কঠোর।
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনোচোর॥

নীলাম্বরে আচ্ছাদিতা, মাধব-বনিতা।
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃতা কবিতা॥
অতএব কবিতা গো, তোমার দোহাই।
ধনদাত্রী লক্ষ্মী-হস্তে; কিছু নাহি চাই॥
কেবল ক্ষণেক রতা, কর গো হৃদয়ে।
সর্ব্বদুঃখ পরিহরি, তোমার উদয়ে॥

কুরীতি সংস্কার।

ভারতভূমির মাঝে, হিন্দু আছ যত।
অলশ অবশ হোয়ে, রবে আর কত?
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুম, করিছ শয়ন?
এখনো রয়েছ সবে, মুদিয়া নয়ন?
ভবের কি ভাব তাহা, কর অনুভব।
একবার চোখ মেলে, চেয়ে দেখ সব॥
কি হইবে মিছা আর, নিদ্রায় রহিলে?
এখনি রতন পাবে, যতন করিলে।
কি করিলে ভাল হয়, কর বিবেচনা।
স্বদেশের হিতাহিত, কর আলোচনা॥
মনে মনে স্থির ভাবে, কর প্রণিধান।
যাহাতে দেশের হয়, কুশল বিধান॥

কুরীতি কণ্টক বন, করিয়া ছেদন।
সুরীতির সুখতরু, করহ রোপন॥
অনুরত হোয়ে দেও, অনুরাগ জল।
শাখির শাখায় হবে, সুশোভিত দল॥
আহ্লাদের ফুল তায়, সন্তোষের ফল।
সে ফল ফলিয়া ফলে, ফলাবে সুফল॥
পরস্পরে এক হোয়ে, এক কথা বল।
একমতে এক রথে, এক পথে চল॥
সকলেই একভাবে, এক হই যদি।
এখনি শুখায়ে দিব, ভ্রমময়ী নদী॥
আর না চালাতে হবে, অধর্ম্মের পোত।
একেবারে হবে রোধ, অজ্ঞানের স্রোত।
ভ্রান্তি নদী শুখাইলে, রবেনা উদ্বেগ।
যুক্তি নদী দেখাইবে, আপনার বেগ॥
সুসার সুধার স্রোত, খেলিবে অনিলে।
ভাঙ্গিবে ধর্ম্মের খেয়া, জ্ঞানের সলিলে॥

ভ্রমণ। (১)

ভ্রমণের সুখ কত, বিগত বিষাদ যত,
অবিরত সুখে রত মন।
হেরি সব নব মত, কত কব, হত রব,
পরাভব মুখের বচন ॥
এক ভাব অহরহ, দেখা হয় যার সহ,
সহোদর সম সেই জন।
কিছুমাত্র নাহি খেদ, কিছুমাত্র নাহি ভেদ,
অভেদ ভাবেতে আলাপন ॥
আদ সিদ্ধ করি পাক, উদরেতে পরিপাক,
ক্ষুধানল তখনি নির্ব্বাণ।
ভাল মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহা খাই,
লাগে ছাই অমৃত সমান ॥
রোগীর না থাকে রোগ, ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ,
যোগীর যোগেতে মন লয়।
বিধাতার চারু সৃষ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি,
সুখরূপ বারি বৃষ্টি হয় ॥
একেতো গঙ্গার শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
ত্রিভুবনে তুল্য তার নাই।

(১) কবি, শীতকালে নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ইহা রচনা করেন।

তাহে অতি প্রিয়তর, নয়ন সন্তোষকর,
মনোহর চর ঠাঁই ঠাঁই ॥
স্থানে স্থানে কত কত, নদ নদী শত শত,
পরিণত গঙ্গার চরণে।
বোধ হয় তারা সব, কল কল করি রব,
পুলকিত প্রেম আলাপনে ॥
নদী নদে যোগ যথা, অপরূপ ভাব তথা,
সে কথা কহিব কারে আর ?
যে জন ভাবুক হয়, সেই তার ভাব লয়,
দেখে সেই চক্ষু আছে যার ॥
স্বভাবের ভাল ধারা, এক ঠাঁই দুই ধারা,
প্রভেদ প্রভেদ তার তার।
একদিকে কৃষ্ণরেখা, স্থিররূপে যায় দেখা,
শ্বেতরেখা অন্যদিকে তার ॥
হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ,
ভিন্ন গুণ ধরে দুই জল।
এক জল যেন সুধা, পান মাত্রে বাড়ে ক্ষুধা,
স্বভাবত অতি নিরমল ॥
নানা জাতি নানা জন, বিশেষত মহাজন,
তরিযোগে নানা পথে যায়।
ভাঁটি যায় দলে দলে, কেহবা উজান চলে,
যেখানে যাহার মন চায় ॥

গোলাগঞ্জ হাটে হাটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে,
নানা জাতি দ্রব্য সমুদয়।
নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ করি পণ,
দিয়া ধন কেনা বেচা হয় ॥
সম্বোধন অবধান, পরস্পর সাবধান,
ব্যবধান হাটের ভিতর।
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল,
ভুল নাই স্থূলের উপর।
কেহ যায় কার্য্যস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে,
কেহ করে তীর্থ পর্য্যটন।
গতি বটে সবাকার, সেইরূপ সুখ তার,
যাহার যেমন আস্বাদন ॥
সমস্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরি,
স্থিতি করি সর্ব্বরী সময়।
কোথা গ্রাম কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ,
কিছুমাত্র নিরূপিত নয় ॥
দশখানা এক ঠাঁই, তাহে কিছু ভয় নাই,
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর।
যতক্ষণ জাগরণ, হাসি খুসি ততক্ষণ,
সুখে মন থাকে নিরন্তর ॥
স্থান যথা ভাল নয়, তথা হয় মনে ভয়,
দস্যুচয় পাছে লয় ধন।

নিদ্রাযোগ পরিহরি, জপ করি হরি হরি,
বিভাবরী করি জাগরণ ॥
স্থির করি দুই তারা, দৃষ্টি করি শুকতারা,
কারো মুখে তারা তারা রব।
নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ,
প্রতীক্ষণ করে তাই সব ॥
বৃক্ষেতে বিহঙ্গচয়, দেয় দিবা পরিচয়,
ললিত ভৈরবে ধরি তান।
ঈষৎ রক্তিম রেখা, পূর্ব্বদিকে যায় দেখা,
পুলকে পূরিত হয় প্রাণ ॥
হেরে প্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুঃখ,
নব সুখ হৃদয়ে উদয়।
নৌকাবাসী যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরে,
ভক্তিভরে স্মরে সমুদয় ॥
পূবের বাঙ্গাল জীব, 'বৈরবী, ববানী হিব,
অরিবোল অরিবোল অরে'।
যত সব দেড়ে চাচা, দাড়ি ধুয়ে খুলে কাচা,
'আল্লা' বোলে ডাকে উচ্চস্বরে ॥
শুনিয়া সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গণি,
দিনমণি করি দরশন।
অপরূপ আভা তার, তরুণ কিরণহার,
জলে জলে লোহিত বরণ ॥

হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ,
করিয়া জাহ্নবী-জল পান।
পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
শূন্য হতে স্বর্ণ করে দান॥
কুআশা যদ্যপি হয়, তমোময় সমুদয়,
দৃষ্ট নাহি হয় জলস্থল।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
অন্ধকারে আবৃত সকল॥
আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান,
ম্রিয়মাণ নিজে দিনকর।
জলস্থল একাকার, ভেদ বোধ নাহি আর,
ধূম্রাকার তিমির নিকর॥
শিশিরের ঘোর ধূম, জল হতে উঠে ধূম,
ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে না পায়।
ঘন ঘন থরে থরে, গঙ্গার গর্ভের পরে,
বায়ুভরে খেলিয়া বেড়ায়॥
খেচর না চরে চরে, আঁখি মুদে বৃক্ষোপরে,
মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর।
তাহে পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
প্রাচীতে উদয় প্রভাকর॥
একেবারে গতি রোধ, দূরে গেল দূর বোধ,
মহা ভ্রম মরীচিকা প্রায়।

ঊষার তুষার বৃষ্টি, দূরে গেল দূর দৃষ্টি,
আপনারে দেখিতে না পায়॥
তরঙ্গের অঙ্গ-পরে, নীহার বিহার করে,
স্রোতবেগে সিন্ধুপথে ধায়।
নাহি তার অনুরূপ, মৃদুধ্বনি টুপ্ টুপ্,
অপরূপ রূপ হয় তায়॥
নয়নের পরিতৃপ্তি রবির কিঞ্চিৎ দীপ্তি,
জলে যদি জ্বলে সেই কালে।
তাহে বোধ হয় হেন, চঞ্চলা চপলা যেন,
বিভূষিত রজতের জালে॥
ভূতের অদ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয় বেলা,
ভ্যালা ভ্যালা ঐশিক ব্যাপার।
ক্রমে তার যায় ক্রম, ভ্রামকের যায় ভ্রম,
শ্রমপথে যুক্ত পুনর্ব্বার॥
অরুণ উদয় কালে, ছুটে যায় পালে পালে,
দাঁড়ি মাজি আর আর যত।
প্রভাতের কর্ম্ম সারি, উঠে সব সারি সারি,
নিজ নিজ কর্ম্মে হয় রত॥
হাঁক ডাক্ জোর্ জার্, করে কত শোর্ সার্,
লেগে যায় মহা গণ্ডগোল।
ধ্বজি তুলে খুলে তরি, "বদর বদর হরি"
"গঙ্গার পীরিতে হরিবোল"॥

ভাঁটিপথে যায় যত, তাদের উল্লাস কত,
কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ।
কপি মূর্ত্তি নিরখিয়া, পিতৃ স্নেহ প্রকাশিয়া,
অনুকূল আপনি পবন॥
ফ্যালে দাঁড় ঝুঝ বাঁক, ঘোর হাঁক্ জোর ডাক্
গোঁপে পাক সন্তোষ হৃদয়।
একে পালি, তাহে ভাঁটি, দুইদিকে পরিপাটী,
শীতকাল তাদের সদয়॥
গোড়েনে গোড়েনে উঠে, নীর কেটে তীর ছুটে,
নিমিষেতে চক্ষু ছাড়া হয়।
কলের জাহাজ সব, মিছামিছি করে রব,
তার কাছে কোথা পড়ে রয়॥
যায় উজানের যান, যায় উজানীর জান,
প্রতিকুল অঞ্জনার পতি।
নিগুর্ণ সহজে গুণ, তার পেটে যত গুণ,
সেই গুণে অতি মৃদুগতি॥
চলে তরি অল্প নীরে, ধীরে ধীরে তীরে তীরে,
বাড়িয়াছে বিষম বিপদ!
কি কব তাহার গতি, যেন সতী গর্ভবতী,
চোলে যেতে টেলে পড়ে পদ॥
স্থানে স্থানে পাক জল ছাড়ে ডাক কল কল,
বল করি বেগে দেয় মোড়া।

উজানীরা সেইখানে, নাহি আর বাঁচে প্রাণে,
গোদের উপরে বিষফোড়া॥
লহরী আসিছে আড়ে, গুণ বায় উচ্চপাড়ে,
ঘাড়ে বল করি দেয় টান।
অতি জোর একটানা, কি করিবে গুণটানা,
টানাটানি কোরে যায় প্রাণ॥
কাটিতে জলের টান্; সটানে মারিছে টান্,
তবু নাহি আধ হাত নড়ে।
ক্ষণমাত্রে হয় খুন, তথাচ না ছাড়ে গুণ,
হাঁটিতে হোঁছোট্ খেয়ে পড়ে॥
পাছাড় মারিছে ধেয়ে, কাছাড় আছাড় খেয়ে,
তরুসহ পড়ে এসে জলে।
শব্দ হয় বিপর্য্যয়, পেয়ে ভয় মনে লয়,
সমুদয় যায় রসাতলে॥
সেই খালে যত নায়; ঠেকাঠেকি হোয়ে যায়,
গুণ নিয়ে হুড়াহুড়ি লাগে।
পাশাপাশি চালাচালি, সদালাপ শালাশালি,
গালাগালি পাড়ে সব রাগে॥
পরস্পর ঠ্যালে রাগে, বাহির হইবে আগে,
ছই ঝাঁপ ভেঙ্গে যায় কত।
বচনেতে মাতামাতি, কিন্তু নাই হাতাহাতি,
কটু কয় মুখে আসে যত॥

'ভেড়ুয়া মেড়ুয়াবাদি, আগে ভাগে হয় বাদী,
তেরি মেরি হিন্দি নয় পূরা ।
'আবি গুণ ভারি দেও, পিছে ল্যাও হট্ লেও,
* * বাঙ্গালী শ্বশুরা' ॥
বাঙ্গাল কহিছে "মামু, সেম্বাই কেম্বাই যামু ?'
মাজি বলে 'গুণ ছাড়ে দিমু ?
পুঙির পোলানি হালা, ছিরিলে পেলের ছালা,
দ্যাড় টাকা দাম দেরে নিমু ।'
দিশি দাঁড়ি মাজি যারা, দিশি গাল দেয় তারা,
সে কথা জানাব আর কাকে ?
কাটিয়া স্রোতের আড়ি, হোলে পরে ছাড়াছাড়ি,
আড়াআড়ি আর নাহি থাকে ॥
কোথায় সাঁতার দিয়া, চোলে যায় নৌকা নিয়া,
দক ভেঙ্গে উঠে গিয়া চরে ।
পথ যদি পায় সোজা, বড় নয় ভার বোজা,
ঝুঁকে ঝুঁকে যায় রসভরে ॥ (১)
চালে তরি শ্রম ভরে, ঠকে যায় ডুবো চরে,
ধ্বজি মেরে যায় মাজামাজি ।
ঠেলে যায় বাহুবলে, পড়িলে অধিক জলে,
সাবাস সাবাস বলে মাজি ॥

---

(১) রসভর—দাঁড়িমাজিদিগের ব্যবহারিক ভাষা। ইহার অর্থ শ্রেণীবদ্ধ রূপে নৌকা চালনা।

কহু কষ্টে সেই স্থান, প্রাপ্ত হোয়ে পরিত্রাণ,
ধরে গান গুণে যেতে যেতে ।
এত যে করিল ক্লেশ, নাহি বোধ দুঃখ লেশ,
মনের আনন্দে যায় মেতে ॥
তাদের ললাট-পটে, এক দিন যদি ঘটে,
অনুকূল পবনের যোগ ।
কি কব সুখের ভাব, অপুত্রের পুত্র লাভ,
দরিদ্রের যেন রাজভোগ ॥
'বদর বদর বাণী, চাটগেঁয়ে মেৎরাণী,'
এই বোলে পাল্লি দেয় তুলে ।
গুড়ুকে মারিয়া টান, কাছি ধোরে ছাড়ে গান,
রাঁধা বাড়া সব যায় ভুলে ॥
এ ঘটনা অসময়, এক দিন বড় হয়,
বাতাসের বাতিকের খেলা ।
কিঞ্চিৎ করিয়া হিত, একেবারে বিপরীত,
অবশেষ পশ্চিমের ঠেলা ॥
বাজার বন্দর নাই, তিন দিন এক ঠাঁই,
বনে মাঠে করি অধিবাস ।
আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিত যাহা হয়,
পেটপূরে খাই গ্রাস গ্রাস ॥
কিছুতেই নাহি দুঃখ, বিরস না হয় মুখ,
মহা সুখ চারিদিকে চেয়ে ॥

যাত্রী সব রাঁধে চরে, বাতাসেতে প্রাণে মরে,
বারো আনা বালি ফেলে খেয়ে ॥
সমীরণ শন্ শন্, দেহ করে কন্ কন্,
কোনমতে নাহি হই স্থির।
দারুণ দুর্জ্জয় জাড়, নাহি রাখে কিছু সাড়,
হাড় ভেঙে কাঁপায় শরীর ॥
জলের উঠেছে দাঁত, ছুঁলে নেয় কেটে হাত,
খেলে হয় প্রমাদ প্রবল।
পিপাসায় জোরে যাই, শীতে নাহি জল খাই,
একি পাপ দাঁতকাটা জল ॥
হোক জল বড় হিম, হোক শীত বড় ভীম,
তাতে বড় করেনাকো দোষ।
সমস্ত দিবস যায়, বড় খেদ করি তায়,
বড় জোর যায় দুই ক্রোশ ॥
শুধু মানুষের নয়, অনেকের শত্রু হয়,
এই শীত দুষ্ট দুরাচার।
শত্রু হোয়ে জাহ্নবীর, শুকায়ে সকল নীর,
অস্থিচর্ম্ম করিয়াছে সার ॥
সুরধুনী আদমড়া, বুকেতে পড়েছে চড়া,
বাঁকের হয়েছে ফের তাই।
কত শ্রমে নিয়ে তরি, বিশ ক্রোশ ঘুরে মরি,
এক ক্রোশ তবু নাহি যাই ॥

গমনে বিলম্ব যত, মনের অসুখ তত,
দুই মাসে কুড়ি দিন এসে।
মনে ভাবি দূর ছাই, ফিরে আর কাজ নাই,
ভাঁটিপথে ফিরে যাই দেশে ॥
তখনি সে ভাব যায়, স্থির করি অভিপ্রায়,
নূতন দেখিতে চায় মন।
একি যায় ত্যাগ করা, অজ্ঞান-তিমির-হরা,
দুঃখভরা সুখের ভ্রমণ ॥
যদি ইথে আছে দুঃখ, আমি ভাবি ঘোর সুখ,
প্রকৃতির প্রকৃতি এরূপ।
প্রকৃতির কার্য্য যাহা, বিকৃতি কি হয় তাহা ?
অপরূপ অতি অপরূপ ॥
ভ্রামকের অভিপ্রায়, দৃষ্টিপথে সদা ধায়,
সার তায় বস্তুর বিচার।
নদী নদ গিরি বন, নানারূপ দরশন,
নিরূপণ বিশ্বের ব্যাপার ॥
ঐশিক সকল কার্য্য, হয় বটে অনিবার্য্য,
করে ধার্য্য সাধ্য কার হয় ?
তথাচ অবোধ মন, করে হেতু অন্বেষণ,
একারণ বিশ্ব পরিচয় ॥
মানুষের কীর্ত্তি যত, কত স্থানে হেরি কত,
অবিরত মনের উল্লাস ॥

আশু আসা আশা সিদ্ধি, ক্রমে হয় বোধ বৃদ্ধি,
জ্ঞাত যত হই ইতিহাস॥
কোথায় দেখিতে পাই, মানুষের বাস নাই,
সমুচয় চর আর বন।
মরুভূম হয় যথা, খাদ্য নাহি পায় তথা,
পশুপক্ষী না করে ভ্রমণ॥
শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এই স্থলে,
অতি মনোহর গ্রাম ধাম।
গঙ্গা রাক্ষসীর গর্ব্ভে, বিনাশ পেয়েছে সর্ব্বে,
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম॥
তথাকার নানা প্রাণী, হয়ে সব নানাস্থানী,
নানা স্থানে করিল আগার।
এক ঘরে দুই ভাই, তারা গেল দুই ঠাঁই,
সুখ নাই কারো মনে আর॥
স্থানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই নাম,
বসিয়াছে দুই চারি ঘর।
কেহ চাষ করে মাঠে, কেহ বা দোকানি ঠাঠে,
পরিবার পালে পরস্পর॥
এই সব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে,
ভাবনার পথে ভাব ধায়।
ঈশ্বরীয় কাণ্ড কল, কোথা জল, কোথা স্থল,
বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায়॥

ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতী, হোয়ে অতি বেগবতী,
যে দিকেতে করেন গমন।
বিস্তার বদন ধরি, সেই দিক গ্রাস করি,
অন্য দিকে করেন বমন॥
এক কূল খান বটে, দুই কূলে দায় ঘটে,
কোন দিকে শোভা নাহি রয়।
এক কূল বাসহত, আর কূলে চর যত,
তীরবাসী দূরবাসী হয়॥
যেতে যেতে কিছু দূর, অচিরাৎ দুঃখ দূর,
স্বর্গপুর তুচ্ছ বোধ হয়।
এই যে অখিল সৃষ্টি, যাহাতেই করি দৃষ্টি,
তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময়॥
দূর হোতে ধরাধর, ঠিক যেন ধারাধর,
মনোহর কলেবর তার।
তাহে বোধ কত রূপ, হয় তার কত রূপ,
অপরূপ দৃশ্য চমৎকার॥
পর্ব্বতে প্রকাণ্ড তরু, দেখা যায় ক্ষুদ্র সরু,
বাতাসেতে নড়ে তার শাখা।
তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহঙ্গম,
উড়িতেছে বিস্তারিয়া পাখা॥
উদয় উদয়াচলে, ভানু চলে অস্তাচলে,
দুই কাল অতি মনোলোভা।

রসনা সরস রসে, বাক্য নাই তার বশে,
প্রকাশিতে শিখরের শোভা ॥
বিশেষ মধ্যাহ্ন কালে, গগন জলদজালে,
যদিস্যাৎ হয় আচ্ছাদিত।
দিনকর ক্ষিণকর, মাঝে মাঝে করে কর,
সঘনে চপলা চমকিত ॥
নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময় যদি সেই,
চেয়ে দেখে পর্ব্বতের পানে।
স্বভাবের ঘোর ঘটা, বিনোদ বিচিত্র ছটা,
সেই জন একমাত্র জানে ॥
বেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি,
উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায়।
যেন কার কুলদারা, মধুপানে মাতোয়ারা,
বেণীশ্রেণী এলাইয়া ধায় ॥
নির্ঝরে নিঃসৃত নীর, আস্বাদনে যেন ক্ষীর,
তীরবেগে পড়ে ভূমিতল।
তাহে নাহি কিছু মল, পরম পবিত্র জল,
স্বভাবতে অতি সুশীতল ॥
নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর,
ফলত সুন্দর শোভা বটে।
অতি দীর্ঘ স্থূলকায়, শ্রেণী গাঁথা দেখা যায়,
বিরাজিত তরঙ্গিণী তটে ॥

অধো ঊর্দ্ধে বৃক্ষ যত, নানা জাতি শত শত,
কত তার বেষ্টিত লতায়।
খেয়ে তার রসফল, নানা জাতি দ্বিজদল,
নিজ স্বরে বিভুগুণ গায় ॥
সুখী তারা বার মাস, করে যারা চাষ বাস,
স্থিররূপে হোয়ে গিরিবাসী।
মন্দরের অতি কাছে, কন্দরে বন্দর আছে,
বিকিকিনি করে তথা আসি ॥
নাহি কোন অপ্রতুল, খায় কত ফলমূল,
ঝরণার বারি করে পান।
পরিশ্রমে শস্য হয়, ঘৃত দুগ্ধ অতিশয়,
স্বভাবত অতি বলবান ॥
আস পাশ দেখি চেয়ে, উঠেছে আকাশ ছেয়ে,
সাধ্য নাই বায়ু করে গতি।
হিংস্র জীব বহুতর, বিশাল বিপিনবর,
ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি ॥
কিন্তু অতি রমণীয়, মূর্ত্তি তার কমনীয়,
দুঃখ এই গমনীয় নয়।
মন বলে যাই উড়ে, ভ্রমিব পর্ব্বত জুড়ে,
প্রাণ বলে আমি করি ভয় ॥
শিখরে নিকর ধ্বন্দ, মনে প্রাণে ঘোর দ্বন্দ,
ভাল মন্দ বিবেচনা কত।

দেখিয়া প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়,
সেইমতে দেয় অভিমত্ত ॥
তথাচ না যায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ,
কত মত করে আন্দোলন।
যত দূর দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়,
দূরে হোচ্চে লয় আস্বাদন ॥
কোনোখানে জলজুড়ে, (১) পর্ব্বত উঠেছে ফুঁড়ে,
পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথা।
দলে দলে করে ভীড়, উচ্চ ডালে বাঁধে নীড়,
কোনোরূপ শঙ্কা নাই যথা ॥
চারিদিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়,
অতিশয় ভয়ানক স্থল।
ভাঁটি পথে স্রোত ধায়, বেগে লাগে তার গায়,
কর্ণভেদী শব্দ কল কল ॥
উচ্চে তার চূড়া জাগে, গণ্ডবৎ মধ্যভাগে,
পরিপূর্ণ কালো কালো গাছে।
দূরে অনুমান করি, জল পান করি করী,
ঊর্দ্ধদিকে শুণ্ড তুলিয়াছে ॥
এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর,
এপ্রকার শোভা নাহি পায়।

(১) কাহাল গাঁ এবং জাঙ্গিরা, এই দুই স্থলে গঙ্গার জলের উপর পর্ব্বত আছে।

সদাশিব সদা সেবি, সুরতরঙ্গিণী দেবী,
নিরন্তর ধরেন মাথায় ॥
হরের দ্বিতীয় জায়া, পাষাণ-নন্দিনী মায়া,
শিব তাঁরে না হন সদয়।
সপত্নীর দেখে সুখ, দেবীর দারুণ দুঃখ,
ফাটে বুক তাপিত হৃদয় ॥
হিমালয় মহাশয়, দুহিতার দুঃখচয়,
শুনে মনে হইলেন থাপা।
দূতেরে বলেন বাণী, সে দূত পর্ব্বত আনি,
দিয়েছে গঙ্গার বুকে চাপা ॥
পুন অনুমান করি, সুরধূনী নিশাচরী,
গিরি ধরি কোরেছে আহার।
পাতর কঠিন কায়, উদরে কি পাক পায়,
পেট ফেঁপে করিছে উদ্গার ॥
স্থানে স্থানে অতি রম্য, সবাকার হয় গম্য,
হর্ম্ম্য তায় অতি উচ্চতর।
অদ্রির উপরে আড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাড়ী,
জল হতে দেখি মনোহর ॥
সবল ধবলকায়, নীলকর আসি তায়,
ধন লোভে সদা করে বাস।
গিরিবনে উপবন, তার কোলে চলে বন,
বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥

বাস করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে,
বনে বনে বনের মমতা।
বনবাসী বটে হই, কিন্তু বনবাসী নই,
থাব বন যাবনাকো কথা॥
যে দিবস নিশামানে, পর্ব্বতের অধঃস্থানে,
থাকা যায় লইয়া তরণী।
কেহ আর স্থির নয়, মনে ভয় কত হয়,
জেগে রয় সকল রজনী॥
কিন্তু যেই ধীর জন, কোরে অতি স্থির মন,
নগ দেশ করে নিরীক্ষণ।
যায় তাঁর যত দুঃখ, পায় স্বভাবের সুখ,
সফল তাহার জাগরণ॥
আছে বটে গুরু ভয়, ফলে তাহা গুরু নয়,
লঘু হয় সময়ে আবার।
ভূধরের নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন,
বিলোকন বিনোদ ব্যাপার॥
স্থলে স্থলে দীপ্তি ছলে, ধক ধক অগ্নি জ্বলে,
আলোময় হয় গিরিদেশ।
কত রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি জোর,
করে আসি শ্রবণে প্রবেশ॥
না বুঝি তাহার সূত্র, যেন কোন ধনী-পুত্র,
পরিপাটী পরিচ্ছদ ধরি।

মণিমুক্তা দিয়া গায়, বিবাহ করিতে যায়,
আলো জ্বেলে সুমারোহ করি॥
ধন্য বিভু বিশ্বময়, তব রূপ দৃশ্য হয়,
উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার।
তোমার এ ভবরাজ্য, কত তায় চারু কার্য্য
করে ধার্য্য শক্তি আছে কার?
ছোট ছোট নগ মাঝে, শিবের সদন সাজে,
মাঝে মাঝে পীরের আলয়। (১)
যায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তিমন,
দরশন করে সমুদয়॥
শিখর সমাজে গড়, (২) এখন রয়েছে ধড়,
মৃত দেহ প্রাণ নাই তার।
সে দুর্গের দুর্গ ঘোর, ভাগ্যের রজনী ভোর,
করিয়াছে সকল সংহার॥
প্রভুত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশ,
সম্পদের লেশমাত্র নাই।
রত্নাকর হলো চর, গোস্পদ প্রখরতর,
স্রোতধর কালে দেখি ভাই॥
পুরাতন কীর্ত্তি নাশ, তারে বলে সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বমতে দুঃখের ব্যাপার।

(১) জাঙ্গিরার পর্ব্বতে শিবালয় এবং পীরের আস্তানা আছে।
(২) তেলিয়া গড়।

কি করি উপায়হত, মনের সন্তাপ যত,
মিছে কেন প্রকাশিব আর ?
ভাগ্যের ঘটনা যাহা, কাল ক্রমে ঘটে তাহা,
খণ্ডন না হয় কভু তার।
কালেতে পর্ব্বত যত, চূর্ণ হয়ে ধরাগত,
রেণু ধরে পর্ব্বত আকার॥
ধেনু বৎস রাশি রাশি, ভাগীরথী তটে আসি,
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।
তৃণ পত্র যত পায়, সোরে সোরে চোরে খায়,
রাখাল করিছে গোচারণ॥
নানা বর্ণ ধেনু সব, করিতেছে হাম্বারব,
খাদ্য লুয়ে হয় রাগারাগি।
থাকে সব এক ঠাঁই, আর কোন চিন্তা নাই,
কেবল আহারে অনুরাগী॥
হেলে ছুলে গতি করে, কেহ আসে নিম্ন চরে,
কেহ করে ভূতলে শয়ন।
যথা ইচ্ছা তথা যায়, বাছুর পশ্চাতে ধায়,
বেঁকে বেঁকে নাচায় চরণ॥
মাঝে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃ স্নেহ,
আপন বৎসের দেহ চাটে।
বাছুর পুলক ভরে, থেকে থেকে মৃছুস্বরে,
হেঁট হোয়ে মুখ দেয় বাঁটে॥

ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃষাতুরা পৃথিবীর,
তৃষা কৃশা করিবার তরে।
যিনি হন সর্ব্বাধার, করি তাঁর উপকার,
মানুষেরে উপদেশ করে॥
বলে, "ওরে নর যত, হরে তোরা অবগত,
কেমনে করিতে হয় দান।"
মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
বাছুর প্রচুর কৃপাবান॥
পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়ে ঘাড় বুকে চাড়,
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জ্জন।
ছুই ষাঁড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি,
করে রণ গাভীর কারণ॥
ধন্যরে কুহকী ভব, ধন্য তব মনোভব,
তোমাতেই সকল সম্ভব।
যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব,
অসম্ভব শক্তি বটে তব॥
পিপাসা অধিক হোলে, আসিয়া গঙ্গার কোলে,
যত পারে করে জলপান।
পুত্রবতী গাভী তায়, বিনা মূলে নাহি খায়,
বাঁট হোতে ছুগ্ধ করে দান॥
একেত ধবল নীর, তাহে সুরভীর ক্ষীর,
পড়ে যেন সুমেরুর ধারা।

কি করি উপায়হত, মনের সন্তাপ যত,
মিছে কেন প্রকাশিব আর ?
ভাগ্যের ঘটনা যাহা, কাল ক্রমে ঘটে তাহা,
খণ্ডন না হয় কভু তার।
কালেতে পর্ব্বত যত, চূর্ণ হয়ে ধরাগত,
রেণু ধরে পর্ব্বত আকার ॥
ধেনু বৎস রাশি রাশি, ভাগীরথী তটে আসি,
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।
তৃণ পত্র যত পায়, সোরে সোরে চোরে খায়,
রাখাল করিছে গোচারণ ॥
নানা বর্ণ ধেনু সব, করিতেছে হাম্বারব,
খাদ্য লয়ে হয় রাগারাগি।
থাকে সব এক ঠাঁই, আর কোন চিন্তা নাই,
কেবল আহারে অনুরাগী ॥
হেলে দুলে গতি করে, কেহ আসে নিম্ন চরে,
কেহ করে ভূতলে শয়ন।
যথা ইচ্ছা তথা যায়, বাছুর পশ্চাতে ধায়,
বেঁকে বেঁকে নাচায় চরণ ॥
মাঝে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃ স্নেহ,
আপন বৎসের দেহ চাটে।
বাছুর পুলক ভরে, থেকে থেকে মৃদুস্বরে,
হেঁট হোয়ে মুখ দেয় বাঁটে ॥

ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃষাতুরা পৃথিবীর,
তৃষা ক্লশা করিবার তরে।
যিনি হন সর্ব্বাধার, করি তাঁর উপকার,
মানুষেরে উপদেশ করে ॥
বলে, "ওরে নর যত, হরে তোরা অবগত,
কেমনে করিতে হয় দান।"
মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
বাছুর প্রচুর কৃপাবান ॥
পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়ে ঘাড় বুকে চাড়,
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জ্জন।
দুই ষাঁড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি,
করে রণ গাভীর কারণ ॥
ধন্যরে কুহকী ভব, ধন্য তব মনোভব,
তোমাতেই সকল সম্ভব।
যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব,
অসম্ভব শক্তি বটে তব ॥
পিপাসা অধিক হোলে, আসিয়া গঙ্গার কোলে,
যত পারে করে জলপান।
পুত্রবতী গাভী তায়, বিনা মূলে নাহি খায়,
বাঁট হোতে দুগ্ধ করে দান ॥
একেত ধবল নীর, তাহে সুরভীর ক্ষীর,
পড়ে যেন সুমেরুর ধারা।

হৃষ্ট থান ভাগীরথী, জন্ম থান ভগবতী,
সুখী তারা দেখে তাই যাঁরা ॥
আর এক সে সময়, সুখময় শোভা হয়,
দেখে ধীর চক্ষু করি স্থির।
বাছুর গঙ্গায় ঝুঁকে, পেছু ঢুকে রূকে রূকে,
কচিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর ॥
নিরখি এরূপ ভঙ্গি, মন হয় নবরঙ্গী,
অনুরাগ সঙ্গী তার কাছে।
অভিপ্রায় অনুরাগে, মানস-মন্দিরে জাগে,
স্মরণ জীবিত তহি আছে ॥
স্মরণে স্মরণ করি, করেতে লেখনী ধরি,
লিখি তাই যাহা মনে লয়।
দোষ যত রচনার, করিবেন পরিহার,
গুণগ্রাহী গুণী সমুদয় ॥
ভ্রমণীয় ভাব যাহা, অমি কি বুঝিব তাহা,
প্রকাশিতে করিয়াছি মতি।
ফললোভী কুব্জ প্রায়, মন মম উর্দ্ধে ধায়,
কিন্তু কালী কি করেন গতি ॥
যথা জ্ঞান যথা যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি,
ভাবরস অনুগামী তার।
কে পারে করিতে ক্রম, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম,
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥

পাঁচনী করিয়া করে, হারে রেরে রব করে,
গোপাল গোপাল পালে মাটে।
শিশুকালে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে,
মাঝে মাঝে ফিরে ঘাটে ঘাটে ॥
পরস্পর করে খেলা, কেহ কারে মারে ঢেলা,
তারা যেন সাজিয়াছে নাটে।
যায় যায় পাছে চায়, আগুপানে ছুটে ধায়,
নাচে হাসে রাখালিয়া ঠাটে ॥
পাশেতে পাঁচুনী থুয়ে, ভূমির আসনে শুয়ে,
গীত গায় মেহ্নানীয় স্বরে।
রাগ সুর বোধ নাই, তথাচ শুনিয়া তাই,
অমনি মানস মুগ্ধ করে ॥
হেরি রাখালিয়া ভাব, কত ভাব অবির্ভাব,
ভাব ভরা ভবের ভবনে।
ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়,
ব্রজলীলা পড়ে যায় মনে ॥
যে লীলায় নিজে হরি, রাখালের রূপ ধরি,
হইলেন নন্দের নন্দন।
ননী চুরি ঘরে ঘরে, যশোদা ধরিয়া করে,
উদখলে করিল বন্ধন ॥
উষায় উত্থান করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
ধড়া চূড়া করি পরিধান।

জননীর কাছে যেচে, বাঁকা হয়ে নেচে নেচে,
ক্ষীর সর নবনীত খান॥
বাল্যভোগ সমাধিয়া, শ্রীদামাদি সঙ্গে নিয়া,
গোকুলের গহনে গমন।
আধো আধো মিষ্টরবে, ডাকিছে রাখাল সবে,
বেণু শুনে ধায় ধেনুগণ।
তপন তনয়া তীরে, গতি অতি ধীরে ধীরে,
রূপ হেরি লজ্জা পায় শশী।
রাখালেরে সাজাইয়া, বেণু বাদ্য বাজাইয়া,
বিহার বিরল বনে বসি॥
বনের সুফল পাড়ি, করে সব কাড়াকাড়ি,
এঁটো বোলে ঘৃণা কিছু নাই।
খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হারে রেরে,
হাঁরে ওরে দেরে মোরে ভাই॥
সুধামাখা রাধা নাম, বাঁশী লয় অবিশ্রাম,
কত লীলা সুখ বৃন্দাবনে।
ভারতে ভারতী সার, আমি কি লিখিব আর,
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে॥
প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্যরূপ,
সন্ধ্যাকালে প্রভেদ আবার।
এই সব স্থির কাল, সমভাব চিরকাল,
প্রতি কাল নুতন প্রকার॥

অস্তগত নিশাকর, প্রকটিত প্রভাকর,
তাহে হয় প্রকাশিত দিন।
পাতিয়া জগতজাল, তিন কালে তিন কাল,
ধয়ে খায় আয়ুরূপ মীন॥
জলের হৃদয়ে বাস, নূতন দেখিতে আশ,
চাই তাই নূতন দিবস।
কিন্তু তার বোধহত, দিন যত হয় গত,
শূন্য হয় আয়ুর কলস॥
ভবের ব্যাপার যত, সমুদয় এই মত,
মোহরসে মুগ্ধ জীব সবে।
মহারত্ন মহাধন, নাহি তার অন্বেষণ,
বিমোহিত বিফল বিভবে॥
আমিও সেরূপ হই, যত লিখি যত কই,
ছাড়া নই ভ্রম অন্ধকার।
এসেছি ভ্রমণ ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে,
তবু সদা বিষম বিকার॥
কখনো কখনো ভাই, পদব্রজে চোলে যাই,
মনে কিছু চিন্তা নাই আর।
যাই যাই ঠাঁই ঠাঁই, আশে পাশে ফিরে চাই,
দেখি তায় অশেষ প্রকার॥
কত যায় কত রঙ্গে, দেখা হয় যার সঙ্গে,
যেন তায় কতকেলে প্রেম।

কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সুখ তারে পেয়ে,
দরিদ্র যেমন পায় হেম॥
কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কার নাম,
কেবা কার পরিচয় লয়।
সকলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দাদা,
ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন হয়॥
এইরূপ দিবাভাগে, নব নব নব রাগে,
অনুরাগে করি সমাধান।
রজনীর আগমনে, তরণীর নিকেতনে,
যথা ক্রমে হয় অবস্থান॥
উল্লাসিত সর্ব্বজন, প্রকাশিত পুষ্পমন,
সর্ব্বমতে আছি হরষিত।
বর্ত্তমানে সমুদয়, মিত্র হয় শত্রু নয়,
কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত॥
চড়িয়া মানস রথে, এই শীতে জলপথে,
জল-পথে চলে যেই জন।
যেমন বজ্জাত ঠ্যাঁটা, তার কাছে জব্দ ব্যাটা,
পদাঘাত করে প্রতিক্ষণ॥
ভাঙো ভাঙো ঘুম ঘোর, চেতনার নাহি জোর,
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে।
নিশি শেষে দাঁড় বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে,
তার সুর সুধা লাগে কাণে॥

অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়,
শুনিতে লালসা পুনরায়।
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে,
পুলকিত করিবে আমায়॥
তখন ছিলাম যাহা, পুন আর নাই তাহা,
আমি তো সে আমি আর নই।
এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই,
সেই ভাবে করি হই হই॥
লিখিতে লিখিতে মন, হোয়ে গেল উচাটন,
মরমে রহিল তাই খেদ।
প্রভু প্রেমে রেখে প্রীতি, অদ্য এই হলো ইতি,
পরে হবে পর-পরিচ্ছেদ॥

বিজ্ঞান-কৌশল।

বিচিত্র বিজ্ঞান বিদ্যা, অতি শুভকরী।
যার বলে জলে বলে, কূলে চলে তরি॥
না মানে উজান ভাঁটি, নাহি কোন দায়।
বায়ুবৎ গতি করি, অতি বেগে যায়॥
দেখ তায় মানবের, কত উপকার।
কতমতে হইতেছে, আশার সুসার॥

অনায়াসে অপার, সাগর হোয়ে পার।
ব্যাপারী বাণিজ্যে কত, করিছে ব্যাপার॥
পাইতেছি কত দ্রব্য, প্রয়োজন মত।
কত কত দেশে যায়, লোক শত শত॥
নূতন নূতন দেখে, কুশল অশেষ।
স্বদেশ বিদেশ আর, না হয় বিশেষ॥
জাহাজ কেবল নয়, কত দেখ আর।
বস্ত্র, অস্ত্র, যন্ত্র আদি, অশেষ প্রকার॥
সব দিকে বল তীর, কল যার চলে।
জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ যত, ছাপা হয় কলে॥
এই কলে কোন কিছু, থাকেনা অভাবে।
এ কলের সৃষ্টি শুধু, জ্ঞানের প্রভাবে॥
বিদ্যাবলে বুদ্ধিবলে, যাহা করে কারু।
গুণময় সমুদয়, অতিশয় চারু॥
দেখনা বিলাতে গিয়া, জলের ভিতর।
কিরূপ করেছে এক, সেতু মনোহর॥
উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর।
অপরূপ আর কিবা, আছে এর পর?
বুদ্ধিবলে জানকীর, উদ্ধারের হেতু।
সাগরের জলে রাম, বাঁধিলেন সেতু॥
স্বভাবে সম্ভব সব, বিদ্যার কৃপায়।
বিনোদ বিমানে চোড়ে, শূন্য পথে যায়॥

দেব বোলে জ্ঞান হয়, মানুষের কাযে।
ভূচরে "খেচর" দেখে, পাখী মরে লাজে॥
মানস নামেতে এক, বিমান করিয়া।
দেখিতেছে কত শোভা, আকাশে উড়িয়া॥
ইন্দ্রজিৎ নামে ছিল, রাবণ-নন্দন।
ঘুরিয়া আকাশ পথে, সে করিত রণ॥
দেখ কি সুন্দর কল, ঘড়ির ভিতর।
সংসার-চক্রের ন্যায়, চলে নিরন্তর॥

তারের খবর।

"ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ" কিরূপ প্রকার।
বচনে যাহার গুণ, না হয় প্রচার॥
ভূমিতলে, জলে, ডালে, যুক্ত আছে তার।
কলে চোলে, আসে যায়, যত সমাচার॥
ছমাসের পথে যাহা, হতেছে ঘটনা।
এখনি এখানে তাহা, হইবে রটনা॥
হায় কিবা মানুষের, কৌশলের কায।
দেখে অতি খরগতি, লাজ পায় বাজ॥
গগনে চপলাময়, চমকে যে রূপ।
তুলনায় এর গতি, তার অনুরূপ॥

প্রথমেতে এই বিদ্যা, যে করে প্রকাশ।
কোথা গেলে দেখা পাব, হব তার দাস?
কুশলের এই কীর্ত্তি, করিলেন যিনি।
সামান্য মানব নন, দেবলোক তিনি॥

রেলের গাড়ী।

কি আশ্চর্য্য রেলরোড, দেখ দেখ সবে।
ভারতে ভারতী তার, কে শুনেছ কবে?
এ ব্যাপার যে প্রকার, কব কার কাছে।
ভারতে কি ছিল ইহা? ভারতে কি আছে?
কলেতে চলেছে গাড়ী, নাম বাষ্পরথ।
ছয় দণ্ডে চোলে যায়, ছদিনের পথ॥
চমৎকার দেখি আঁখি, মেলিতে মেলিতে।
কত দূর পড়ে গিয়া, দেখিতে দেখিতে॥
বসিয়া, দাঁড়ায়ে চল, পদ থাকে স্থির।
এত দ্রুত চলে তবু, টলেনা শরীর॥
এই আছি কলিকাতা, এই বর্দ্ধমান।
এই এসে মানকরে, হই অধিষ্ঠান॥
মানকর ছেড়ে দিয়ে, তখনি তখনি।
রাণীগঞ্জে এসে দেখি, কয়লার খনি॥

কিছু দিন পরে পাব, আনন্দ অপার।
বাসি হোয়ে কাশীবাসী, হবনাকো আর॥
বিকালেতে বারাণসে, কোরে খুব ধূম।
রেতে রেতে বাড়ী এসে, সুখে দিব ঘুম॥
দিল্লী যাব, আগ্রা যাব, যাব কত দেশ।
লাহোরে শিখের দেশে, করিব প্রবেশ॥
জ্বলিবে মনের ঘরে, আহ্লাদের আলো।
একে একে দেখা যাবে, যেখানে যা ভালো॥
নব নব বিলোকনে, ঘুচিবে বিলাপ।
সকলের সহ হবে, সুখের আলাপ॥
কে প্রবাসী, কে নিবাসী, রবেনা প্রভেদ।
পরস্পর আলাপনে, দূর হবে খেদ॥
যাত্রিদের হবে কত, তীর্থ দরশন।
ভ্রামকের নানা দেশ, হইবে ভ্রমণ॥
ছাত্রের হইবে নানা, ভাষার চালনা।
যেখানে সেখানে হবে, বিদ্যার সাধনা॥
বণিকের বাণিজ্যের, বিশেষ কুশল।
সহজেই হবে সব, মানস সফল॥
এ দেশ, ও দেশ হবে, সমুদয় হাতে।
সুলভ হইবে তাহা, প্রয়োজন যাতে॥
কোনরূপ সাধ আর, রবেনাকো আট্‌কা।
কাবেলের মেয়া যত, খেতে পাব টাট্‌কা॥

প্রথমেতে এই বিদ্যা, যে করে প্রকাশ।
কোথা গেলে দেখা পাব, হব তার দাস?
কুশলের এই কীর্ত্তি, করিলেন যিনি।
সামান্য মানব নন, দেবলোক তিনি॥

রেলের গাড়ী।

কি আশ্চর্য্য রেলরোড, দেখ দেখ সবে।
ভারতে ভারতী তার, কে শুনেছ কবে?
এ ব্যাপার যে প্রকার, কব কার কাছে।
ভারতে কি ছিল ইহা? ভারতে কি আছে?
কলেতে চলেছে গাড়ী, নাম বাষ্পরথ।
ছয় দণ্ডে চোলে যায়, ছদিনের পথ॥
চমৎকার দেখি আঁখি, মেলিতে মেলিতে।
কত দূর পড়ে গিয়া, দেখিতে দেখিতে॥
বসিয়া, দাঁড়ায়ে চল, পদ থাকে স্থির।
এত দ্রুত চলে তবু, টলেনা শরীর॥
এই আছি কলিকাতা, এই বর্দ্ধমান।
এই এসে মানকরে, হই অধিষ্ঠান॥
মানকর ছেড়ে দিয়ে, তখনি তখনি।
রাণীগঞ্জে এসে দেখি, কয়লার খনি॥

কিছু দিন পরে পাব, আনন্দ অপার।
বাসি হোয়ে কাশীবাসী, হবনাকো আর॥
বিকালেতে বারাণসে, কোরে খুব ধূম।
রেতে রেতে কাড়ী এসে; সুখে দিব ঘুম॥
দিল্লী যাব, আগ্রা যাব, যাব কত দেশ।
লাহোরে শিখের দেশে, করিব প্রবেশ॥
জ্বলিবে মনের ঘরে, আহ্লাদের আলো।
একে একে দেখা যাবে, যেখানে যা ভালো॥
নব নব বিলোকনে, ঘুচিবে বিলাপ।
সকলের সহ হবে, সুখের আলাপ॥
কে প্রবাসী, কে নিবাসী, রবেনা প্রভেদ।
পরস্পর আলাপনে, দূর হবে খেদ॥
যাত্রিদের হবে কত, তীর্থ দরশন।
ভ্রামকের নানা দেশ, হইবে ভ্রমণ॥
ছাত্রের হইবে নানা, ভাষার চালনা।
যেখানে সেখানে হবে, বিদ্যার সাধনা॥
বণিকের বাণিজ্যের, বিশেষ কুশল।
সহজেই হবে সব, মানস সফল॥
এ দেশ, ও দেশ হবে, সমুদয় হাতে।
সুলভ হইবে তাহা, প্রয়োজন যাতে॥
কোনরূপ সাধ আর, রবেনাকো আটকা।
কাবেলের মেওয়া যত, খেতে পাব টাটকা॥

হিন্দু হোয়ে কাশী-মৃত্যু ইচ্ছা আছে যার।
সদ্য গিয়া করিবেন, উপায় তাহার॥
যা ভাবিব তা করিব, হবে যোগাযোগ।
স্বপ্ন-সুখ ভোগ সম, সুখের সম্ভোগ॥
এ বিচিত্র বাষ্প-রথে, যে জন চড়েছে।
সবিশেষ গুণ তারি, সে জন জেনেছে॥
পাখির পাখায় বল, কত বল আছে?
দেখিয়া কলের গাড়ী, হারি মানিয়াছে॥
যে দেখেছে সেই মরে, ভাবিয়া ভাবিয়া।
করেছে এরূপ কল, কিরূপ করিয়া?
দূরবাসী আছে সব, অবাক্ হইয়া।
যে শুনিছে, সে বলিছে, দেবতার ক্রিয়া॥
এমন অপূর্ব্ব কভু, দেখি নাই আগে।
মোহিত হয়েছে মন, নব অনুরাগে॥
পুরাণেতে লেখা আছে, নলের ব্যাপার।
অতি অপরূপ গতি, ছিল নাকি তাঁর?
চোখে কিছু দেখি নাই, শুনি শুধু কাণে।
সম্ভব হইতে পারে, এসব প্রমাণে।
নব পথ, নব রথ, এই সৃষ্টি যার।
কৃপা করি লোন তিনি, প্রণাম আমার॥

ঘড়ি।

—o—

স্থির চোকে ধীর মনে, যে দেখিবে ঘড়ি।
সে বলিবে অবিকল, ঈশ্বরের খড়ি॥
এক কলে ঠিক চলে, বিরূপ না হয়।
প্রতিক্ষণে করিতেছে, কালের নির্ণয়॥
এক, দুই, ঠুন্ ঠুন্, ধ্বনি যাহা হয়।
কাল-পরিচয় (১) সে যে কাল-পরিচয়॥
এক, দুই, তিন করি, একে আসে ফিরে।
এক, দুই, তিন করি, ফিরে যায় ফিরে॥
প্রাণির সহিত ঠিক, তুলনা তাহার।
বিকল হইলে কাঁটা, চলেনাকো আর॥
গুণে, জ্ঞানে যে করেছে, ঘটিকা সৃজন।
কইনই নহে সেই, লোক সাধারণ॥
কোথায় আছেন তিনি, ভূলোক ছাড়িয়া।
উদ্দেশে প্রণাম করি, দেবতা বলিয়া॥

(১) এক পক্ষে কাল-পরিচয় অর্থাৎ সময়ের পরিচয় এবং অন্য পক্ষে যমের পরিচয় অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণেই আয়ু যাইতেছে।

বন্ধুত্ব।

অমিয়া ছানিয়া বুঝি, রসময় বিধি।
নিরমিল অপরূপ, প্রেমরূপ নিধি॥
সেই নিধি-নিলয়ে, খেলয়ে এক মীন।
অপাঙ্গ ভঙ্গিম ভরে, রহে রাত্রি দিন॥
বন্ধুত্ব নামেতে যাহে, কহে কবিগণ।
অখণ্ড আনন্দ যাহে, লভে ত্রিভুবন॥
এমন সুখের রস, আর বুঝি নাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
অসার সংসারে সার, বন্ধুর প্রণয়।
যাহাতে সরল করে, পাষাণ হৃদয়॥
পশুর চরিত্র ফেরে, মিত্রতার বশে।
রসভরা নানা কার্য্য, এই প্রেমরসে॥
সুগ্রীবে বলিয়া মিতা, রাম রঘুবর।
দশগ্রীবে বধিলেন, ধরি ধনুঃশর॥
হরষিত জানকী, কানকী লতা পাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
ভারতে এ রস কিবা, রচে দ্বৈপায়ণ।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, সিক্ত নারায়ণ॥
পাইয়া করুণারূপ, ক্ষীরদের ক্ষীর।
পৃথিবীরে জয় করে, ধনঞ্জয় বীর॥

করিতে বন্ধুর তুষ্টি, সেই ভগবান।
সহোদরা সুভদ্রায়, করিলেন দান॥
ভারত সুরত সুধা, স্মরহ সবাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে; বলিহারি যাই॥
ভাগবত ভাগে ভাগে, এ রস রচনা।
গোকুলে গোপালকুল, সহিত সূচনা॥
প্রেমানন্দে ঢলাঢল, রাখাল সাজিয়া।
সুরভী সহস্র সহ, বাঁশী বাজাইয়া॥
বিপদে বাঁচায় ব্রজ, ধরি গোবর্দ্ধন।
কালিন্দীর কালীদহে, কালীয় দমন॥
কতবার গোপকুল, বাঁচায় কানাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
এই রসে পরিপূর্ণ, নানা ইতিহাস।
পুরাণ পুরাণ শাস্ত্রে, সদা সুপ্রকাশ॥
ততদিন বন্ধুদের, রাজ্য নিরূপণ।
যতদিন বন্ধুভাবে, ছিল রাজগণ॥
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে, নষ্ট করে দেশ।
জয়চন্দ্রে পৃথুরাজে, মজায় বিশেষ॥
শাত্রবতা মুখে দিই, কালী চূণ ছাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
দুর্লভ নাহিক কিছু, ভুবন ভিতর।
অতি হীন দীন হয়, রাজ্যের ঈশ্বর॥

নবাব নাজীম হয়, বাঁদীর নন্দন !
পাত্র-পুত্র প্রাপ্ত হয়, রাজসিংহাসন !
ভাট কভু মহামান্য, পত্র সম্পাদনে।
সকলি সুলভ হয়, মনুষ্য সাধনে ॥
সব মিলে কিন্তু সে, বন্ধুত্ব কোথা পাই ?
মধুর বন্ধুত্ব গুণে বলিহারি যাই ॥
ধনেতে না মিলে বন্ধু, এমন কি আছে !
দশানন আনে মর্ত্যে, পারিজাত গাছে ॥
ধনেতে তাজের রোজা, হইল সৃজন।
ধনে হিন্দু কন্যা প্রাপ্ত, হইল যবন ॥
ধন লোভে ধর্ম্মত্যক্ত, হিন্দুর সন্তান।
ধনে শূদ্র হয় ক্ষত্রী, পণ্ডিত-বিধান ॥
কিন্তু ধনে বন্ধুরত্ন, নাহি মিলে ভাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥
বাহুবলে পরাক্রান্ত, হয় কত জন।
রণজিত রণজয়ী, আছে নিদর্শন ॥
চন্দ্রগুপ্ত ক্ষৌরি হলো, মগধ-ঈশ্বর।
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য, হলো নরবর ॥
এইরূপে বাহুবলে, কত শত জন।
অনায়াসে লব্ধ করে, মানসের পণ ॥
কিন্তু নাহি মিলে বন্ধু, মনে ভাবি তাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥

তপবলে দশানন, শাসিল ভুবন।
তপবলে বিশ্বামিত্র, হইল ব্রাহ্মণ ॥
হরিশ্চন্দ্র নামে ছিল, এক নৃপবর।
তপবলে হইল সে, অজর অমর ॥
কিন্তু বল তপবলে, কোন্ মহাশয়।
পাইলেন প্রিয়তম, বন্ধু সদাশয় ?
বিনা বন্ধু সব পাই, তপস্যার ঠাঁই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই ॥
পেয়েছি বান্ধব এক, অমূল্য অতুল্য।
কৈবল্যের সুখ পাই, তার আনুকূল্য।
চমৎকার ভাব তার, কটুতা অভাব।
সে জেনেছে ভাব তার, যে করেছে ভাব ॥
সরল স্বভাবে তার, হৃদয় গঠন।
শুভক্ষণে তার সহ, হইল ঘটন ॥
তাহারে পাইলে আর, কিছুই না চাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই ॥
হেরিলে তাহার মুখ, দুঃখ পরিহরি।
শুনিলে তাহার নাম, আনন্দে শিহরি ॥
প্রেম-অনুরাগী নাম, বিখ্যাত নগরে।
সতত সাঁতার দেয়, সজ্জন-সাগরে ॥
নয়ননীরজে তার, মাধুর্য্যের বাসা।
মানস সে রস পানে, সদা করে আশা ॥

না ভাঙ্গে পিপাসা তার, সদা বলে খাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই॥
যাহার অন্তর শাদা, জিনিয়া জীবন।
সকলে সমান ভাব, সদা শুদ্ধ মন॥
হৃদয়ে শোভয়ে যার, দয়া হেম-হার।
পর দুঃখে অশ্রু মুক্ত, চক্ষে অনিবার॥
পরের সুখেতে যার, সুখী হয় মন।
তাহারে মিলয়ে এই, বান্ধব রতন॥
অন্তরে আনন্দ যেন, নন্দের বাধাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই॥

ভারতভূমির দুর্দ্দশা।

ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব ধলি কভু, প্রত্যয় না হয়॥
রিপুরূপে বিজাতীয়, রাজা রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে, আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড, লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসফল, মোহ আর ভ্রমে॥

ললিত মালতী লতা, ভারতের ভাষা।
কটুত্ম কীটের যাহে, নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা কুসুম কলি, ফুটেছিল কত।
সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ, লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার, সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক, ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ, ফল যাহে পায়॥
বেদ বিধি রসভার, অপরূপ ভাব।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার, যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়া?
বিজ্ঞান স্বরূপ বীজ, ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে, জনিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা, আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মানা, দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী, মনুষ্য কোথায়?
অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায়!
অবিদ্যায় অবসন্ন, মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী, আদরভাজন॥
প্রসন্নতা প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে॥

প্রদীপের দীপ্তি রূপ, প্রপুঞ্জ আমোদে।
মুগ্ধ মন মধুকর, প্রমদা-প্রমোদে॥
প্রত্যুম্ন প্রবল অতি, প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত, রোষাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে, আগুনের কণা॥
গরল মিশ্রিত তাহে, মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয়, যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে, সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন, সরোবর-নীর॥
লোলিত হয়েছে পুনঃ, লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনের গলে, বাসনা বাতাস॥
পরদারা পরধন, হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে, সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ মেঘ করে আছে, বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা চন্দ্রিমা যাহে, গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ।
চিত্তের কমলে মায়া, হয় সঞ্চারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন, বিপদ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা, কাতর করায়॥
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে, পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই, ইতর বিশেষ॥

গরিমা গরলে গেল, গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম, অপর রৌরব!
এইরূপ ষড়্‌রিপু, নিবারিত নহে।
সোণার ভারতভূমি, ভস্ম করি দহে॥
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র. পরের ছিদ্র. সন্ধানে তৎপর॥
নাহি মাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম, গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয়, ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদ্রিত হস্ত, কমল আকার॥
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে, হয় স্বীয় গর্ব্ব।
করেন বিবিধ পর্ব্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব॥
কিরূপ পাতক বৃদ্ধি, উৎসরের দিয়ে।
লিখিতে লেখনী যায়, লজ্জার অধীনে॥
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু, যে হয় উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায়, সেই কর্ম্মভোগ॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥
অবশেষে ধনাভাবে, হলো ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি, বলি, ছুঁছোপাজি
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে, ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত, উত্তরাধিকারী॥

পিতা পৌত্তলিক, পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত, সর্ব্বধর্ম্মবাদী॥
হিন্দু নাম ইঁহাদের, হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র; মরাল যেমন॥
ইঁহারা করেন ঘৃণা, খৃষ্টিয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন, কাকের বরণে॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি, হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা, রক্ষা নাহি আর॥
ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥

কবিতা ও কবি।

পান করি কবিতার, সুরস মধুর।
শোক তাপ যত আছে, সব হর দূর॥
কবিতা অমৃত ফলে, যে না নিলে তাঁর।
অধিক কি কব ধিক্, বৃথা জন্ম তার॥
হও তুমি সুপণ্ডিত, বিদ্যার সাগর।
গদ্য লিখে বাধ্য করি, হও প্রিয়বর॥
কবিতার প্রতি যদি, প্রেম নাহি ধর।
কবির কবিতা গুণ, ব্যাখ্যা নাহি কর॥

কি রস নীরস তুমি, বিরস বিকট।
কিসে তুমি যশ পাবে, গুণির নিকট?
কবিতার প্রেমে যদি, না হও প্রেমিক।
কোথা তব রসবোধ, কিসের রসিক?
কাকের ডাকের ন্যায়, কর্কশ কুভাষ।
তাহে তুমি কত গুণ, করিবে প্রকাশ?
ভাব রস প্রেম আছে, কোথায় তোমার?
কার বলে কর তুমি, পুস্তক প্রচার?
কবিগণ মহাজন, নাহি রাখে ধার।
ব্যয় করে পুঁজি পাটা, শুধু আপনার॥
তোমার কি আছে পুঁজি? সকলেরি ধারো।
ধার করা ভাব লোয়ে, যা করিতে পারো॥
ধেরো হোয়ে হেরো হোলে, মুখে বল জিৎ।
জানিতে না পার কিছু, কারে বলে হিত॥
যদি জানি নানা রূপ, নিধির নিধান।
সাগরের লোণা জল, তবে করি পান॥
সাগর ডাগর নাম, বিহীন রতন।
এমন সাগরে আমি, করিনে যতন॥
'কবিতা' অমৃতসিন্ধু, ভাব যার ঢেউ।
এ সাগরে প্রেম জল, নাহি খায় কেউ॥
মনের এ খেদ কারে, করিব প্রকাশ?
হায় হায়! এই দুঃখ, কে করিবে নাশ?

কেহ আর নাহি চায়, মধুর সুরস।
কাটেতে কামড় মেরে, গান করে যশ॥
মিছা বাক্ আড়ম্বর, নাহি জ্ঞান বল।
কার বলে বল করে, কি আছে সম্বল?
কবির মনের মাঝে, অক্ষয় ভাণ্ডার।
কিছুতেই কোন কালে, ক্ষয় নাই তার॥
সাগরেতে যত ঢেউ, হতেছে উদ্ভব।
কবির ভাবের কাছে, তারা পরাভব॥
এক যায় আর হয়, ক্রমেই উদয়।
নিয়ত লহরী খেলে, বিশ্রাম না হয়॥
সীমার ভিতরে আছে, সমুদ্রের নীর।
এ সাগরে কত জল, কিছু নাহি স্থির॥
সে সাগর শুখাইয়া, কত দ্বীপ হয়।
এ সাগর কোন কালে, শুখাবার নয়॥
সে সাগরে জর ভাঁটা, হ্রাস বৃদ্ধি ভাই।
ইথে নাই জর ভাঁটা, সমান সদাই॥
কূল নাই, সীমা নাই, তুফান না হয়।
নিরমল নিরাকার, নীরাকার নয়॥
সাগরে ডুবিলে পরে, প্রাণে মরে জীব।
এ সাগরে যদি ডোবে, জীব হয় শিব॥
সে সাগর ধরিয়াছে, নাম রত্নাকর।
এ সাগর ভোগ, মোক্ষ, ধনের আকর॥

ঈশ্বরের এই সৃষ্টি, নাম যার ভূত।
কবি যাহা সৃষ্টি করে, সে ভূত অদ্ভুত॥
জগতের এক ভার, দেখ চরাচরে।
অভাবে স্বভাবে কবি, কত ভাব ধরে॥
কতকেলে এই সৃষ্টি, অতি পুরাতন।
কবি সব সৃষ্টি করে, নূতন নূতন॥
সেই সৃষ্টি অনাসৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ভাই।
কবি তাহা সৃষ্টি করে, সৃষ্টিতে যা নাই॥
"রূপক" কি অপরূপ, আভাসে আভাসে।
স্বভাব প্রকাশে কত, স্বভাব প্রকাশে॥
নগ, নদ, সরোবর, সাগর, কানন।
রূপকে করিছে কবি, সবার বর্ণন॥
ঈশ্বরের সকল, সৃষ্টির বিপরীতে।
কবি পারে কবিতায়, রচনা করিতে॥
কে বুঝিবে কবির, মনের যত আঁচ?
গাচেরে মানুষ করে, মানুষেরে গাচ॥
কত ভাবে ভাব তার, কতদিকে ছুটে।
সকলি করিতে পারে, মনে যাহা উঠে॥
"কবিরেব প্রজাপতিঃ" শাস্ত্রে এই কয়।
তুলনায় রবি, কবি, সমরূপ হয়॥
প্রকাশে করিছে রবি, জগৎ প্রকাশ।
বিভার বিভাসে হয়, তিমির বিনাশ॥

ভাব, ভাষা, রস, প্রেম, প্রভাব প্রচুর।
মনের তিমির কবি, করিতেছে দূর॥
বিভু করিলেন সৃষ্টি, ছয় রূপ রস।
তার মাঝে এক রস, পাইয়াছে যশ॥
কবি কৃত রস নয়, মন্দ কিছু নয়।
নয়রূপ গুণে করে, প্রমোদিত নয়॥
রচনা করিবে কবি, যখন যে রস।
সরসে তখন হবে, সে রসের যশ॥
গীত, পদ আদি করি, কবিতা যে সব।
তুল নাই মূল নাই, অতুল বিভব॥
শিব, বিধি, মনু, ব্যাস, শুক, পরাশর।
বশিষ্ঠ, বাল্মীকি আদি, কত কবিবর॥
প্রণিপাত করি আমি, তাঁদের চরণে।
গুরু বোলে সম্বোধন, প্রতি জনে জনে॥
এ সব কবির গুণ, কর কর মনে।
তাহাদের কৃত শাস্ত্র, আনহ যতনে॥
ফলেছে কি সুধাফল, কবিরূপ গাছে!
এমন মধুর আর, জগতে কি আছে?
উপদেশ করিতেছে, সকলের শিব।
কে বলে মরেছে তারা? সবাই সজীব॥
সকলের কিছু নয়, সমান স্বভাব।
যাহার যেমন ভাব, তার তাই লাভ॥

কবির করুণা রসে, প্রবোধ উদয়।
হইয়া জীবন মুক্ত, জীব শিব হয়॥
এমন কবিতা প্রেমে, মুগ্ধ যেই নয়।
ভয়ানক পশু বোলে, তারে করি ভয়॥
হায় হায় বিধাতার, ভ্রম দেখি হেন।
ল্যাজ আর লোম তার, দেন নাই কেন?
কবিতা কমল ফুলে, অলি নয় যারা।
জনপদে জনমাঝে, কেন থাকে তারা?
মানুষের খাদ্য যত, তারা কেন পায়?
বনে গিয়া পাতা, ঘাস, কেন নাহি খায়?
বিধি কিছু না করিল, পশুদের ক্ষতি।
যত কিছু রাগ তাঁর, মানুষের প্রতি॥
খায় পরে সমুদয়, নরের মতন।
পশুবৎ চলে বলে, করে আচরণ॥
গীত শুনে প্রেমাকুল, পশুকুল যত।
নরপশু যারা তারা, সেই প্রেমহত॥
কাযে কাযে ভয় করি, পশুদের চেয়ে।
কাননে ঘুরুক গিয়া, পাতা ঘাস খেয়ে॥
মিছে কেন করি আর, লেখনী ধারণ।
ফল নাই সে কথার, করি আন্দোলন॥
সহজে মানব দেহ, সুলভ তো নয়।
মানুষের সার সেই; পণ্ডিত যে হয়॥

পণ্ডিতের সার সেই, কবি হয় যেই।
দৈবশক্তি আছে যার, মহাকবি সেই ॥
ভাবুক প্রেমিক হও, যুবক সকলে।
মধুকর হোয়ে বোসো, কবিতা-কমলে ॥
সুখে খাও মধুরস, লও তার গুণ।
হোয়ে প্রীত গাও গীত, করি গুণ গুণ ॥
হৃদয়ে উদয় কর, অনুরাগ রবি।
কবিতার ভাব লও, নিজে হও কবি ॥
গদ্য হয়, পদ্য হয়, যাহা লয় মনে।
পরম প্রবন্ধ লেখ, বিশেষ যতনে ॥
আপনি লিখিতে শেখ, পার যে প্রকারে।
লেখাও শেখাও সবে, সাধ্য অনুসারে ॥
হাতে লেখা, মুখে বলা, দুই যেন চলে।
সমাজে বিখ্যাত হও, বক্তৃতার বলে ॥
চালনায় নাহি রবে, আর কোন দুঃখ।
যত তুমি জ্ঞান পাবে, তত হবে সুখ ॥

গান।

"নবিদ্যা সংগীত পর" শাস্ত্রে এই কয়।
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন, আর কিছু নয় ॥
কত রাগে কত রাগ, রাগিণী সহিত।
ক্ষণমাত্রে কোরে দেয়, মানস মোহিত ॥
সময়ে যদ্যপি শুন, সুললীত গীত।
কদম্ব কুসুম অনু, তনু পুলকিত ॥
গায়ক যদ্যপি গায়, মন করি স্থির।
গলায় গলায় মন, টলায় শরীর ॥
না করি ভোজন পান, যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে, ঢুকে যায় সুধা ॥
বীণা, বেণু আদি যত, সুমধুর স্বর।
সুরবে নীরবে থাকে, কোকিল ভ্রমর ॥
সরাগে উঠিল তান, সুধাময় রবে।
কাননের পশু, পাখী, প্রেমাকুল সবে ॥
রাগের সুরাগে রাগে, বাড়ে অনুরাগ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে, সাধু হয় নাগ ॥
যদ্যপি শুনিতে পায়, সুমধুর গান।
জননীর মাই ফেলে, শিশু পাতে কাণ ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয়, পুলকিত মনে।
ফুটিতে না পারে কিছু, মুখের বচনে ॥

পশু পাখী সাপ আদি, প্রাণী বহুতর।
সকলেরি সমভাবে, সরস অন্তর ॥
মানবে বুঝিতে নারে, সে ভাব প্রভাব।
নিজ নিজ মনে রাখে, নিজ নিজ ভাব ॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা, কে বুঝে সে ভাব?
সে ভাব ভাবিলে হয়, স্বভাবে অভাব ॥
প্রিয়তমা বিদ্যা নাই, সংগীতের পর।
এ বিদ্যায় সিদ্ধ হোলো, কত শত নর ॥
শুন শুন শুন জীব, যদি চাও হিত।
প্রীতচিত হোয়ে গাও, ব্রহ্মের সংগীত ॥
যদি না গাহিতে পার, শুন সাধু-পদ।
প্রেম রস বুঝে হও, ভাবে গদ গদ ॥
ঈশ্বরের গুণ গান, সেই গান গান।
শুনিলে পবিত্র হবে, জুড়াইবে কাণ ॥
ভাবের ভাবুক হোয়ে, রস কর পান।
মুক্তির সোপান এ যে, মুক্তির সোপান ॥
অরসিক যে জন সে, কি বুঝিবে সার?
এ যে গান, গান নয়, জ্ঞানের আধার ॥

যৌবন।

সিঞ্চিয়া অমৃত নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
নিরুপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে, কোটিকল্পে নাহি মিলে,
কালকূট কালের কৌতুক ॥
জিনিয়া স্যমন্ত মণি, যৌবন রতন গণি,
তরণী তুলিতে তেজ যার।
খরতর কর ভরে, হৃদয় রাজীববরে,
ফুল্লকরে হরে অন্ধকার ॥
আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রস তায় মকরন্দ,
টল টল করে নিরন্তর।
বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্লকায়,
রস খায় মন মধুকর ॥
নৃত্য নবরস রঙ্গে, নিত্য নবরসে মজে,
নৃত্য করে পশিয়া নীরজে।
কভু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকশিত হাস্য,
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে ॥
কখন করুণা রসে, নয়ন নীরদ রসে,
বরিষে বরিষে বারিধারা।
সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা,
ধরা তাপহরা যেন ধারা।

কখন ঘৃণার বশে, বিকল বীভৎস রসে,
মানসের শশ প্রায় গতি।
দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
চপল চপলা সম অতি॥
প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হলে আশা ভঙ্গ,
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষ।
ভাল বাসা ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভাল বাসা,
আনন্দের নাহি থাকে শেষ॥
হুতাশে হতাশ বাড়ে, বিলাপ প্রলাপ পাড়ে,
শোচনা প্রেমিক মন ঘেরে।
শ্রান্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভরে অবিরত,
সকল স্বপন সম হেরে॥
পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে,
অন্যরূপ ভাব-পথে ধায়।
প্রণয়ের হতাদর, নিরখিয়া নিরন্তর,
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায়॥
হেরিয়া যৌবন অস্ত, মন সদা দুঃখগ্রস্ত;
নিরন্তর আনন্দবিহীন।
ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুণ্ণ, শতদল শোভাশূন্য,
প্রদোষের প্রমাদে মলিন॥

সতীত্ব।

রমণীর হস্তে শোভে, মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তায়, জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি, পাত্র ভেদে হয়।
প্রখর তপন মত, নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম, সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত, এ তিন ভুবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা, প্রদীপধারিণী।
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনী॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে, রাখিয়া তাহারে।
প্রতিপথে ধৈর্য্য ঘৃত, ঢাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে, দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল, না হবে কখন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ, অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে, শমন স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর, রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, নাম মনোলোভা॥
তদন্তর মনোহর, আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার, স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত, এ সংসারময়।
নম্রতা তরঙ্গ তাহে, নিয়ত উদয়॥

দৃষ্টিরূপ কামানে, বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে, তটস্থ হোয়ে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল, কুল, ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গ মাঝে, কারো সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান, অধিকার যাঁর।
প্রতিকুল জনে মনে, কি ভয় তাহার?
সীমন্তিনী সরোবরে, সতীত্ব সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই, অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি মতি মধু, সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর, গুঞ্জরিত তদা॥
যশোরূপ সৌরভে, পূরিল দিগ্‌ দশ।
লজ্জার লাবণ্যরসে, ভাসে তামরস॥
নিশি দিশি করুণা, নীহারে সিক্ত রয়।
প্রফুল্লতা ভাব তার, সারল্য বিনয়॥
এ নহে সামান্যতর, সমল কমল।
চিরদিন প্রসন্নতা, করে ঢল ঢল॥
রতিকান্ত দুরন্ত, হেমন্ত কুসুময়।
সতীত্ব স্বরূপ, পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয়॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর, বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সরোরুহে, বিনাশি বিপক্ষ॥

রজনীতে ভাগিরথী।

আহা মরি তরঙ্গিণী, কিবে শোভা ধরেছে।
রজতরঞ্জিত শাটী, অঙ্গবেড়ি পোরেছে॥
শূন্য পরে শশধরে, হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল, কর দান করিছে॥
তটিনী তরঙ্গে তারা, কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন হিল্লোল যোগে, ঘন ঘন হেলিছে॥
যেন কোনো বিয়োগিনী, নিদ্রাভরে রোয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে; প্রমোদিনী হোয়েছে॥
হাস্যবশে সুবদন, ঝলমল করিছে।
থর থর কলেবর, নিথর শিহরিছে॥
দেখিয়া স্বভাব ক্রিয়া, নয়ন প্রকাশিছে।
দেখিয়া এ ভাব কিন্তু, হৃদে লাজ বাসিছে॥

সেতার।(১)

কোথায় সেতার তার, কোথায় সে তার?
কোথায় সে তার কথা, কি কহিব আর?

(১) মৃত বাবু গিরিশচন্দ্র দেবের সহিত কবির বিশেষ মিত্রতা ছিল। গিরিশ বাবু সেতার বাদ্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কবি, তাঁহার মৃত্যুতে ইহা রচনা করেন।

সেতার অনেক আছে, সে তারতো নাই।
সেতার বাদক বিনা, সে তার কি পাই ?
সেতার সে তার ছিল, তারে তারে তার।
এখন সে তার লাগে, কেবল বেতার ॥
তারে দিব তারে হাত, যদি পাই তারে।
নতুবা দুঃখের গীত, গাব তারে নারে ॥
সঙ্গীত পলায় ছুটে, না পেয়ে সোহাগ।
রাগ তার সঙ্গে যায়, প্রকাশিয়া রাগ ॥
মানের কে রাখে মান, অভিমানে মরে।
তানা নানা স্বরে তান্, তা না না না করে ॥
ভূমে পোড়ে কাঁদে ঢোল, কে আর বাজায় ?
কড়া হোয়ে কড়া তার, সকল বা যায় ॥
দউড় দউড় দেয়, যুক্ত নয় সাজে।
হায়রে সে সাজ আর, এখন কি সাজে ?
তবে যে ঢোলের শব্দ, স্থানে স্থানে বাজে।
ঢোল নয় গোল মাত্র, সে কেবল বাজে ॥
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি, হইতেছে মাটি।
তাল হোয়ে তালছাড়া, সার হোলো আঁটি ॥
বেহালা বেহাল হোয়ে, ঘেটাটপে কষা।
ভন্ ভন্ স্বরে তায়, রাগ ভাঁজে মশা ॥
তান্‌পূরা আছে মাত্র, তান্ পূরা নাই।
খরচ কে সাধে আর, খরচ না পাই ॥

সোয়ারি সোয়ার ছাড়া, মরে অভিমানে।
এমন কে আছে ফের, ফের্ দেয় কাণে ?
জোয়ারির যোগে আর, নাহি ক্ষরে মধু।
কাট বোয়ে কাট্ হোয়ে, ফেটে যায় কদু ॥

ঝড়।

ঝন্ ঝন্, সন্ সন্, সমীরণ হাঁকিছে।
গুড়্ গুড়্, হুড়্ হুড়্, ঘনকুল ডাকিছে ॥
চপলার, স্বর্ণহার, আকাশেতে উড়িছে।
দ্বিজ সব, কলরব, ফুলবনে যুড়িছে ॥
হতবল, তরুদল, ধরাতল লুঠিছে।
দলচয়, স্থির নয়, বায়ুবেগে ছুটিছে ॥
ছেড়ে পথ, শূন্য রথ, ধূলিচয় চড়িছে।
হুম্ দাম্, অবিশ্রাম, দ্বারে দ্বার পড়িছে ॥
একি ধূলি, যেন হুলি, পুনরায় ঝাঁকিছে।
রেণু ধূম, কুম কুম, থাকে থাকে থাকিছে ॥
অকস্মাৎ, বজ্রপাত, দাঁতে দাঁত লাগিছে।
ঝন্ ঝন্, করে রণ, যেন তোপ দাগিছে ॥
পড়ে জল, অবিকল, মুক্তাফল ঝরিছে।
তড়্ তড়্, তড়্ বড়্, কিবে রব করিছে ॥

সুখাকুল, ভেককুল, ঘোরনাদ ছাড়িছে।
ক্রমে ক্রম, পরাক্রম, বরষার বাড়িছে॥
একেবারে, এক ধারে, বজ্রবাড় ঝাড়িছে।
নীরদের, মস্তকের, চূড়া ভাঙ্গি পাড়িছে॥
হলো বৃষ্টি, গেল রিষ্টি, যেন সৃষ্টি হাসিছে।
ত্রিলোকের, পালকের, মহিমা প্রকাশিছে॥
কবিদের, হৃদয়ের, দ্বার খুলে যেতেছে।
স্বভাবের, দেখি ফের, রচনায় মেতেছে॥

ঝড়ান্তে স্বাভাবিক শোভা।

গুরু গুরু গরজিত, ঘন ঘন ঘন কলা,
হরষিত চাতক রেখা।
চমকিত চঞ্চলা, চক মক চিকি মিকি,
ধিকি ধিকি কিবে দেয় দেখা॥
বিহরিত শিখিকুল, শিহরিত সুখ সহ,
ধরা লোটাইয়া জল মাঝে।
বিবিধ বিহঙ্গম, ভ্রমতি দিগন্তর,
তরুদলে কেহ দেহ রাখে॥
সুমৃদুল সমীরণ, প্রবহতি সুমধুর,
নৃত্যতি পল্লব ঝাড়ে।
প্রখর কিরণধর, দিনকর বৃষকেতু,
লুকায়িত জলধর আড়ে॥

চরাচর সুশীতল, নিহন্ত নিদাঘ তথি,
নহি নহি সন্তাপ জ্বালা।
হেলয়তি তরুকুল, জলকণা খেলয়তি,
শোভে যেন মৌক্তিক মালা॥

ফুল।

একাবলী ছাঁদে তোমারে বলি।
শুন হে কোমল কুসুম কলি॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি।
ভুলেছ সকল, রসেতে ঢলি॥
জাননা ত্বরিতে লাবণ্য তব।
বিগত হইবে সৌরভ সব॥
দল বাঁধিয়াছ খসিবে দল।
দলন করিবে চরণ তল॥
ও শোভা চপলা প্রকাশ প্রায়।
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায়॥
যে রস কারণে গরব কর।
সে রস অচির বচন ধর॥
প্রভাতে শিশিরে করিয়ে স্নান।
সমীরে করিহ সুগন্ধ দান॥

সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ।
করিবে তোমায় ধূলি সমান॥
সাবধান হও আসিছে কাল।
লুটিবে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য জাল॥

ভাগ্য।

ভাগ্যরূপ চারুতরু হোলে ফলবান।
সুফল সম্ভোগে নর, হয় বলবান॥
শরীর সদনে সদা, সুখের প্রবেশ।
প্রতিকূল অনুকূল, দ্বেষহীন দেশ॥
সমুদয় প্রিয় হয়, নাহি লয় দোষ।
সদা শুদ্ধ থাকে রুদ্ধ, কুবেরের কোষ॥
কুকর্ম্ম কলাপ কভু, কেহ নাহি ধরে।
দিগ্ দশ হোয়ে বশ, যশ গান করে॥
কিন্তু হয় যে সময়, ভাগ্যের অভাব।
তখনি অমনি তার, আর এক ভাব॥
অনুরাগ আপনি, প্রকাশ করে রাগ।
বিরাগে বিলুপ্ত হয়, সুরাগ পরাগ॥
পরিজন প্রিয়জন, নাহি করে হিত।
একেবারে হোয়ে উঠে, সবর্ববিপরীত॥

কোনরূপে নাহি হয়, ভাল প্রণিধান।
আপনি বিনাশ করে, আপনার প্রাণ॥
পাঁকেতে পতিত হোলে, মহাবল করী।
ছাড়ে ভেক ভীমরব, উপহাস করি॥
সময়ে সকলি হয়, অসম্ভব কিবা।
সময়েতে শিব হয়, শঠরাজ শিবা॥
কেতুযুক্ত গ্রাসভুক্ত, অতি ভয়ঙ্কর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম, অঙ্গ থর থর॥
হরি হরি নিজস্থান, করিলে প্রয়াণ।
পুচ্ছ তুলে কুচ্ছ গায়, শুনীর সন্তান॥
সরোবরে সুশোভিত, কোমল কমল।
মনোহর সুখকর, স্বভাব অমল॥
জগতের দীপ্তিদাতা, রবি ছবি ধরে।
প্রভাতে প্রভাতে তারে, প্রকটিত করে॥
কিন্তু দেখ কমলিনী, ছাড়া হোলে দল।
হরি লয় শোভা হরি, শুষ্ক করি দল॥
হুতাশন প্রিয়তম, সখা সমীরণ।
প্রবল অনলে হয়, বৃদ্ধির কারণ॥
কেমন বিচিত্র ভাব, ধরে সেই বায়ু।
আলিঙ্গনে শেষ করে, প্রদীপের আয়ু॥
চক্রকান্তী চক্রধারী, প্রভু ভগবান।
ব্যাধের বাণের ঘায়, হারালেন প্রাণ॥

ভাগ্যহীনে বুদ্ধিহীন, বৃদ্ধ হয় শিশু।
পেরেকের খোঁচা খেয়ে, মজিলেন "ঈশু" ॥
সকলের জ্ঞানদাতা, সিদ্ধ যার বাক্।
কাটে চুল বেঁধে ডুবে, মোলো সেই ডাক ॥
যে জনার যে সময়, সুসময় হয়।
সুখ আসি নিজে লয়, তাহার আশ্রয় ॥
অভাব না থাকে কিছু, বাড়ে যশ মান।
সবদিকে হোয়ে উঠে, সবার প্রধান ॥
বিকসিত হোলে ফুল, অলিকুল যত।
গুণ গুণ করি তার, গুণ গায় কত ॥
মধুহীন হোলে পরে, নাহি আসে আর।
নূতন কুসুমে করে, প্রণয় প্রচার ॥
সময়ের দোষে সব, বিপরীত ঘটে।
কালে ধর্ম্ম একপদ, বটে কি না বটে ॥

মানুষ সে নয়।

দেখিতেছি কত জন্তু, নরের আকার।
ভূতের ভবনে আসি, করিছে বিহার ॥
বটে সব অবয়ব, মানবের মত।
মানবের অঙ্গ বটে, রঙ্গ তায় কত ॥

আছে বটে দুই পদ, আছে দুই হাত।
নাসিকা অধর আছে, আছে বটে দাঁত ॥
চোকে দেখে কাণে শুনে, মুখে কথা কয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয় ॥
মানুষ কাহারে কই, গুণ কই আর?
রূপ দেখে নাহি হয়, গুণের বিচার ॥
বাহিরের ভাব দেখে, ভাবেতে গলিয়া।
কেমনে জানিব তারে, মানুষ বলিয়া?
তুমি বল আমি বলি, মানুষ সে বটে।
ফলে যদি গুণ তার, নাহি থাকে ঘটে ॥
সে যদি এ অবনীর, অধিপতি হয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয় ॥
নাকটিপে বেঁকে বেঁকে, চলে ধীরে ধীরে।
এদিক ওদিক দেখে, চায় ফিরে ফিরে ॥
নয়নের দৃষ্টি বাঁকা, গালভরা হাসি।
দাঁতের আগায় কথা, খুক্ খুক্ কাশি ॥
ইচ্ছামত সম্বোধন, বাপু বাছা রবে।
সে যদি মানব হবে, দানব কে তবে?
দিতেছে মানুষ বোলে, নিজ পরিচয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয় ॥
অবিরত ঘুরিতেছে, চোড়ে আশা রথে।
এক বলে, আর করে, চলে আর পথে ॥

ভুলায় ভবের মন, বহু কথা কোয়ে।
ধরিতেছে বহুরূপ, বহুরূপী হোয়ে॥
ষাঁড় সাজে, ভাঁড় সাজে, সাজে গুরু চেলা।
আড়ালে সাজিয়া ভূত, মারে কত ঢেলা॥
এক ভাবে ভাব যার, স্থির নাহি রয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
পাঁচের বাজারে এসে, না চিনিল পাঁচে (১)।
পাঁচের অতীত (২) কেবা, মনে নাহি আঁচে॥
ভিতরে বাহিরে পাঁচ, পাঁচে পাঁচে দশ (৩)।
মানুষ মানুষ হয়, পাঁচ করি বশ॥
পৃথক পাঁচের গুণে, পাঁচেরে চালায়।
সাত পাঁচ (৪) করি করি, পাঁচে (৫) পাঁচ পায়॥
একাদশে (৬) রেখে বশে, না শাসিল ছয় (৭)।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
কেবল কামনা করে, আপনার হিত।
নাহি ভাবে জগতের, বিশেষ বিহিত॥

(১) পাঁচ—পঞ্চভূত।
(২) পাঁচের অতীত—পরমেশ্বর।
(৩) দশ—দশেন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ।
(৪) সাতপাঁচ—দিম্ব গণনা।
(৫) পাঁচে পাঁচ পায়—পঞ্চভূতে পঞ্চভূতের লয়।
(৬) একাদশ—মন।
(৭) ছয় রিপু।

আপনার সুখ বিনা, কিছু নাহি জানে।
আপনি আপন দেখে, থাকে নিজ মানে॥
আপনি বাড়ায় মুখে, আপনার মান।
কত মান করে তার, নাহি পরিমাণ॥
ভ্রমে পোড়ে অভিমানে, না করিল জয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
একবার মনে মনে, না হয় সরল।
কেবল করিছে পান, গরিমা গরল॥
বদনে অমৃত ক্ষরে, কত মিষ্ট বলে।
পেটে তার বিষভরা, কত ছলে ছলে॥
ঠকের ভিতরে টক্, ঠকের প্রধান।
দেখিতে ধার্ম্মিক অতি, বকের সমান॥
নাহি বুঝে সার মর্ম্ম, নাহি ধর্ম্ম ভয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
না চিনিল আপনারে, না চিনিল পরে (১)।
না ভাবিল আত্মভাব, ঘরে আর পরে॥
ঘরের (২) ভিতরে ঘর, ভোগ করে পরে।
সে পর আপন কি না, চিন্তা নাহি করে॥
সে পর আপন হোলে, পর কেহ নয়।
তারে যদি পর ভাবে, পর সমুদয়॥

(১) পর—পরমেশ্বর।
(২) ঘরের ভিতর ঘর—দেহের ভিতর হৃদয়।

মহাধন পরমায়ু, বৃথা করে ক্ষয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
নিয়ত নিদ্রিত আছে, সকল চেতন (১)।
দিনে রেতে একবার, না হয় চেতন॥
সকলেরি নিশা (২) কাল, নাহি দেখে দিবা (৩)।
রজনীর (৪) অন্ধকারে, দৃশ্য হবে কিবা॥
চাগালে না চাগে কভু, জাগালে না জাগে (৫)।
সতত রাগিয়া আছে, রাগালে না রাগে (৬)॥
পরমেশ প্রেমে মন, না করিল লয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥

কৃপণ।

কৃপণ আপন ধনে, আপনি বঞ্চিৎ।
মনে মনে ভাবে ধন, হইল সঞ্চিৎ॥
সুখের ঘটনা তায়, না হয় কিঞ্চিৎ।
স্বজন সমাজে হয়, সদাই লাঞ্ছিৎ॥

(১) চেতন—মানুষ।
(২) নিশা—মায়া। এ শব্দ অভিধানিক নহে।
(৩) দিবা—জ্ঞান। এ শব্দ আভিধানিক নহে।
(৪) রজনীর অন্ধকার—মায়ার প্রভাব।
(৫) জাগরণ—অন্তর্যাগ। এ শব্দ আভিধানিক নহে।
(৬) রাগ—অনুরাগ।

সঞ্চয় করিয়া মনে, নিয়তই ভয়।
দিনে রেতে একবার, নিদ্রা নাহি হয়॥
সদা ভাবে কোথা রাখে, বিষয় বিভব।
মিলে নিলে মিলে চোর, গেল গেল সব॥
পড়িলে গাছের পাতা, করে এই ত্রাস।
তস্কর আসিয়া বুঝি, করে সর্ব্বনাশ॥
কেমনে আসিবে টাকা, দিনে এই ভাবে।
রেতে ভাবে এই ধন, কিসে রক্ষা পাবে॥
কেহ না জানিতে পারে, রাখে চেপে চেপে।
উদরে আহার নাই, মরে পেটফেঁপে॥
সকালো সকালো করি, কার্য্য সমাধান।
ছাই ভস্ম যাহা পান, সুখে তাই খান॥
তেল পোড়া ভয়ে করি, প্রদীপ নির্ব্বাণ।
অন্ধকারে পোড়ে থাকে, ভূতের সমান॥
বিছানায় পোড়ে করে, এ পাশ ও পাশ।
সারানিশি তোলে মুখে, খুক্ খুক্ কাশ॥
ইঁদুর নড়িলে পরে, মনে পায় ডর।
তখনি উঠিয়া করে, এ ঘর ও ঘর॥
কীলিবের দারা আর, কৃপণের ধন।
কখনো না হয় কারো, ভোগের কারণ॥
কৃপণের বিশেষ কি, কব পরিচয়।
অতি নীচ নরাধম, অভিধানে কয়॥

ক্বপণ আপন দোষে, নীচ হোয়ে রয়।
দারা, পুত্র, পরিবার, কেহ তার নয়॥
সকলেই ঘৃণা করে, পোড়ে ঘোর দায়।
অধীন থাকিতে তার, কেহ নাহি চায়॥
ভার্য্যা ভাবে কত দিনে, মরিবে এ স্বামী।
দিয়ে থুয়ে খেয়ে পোরে, সুখে রব আমি॥
"এয়োৎ" ঘুচুক্ ঘোচে, খেদ নাই তাতে।
মিছে কেন শাঁখা খাড়ু, রোয়ে মরি হাঁতে॥
হয়, হয়, হোলো, হোলো, নিরামিষ খেতে।
রই, বই, রব, রব, জল খেয়ে রেতে॥
সবে, সবে, একাদশী, মাসেতে দুবার।
হাবাতের হাতে পোড়ে, বাঁচিনেকো আর॥
বাছাদের পেটপূরে, খেতে দিব সুখে।
ইচ্ছেমত ভাল মন্দ, দ্রব্য দিব মুখে॥
করিব সকল ব্রত, সময় সময়।
দেবতা ব্রাহ্মণে দেব, যখন যা হয়॥
হাত তুলে দেব তারে, ইচ্ছে হয় যাঁরে।
সকলেই আশীর্ব্বাদ, করিবে আমারে॥
মনে মনে পুত্র এই, অভিলাষ করে।
কালীঘাটে পূজা দিব, বাবা যদি মরে॥
বিধাতার বিড়ম্বনা, কারে বলি "বাপ্"।
হায় হায় কত দিনে, মরিবে এ পাপ॥

কত পাপ করিয়াছি, সীমা তার নাই।
ক্বপণের সন্তান, হয়েছি আমি তাই॥
ভিখারী আইলে পরে, মেনে যায় হারি।
এক-মুটো চাল তারে, দিতে নাহি পারি॥
প্রত্যাশা করিয়া আসে, যতেক প্রত্যাশী।
অভিশাপ দিয়ে যায়, ফকীর সন্ন্যাসী॥
কেহ যদি কিছু চায়, পাই তায় দুঃখ।
অভিমানে কাঁদি শুধু, হোয়ে অধোমুখ॥
ভাল খাই, ভাল পরি, আশা করি মনে।
সে আশা না পূর্ণ হয়, ক্বপণের ধনে॥
ঘরে নিত্য খেতে পাই, আধপেটা ছাই।
নিমন্ত্রণ হোলে পরে, ভাল কোরে খাই॥
এক দিন খাওয়াইব, মনে সাধ করি।
কারে বলি কেবা শুনে, রাম রাম হরি॥
জননী দুঃখিনী অতি, কিছু নাই হাত।
সততই শিরেতে, করেন করাঘাত॥
"ওমা কালী দিব ডালি, অনুকূলা হও।
আমার বাপেরে তুমি, শীঘ্র লও লও॥"
ক্বপণ-কাহিনী কথা, এইরূপ হয়।
ব্যয়হীন কোন কালে, প্রিয় কারো নয়॥
নাম শুনে সকলেই, উপহাস করে।
পথে দেখে ঠারেঠোরে, হাসে পরস্পরে॥

প্রাতে উঠে কেহ তার, নাহি করে নাম।
যদি করে জিব কেটে, বলে রাম রাম॥
নাম নিলে সে দিনেতে, অন্ন নাহি হয়।
পরিবার সহ সবে, উপবাসে রয়॥
হাঁড়ী ফাটে কৃতরূপ, বিড়ম্বনা ঘটে।
"ফলনারে" মনে কর, বটে কি না বটে॥
উপমার হেতু শুধু, দেখাই জনেক।
এমন মহাত্মা ধনী, আছেন অনেক॥
প্রভাতে যাহার মুখ, দেখে লাগে ভয়।
প্রভাতে যাহার নাম, কেহ নাহি লয়॥
কি কব অধিক আর, কি কব অধিক?
ধিক্ ধিক্ কৃপণের, ধনে প্রাণে ধিক্॥
উপার্জ্জন করে করি, শরীর পতন।
বক্ষে করি রক্ষা করে, যক্ষের মতন॥
আপনি পড়েছে রোগে, রোগ ভোগে ছেলে।
প্রতীকার করে বৈদ্য, কিছু টাকা পেলে॥
ক্রমেই বাড়িছে রোগ, সর্ব্বনাশ হয়।
মরিতে হইবে বোলে, মনে নাই ভয়॥
ঔষধ পাঁচন খেলে, উভয়েই বাঁচে।
তবু বৈদ্য ডাকারেনা, কড়ি চায় পাছে॥
এইমত কৃপণের, নীচ ব্যবহার।
নিজে মরে, মরে তার, যত পরিবার॥

কৃপণের নিদানেতে, দেখে ঘোর দায়।
বাঁচিবার হেতু যদি, টাকা কেহ চায়।
মাথায় চাপড় মেরে, কহে 'হায় হায়!
বেঁচে তবে সুখ কিবা, টাকা যদি যায়?'
স্বজন সকলে তারে, গঙ্গাযাত্রা করি।
পথে যায় নাম ডেকে, হরিবোল হরি॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
সে রব না ঢোকে তার, কাণের ভিতরে॥
পরকাল ভুলে গিয়া, নিজ ভাব ধরে।
"টাকা টাকা, কোথা টাকা" এই জপ করে॥
লোকে বলে 'হরিনাম, জপ একবার।'
সে বলে 'অনেক টাকা, রয়েছে আমার॥'
লোকে বলে 'কর কর, গঙ্গা দরশন।'
সে বলে 'গোপন করি, রাখ সব ধন॥'
লোকে বলে 'অধিক, অপেক্ষা নাই আর।
এসেছেন ইষ্টদেব, পূজা কর তাঁর॥'
সে বলে 'থাকুন গুরু, মাথার উপর।
এখন তাঁহারে দেখে, গায়ে এসে জ্বর॥
ধনের কাঙ্গাল আমি, কিছুমাত্র নাই।
ছেলে মেয়ে কি খাইবে, ভাবিতেছি তাই॥'
কৃপণের গুণ সব, করিতে বর্ণন।
লেখনী আপনি হোন্, কৃপণ এখন॥

প্রাতে উঠে কেহ তার, নাহি করে নাম।
যদি করে জিব কেটে, বলে রাম রাম॥
নাম নিলে সে দিনেতে, অন্ন নাহি হয়।
পরিবার সহ সবে, উপবাসে রয়॥
হাঁড়ী ফাটে কৃতরূপ, বিড়ম্বনা ঘটে।
"ফলনারে" মনে কর, বটে কি না বটে॥
উপমার হেতু শুধু, দেখাই জনেক।
এমন মহাত্মা ধনী, আছেন অনেক॥
প্রভাতে যাহার মুখ, দেখে লাগে ভয়।
প্রভাতে যাহার নাম, কেহ নাহি লয়॥
কি কব অধিক আর, কি কব অধিক?
ধিক্ ধিক্ কৃপণের, ধনে প্রাণে ধিক্॥
উপার্জ্জন করে করি, শরীর পতন।
বক্ষে করি রক্ষা করে, যক্ষের মতন॥
আপনি পড়েছে রোগে, রোগ ভোগে ছেলে।
প্রতীকার করে বৈদ্য, কিছু টাকা পেলে॥
ক্রমেই বাড়িছে রোগ, সর্ব্বনাশ হয়।
মরিতে হইবে বোলে, মনে নাই ভয়॥
ঔষধ পাঁচন খেলে, উভয়েই বাঁচে।
তবু বৈদ্য ডাকাবেনা, কড়ি চায় পাছে॥
এইমত কৃপণের, নীচ ব্যবহার।
নিজে মরে, মরে তার, যত পরিবার॥

কৃপণের নিদানেতে, দেখে ঘোর দায়।
বাঁচিবার হেতু যদি, টাকা কেহ চায়।
মাথায় চাপড় মেরে, কহে 'হায় হায়!
বেঁচে তবে সুখ কিবা, টাকা যদি যায়?'
স্বজন সকলে তারে, গঙ্গাযাত্রা করি।
পথে যায় নাম ডেকে, হরিবোল হরি॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
সে রব না ঢোকে তার, কাণের ভিতরে॥
পরকাল ভুলে গিয়া, নিজ ভাব ধরে।
"টাকা টাকা, কোথা টাকা" এই জপ করে॥
লোকে বলে 'হরিনাম, জপ একবার।'
সে বলে 'অনেক টাকা, রয়েছে আমার॥'
লোকে বলে 'কর কর, গঙ্গা দরশন।'
সে বলে 'গোপন করি, রাখ সব ধন॥'
লোকে বলে 'অধিক, অপেক্ষা নাই আর।
এসেছেন ইষ্টদেব, পূজা কর তাঁর॥'
সে বলে 'থাকুন গুরু, মাথার উপর।
এখন তাঁহারে দেখে, গায়ে এসে জ্বর॥
ধনের কাঙ্গাল আমি, কিছুমাত্র নাই।
ছেলে মেয়ে কি খাইবে, ভাবিতেছি তাই॥'
কৃপণের গুণ সব, করিতে বর্ণন।
লেখনী আপনি হোন্, কৃপণ এখন॥

কৃপণের মনে হয়, কেমনে আনন্দ।
মানুষে তা কি জানিবে, জানেন গোবিন্দ॥
আত্মারে বঞ্চনা করি, যে করে সঞ্চয়।
তার চেয়ে নরাধম, আর কেহ নয়॥
নর নয় থাকে বটে, নরের আকারে।
বিচারেতে আত্মঘাতী, বলা যায় তারে॥
যে পথে চলেন দাতা, সে পথে না হাঁটে।
অপরে করিলে দান, তার বুক ফাটে॥
শুনিলে ব্যয়ের কথা, রক্ষা নাই আর।
নিয়তই মন তার, ব্যাজার ব্যাজার॥
কাঁচু মাচু মুখখানি, যেন কত দীন।
তখনি তখনি হয়, অমনি মলিন॥
ভাবে মনন চিরকাল, শরীর রহিবে।
জানেনাকো এক দিন, মরিতে হইবে॥
ধন রবে, আমি রব, জেনেছি নিশ্চয়।
মরণ স্মরণ হোলে, এমন কি হয়?
করি ধন আহরণ, নানা দেশ টুঁড়ে।
নীচুভাগে পুঁতে রাখে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে॥
মাটি খোঁড়া নহে সেটা, টাকা পোঁতা নয়।
পাপ ভোগ করিবার, সোপান সঞ্চয়॥
ভ্রমে বলি মাটি খুঁড়ে, ধন গাড়িতেছে।
অধোদেশে যাইবার, পথ করিতেছে॥

আত্মসুখ রোধ করি, যে করে সঞ্চার।
বলদের মত শুধু, বোয়ে মরে ভার॥
চিরদিন হোয়ে রয়, দুঃখের ভাজন।
কোথায় রহিবে ধন, হইলে নিধন?
ধনের না করি ভোগ, ধনবান হয়।
আমার সম্পদ এই, মুখে মাত্র কয়॥
বিনা ব্যয়ে যদি হয়, সে ধন তাহার।
আমি কেন বলিনাকো, সকলি আমার?
নদী, নদ, সাগর, পর্ব্বত আদি যত।
সমুদয় রয়েছে, আমার হস্তগত॥
ভোগের সম্বন্ধ গন্ধ, কিছু নাই তায়।
কৃপণের ধন তাই, পরধন প্রায়॥
ধননাশ হোলে পরে, সর্ব্বনাশ হয়।
শোকানলে পুড়ে শেষ, দেহ করে লয়॥
সবিশেষ নিবেদন, শুন প্রিয়জন।
হয়োনা কৃপণ কেহ, হয়োনা কৃপণ॥
সতত করিবে সবে, ধনের সঞ্চয়।
সে সঞ্চয় যেন নাহি, অতিশয় হয়॥
অতিশয় সঞ্চয়েতে, অতিশয় দোষ।
অন্ধ হোয়ে মরে মাচি, পুষে "মধুকোষ"॥
অধিক সঞ্চয় করি, না করিয়া দান।
অকস্মাৎ রোগে পড়ে, যদি যায় প্রাণ॥

মনে মনে ভেবে দেখ, কি হবে তখন ।
তুমি কার ? কে তোমার ? কার সেই ধন ?
একেবারে ব্যয় করি, হয়োনা অধন ।
পরিমিত ব্যয় কর, সম্ভব যেমন ॥
পরিমিত হোলে হিত, সব দিকে হয় ।
কিছু নয় কিছু নয়, ভাল কিছু নয় ॥
জলাশয়ে জলাশয়ে, যত জন আসে ।
সরোবর জলদান, করে অনায়াসে ॥
যত দেয় তত বাড়ে, নাহি পায় ক্ষয় ।
অর্জ্জিত ধনের দানে, ধন রক্ষা হয় ॥
অহঙ্কারহত জ্ঞান, জ্ঞান বলি তারে ।
কত লোক এ জ্ঞানের, জ্ঞানী হোতে পারে ॥
ক্ষমাশীল শূর যেই, সেই শূর শূর ।
ভূতলে এমন শূর, দেখিনে প্রচুর ॥
হাজারের মাঝে যদি, একজন পাই ।
সাধু সাধু সাধু তারে, সাধু বলি ভাই ॥
দানেতে নিযুক্ত ধন, ধন বলি তারে ।
এমত দুর্ল্লভ ধন, কোথা এ সংসারে ?
যেখানে এরূপ হয়, কর্ম্মের ব্যভার ।
সাধু সাধু সেই স্থান, ধর্ম্মের আগার ॥
বিদ্যালয়, ছায়া-ছত্র, আর জলাশয় ।
ঔষধ-আলয় আর, অতিথি-আলয় ॥

স্থান বিবেচনা করি, সুপথ প্রদান ।
নদ নদী বিশেষেতে, সেতুর নির্ম্মাণ ॥
এ প্রকার উপকার, কব আর কত ।
সাধারণ-হিতকর, কার্য্য আছে যত ॥
এসব নির্ব্বাহ হেতু, উদার হইয়া ।
যিনি দেন মূলধন, স্থাপিত করিয়া ॥
তাঁহাকে "নরেশ" বলি, নরের প্রধান ।
পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে, নাহি দয়াবান ।
প্রিয়বাক্যে দান করা, সেই দান দান ।
শতগুণে বাড়ে তায়, দাতার সম্মান ॥
বাঁকা মুখে অহঙ্কারে, করি কিছু দান ।
কুবচনে গ্রহীতার, করে অপমান ॥
ভস্মেতে আহুতি দান, যেমন বিফল ।
অবিকল সেইরূপ, সে দানের ফল ॥
অতএব ভাই সব, করি প্রণিধান ।
যথাক্রমে দেহযাত্রা, কর সমাধান ॥

ভারতের অবস্থা ।

শুখায়ে সিন্ধুর জল, হইয়াছে দ্বীপ ।
নিবিয়াছে একেবারে, হিন্দুর প্রদীপ ॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, বিভু বিশ্বাধার ।
ভারতের বন্ধু যদি, হন পুনর্ব্বার ॥

হিন্দুর সুখের আর, ভাবনা কি তবে ?
ছিল সিন্ধু, হোলো বিন্দু, পুন সিন্ধু হবে ॥
দীনবন্ধু বলে হিন্দু, যদি সিন্ধু হয়।
সহজে হইবে তবে, ইন্দুর উদয় ॥
হিন্দুর কপালক্রমে, সুখ-দিনকর।
হোয়েছিল এককালে, অতি খরতর ॥
কালেতে এখন আর, নাহি সেই দিন।
দিনকর হীনকর, দিন দিন দিন ॥
প্রাপ্ত হোয়ে ঈশ্বরের, কৃপামেঘ-জল।
হোয়েছিল ভাগ্যনদ, প্রচুর প্রবল ॥
সুখঢেউ আনন্দ-অনিলে অবিরত।
দ্রুতবেগে নেচে নেচে, ছুটেছিল কত ॥
অদৃষ্ট অদৃষ্ট হিম, পেয়ে নিজ কাল।
কালক্রমে এককালে, হইয়াছে কাল ॥
এখন হিন্দুর সেই, ভাগ্যরূপ নদ।
একেবারে শুখায়েছে, হারায়েছে পদ ॥
কাল পেয়ে ফুটেছিল, কুসুমের কলি।
উঠেছিল গন্ধ তার, ছুটেছিল অলি ॥
এখন শুখায়ে দল, ঝরিয়াছে সব।
নাহি গন্ধ মকরন্দ, নাহি ভৃঙ্গ-রব ॥
জাগ জাগ জাগ সব, ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হোয়ে, ঘুমাও না আর ॥

তোল, তোল, তোল মুখ, খোলরে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত, কররে মোচন ॥
ভেঙ্গেছে শোবার খাট, পড়িয়াছ ভূমে।
এখনো তোমার এত, সাধ কেন ঘুমে ?
রাত্রি আর কিছু নাই, হইয়াছে ভোর।
যে দেখিছ অন্ধকার, কুয়াশার ঘোর ॥
তিমিরে রবির ছবি, আছে আচ্ছাদন।
তুষার উষার শোভা, কোরেছে হরণ ॥
ঈষৎ দিনের দীপ্তি, রক্তবৎ রেখা।
এখনি মেলিলে আঁখি, স্থির যাবে দেখা ॥
কুআশার এ কুআশা, কত আর রবে ?
প্রভাকর প্রকাশেতে, সব দূর হবে ॥
ঈশ্বর প্রতাপ সিংহ, স্বভাবেই হরি।
তার কাছে কোথা আছে, কুজ ঝটিকা করী ?
আছে গুপ্ত প্রভাকর, ব্যক্ত যদি হয়।
আর না রহিবে তবে, কুআশার ভয় ॥
একেবারে হবে তার, ভারতের ভালো।
দশদিকে দীপ্ত হবে, কুশলের আলো ॥

প্রণয়।

প্রণয় পরমনিধি, প্রেমিকের ধন।
অঞ্জনবিহীন যথা, মানসরঞ্জন॥
কেহ বলে মনোময়, প্রণয়-উদ্যান।
সুখেতে বেষ্টিত অতি, মনোহর স্থান॥
অনুরাগ সমীরণ, বহে প্রতিক্ষণ।
আনন্দ-সৌরভে হয়, আমোদিত মন॥
কেহ বলে প্রেমনদী, অকূল পাথার।
কার সাধ্য হয় পার, কে দেয় সাঁতার?
কেহ কহে প্রতারণা, প্রণয়ের পথে।
প্রবেশিলে যাতনা, ঘটায় বিধিমতে॥
অধোমুখে কেহ বলে, এই বড় খেদ।
যথায় প্রণয় ভাই, তথায় বিচ্ছেদ॥
অনুরাগ সহযোগে, কেহ কেহ বলে।
কলঙ্ক কণ্টক কেন, প্রণয় কমলে?
এইরূপে বহু লোকে, বহুরূপ ভাষে।
প্রেমিক রসিক তাহে, খল খল হাসে॥
প্রকাশিত প্রেম-শশী, হৃদয় আকাশে।
মানস চকোর নাচে, সুধা অভিলাষে॥
সদাশয় যথা রয়, কভু নয় একা।
প্রণয়ে সখার সঙ্গে, সদা হয় দেখা॥

আকর্ষণে দুই মনে, এমন মিলন।
যেমন যুবতী করে, পতি আলিঙ্গন॥
সদানন্দে থাকে মত্ত, প্রেম অনুরাগে।
সখারে সর্ব্বদা দেখে, নয়নের আগে॥
বিচ্ছেদ করিয়া খেদ, থাকে অতি দূরে।
আনন্দ উৎসব সদা, মানসের পুরে॥
আধুনিক অপ্রেমিক, অরসিক যারা।
কিরূপ প্রণয় সুখ, ভেবে হয় সারা॥
কি কহিব তাহাদের, ভাবের লক্ষণ।
কেহ বলে কটু তিক্ত, কেহ কষায়ণ॥
ভাগ্যগুণে যে পেয়েছে, প্রেম আস্বাদন।
সেই বিনা কে জানিবে, প্রণয় কেমন?

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন।

বৃন্দাবন হরি হরি, দ্বারকায় আসি।
সুখের সম্ভোগ ভোগ, সিংহাসনবাসী॥
সর্ব্বরীতে স্বপ্নযোগে, সুখদ শয়নে।
ব্রজের মধুর ভাব, পড়িয়াছে মনে॥
বিষম ব্যাকুল মন, করেন রোদন।
কোথা গিরি গোবর্দ্ধন, কোথা কুঞ্জবন॥

কোথা কদম্বের তরু, কোথা বংশী বট্।
কোথা শ্রীগোকুল কোথা, কালিন্দীর তট্॥
কোথায় এখন সেই, মোহন মুরলী।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।
কদম্ব কুসুম অম্বু, তনু অনুরাগে।
পূর্ব্বভাবে নব ভাব, ভাল নাহি লাগে॥
কেন বা এলেম আমি, যমুনার পার?
সম্পদ হইল সব, বিপদ আমকর॥
পিয়ালী, শ্যামলী আদি, কাছে কাছে রাখি।
আবা, আবা, ধবলী, ধবলী, বোলে ডাকি॥
ধিরি ধিরি ফিরি গিরি, গহনের গোঠে।
বেণু-রবে ধেনু সবে, পাছু পাছু ছোটে॥
তৃণ পত্র খেয়ে সদা, নাচে কুতূহলী।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।
কত দিন বিনোদ, বিরল বনে যাই।
পিয়ালী, শ্যামলী আদি, দেখিতে না পাই॥
সঙ্কেতে না বাজাতেম, মধুর মুরলী।
তথাচ আসিত ছুটে, সাধের ধবলী॥
দিতেম সুখের সহ, মুখের অদন।
নাচিয়া খাইত কত, নাড়িয়া বদন॥
নিরবধি নীরদ, নয়নে নীরধারা।
এমন ধবলী আমি, হইলাম হারা!

ব্রজের রাখাল আমি, রাখালের দাস।
কোন্ কার্য্যে কোন্ রাজ্যে, ভ্রমে করি বাস?
কোথায় প্রাণের ভাই, শ্রীদাম সুবল।
ক্ষুধায় সুধার সনে, দেয় অন্ন জল॥
হারে রেরে রব শুনে; হই জ্ঞানহত।
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে, মিষ্ট লাগে কত॥
পরস্পর সখ্যভাব, সরস অন্তরে।
দিবা নিশি সুখে ভাসি, রস-রত্নাকরে॥
ভুলিতে কি পারি কভু, ব্রজের রাখিলি।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী ধবলী॥
বিষাদে বিদরে বুক্, খেদে প্রাণ কাঁদে।
কোথা মম প্রেমময়ী, প্রাণেশ্বরী রাধে॥
এখন সে চারু চূড়া, নাহি আর মাথে।
সুধামাখা রাধা নাম, লেখা আছে যাতে॥
ব্রজে যার প্রেমডোরে, সদা হোয়ে বাঁধা।
বোয়েছি মস্তকে সুখে, শ্রীনন্দের বাধা॥
যার মানে শরীরে, মাখিয়া ভস্মরাশি।
হইলাম কাশীবাসী, ভিখারী সন্ন্যাসী॥
পদে লিখে কৃষ্ণ নাম, কোরেছি কোটালি।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, সুখ অহরহ।
কতই মধুর ভাব, গোপিকার সহ॥

বাজাইয়া বাঁশী হাসি, আসি কুঞ্জবনে।
নিত্য রস রাসলীলা, রস আলাপনে ॥
কোথা রাসময়ী রাধা, রসিকা রমণী।
মনসী মহিষী শশী, মম শিরোমণি ॥
কোথায় বিসখা বৃন্দা, কোথা চন্দ্রাবলী।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভ্রাট।

ভাবভরা ভারতের যশোজলাশয়।
কালরবি করে করে, শুষ্ক সমুদয় ॥
জলহীন মীন সম, যত হিন্দুগণ।
জীবন জীবন করি, হারায় জীবন ॥
তৃষায় হইয়া কৃশা, যায় মাতৃভাষা।
পুনর্ব্বার নাহি তার, বাঁচিবার আশা ॥
পণ্ডিতের মনে মনে, বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে, শাস্ত্রের আলাপ ॥
বিদ্যা সব লোপ হয়, চর্চ্চা নাই তার।
মণিহারা ফণী প্রায়, ধ্বনিমাত্র সার ॥
অপমান, অনাদর, প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহু নাহি, সমাদর করে ॥

ধর্ম্ম যায় কর্ম্ম সহ, দেশ পরিহরি।
মর্ম্মভেদ মর্ম্মে বৈদ্য, মিছে খেদ করি ॥
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু, স্মৃতি হয় শেষ।
শ্রুতি আর শ্রুতিপথে, করে না প্রবেশ ॥
কুতর্কের তর্ক উঠে, তর্কের বিচারে।
ন্যায় হোয়ে ন্যায়ছাড়া, থাকিতে কি পারে?
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র, সে তন্ত্র কে জানে?
স্বতন্ত্রে কুতন্ত্র হোলে, তন্ত্র কেবা মানে?
কাব্যের অধীন হোয়ে, কাব্য হয় গত।
অলঙ্কার হইয়াছে, অলঙ্কারহত ॥
ভারতে না রহে আর, ভারতের বাস।
পুরাণ পুরাণ বলি, করে উপহাস ॥
কেবা চলে শাস্ত্রপথে, সবাই অচল।
নাহি মন গীতায়, কি তায় পাবে ফল?
কেমনে দেখিবে পথ, দৃষ্টি আছে কার?
একে সব ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার ॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, দেখেনা চাহিয়া।
জানায় সরল ভাব, গরল খাইয়া ॥
দ্বেষাচার-মদে মত্ত, দেশাচার হরে।
কটুভরা কালকূট, সুধা জ্ঞান করে ॥

ভারতের ভাগ্যবিপ্লব।

জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক তুমি,
    ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হোয়ে?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
    মিছে কেন ম্বর ভার বোয়ে?
পূর্ব্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
    অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্বরীতি নীতি, অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি,
    শ্রুতি হয় শ্রুতিপথহত॥
দেশের দারুণ দুঃখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
    চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মসিছাঁদে,
    শোক অশ্রু করে বরিষণ॥
কি ছিল কি হলো আহা, আর কি হইবে তাহা?
    ভারতের ভবভরা যশ।
ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা সুখ বৃষ্টি,
    সর্ব্বাধারে সঞ্চারিবে রস॥
ভাবভূপ-প্রিয়ারাণী, বাণীর প্রকৃত বাণী,
    মৃতপ্রায় পুরাতন ভাষা।
সচেতন হোয়ে পুনঃ, গাইবে বিভুর গুণ,
    রসনায় নিত্য করি বাসা॥

সভ্যতা সরোজলতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
    মানুষের মন-সরোবরে।
প্রমোদে প্রফুল্লকায়, সুখ শতদল তায়,
    ফুটিবেক জ্ঞানসূর্য্য-করে॥
সুরব সৌরভ হোয়ে, দশদিকে যশ লোয়ে,
    প্রকাশিবে শুভ সমাচার।
স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে, ভারতের জরা দেহে,
    করিবেন শোভার সঞ্চার॥
দূর হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি,
    শান্তি জল হবে বরিষণ।
পুণ্যভূমি পুনর্ব্বার, পূর্ব্ব সুখ সহকার,
    প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন॥
প্রবীণা নবীনা হোয়ে, সন্তান সমূহ লোয়ে,
    কোলে করি করিবে পালন।
সুধাসম স্তন পানে, জননীর মুখ পানে,
    একদৃষ্টে করিব ঈক্ষণ॥
এরূপ স্বপন মত, কত হয় মনোগত,
    মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে, প্রসূতির হাহারবে,
    সুত সবে করে হাহাকার॥

ষষ্ঠ খণ্ড।

হাফ আকড়াই।

গীত।

মহড়া।

কি ভাবেতে যেতে বল, সান্ত্ব হওয়া দায়।
আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণে না ধৈর্য্য ধরে,
রাইগো, সকলে মজি এস কৃষ্ণের পায়।

অন্তরা।

কালরূপে ভুলাইব সব গোপিকায়,
কৃষ্ণ হবেন অনুকুল, যত গোকুলে গোকুল,
গোপী গোপকুল, হল হল প্রতিকূল।

চিতেন।

ভেবেছ কি মনমনে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণে,
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিষ্ট,
একি কথা শুনি রাধে,
সুধু শ্রীকৃষ্ণ তোমার নয়, সকলের দয়াময়,
যে মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পদে।
সবে ভাবিব কৃষ্ণ-ভাব, শ্রীকৃষ্ণের দাসী হব,
শ্রীকৃষ্ণ-পাব এই যমুনায়।

—০—

গীত।

অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে।
যার চিন্তামণি চিন্তা অন্তরে, তার কি চিন্তা মরণে?
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার, অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার,
শুন শ্যাম, গুণধাম, তব নাম করি সার।
ভক্তি ভবজলধি জলে হয় পার॥
তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন,
তব তত্ত্ব জেনে সার, করেছিলাম পদ সার,
তবে কেন ঘটিল এমন?
বিপদে নাহি দিলে পদাশ্রয়!
এ কেমন ধর্ম্ম তোমার. ওহে ভক্তাধীন দয়াময়!
কি কর্ব মাধব, যে তব ব্যবহার।
যার কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ প্রাণ,
কৃষ্ণহে তার কি দশা এমনি হয়?
কংসের দাসী হে ছিলাম আমি হরি,
দিয়ে রাঙ্গা পদে স্থান, রাখিলে দুঃখিনীর মান,
আমি নারী চিন্তে নারি।
কুরূপা কুৎসিতা আগে ছিলাম আমি, শ্যাম,
পরে সুন্দরী করি, আমায় শ্রীহরি,
রাখিলে হে নিজ নাম, তোমার মহিমা অনুপাম,
বিশ্বজয়ী তুমি ঐ তোমা বই নাহি জানি শ্যাম॥

—০—

গীত।

নব নীল নীরধর কলেবর,
আহা মরে যাই।
অপরূপ রূপ, এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই।
আহা মরি কিরূপ লাবণ্য,
চারু কলেবরে, ভুবন আলো করে,
ভাব ভঙ্গিভরে, হরে চৈতন্য।
চারু পলকে পলকে, দামিনী নলকে,
ঝলকে ঝলকে ও কাল কায়।
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়?
প্রাণ সই, চেয়ে দেখ ঐ,
প্রেম-পবনে করি ভর,
উঠেছে জলধর, ধর গো ধর,
মানস চাতক উড়ে যায়।
এ ভাবের বল অভিপ্রায়।
সখি ঐ মেঘে হল জল,
দাঁড়াবার নাহি স্থল, বলগো বল,
বৃন্দে কি করি উপায়?
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়!

গীত।

কও কে তুমি হে নবীন জটাধারী?
মনোহর, কলেবর,
নটবর যোগীশ্বর,
চাহ চকিতে চঞ্চল চারুচক্ষে,
ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে,
কহ কি দুঃখে,
হলে তুমি ভিক্ষারী?
শিরে ভাল জটাজাল,
ফণীফাল, শশীভাল,
দিয়ে তাল, বাজে গাল,
শ্রীরাধা বলে,
এ কি ভাব দেখালে?
আবার শিঙ্গেতে, গান বলে কিশোরী!

গীত।

অতি সরল বাঁশের
মোহন বাঁশরী আমার।
এ রবে কে রবে?
যাতে ব্রহ্মাদি দেবগণে সবে,
হয় উচাটন।
সাধে কি মন ভোলে গোপিকার?
ব্রহ্মার সৃজন,
আমার এই মোহন, বাঁশরী।
আমি ক্ষীরদে পেয়েছি,
শুন ও সহচরি!
এত অন্য, সামান্য
বাঁশের বাঁশী নয়—
বাঁশী কত গুণ ধরে, আমার অধরে,
সর্ব্বদা নাম ধরে শ্রীরাধার॥

গীত।

—ঃ—

স্বভাবে, অভাব সব,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের কি ভাব।
ঋতু বসন্ত আগমনে,
বৃন্দাবনে যেন বর্ষার আবির্ভাব!
একি প্রমাদ হল,
কিসে বাঁচে জীবন?
মরে সব গোপগোপীগণ।
রাধার নয়ন নীরধর,
দেখ ঐ নিরন্তর,
কৃষ্ণবিরহ-বারি করে বরিষণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বদনে—
তৃষিত চাতকী সম, হইল মানস মম,
জুড়াইব কৃষ্ণ-প্রেমবারি বরিষণে—
আবার কুহুরব বজ্র হানে পিকবর।
মনের বিষাদে, কাঁদে শ্রীরাধে,
কোথা বিপদে দয়াময়!

গীত।

—:◦:—

আমার এই মনোরথে,
আজ এসহে বিভু বিশ্বসার।
ষড়চক্র বিবেক হয়,
জ্ঞান শ্রদ্ধা দ্বয়,
রজ্জু তার।
আছে বাসনা সারথী,
তুমি হয়ে রথী,
বথে, আত্মার মানস পথে,
চল সহস্রার।
তুমি আনন্দ-আলোক,
বালক-পালক,
হরি, এ দীন বালকে
বিষয়-বারি কর পার॥

——o——

(সমাপ্ত।)